সাহাবা জীবনের বিরল বিচিত্র
বিস্ময়কর ঘটনাবলী

আলোর কাফেলা

প্রথম খণ্ড

ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা [রহ.]

সাহাবা জীবনের বিরল বিচিত্র
বিস্ময়কর ঘটনাবলী

প্রথম খণ্ড

মূল

ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা [রহ.]
[বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ]

অনুবাদ

মাওলানা নাসীম আরাফাত
শিক্ষক, জামিয়া শারইয়্যাহ, মালিবাগ, ঢাকা

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোর কাফেলা

প্রথম খণ্ড

মূল ঃ ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা [রহ.]
অনুবাদ ঃ মাওলানা নাসীম আরাফাত

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

তৃতীয় মুদ্রণ ঃ মার্চ ২০১০ ঈসায়ী
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ জুন ২০০৭ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর ২০০৪ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ একশত বিশ টাকা মাত্র

ALOR KAFELA
By : Dr. Abdur Rahman Rafat Pasha [Rh.]
Translated by : Maulana Naseem Arafat
Price Tk. 120.00 US $ 6.00 only

‘মা’

জান্নাতুল ফিরদাউস কামনা করি যাঁর

বিগলিত নয়নে।

অধম, নাসীম আরাফাত

৯/১২/০৪

লেখকের দু'আ

হে আল্লাহ!

আমি আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে গভীরভাবে সততার সাথে ভালবেসেছি। সুতরাং মহাত্রাসের দিবসে তাদের যে কোন একজনের নিকট আপনি আমাকে সমর্পণ করুন।

হে আরহামুর রাহেমীন!

আপনি জানেন, আমি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্যই তাদেরকে ভালবেসেছি।

—আবদুর রহমান রাফাত পাশা

দু'টি কথা

আল্লাহ যাঁদেরকে তাঁর প্রিয়নবীর সাহচর্যের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন, রাসূল যাঁদেরকে মনের মাধুরী দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত আপামর মানব গোষ্ঠির হিদায়াতের জন্য তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন, যাঁদেরকে বিশ্ব নেতৃত্বের জন্য বিনির্মাণ করেছেন, যাঁদের বেশ কয়েকজন পৃথিবীতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন আর সবাই পেয়েছেন আল্লাহর সন্তুষ্টির মহাবাণী, তারপর যাঁদেরকে রাসূল (স.) স্বীয় কণ্ঠে দিশেহারা মানবতার জন্য হিদায়াতের আলোকোজ্জ্বল তারকা রূপে অভিহিত করেছেন তাঁরাই হলেন সাহাবায়ে কেরাম।

রাসূলের পর এ উম্মতের মাঝে তাঁরাই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই তাঁদের জীবনালেখ্য আমাদের জীবন পাথেয়। তাঁদের আলোচনা আমাদের হিদায়াত। তাঁদের অনুসরণ আমাদের চিরমুক্তির প্রতিশ্রুতি।

অনূদিত এ গ্রন্থটির মূল 'সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা'। লেখক আরবী ভাষায় তাঁর কলমের আঁচড়ে গ্রন্থটিকে করেছেন কালজয়ী, যুগোত্তীর্ণ। তিনি তাঁর হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতি, অপূর্ব রচনাশৈলী, শব্দচয়নের অনন্য দক্ষতা, বর্ণনাভঙ্গির অসম পাণ্ডিত্য আর ভাষার সাবলীলতা আর তরঙ্গময়তা দিয়ে মুহূর্তে পাঠকের হৃদয়কে মোহাবিষ্ট করে তুলেন। পাতার পর পাতা উল্টিয়ে বহুদূর চলে যেতে বাধ্য করেন।

তাই আরব বিশ্বের ঘরে ঘরে আজ এ গ্রন্থটি বেশ সমাদৃত। এর সাহিত্য-উচ্চমান বজায় রেখে, সাহিত্য-রস, উপমা উৎপেক্ষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে ভাষান্তর করা এক দুরূহ ব্যাপার। তবুও সবার ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টির আশ্বাসবাণী শুনিয়ে এ দুরূহ কাজটির দায়িত্ব আমার কাঁধেই তুলে দিলেন মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্বাধিকারী মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান

খান। আল্লাহ তাঁর প্রকাশনীকে কবুল করুন আর তাঁর দূরদর্শিতাকে প্রখর করুন। এরপর তা প্রকাশেরও দায়িত্ব নিলেন। তাই আমি তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ।

তবে আমাদের দীর্ঘ চেষ্টা সাধনা আর মেহনত তখনই সফল হবে যখন আমরা এ গ্রন্থ থেকে হিদায়াতের আলো গ্রহণ করে জীবন চলার পথে তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসব। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

নাসীম আরাফাত
৪০৩/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা
ঢাকা-১২১৯

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হজ্জের সময় বাইতুল্লাহ শরীফের দক্ষিণে অবস্থিত ছোট একটি লাইব্রেরী থেকে 'ছুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবাহ' নামক একটি চমৎকার কিতাব ক্রয় করি। নামায, তাওয়াফ, তিলাওয়াত ও হজ্জের অন্যান্য কার্যাদির ফাঁকে ফাঁকে যখনই একটু অবসর পেতাম কিতাবটি নিয়ে বসে যেতাম, এমনকি মিনা, আরাফাহ্ ও মুজদালিফার ব্যস্ততম দিনগুলোতেও কিতাবটি সাথে রেখেছি এবং সামান্য সুযোগেও সেটা পড়ার কাজ অব্যাহত রেখেছি।

কিতাবটি আমার এতই পছন্দ হয়েছে যে, মদীনা শরীফে যখন এই একই কিতাব মক্কা শরীফের চেয়ে দশ রিয়াল কমে পেলাম, তখন এক স্নেহাস্পদকে হাদীয়া দেওয়ার জন্য আরো একটি কপি ক্রয় করলাম। এই পবিত্র সফরে অনেক মুরুব্বীকেও এর বিভিন্ন জায়গা থেকে অনুবাদ করে শুনিয়েছি। তাঁরা সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন এবং বঙ্গানুবাদের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু নিজের অযোগ্যতার দরুন কখনোই এ দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেওয়ার হিম্মত হয়নি।

পরবর্তীতে যখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও অনুবাদক বন্ধুবর মাওলানা নাসীম আরাফাতের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা হলো তখন তিনি অনুবাদ করার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং বললেন, এই কিতাবটি অনেক আগেই আমি পড়েছি, এর কিছু কিছু অংশের অনুবাদ করে বিভিন্ন পত্রিকায়ও ছাপিয়েছি ; এ কিতাবের প্রতি আমারও খুবই আগ্রহ আছে। তিনি অনুবাদের দায়িত্ব নিলেন এবং মূল কিতাবের এক–তৃতীয়াংশের অনুবাদ করে আমাকে পৌছালেন। আমি তা অনেকটা যাদুগ্রস্তের মতোই খুব অল্প সময়েই পড়ে ফেললাম। আমার মনে হলো অনুবাদ মূলের মত সাবলীল ও সুন্দর হয়েছে। তাই খুবই যত্নের সাথে এর প্রচ্ছদ ও মুদ্রণের কাজ শুরু করলাম। পাঠকমাত্রই এই যত্নের ছাপ অনুভব করবেন ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য মূল আরবী কিতাবটি মোট সাত খণ্ড কিন্তু বড় এক ভলিউমে বাধাই করা। আমরা আমাদের পাঠকদের সামর্থ্য ও রুচিবোধ বিবেচনা করে অনুবাদকে তিন খণ্ডে প্রকাশ করার পরিকল্পনা নিয়েছি। যাতে বহন ও পাঠ করা সহজ হয়। ঊনিশজন সাহাবীর জীবনের বিরল, বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী নিয়ে আলোর কাফেলা নামে এর প্রথম খণ্ড এখন আপনাদের হাতে।

প্রচ্ছদ, অঙ্গসজ্জা সুন্দর ও বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিবো ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ পাক আমাদের জীবনকেও তাঁর প্রিয়নবীর (স.) প্রিয় সাহাবীদের জীবনের ছাঁচে ঢেলে সাজানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিনীত—
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার
ঢাকা–১১০০

ক্রমধারা

হযরত সাঈদ ইবনে 'আমের জুমাহী (রাযিঃ)

সাঈদ ইবনে 'আমের এক মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি ইহকাল বিক্রয় করে পরকাল ক্রয় করেছেন এবং সবকিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

—ইতিহাসবিদগণ

হযরত সাঈদ ইবনে 'আমের জুমাহী (রাযিঃ)

এক বিশাল আনন্দ মিছিল।

মক্কার অলিগলি ঘুরে আনন্দ মিছিলটি তানঈম প্রান্তরের দিকে এগুচ্ছে। এ আনন্দ মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে মক্কার হাজারো যুব-কিশোর আর পৌঢ়-বৃদ্ধরা। শুধু কি তাই! ঘরদোর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে অনেক কিশোরী যুবতীও। থেকে থেকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে লাত উয্যার জয়ধ্বনি। করতালি আর উল্লাস ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠছে মরুপ্রান্তর।

মিছিলের নেতৃত্বে রয়েছে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ। সবার আগে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলছে এক শৃঙ্খলিত বন্দীকে। তাঁর নাম খুবাইব। রাসূলের সাহাবী। একান্ত একনিষ্ঠ সহচর। মুশরিকরা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে বন্দী করেছে। এখন তানঈম প্রান্তরে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁকে শূলে চড়াবে। নির্মমভাবে হত্যা করবে। বদরে নিহত মুশরিকদের হত্যার প্রতিশোধ নিবে। প্রতিহিংসার জ্বালা প্রশমিত করবে।

সাঈদ ইবনে 'আমের। মক্কার এক তরুণ যুবক। যৌবনের জোয়ারে টইটম্বুর তার শরীর-মন। অনুসন্ধিৎসু আর জিজ্ঞাসু তার দেহ-অন্তর। দুরন্ত, দুর্বার আর অপ্রতিরোধ্য তার গতি-প্রকৃতি। আজকের এই উল্লাস মিছিলে সেও পিছিয়ে নেই। হাজারো যুবকের ভিড়ে সেও চলল মিছিলের সাথে সাথে। অনুসন্ধিৎসু মন তাকে একেবারে শৃঙ্খলিত বন্দীর নিকটে নিয়ে এল। দেখল, শৃঙ্খলিত খুবাইবের চেহারায় ভয়-ভীতির কোন ছাপ নেই। নির্বিকার নিশ্চিন্ত এক সুখী মানুষ। যেন প্রশান্তির বন্যা বইছে তার হৃদয় উপত্যকায়। এ দৃশ্যে সাঈদ ইবনে 'আমের অত্যন্ত বিস্মিত হল।

আনন্দ মিছিলটি ধীরে ধীরে তানঈম প্রান্তরে এসে পৌঁছল। একেবারে শূলি কাষ্ঠের গোড়ায় গিয়ে থামল। করতালি আর লাত-উয্যার ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে চির শান্ত তানঈম প্রান্তর মুখরিত হয়ে উঠল। সাঈদ ইবনে 'আমেরের অনুসন্ধানী দৃষ্টি আবার ফিরে এল বন্দী খুবাইবের দিকে। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাঁর নেই কোন

ব্যাকুলতা। মৃত্যুর ভয়াল বিভীষিকার আতঙ্কে নেই কোন বিষন্নতা। যেন তিনি এক আজব ভুবনের মানুষ।

ইতিমধ্যে সাঈদ শোরগোল আর অট্টহাসির মাঝে খুবাইবের ধীরস্থির প্রশান্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে বলছে, মৃত্যুর পূর্বে আপনারা কি আমাকে দু' রাকাত নামায আদায় করার সুযোগ দিবেন? তারপর খুবাইব মুশরিকদের নিশ্ছিদ্র বেষ্টনীর মাঝে দাঁড়িয়ে দু' রাকাত নামায পড়লেন। এ তো নামায নয়। এ যেন অল্লাহর প্রেম-প্রীতি আর ভালবাসার এক অনুপম দৃশ্য। মুহূর্তে আত্মসত্তা ভুলে তিনি যেন চলে গেলেন সুদূর কোন অদৃশ্যলোকে। যেন গোপন অভিসারে নিরব নির্জন স্থানে প্রেমাস্পদের কানে কানে মিটিমিটি কথা বলছেন। তারপর জীবনের সকল সঞ্চিত প্রেম ও ভালবাসা উজাড় করে মহান রাব্বুল আলামীনের পদতলে সিজদায় লুটিয়ে পড়ছেন।

খুবাইবের এই বিস্ময়কর নামায কাফেরদের চিন্তা-চেতনায় এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করল। কপালের রেখায় রেখায় একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন তীব্র আকারে ফুটে উঠল। আহ্! কী সুন্দর নামায! কী চমৎকার প্রভু ভক্তি! নিরাকার রবের সামনে কি এমনিভাবে আত্মভোলা হওয়া যায়? জীবনের অন্তিম মুহূর্তে কি নামাযকে শেষ আকাঙ্খা হিসাবে গ্রহণ করা যায়? এমনি বহু প্রশ্নে জর্জরিত হচ্ছে তাদের বিবেক-বুদ্ধি।

ইতিমধ্যে দু' রাকাত নামায শেষ করলেন খুবাইব (রাযিঃ)। ফিরে তাকালেন কুরাইশ নেতৃবৃন্দের দিকে। বললেন, তোমাদের যদি এ ধারণা না হত যে, মৃত্যুর ভয়ে আমি নামায দীর্ঘ করছি, তাহলে আমি আমার নামাযকে আরো দীর্ঘ করতাম। এরপর সাঈদ ইবনে 'আমের দেখল, মুশরিকরা তাঁর শরীরের একেকটি অঙ্গ নির্মমভাবে কেটে নিচ্ছে আর প্রশ্ন করছে, খুবাইব! তুমি কি চাও, মুহাম্মদ তোমার স্থানে হবে আর তুমি চির মুক্তি পাবে? রক্তাক্ত খুবাইবের অত্যন্ত দৃঢ়, অবিচল প্রতিবাদী কণ্ঠ শুনতে পেল সাঈদ ইবনে 'আমের। তিনি বললেন, নিরাপদে আমি পরিজনের নিকট ফিরে যাব আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে একটি মাত্র কাঁটা বিধঁবে তাও আমি বরদাশত করব না। সাথে সাথে কাফেরদের চিৎকার আর অট্টহাসিতে মুখরিত হয়ে উঠল

তানঈম প্রান্তর। তারা বলছে, হত্যা কর এই সাবীকে। এই ধর্মত্যাগীকে। এক্ষুণি তাকে শূলিতে দে।

এরপর সাঈদ ইবনে 'আমের দেখল, শূলিবিদ্ধ খুবাইবের দৃষ্টি আকাশের নীলিমায় আটকে গেছে। অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলছেন, হে আল্লাহ! এদের সংখ্যা গুণে নিন। নির্মমভাবে এদের হত্যা করুন। এদের কাউকে পরিত্রাণ দিবেন না।

তারপর অগণিত বর্শা আর তরবারীর আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ছিন্নভিন্ন দেহ থেকে খুবাইবের প্রাণপাখি নীল আকাশের নিঃসীম নীলিমায় উড়ে গেল। কাফেরদের বেষ্টনীর মাঝে পড়ে রইল তাঁর নিস্প্রাণ নির্জীব দেহটি।

***

খুবাইব (রাযিঃ)–এর শাহাদাতের পর বধ্যভূমি থেকে সবাই ফিরে এল। জনশূন্য হয়ে পড়ল তানঈম প্রান্তর। জীবন–যাত্রাপথের বহু ঘটনা দুর্ঘটনার আবর্তে সবাই ভুলে গেল খুবাইব (রাযিঃ)–এর শাহাদাতের বিস্ময়কর ঘটনাগুলো।

কিন্তু সাঈদ ইবনে 'আমের ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। মুহূর্তের জন্যও তার অন্তর থেকে খুবাইব (রাযিঃ)–এর শাহাদাতের বিস্ময়কর ঘটনাগুলো মুছে যায়নি।

দিবাশেষে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেই ঘুমের ঘোরে তাঁকে স্বপ্নে দেখেন। ভয়ে আতঙ্কে ঘুম ভেঙ্গে যায়। আবার দিবালোকে কল্পনার জগতে এসে খুবাইব (রাযিঃ) হাজির হন। শূলিকাষ্ঠের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ধীরস্থির শান্তচিত্তে দু' রাকাত নামায আদায়ের প্রাণবন্ত চিত্র ভেসে উঠে তার মানসপটে। একেকটি দৃশ্যের পর সর্বশেষে যখন কুরাইশের উপর বদ দু'আর শব্দগুলো তার কর্ণকুহরে গুঞ্জন তুলে, তখন তার শরীর ভয়ে কাঁপতে থাকে। মনে হয়, এই বুঝি আকাশ থেকে মক্কায় ভয়াবহ বজ্রাঘাত নেমে আসবে। এক্ষুণি বুঝি আকাশ থেকে বিশাল প্রস্তর খণ্ড পড়ে মক্কানগরী ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে।

খুবাইব (রাযিঃ)–এর এই ঘটনা সাঈদ ইবনে 'আমের এর অন্তরে

আলোর বন্যা বইয়ে দিল। তার চিন্তা জগতে এক বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করল। তত্ত্বজ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডারে ভরে গেল তার হৃদয়-মন।

সে বুঝে ফেলল, হৃদয়ের গভীরে যে ঈমানের শাখা-প্রশাখা পৌছে যায়, তা বহু বিস্ময়কর কাহিনী সৃষ্টি করে। বহু অলৌকিক ঘটনা জন্ম দেয়।

আরো বুঝল, যে মহান ব্যক্তিকে তাঁর সহচরবৃন্দ ও সঙ্গী-সাথীরা এমনিভাবে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে পারে নিঃসন্দেহে তিনি ঊর্ধ্বলোকের মদদপুষ্ট মহান কোন নবী বৈ আর কিছু নন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা সাঈদ ইবনে 'আমের এর রুদ্ধ হৃদয় ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। সমবেত কাফেরদের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন। কুরাইশের পৌত্তলিক পাপ-পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করলেন।

***

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) নিজেকে আর মক্কায় ধরে রাখতে পারলেন না। রাসূলের ভালবাসা মহব্বত তাঁকে মদীনার দিকে তীব্র আকর্ষণ করতে লাগল। অবশেষে ব্যাকুল অস্থির চিত্তে তিনি মদীনায় হিজরত করলেন।

মদীনায় পৌছে তিনি রাসূলের সাহচর্য অবলম্বন করলেন। সারাক্ষণ রাসূলের আশেপাশে থাকেন। রাসূলের মজলিসে বসেন। ইহলৌকিক পারলৌকিক কথা শুনেন। দিনে দিনে তিনি ঈমানী বলে আরো বলিয়ান হয়ে উঠলেন। খায়বর তৎপরবর্তী সকল জিহাদে তিনি রাসূলের পাশে পাশে থেকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন।

রাসূলের ইন্তেকালের পর তিনি পর্যায়ক্রমে খলীফা আবূবকর (রাযিঃ) ও খলীফা উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)-এর হাতে উন্মুক্ত তরবারী হয়ে যান। ইসলামের সেবায় তিনি তাদের সকল হুকুম অবলীলাক্রমে মেনে নেন। তিনি এখন প্রকৃত মুমিনের এক অনন্য উপমা। দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত ক্রয়ের পাকা সওদাগর। আল্লাহর রেযামন্দি ও সন্তুষ্টি অর্জনে

এক কামেল মু'মিন।

খলীফাদ্বয় তাঁর সততা, আল্লাহভীরুতা, তাকওয়া-পরহেযগারী সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। তাই তাঁরা তাঁর উপদেশ ও দিক নির্দেশনা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে শুনতেন।

একদিনের ঘটনা। হযরত উমর (রাযিঃ) তখন সবেমাত্র খলীফা হয়েছেন। তখন সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) তার নিকট গেলেন। তারপর বললেন, শোন উমর! তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। জনসাধারণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। আল্লাহর ব্যাপারে কাউকে ভয় করবে না। মনে রাখবে, তোমার কথা যেন তোমার কাজের খেলাফ না হয়। কারণ প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ কথা তাই, বাস্তবায়ন যাকে সত্যায়িত ও বলিষ্ঠ করে।

শোন উমর! দূর ও নিকটের মুসলমানদের প্রতি তোমার দৃষ্টিকে সর্বদা অতন্দ্র রাখবে। তোমার ও তোমার পরিজনের জন্য তুমি যা ভালবাস, জনসাধারণের জন্য তা-ই ভালবাসবে। আর যা তোমার ও তোমার পরিজনের জন্য অপছন্দ করবে তা জনসাধারণের জন্য অপছন্দ করবে। সত্য বাস্তবায়নে জীবন-যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়। আল্লাহর বিধি-বিধান বাস্তবায়নে কারো তিরস্কারকে ভয় করো না।

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) তখন বললেন, হে সাঈদ! বল তো কে এমনটি কর্‌তে পারবে?

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) বললেন, আপনাকে এবং আপনার মত যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের শাসক বানিয়েছেন, তারাই তা পারবে।

***

এবার হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলেন। সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ)-কে খিলাফতের কাজে সহায়তা করার আহ্বান জানালেন। বললেন, শোন সাঈদ! আমি তোমাকে হিম্‌সের গভর্নর বানিয়ে পাঠাচ্ছি।

ভয় পাওয়া লোকের মত কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে সাঈদ ইবনে 'আমের

(রাযিঃ) বললেন, ভাই উমর! আল্লাহর কসম করে বলছি, তুমি আমাকে পরীক্ষায় ফেলো না।

হযরত উমর (রাযিঃ) এবার একটু ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, ছি, ছি, এটা কেমন কথা! আমার মাথায় দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তোমরা দূরে সরে থাকবে? আল্লাহর শপথ! আমি এবার তোমাকে ছাড়ছি না।

তারপর তিনি তাঁকে হিম্‌স নগরীর গভর্নর বানিয়ে দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ভাই সাঈদ! বাইতুল মাল থেকে কি তোমার ভাতার ব্যবস্থা করে দিব?

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) বললেন, না, ভাতার কোন প্রয়োজন নেই। দিলে তা আমার প্রয়োজনের চেয়ে বেশী হবে। তারপর তিনি হিম্‌স নগরীতে চলে গেলেন।

এর কিছুদিন পর হিম্‌স নগরী থেকে একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় এল। এরা আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রাযিঃ)—এর পরিচিত, বিশ্বস্ত।

হযরত উমর (রাযিঃ) তাদের বললেন, তোমরা আমাকে হিম্‌সের দরিদ্র লোকদের একটি তালিকা তৈরী করে দাও। আমি তাদের অভাব পূরণের চেষ্টা করব।

প্রতিনিধিদল একটি তালিকা তৈরী করে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রাযিঃ)—এর নিকট পেশ করলেন। তিনি তালিকাটি নিয়ে চোখ বুলাতে লাগলেন। কয়েকটি নামের পরই তাঁর দৃষ্টি আটকে একেবারে স্থির হয়ে গেল একটি নামের উপর। নামটি হল সাঈদ ইবনে 'আমের।

এক আকাশ বিস্ময় তার কণ্ঠে বাঙ্ময় হয়ে উঠল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে এই সাঈদ ইবনে 'আমের?!

প্রতিনিধিদল বলল, ইনি আমাদের গভর্নর। আমাদের আমীর।

হযরত উমর (রাযিঃ)—এর বিস্ময় এবার বহুগুণ বেড়ে গেল। বললেন, তোমাদের আমীরও কি দরিদ্র?!

প্রতিনিধিদল বলল, আল্লাহর কসম করে বলছি, কখনো এমন হয় যে, দিনের পর দিন তাঁর ঘরে আগুন পর্যন্ত জ্বলে না।

হযরত উমর (রাযিঃ) এবার অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন।

অশ্রুধারায় তাঁর শ্বশ্রু সিক্ত হয়ে গেল। তারপর এক হাজার দীনারের একটি থলে তাদের হাতে দিয়ে বললেন, সাঈদ ইবনে 'আমেরের নিকট আমার সালাম পৌছাবে। তাঁকে বলবে, উমর ইবনে খাত্তাব এগুলো আপনাকে আপনার প্রয়োজন পূরণের জন্য দিয়েছেন।

***

হিম্‌সে পৌছে প্রতিনিধিদল সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ)–এর বাড়ীতে এল। থলেটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)–এর সালাম পৌছালেন ও তাঁর সংবাদটি দিলেন।

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) থলেটি খুলেই বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রইলেন। দেখলেন, ঝকঝকে দীনারে তা ঠাসা। তিনি তা দূরে সরিয়ে দিতে দিতে অত্যন্ত বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ)–এর ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনে তাঁর স্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। ব্যস্ততায় ভরা কণ্ঠে বললেন, কি হল,।! কী হয়েছে!!! আমীরুল মুমিনীন কি তাহলে ইন্তেকাল করেছেন?!

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) বললেন, না। বরং এর চেয়ে ভয়াবহ বিষয় ঘটেছে।

স্ত্রী বললেন, তাহলে কি মুজাহিদরা কোথাও পরাজিত হয়েছে?

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) বললেন, না, বরং তার চেয়ে বেশী ভয়াবহ।

স্ত্রী বললেন, বলো না তাহলে হয়েছে কী?!

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, আমার আখেরাতকে ধ্বংস করার জন্য দুনিয়া আমার উপর চেপে বসেছে আর ফিতনা আমার ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছে।

স্ত্রী দীনার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তাই পর্দার অন্তরাল থেকেই বললেন, ফিতনাকে দূরে সরিয়ে দিন। নিজে তা থেকে বেঁচে থাকুন।

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) বললেন, তুমি কি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করবে?

স্ত্রী বললেন, হাঁ, অবশ্যই করব।

তারপর সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) দীনারগুলো ভাগ করে অনেকগুলো থলেতে ভরলেন এবং হিম্‌সের দরিদ্র মুসলমানদের মাঝে তা বন্টন করে দিলেন।

***

এ ঘটনার কিছুদিন পর আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) জনসাধারণের অবস্থা দেখতে ও পর্যালোচনা করতে শামের প্রদেশগুলোতে এলেন। হিম্‌সকে তখন কুয়াইফা বা ছোট কুফা বলা হত। কারণ হিম্‌সের অধিবাসীরা কুফার অধিবাসীদের মতই গভর্নরদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করত।

হযরত উমর (রাযিঃ) হিম্‌সে পৌঁছলে হিম্‌সের অধিবাসীরা তাঁর সাথে দেখা করতে এল। হযরত উমর (রাযিঃ) তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তোমাদের আমীরকে কেমন পেলে?

তখন তারা হযরত উমর (রাযিঃ)–এর নিকট আমীরের বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগ উত্থাপন করল। প্রত্যেকটি অভিযোগ অন্যটির তুলনায় গুরুতর।

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, তখন আমি তাঁকে ও তাদেরকে একই মজলিসে সমবেত করলাম। আর মনে মনে আল্লাহর নিকট দু'আ করতে লাগলাম, হে আল্লাহ! আমি তো সাঈদকে বিশ্বাস করতাম। তাঁর ব্যাপারে আমার আস্থা ছিল। হে আল্লাহ! তুমি তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করো না।

সাঈদ ইবনে 'আমের ও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগকারীরা এসে উপস্থিত হলে আমি বললাম, আমীরের বিরুদ্ধে তোমাদের কি কি অভিযোগ আছে?

তারা বলল, দীর্ঘ বেলা পেরিয়ে যাওয়ার আগে তিনি বাইরে আসেন না।

আমি বললাম, হে সাঈদ! এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি?

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) তখন কিছুক্ষণ নিরব রইলেন। তারপর বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম! আমি এর কারণ বলতে অপছন্দ করছি। কিন্তু এখন তা ব্যক্ত করা ছাড়া কোন উপায় নেই। তাই বলছি, আমার ঘরে কোন চাকর বা চাকরানী নেই। সুতরাং প্রত্যহ সকালে আমি আটা গুলি, খামিরা করি। তারপর রুটি বানাই। তারপর উযূ করে জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য বাইরে বেরিয়ে আসি।

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, আমি তখন অভিযোগকারীদের বললাম, তোমাদের আরো কোন অভিযোগ আছে কি?

তারা বলল, তিনি রাতে আমাদের কারো ডাকে সাড়া দেন না।

আমি বললাম, হে সাঈদ! এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি?

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! এ বিষয়টিও আমি প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম না। তা সত্ত্বেও এখন বলতে হচ্ছে, আমি দিবসকে জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য নির্ধারিত করেছি আর রাতকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্ধারিত করেছি।

এরপর আমি বললাম, তোমাদের আর কোন অভিযোগ আছে কি?

তারা বলল, হাঁ, আছে। মাসে একদিন তিনি ঘর থেকে বাইরে আসেন না।

আমি বললাম, হে সাঈদ! এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি?

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার কোন পরিচারক নেই আর আমার এই পরিধেয় কাপড়টি ছাড়া আর কোন কাপড় নেই। তাই মাসে একবার তা ধৌত করি এবং শুকানোর অপেক্ষায় ঘরে থাকি এবং দিবসের শেষ দিকে বেরিয়ে আসি।

তারপর আমি বললাম, তোমাদের আরো কোন অভিযোগ আছে কি?

তারা বলল, হাঁ আছে। মাঝে মধ্যে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। ফলে তিনি তাঁর মজলিসে উপস্থিত হতে পারেন না।

আমি বললাম, হে সাঈদ! এর কারণ কি?

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) বললেন, আমি মুশরিক অবস্থায়

খুবাইব (রাযিঃ)–এর শাহাদত বরণ কালের মৃত্যু–যন্ত্রণা দেখেছি। আর দেখেছি কুরাইশরা কিভাবে তার শরীর থেকে একেকটি অঙ্গ কেটে নিচ্ছে আর বলছে, তুমি কি চাও, মুহাম্মদ তোমার স্থানে হবে আর তুমি নিরাপদে পরিজনের নিকট ফিরে যাবে?

তখন তিনি বলছিলেন, আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে একটি মাত্র কাঁটা ফুটবে আর আমি নিরাপদে নির্বিঘ্নে পরিজনের নিকট ফিরে যাব, এটা কিছুতেই হতে পারে না। আল্লাহর কসম! আমি যখনই সে দিনের কথা স্মরণ করি, তখন আমি আমাকে বড় অপরাধী মনে করি। কেন আমি সেদিন তাঁর সাহায্যে এগিয়ে গেলাম না। আমার মনে হয়, হয় তো আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না। একথা ভাবতে ভাবতেই আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ি। নিঃসাড় হয়ে যায় আমার দেহ, আমার শিরা–উপশিরা।

তখন হযরত উমর (রাযিঃ)–এর কণ্ঠ আবেগে জড়িয়ে এল। বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর হাজার শুকরিয়া। যিনি আমার ধারণাকে সত্যে পরিণত করেছেন।

তারপর হযরত উমর (রাযিঃ) মদীনায় ফিরে এলেন এবং সাঈদ ইবনে আমের (রাযিঃ)–এর নিকট এক হাজার দীনার পাঠিয়ে দিলেন।

সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ)–এর স্ত্রী দীনারগুলো দেখে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! হয়তো আল্লাহ এবার আমাদেরকে আপনার খেদমত থেকে বাঁচাবেন। আর দেরী নয়। কিছু খাবার কিনে আনুন আর একজন গোলাম কিনে ফেলুন।

হযরত সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) তাঁকে বললেন, শোন, এর চেয়ে বেশী লোভনীয় ও আকর্ষণীয় কোন কিছু কি তুমি চাও?

স্ত্রী বললেন, সেটা কি?

হযরত সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) বললেন, এ দীনারগুলো এমন এক মহান সত্তার নিকট আমানত রাখবে, যিনি আমাদেরকে আমাদের তীব্র প্রয়োজনের সময় ফিরিয়ে দিবেন।

স্ত্রী বললেন, আচ্ছা, তা কিভাবে?

হযরত সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) বললেন, আমরা আল্লাহকে তা

ঋণ দিব।

স্ত্রী আনন্দভরা কণ্ঠে বললেন, বেশ, তাহলে তাই করুন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

হযরত সাঈদ ইবনে 'আমের (রাযিঃ) সে দিনের সেই মজলিস থেকে উঠার আগেই দীনারগুলো বিভিন্ন থলের মধ্যে ভাগ করে রাখলেন। তারপর তার পরিজনের একজনকে ডেকে বললেন, যাও, এ থলেটি অমুক বিধবা নারীকে দিয়ে আস। এ থলেটি ঐ এতীমদের দিয়ে আস। এ থলেটি অমুক মিসকীনদের দিয়ে আস। এ থলেটি অমুক ব্যক্তির দরিদ্র সন্তানদের দিয়ে আস। এভাবে বন্টন করতে করতে সব শেষ করে ফেললেন।

***

আল্লাহ তাআলা সাঈদ ইবনে 'আমের জুমাহী (রাযিঃ)–এর উপর রহম করুন। তিনি নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সর্বদা অন্যকে প্রাধান্য দিতেন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাঁর মত জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

হযরত তুফাইল ইবনে আমর দাউসী (রাযিঃ)

হে আল্লাহ! তাকে এমন একটি নিদর্শন দান করুন যা তাকে তার মনের আগ্রহ অনুযায়ী কল্যাণ কাজে সাহায্য করবে।

—রাসূলের (সা.) দু'আ

হযরত তুফাইল ইবনে আমর দাউসী (রাযিঃ)

সর্বক্ষেত্রে যিনি চৌকস। সব কাজে যিনি পারঙ্গম। আত্মমর্যাদায় যিনি শীর্ষে। আতিথেয়তা ও বিপন্নের সাহায্যে যিনি অস্থির। যাঁর উনানের আগুন কখনো নিভে না। যাঁর অতিথিশালার দরজা কখনো বন্ধ হয় না। ক্ষুধার্ত যেখানে অবারিত খাবার পায়। ভীত সন্ত্রস্ত যেখানে নিরাপত্তা পায়। আশ্রয়প্রার্থী যেখানে নিরাপদ আশ্রয় পায়।

শুধু কি তাই!! যিনি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। বিদগ্ধ ভাষাবিদ। স্বনামখ্যাত কবি। শানিত যাঁর অনুভূতি। দূরদর্শী যাঁর দৃষ্টিশক্তি। অম্লমধুর কথার মালায় যিনি শ্রোতাকে বিমুগ্ধ বিমোহিত করেন। তিনি হলেন দাউস গোত্রের সর্দার তুফাইল ইবনে আমর দাউসী (রাযিঃ)।

***

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মক্কার কাফেরদের মাঝে চরম বিরোধ চলছে, সংঘর্ষ ছুঁই ছুঁই করছে, ঠিক তখনই তুফাইল ইবনে আমর মক্কায় এলেন। মক্কায় পা ফেলেই একটা টানটান উত্তেজনা অনুভব করলেন। সবাই একে অপরকে নিজের দলের দিকে আকর্ষণ করছে। সাহায্যকারী ও সমর্থক বানাচ্ছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দিকে। ঈমান আর অবিচল বিশ্বাস তাঁর হাতিয়ার। আর কুরাইশের কাফেররা সর্বশক্তিতে তা প্রতিহত করছে। সকল পন্থা ও পদ্ধতিতে তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।

মক্কায় পা রেখেই তুফাইল অনুভব করলেন, অবলীলাক্রমেই তিনি এই স্নায়ুযুদ্ধের মাঝে পড়ে গেছেন। অথচ এ উদ্দেশে তিনি মক্কায় আসেননি। এর পূর্বে তিনি এ বিষয়ে কিছু জানতেনও না।

এ স্নায়ুযুদ্ধ আর এ বিশ্বাসের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে তুফাইল ইবনে আমরের জীবনে এক চমৎকার উপাখ্যান, এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে,

যা আমরা এখন তাঁর কণ্ঠেই ধীর ও স্থিরচিত্তে মনোযোগের সাথে শুনব।

তুফাইল বলেন, আমি মক্কায় এলাম। আমাকে দেখেই মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ছুটে এল। বিস্ময়কর অভ্যর্থনা আর স্বাগত জানিয়ে আমাকে গ্রহণ করল। মনোরম এক জায়গায় আমার থাকার ব্যবস্থা করল।

তারপর একে একে নেতৃস্থানীয় অনেকে এসে সমবেত হল। তারা বলল, হে তুফাইল! মক্কায় এসেছো বেশ ভাল কথা। তবে মনে রাখবে, ঐ যে মুহাম্মদ নামের লোকটি, যে নিজেকে নবী বলে ধারণা করে সে তো আমাদের মাঝে দারুণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। আমাদের ঐক্য বিনষ্ট করছে। আমাদের সংহতি ছিন্নভিন্ন করছে। আমরা আশংকা করছি, তোমার কারণে হয়তো তোমার গোত্রের মাঝেও এ বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই ঐ লোকটির সাথে কোন কথা বলবে না। তার কোন কথা শুনবে না। কারণ তার কথায় মারাত্মক যাদুক্রিয়া রয়েছে। দু' চারটি কথা যাকে তাকে মন্ত্রাভিভূত করে ফেলে। পিতা-পুত্র, ভাই-বোন ও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিরোধ ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে।

তুফাইল বলেন, তারা আমাকে তাঁর বেশকিছু অদ্ভুত কিচ্ছা কাহিনী শুনাল এবং তার বিস্ময়কর কর্মকাণ্ডের কথা বলে আমাকে ভয় দেখাল। অবশেষে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি তাঁর নিকট যাব না। তাঁর কথাবার্তা শুনব না।

প্রত্যুষে আমি বাইতুল্লাহর তওয়াফ করতে মসজিদে হারামে গেলাম। প্রতিমার আশির্বাদ ও আশিষ গ্রহণ করব। তবে প্রথমেই তুলা দিয়ে আমি আমার কান বন্ধ করে নিয়েছিলাম। যেন মুহাম্মদের কোন কথা আমার কর্ণ স্পর্শ করতে না পারে।

কিন্তু মসজিদে প্রবেশ করেই দেখি মুহাম্মদ কাবার সামনে নামায পড়ছে। অভিনব ও ভিন্ন ধরনের এক নামায। তাঁর দৃশ্য আমার দৃষ্টি কেড়ে নিল। তাঁর ইবাদত আমার হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি করল। নির্নিমেষ নয়নে আমি কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ অনুভব করলাম, অবলীলাক্রমে আমি ধীরে ধীরে তাঁর নিকটবর্তী হচ্ছি এবং আমি তাঁর নিকটে পৌঁছে গেছি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর কিছু কথা আমার কানে পৌঁছল। কথাগুলো ভারী চমৎকার লাগল। আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, বরং নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলাম। ছি, ছি, তুফাইল! তুমি একজন বুদ্ধিমান মানুষ। তুমি একজন কবি। ভাল-মন্দ, ভেজাল-নির্ভেজাল সবকিছুই তোমার নখদর্পণে। তাহলে লোকটির কথা শুনতে কিসের বাধা? ভাল হলে গ্রহণ করবে আর মন্দ হলে প্রত্যাখ্যান করবে, এই তো।

তুফাইল বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত আমি তক্কে তক্কে রইলাম। তারপর রাসূলের পিছু পিছু তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহে প্রবেশ করলে আমিও তাঁর গৃহে প্রবেশ করলাম। বললাম, হে মুহাম্মদ! আপনার গোত্রের লোকেরা আপনার ব্যাপারে আমাকে অনেক কথা বলেছে। তারা আমাকে এমন ভয় দেখিয়েছে যে, আমি আপনার কথা শুনার ভয়ে কানে তুলা দিয়েছিলাম। তারপর আল্লাহর ইচ্ছায় কিছু কথা শুনতে পেলাম। বেশ ভাল লেগেছে। ভারী চমৎকার লেগেছে। সুতরাং আপনার বিষয়টি আমার নিকট খুলে বলবেন কি?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমাকে ইসলাম ও তার আদর্শের কথা শুনালেন। সূরা ইখলাস ও ফালাক তিলাওয়াত করে শুনালেন। আল্লাহর কসম! এর চেয়ে উত্তম কথা আমি কখনো কোথাও শুনিনি। তাঁর ধর্মাদর্শের চেয়ে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মাদর্শ আর কখনো কোথাও দেখিনি।

আমি তখন আমার হাত প্রসারিত করলাম এবং বললাম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আমি মুসলমান হয়ে গেলাম।

***

তুফাইল ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, তারপর কিছুদিন মক্কায় থেকে ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলো শিখে ফেললাম। সাধ্যমত কুরআনের কিছু অংশও মুখস্থ করলাম।

ফেরার সময় ঘনিয়ে এলে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার গোত্রের এক অনুসৃত ব্যক্তি। সবাই আমার কথা শুনে। আমি এখন আমার গোত্রে ফিরে যাব। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিব। সুতরাং আমার জন্য দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকে এমন একটি নিদর্শন দান করেন যা আমার দাওয়াতের কাজে সহায়ক হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দু'আ করলেন। বললেন, হে আল্লাহ! তাকে এমন একটি নিদর্শন দান করুন যা তাকে তার মনের আগ্রহ অনুযায়ী কল্যাণ কাজে সাহায্য করবে।

তারপর আমি আমার গোত্রের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম। চলতে চলতে যখন গোত্রের বস্তিগুলোর নিকটে এক উঁচু স্থানে পৌঁছলাম, তখন আমার কপালের ঠিক মাঝখান থেকে লণ্ঠনের ন্যায় এক ঐশ্বরিক আলোকমালা বিচ্ছুরিত হতে লাগল। আমি তখন বললাম, হে আল্লাহ! নিদর্শনটি আমার চেহারা ছাড়া অন্য কোথাও দান করুন। অন্যথায় হয়তো তারা বলবে, ধর্মত্যাগের শাস্তিস্বরূপ আমার এটা হয়েছে।

অতঃপর সেই ঐশ্বরিক আলোকমালা স্থানান্তরিত হয়ে আমার চাবুকের মাথায় চলে এল। লোকেরা তখন দূর দূরান্ত থেকে অবাক বিস্ময়ে আমার চাবুকের মাথায় সেই ঐশ্বরিক আলোকমালাটি দেখতে লাগল। আমি তখন পাহাড়ের গিরিপথ ভেঙে নেমে আসছিলাম। পল্লীতে পৌঁছলে আমরা বৃদ্ধ পিতা এগিয়ে এলেন।

আমি বললাম, হে আমার পিতা! আর অগ্রসর হবেন না। আপনার আর আমার মাঝের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।

তিনি বললেন, কেন?

আমি বললাম, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্মাদর্শ গ্রহণ করেছি।

পিতা বললেন, বেশ তাহলে তোমার ধর্মই আমার ধর্ম।

আমি বললাম, তাহলে গোসল করে পবিত্র কাপড় পরে আসুন। আমি আপনাকে আমার শেখা বিষয়গুলো শিখিয়ে দিব।

তিনি চলে গেলেন, গোসল করে পবিত্র কাপড় পরে এলেন। আমি

তখন তাঁর সামনে ইসলাম ধর্ম পেশ করলাম, তিনি তা কবুল করলেন ও মুসলমান হয়ে গেলেন।

তারপর আমার স্ত্রী এল।

আমি বললাম, আমার নিকট এসো না। তোমার আর আমার মাঝের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।

সে বলল, কেন?

আমি বললাম, ইসলাম ধর্ম তোমার আর আমার মাঝের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে। আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। মুসলমান হয়ে গেছি।

সে বলল, তাহলে আপনার ধর্মই আমার ধর্ম।

আমি বললাম, বেশ, তাহলে যাও, ঐ যিশারা মূর্তি থেকে দূরবর্তী পানিতে গোসল করে পাক পবিত্র হয়ে এসো।

সে বলল, আশ্চর্য! তাহলে কি আপনি ভয় করছেন যে, যিশারা মূর্তি আমাদের কোন ক্ষতি করবে।

আমি বললাম, যিশারা ধ্বংস হোক! নিপাত যাক!

আমি বলছিলাম, মানুষ থেকে দূরে নির্জন স্থানে গিয়ে গোসল করে এসো। আর আমি দায়িত্ব নিলাম যে, এই মূক বধির পাথুরে মূর্তি যিশারা কিছুই করতে পারে না।

তারপর সে গোসল করে পবিত্র হয়ে এল। আমি তার নিকট ইসলাম ধর্ম পেশ করলাম। সেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল ও মুসলমান হয়ে গেল।

এরপর আমি দাউস গোত্রের লোকদের ডেকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম। তখন আবু হুরাইরা ছাড়া সবাই কিছু না কিছু বিলম্ব করেছিল। শুধুমাত্র আবু হুরাইরাই নির্দ্বিধায় তখনই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

***

তুফাইল ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, এর বেশ কিছুদিন পর আমি আবু হুরাইরাকে সঙ্গে নিয়ে আবার মক্কায় এলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, হে তুফাইল! তোমার গোত্রের লোকদের খবর কী?

আমি বললাম, তাদের হৃদয় ছিপিবদ্ধ। তাদের অন্তর কুফুরির ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। পাপাচার আর অবাধ্যতা গোটা দাউস গোত্রের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমার কথা শুনে রাসূলের চেহারায় চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। তারপর তিনি উযূ করলেন। নামায পড়লেন এবং আকাশের দিকে দু' হাত তুলে ধরলেন।

আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ অবস্থা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ দু'আ করেন তাহলে তো আমার গোত্র ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এল কণ্ঠ চিরে। হায় হায়!! আমার গোত্রের কী হবে!

ইতিমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি বলছেন, হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! দাঁউস গোত্রকে হিদায়াত দান কর। হে আল্লাহ! দাউস গোত্রকে হিদায়াত দান কর। হে আল্লাহ! দাউস গোত্রকে হিদায়াত দান কর।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুফাইল (রাযিঃ)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, যাও, তুমি তোমার গোত্রে ফিরে যাও। তাদের সাথে কোমল আচরণ কর এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাক।

***

তুফাইল ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, আমি স্বগোত্রে ফিরে এলাম এবং অবিরাম ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় চলে এলেন। বদরের যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধ এমনকি খন্দকের যুদ্ধও হয়ে গেল। তারপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম।

আমার সাথে তখন আশিটি পরিবার। তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দেখে আনন্দিত ও বিমুগ্ধ হলেন এবং খায়বরের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় আমাদেরও অংশ দিলেন।

আমরা তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনাগত দিবসের প্রতিটি যুদ্ধে আমাদেরকে মুসলিম বাহিনীর ডান পার্শ্বে রাখবেন এবং আমাদের জন্য প্রতীক শব্দ 'মাবরুর' নির্ধারণ করবেন।

তুফাইল ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, এরপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে থেকে গেলাম। ইতিমধ্যে মক্কা বিজয় হয়ে গেল।

আমি তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আমর ইবনে হাসামার মূর্তি যিল কাফাইলকে জ্বালিয়ে দেয়ার অনুমতি দিন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিলে তিনি তাঁর গোত্রের একদল যোদ্ধা নিয়ে সন্তর্পণে যাত্রা করলেন।

মূর্তির নিকট পৌঁছে তা পুড়ে ফেলতে উদ্যত হলে তাঁর চতুর্পার্শ্বে নারী-পুরুষ আর বালকেরা সমবেত হল। তারা অপেক্ষা করছে যদি তিনি মূর্তির কিছু করেন তাহলে আকাশ থেকে বজ্র আপতিত হবে বা অন্য কোন ক্ষতি হবে।

কিন্তু তুফাইল ইবনে আমের (রাযিঃ) মূর্তিপূজারী জনতার সম্মুখেই তাতে আগুন লাগিয়ে দিলেন আর আনন্দের আতিশয্যে কবিতা আবৃতি করতে লাগলেন—

يَا ذَاالْكَفَيْنِ لَسْتُ مِنْ عُبَّادِكَا

مِيْلَادُنَا اَقْدَمُ مِنْ مِيْلَا دِكَا

اِنِّىْ حَشَوْتُ النَّارَ فِىْ فُؤَادِكَا

ওহে যিল কাফাইল! আমি তো তোমার পূজারী নই।
তোমার জন্মের পূর্বেই আমাদের জন্ম হয়েছে।
নিশ্চয় আমি তোমার হৃদয়ে অগ্নিশিখা পুরে দিলাম।

লেলিহান অগ্নিশিখা মূর্তিটি গ্রাস করে নেয়ার সাথে সাথে দাউস গোত্র থেকে শিরকের অবশিষ্ট চিহ্ন মুছে গেল। গোত্রের সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল।

***

তুফাইল ইবনে আমর (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে আর কোথাও যাননি। রাসূলের ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত রাসূলের সাথেই ছিলেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) খলীফা হলে তুফাইল (রাযিঃ) নিজেকে, নিজের তরবারীকে এবং সন্তানকে তাঁর আনুগত্যে সমর্পণ করলেন।

ধর্মান্তরের মহা ফিতনার সময় যুদ্ধ শুরু হলে মুসাইলামাতুল কায্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তুফাইল (রাযিঃ) ও তাঁর ছেলে আমর মুসলিম বাহিনীর সাথে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

ইয়ামামার পথে যাত্রা কালে তিনি একটি স্বপ্ন দেখলেন। সাথীদের বললেন, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি তোমরা তার ব্যাখ্যা কর।

সাথীরা বললেন, আপনি কি দেখেছেন?

তিনি বললেন, আমি দেখলাম, আমার মাথা মুণ্ডানো হয়েছে। আমার মুখ থেকে একটি পাখি বেরিয়ে উড়ে গেছে। একজন নারী আমাকে তার উদরে ধারণ করেছে আর আমার ছেলে আমর আমাকে দ্রুত তালাশ করছে। কিন্তু আমার ও তার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে গেছে।

সাথীরা বলল, আপনি ভালই দেখেছেন।

তুফাইল ইবনে আমর (রাযিঃ) বললেন, তবে হাঁ, আমি তার ব্যাখ্যা করেছি। আমার মাথা মুণ্ডানোর ব্যাখ্যা হল, আমার শির কেটে ফেলা হবে। আমার মুখ থেকে পাখি উড়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা হল, আমার রূহ আমার দেহ ছেড়ে উড়ে যাবে। আর মহিলাটি আমাকে তার উদরে ধারণ করার অর্থ হল, আমার জন্য কবর খনন করা হবে এবং আমাকে দাফন করা হবে। সুতরাং নিশ্চয় আমি আশা করি, আমি শাহাদাত বরণ করব।

আর আমার ছেলে আমাকে তালাশ করার ব্যাখ্যা হল, সেও আমার ন্যায় শাহাদাতের তামান্না করবে। তবে তার সেই তামান্না বেশ কিছুদিন পর পূরণ হবে।

***

ইয়ামামার যুদ্ধে তুফাইল ইবনে আমর (রাযিঃ) প্রাণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে রণক্ষেত্রেই শাহাদাত বরণ করে লুটিয়ে পড়লেন।

আর তাঁর ছেলে আমর অনবরত যুদ্ধ করতে লাগলেন। শরীরের ক্ষতস্থানগুলো দিয়ে রক্ত ঝরতে ঝরতে একেবারে দুর্বল হয়ে গেলেন। যুদ্ধ চলাকালে তাঁর ডান হাতের কব্জি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ইয়ামামার ময়দানে তিনি তার পিতাকে ও তার হাতকে দাফন করে মদীনায় ফিরে এলেন।

***

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)এর খিলাফতকালে আমর ইবনে তুফাইল (রাযিঃ) তাঁর নিকট এলেন। ইতিমধ্যে উমর (রাযিঃ)এর জন্য খাবার আনা হল। মজলিসে তখন অনেক লোক। তিনি সবাইকে খাবারে আহবান করলেন। আমর ইবনে তুফাইল (রাযিঃ) তখন দূরে সরে রইলেন।

হযরত উমর (রাযিঃ) তাকে তখন বললেন, আরে আপনার কী হল! আপনি হয়তো আপনার হাতের কারণে লজ্জায় খাবার থেকে দূরে সরে আছেন।

আমর ইবনে তুফাইল (রাযিঃ) বললেন, হাঁ, সত্যই বলেছেন, হে আমীরুল মুমিনীন!

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) তখন বললেন, আল্লাহর কসম! যতক্ষণ না আপনি আপনার কাটা হাত এ খাবারে লাগাবেন ততক্ষণ

আমি এ খাবারের স্বাদ গ্রহণ করব না। ..... আল্লাহ্‌র কসম! আপনি ছাড়া এখানে আর কেউ এমন নেই যার শরীরের কিছু অংশ জান্নাতে চলে গেছে।

***

পিতার শাহাদাতের পর আমর ইবনে তুফাইল (রাযিঃ)-এর চোখের তারায় শাহাদাতের স্বপ্ন বিরাজ করছিল। ইয়ারমুকের যুদ্ধে আমের ইবনে তুফাইল (রাযিঃ) মুজাহিদ সাহাবীদের সাথে গমন করলেন। যুদ্ধ করতে করতে তিনি কাঙ্খিত শাহাদাতের সন্ধান পেলেন যার আশা তাঁর পিতা তাঁকে দিয়েছিলেন।

***

আল্লাহ তাআলা তুফাইল ইবনে আমর দাউসী (রাযিঃ)এর প্রতি রহম করুন। কারণ তিনি ছিলেন শহীদ ও শহীদের পিতা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী (রাযিঃ)

প্রত্যেক মুসলমানের উচিত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফার কপালে চুমু খাওয়া। আর আমিই তা প্রথমে শুরু করছি।

—হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী (রাযিঃ)

আমাদের এ ঘটনার মধ্যমণি হলেন রাসূলের এক সাহাবী। নাম আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী (রাযিঃ)।

লাখো আরবের ন্যায় ইতিহাস তার প্রতিও কোন গুরুত্ব আরোপ না করে নির্দ্বিধায় নির্বিঘ্নে আপন গতিতে চলে যেতে পারত অজানা উদ্দেশ্যে। কিন্তু ইসলাম তা করতে দেয়নি। আরবে অখ্যাত অজানা পল্লী থেকে তুলে এনে ইতিহাসের রাজপথে তাঁকে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। মক্কার গলিগুপচি থেকে বের করে বিশ্বের অপরাজেয় দুই সাম্রাজ্যের রোম ও পারস্যের সম্রাটদ্বয়ের সাথে সাক্ষাতের সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছে। ফলে যুগের পর যুগ ধরে কাল তাঁকে আপন স্মৃতিতে ধরে রেখেছে আর ইতিহাস তার কাহিনীকে বিচিত্র বর্ণে বর্ণনা করে চলছে।

***

ইতিহাস পারস্য সম্রাট কিসরার সাথে তাঁর সাক্ষাতের রোমাঞ্চকর কাহিনী শ্রোতার সামনে এভাবে তুলে ধরে।

তখন ষষ্ঠ হিজরী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনারব রাজা-বাদশাদের নিকট পত্র লিখে ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেওয়ার ইচ্ছে করলেন।

এ গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্যক অবহিত ছিলেন।

তাঁরা দূত হিসাবে সুদূর অচিন দেশে যাবে। সে দেশের ভাষা তারা জানে না। রাজা-বাদশাহদের আচার-আচরণ, গতি-প্রকৃতির কিছু জানে না।

তদুপরি তারা সেই অচিন দেশে গিয়ে রাজা-বাদশাহদেরকে স্বধর্ম ত্যাগ করার আহ্বান জানাবে। তাদের ইজ্জত সম্মান ও বাদশাহী ত্যাগের

আহবান জানাবে আর আরবের নবীর অনুসরণের আহবান জানাবে, যারা নিকট অতীতে তাদেরই অনুসারী ছিল।

নিশ্চয় এ যাত্রা অত্যন্ত ভয়াবহ, বিপদসঙ্কুল। গমনকারী পরলোকের অভিযাত্রী আর প্রত্যাগমনকারী যেন পুনঃ জন্মলাভকারী।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সমবেত করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে সর্বপ্রথম আল্লাহর গুণকীর্তণ করলেন। বললেন, আমি তোমাদের কয়েকজনকে অনারব দেশের রাজা–বাদশাহদের নিকট পাঠাতে চাই। বনী ইসরাঈল যেভাবে ঈসা (আ.)এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল তোমরা আমার সাথে তেমনিভাবে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না।

সাহাবায়ে কেরাম তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের যা নির্দেশ দিবেন আমরা তাই পালন করব। সুতরাং পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা সেখানে আমাদের নির্দ্বিধায় প্রেরণ করুন।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়জন সাহাবীকে নির্বাচন করলেন। তারা অনারব রাজা–বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াতপত্র নিয়ে যাবে। তাদের একজন হলেন আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী (রাযিঃ)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট পত্র নিয়ে যেতে নির্বাচন করলেন।

***

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) তাঁর বাহন প্রস্তুত করলেন। স্ত্রী–পরিজনদের বিদায় জানালেন। তারপর বহু চড়াই–উতরাই পেরিয়ে গন্তব্যস্থলের দিকে ছুটে চললেন। তিনি একাকী। আল্লাহ ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। অবশেষে তিনি পারস্য সাম্রাজ্যে গিয়ে পৌছলেন। সম্রাটের নিকট গমনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং সম্রাটের ঘনিষ্ঠ লোকদের

রাসূলের পত্রের কথা জানালেন।

পরদিন দরবার চলাকালে যখন সাম্রাজ্যের মহান ব্যক্তিরা উপস্থিত হল ঠিক তখন আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ)এর ডাক পড়ল। তিনি দরবারে প্রবেশ করলেন। আরবদের সরলতা, অনাড়ম্বরতা প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর গায়ে। একটা মোটা আলখেল্লা তাঁর গায়ে আর একটা পাতলা চাদর।

কিন্তু তাঁর মনোবল আকাশ ছাড়িয়ে। আশা আকাংখা চক্রবাল পেরিয়ে। মুখমণ্ডলের রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে ইসলামের মর্যাদা আর ঈমানের অভূতপূর্ব আভা।

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ)কে সামনে অগ্রসর হতে দেখে পারস্য সম্রাট কিসরা তার এক রাজকর্মচারীকে ইঙ্গিত করল যেন সে পত্রটি গ্রহণ করে।

কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) বললেন, না। তা হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্রটি আপনার হাতেই দিতে বলেছেন। সুতরাং আমি রাসূলের নির্দেশ অমান্য করতে পারব না।

কিসরা বলল, তাকে আমার নিকট আসতে দাও। আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) এগিয়ে গেলেন এবং স্বহস্তে তাকে পত্রটি প্রদান করলেন।

কিসরা তখন আরবী ভাষায় জ্ঞাত এক হীরার লোককে ডেকে পাঠান এবং তাকে চিঠিটি পড়ে শোনানোর নির্দেশ দিল। লোকটি পড়তে শুরু করল—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হতে পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট। যে হিদায়াত লাভ করবে তার উপর শান্তি বর্ষিত হবে।

পত্রের এতটুকু শুনেই কিসরা ক্রোধে ফেটে পড়ল। মুখমণ্ডল লালে লাল হয়ে গেল। ঘাড়ের শিরা উপশিরা ফুলে উঠল। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্র লেখা নিজের নাম দিয়ে শুরু করেছেন।

তারপরই লোকটির হাত থেকে পত্রটি টেনে নিয়ে পত্রের বিষয়বস্তুর কিছুই না জেনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল। চিৎকার করে বলল, সে আমার দাসানুদাস হয়ে এমনিভাবে পত্র লিখল। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ)কে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিল এবং তাকে বের করে দেয়া হল।

***

কিসসার দরবার থেকে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) দুরুদুরু হৃদয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর সাথে কী আচরণ করা হবে তা তিনি জানেন না।

হত্যা করা হবে, না স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে?

কিন্তু মুহূর্তকাল পরই তিনি বলে উঠলেন—

আল্লাহর শপথ, রাসূলের পত্র পৌঁছে দেয়ার পর আমার যাই হোক আমি তার কোন পরোয়া করি না। এরপর ঘোড়ায় চড়ে বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটে চললেন।

কিসরার ক্রোধ প্রশমিত হলে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ)কে দরবারে উপস্থিত করার নির্দেশ দিল। কিন্তু লাপাত্তা। তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

অনুসন্ধান করা হল। কিন্তু তার কোন চিহ্নও পাওয়া গেল না।

আরবের পথেও অনুসন্ধান করা হল। কিন্তু তিনি তার পূর্বেই পারস্যের সীমানা পেরিয়ে গেছেন। তাই তাকে আর পাওয়া গেল না।

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এলেন এবং কিসরার চিঠি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলার কথা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এতটুকু বললেন, আল্লাহ যেন তার সাম্রাজ্যকেও ছিন্নভিন্ন ও টুকরো টুকরো করে দেন।

***

এদিকে পারস্য সম্রাট কিসরা ইয়ামেনের গভর্নর বাযানের নিকট এ মর্মে পত্র পাঠাল যে, হিজাযে আবির্ভূত ঐ লোকটির নিকট দু'জন শক্তিশালী সৈন্য পাঠিয়ে দাও। তাদের নির্দেশ দাও, তারা যেন তাকে গ্রেফতার করে আমার নিকট নিয়ে আসে।

বাযান তখন তার শ্রেষ্ঠ সৈন্যদের দু'জনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠিয়ে দিল। সাথে একটি রাজচিঠিও দিয়ে দিল। তাতে নির্দেশ দিল যেন কাল বিলম্ব না করে সৈন্য দু'জনের সাথে সম্রাট কিসরার সাক্ষাতে চলে যান।

সৈন্য দু'জনকে সে এ কথাও বলে দিল, তারা যেন নবুয়তের দাবীদার ঐ লোকটির আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, চাল-চরিত্র ইত্যাদি সব কিছু জেনে এসে তাকে জানায়।

***

সৈন্য দু'জন ঘোড়ায় চেপে দ্রুত ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে তারা তায়েফে এসে পৌছল। তারা সেখানে কুরাইশের একটি ব্যবসায়ী কাফেলা পেল। মুহাম্মদ সম্পর্কে তারা তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, সে ইয়াসরিবে আছে। তারপর ব্যবসায়ীরা আনন্দ উল্লাস করতে করতে মক্কায় ফিরে গেল। তারা কুরাইশদের স্বাগত জানিয়ে বলতে লাগল—

তোমরা চোখ শীতল কর। তোমাদের আর কোন চিন্তা-ভাবনার দরকার নেই। এবার কিসরা তার পিছু নিয়েছে। আর কিসরাই তাকে শায়েস্তা করার জন্য যথেষ্ট।

***

সৈন্য দু'জন মদীনার দিকে রওনা হয়ে গেল। মদীনায় পৌছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করে তারা তাঁকে বাযানের পত্রটি দিল। এবং বলল—

রাজাধিরাজ কিসরা আমাদের রাজা বাযানের নিকট আপনার

গ্রেফতারী পরোয়ানা পাঠিয়েছেন। তাই আমরা এসেছি, আমাদের সাথে আপনাকে তার নিকট যেতে হবে। যদি বিনা উচ্চবাচ্যে রওনা হয়ে যান তাহলে আমরা কিসরার নিকট আপনার হয়ে সুপারিশ করব যা আপনার খুব উপকারী হবে। আপনার শাস্তি রহিত করবে। আর যদি অস্বীকার করেন, তাহলে তো তার ক্ষমতা, প্রতাপ আর আপনাকে ও আপনার জ্ঞাতি গোষ্ঠিকে ধ্বংস করার শক্তির কথা আপনার জানা আছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা শুনে মৃদু হাসলেন। তারপর তাদের বললেন, আজ তোমরা ফিরে যাও। কাল এসো।

পরদিন সকালে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আপনি কি সম্রাট কিসরার সাথে সাক্ষাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদের বললেন, আজকের পর তোমরা আর কিসরার সাক্ষাৎ পাবে না। আল্লাহ তার জীবন লীলা সাঙ্গ করে দিয়েছেন। অমুক মাসের অমুক রাতে তার ছেলে শিরাওয়াইহি তাকে পরাভূত করেছে।

সৈন্য দু'জন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। তাদের চেহারায় বিস্ময় ভাব ফুটে উঠল। তারা বলল—

—আপনি যা বলছেন তা কি একটু ভেবে দেখেছেন?! আমরা কি তা বাযানকে লিখে জানাব?!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বেশ, জানাও। তোমরা তাকে আরো বলবে, আমার এই ধর্ম শীঘ্রই কিসরার সাম্রাজ্যের শেষ সীমানা ছাড়িয়ে যাবে। যদি আপনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তাহলে আপনার রাজ্য আপনারই থাকবে। আপনাকে আপনার গোত্রের রাজা বানাব।

***

সৈন্য দু'জন রাসূলের নিকট থেকে চলে গেল এবং বাযানের নিকট

উপস্থিত হল এবং বাযানকে সব সংবাদ দিল। বাযান বলল, মুহাম্মদ যা বলেছে তা যদি সত্য হয় তবে সে নবী। আর যদি তা না হয় তবে তার ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করব।

এর কিছুদিন পরই বাযানের নিকট শিরাওয়াইহি এর পত্র এল। পত্রে সে লিখেছে—

সারকথা হল, আমি কিসরাকে হত্যা করেছি। জাতীয় স্বার্থের প্রতিশোধ নিতেই তাকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছি। সে নির্বিবাদে সম্মানিত ব্যক্তিদের হত্যা করত। তাদের অবলা নারীদের কারারুদ্ধ করত আর তাদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নিত। সুতরাং আমার চিঠি পৌঁছার পরপরই সবার থেকে আমার অনুগত্যের অঙ্গীকার নিবে।

শিরাওয়াইহি এর পত্র পাঠ শেষ করেই বাযান তা ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা ঘোষণা করল। আর ইয়ামেনে যেসব পারসিক লোকেরা ছিল তারাও তার সাথে মুসলমান হয়ে গেল।

***

ইতিহাসের মুক্তকণ্ঠে পারস্য সম্রাট কিসরার সাথে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ)–এর সাক্ষাতের কাহিনী বিবৃত হল। কিন্তু রোম সম্রাট কাইসারের সাথে তাঁর সাক্ষাতের কাহিনীটি কী?

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)এর খিলাফতকালে তাঁর কাইসারের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তাঁর সাথে এক চমৎকার ঘটনাও ঘটেছিল।

হিজরী ১৯ সালের কথা। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একটি মুজাহিদ বাহিনী পাঠালেন। এ বাহিনীর একজন সাধারণ সৈনিক ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ)। রোম সম্রাট কাইসার দীর্ঘদিন যাবৎ মুসলিম বাহিনীর ঈমানের সত্যতা, বিশ্বাসের নিষ্কম্পতা, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টিতে জীবনকে বিলিয়ে দেয়ার বহু অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনে আসছে।

তাই এবার নির্দেশ দিল, কোন মুসলিম সৈন্য বন্দী হলে তাকে হত্যা

না করে অবশ্যই আমার দরবারে পাঠিয়ে দিবে। আল্লাহর লীলা বুঝা দায়। এ যুদ্ধে খোদ আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) বন্দী হলেন। তারপর তাকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় সম্রাটের নিকট নিয়ে গেল। বলল, ইনি মুহাম্মদের প্রথম সারির সাহাবী। আমাদের হাতে বন্দী হয়েছে। তাই তাকে আপনার নিকট নিয়ে এলাম।

***

রোম সম্রাট দীর্ঘক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ)এর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, আমি তোমার নিকট একটি প্রস্তাব পেশ করছি।

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) বললেন, কি প্রস্তাব?

সম্রাট বলল, তুমি যদি খৃষ্টান হও, তাহলে তোমাকে মুক্তি দিব এবং তোমাকে সম্মানজনক অবস্থায় থাকার ব্যবস্থা করব।

বন্দী হুযাফা (রাযিঃ) ঘৃণা ও দৃঢ়তার সাথে বললেন, সে তো বহু দূরের কথা। তোমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করার চেয়ে হাজার বার মৃত্যুবরণ করা আমার জন্য অনেক শ্রেয়।

সম্রাট বলল, তোমাকে বেশ বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। তুমি যদি আমার এ প্রস্তাবে রাজী হও, তাহলে আমি তোমাকে আমার সাম্রাজ্যের অংশীদার বানাব এবং আমার সাম্রাজ্যের অর্ধেক আমি তোমাকে দিয়ে দিব।

শৃঙ্খলিত বন্দী আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ)এর চেহারায় তখন মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি বললেন—

আল্লাহর কসম! যদি তুমি তোমার গোটা সাম্রাজ্য এবং আরবরা যেসব দেশকে পদানত করছে তাও আমাকে এ শর্তে দিয়ে দাও যে, এক পলকের জন্য আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্ম ত্যাগ করব, তবুও আমি তা করব না।

সম্রাট বলল, তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব।

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) বললেন, তোমার যা খুশী তাই কর।

অতঃপর সম্রাটের নির্দেশে তাঁকে শূলে চড়ানো হল। সম্রাট তখন রোমান ভাষায় তীরন্দাজদেরকে নির্দেশ দিল, তারা যেন তার হাতের আশে পাশে তীর নিক্ষেপ করে। আর সম্রাট তখন তাঁকে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বনের চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না।

তারপর সম্রাট তাঁর পায়ের আশেপাশে তীর নিক্ষেপের নির্দেশ দিল। আর নিজে তাকে ধর্মান্তরের প্রস্তাব দিতে লাগল। কিন্তু এতে কোন ফলোদয় হল না।

তখন সম্রাট তাঁকে মুক্ত করে শূলীকাষ্ঠ থেকে নামিয়ে আনল। এবং একটি বড় পাতিলে তেল ঢেলে তা আগুনে বসিয়ে দিল। তেল টগবগ করে ফুটতে থাকলে দু'জন মুসলমান বন্দীকে ডেকে আনল। তাদের একজনকে ফুটন্ত তেলের পাতিলে নিক্ষেপ করা হল। মুহূর্তে গোশত গলে গলে হাড় থেকে খসে গেল আর খালি হাড়গুলো দেখা যেতে লাগল।

এরপর সম্রাট আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ)এর দিকে ফিরে তাঁকে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করতে আহবান জানাল। আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) পূর্বের চেয়ে আরো অধিক ঘৃণার সাথে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

নিরাশ হয়ে সম্রাট তাঁকে ঐ পাতিলে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিল। তাঁকে যখন নিয়ে যাওয়া হল তখন তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। রাজকর্মচারীরা তখন সম্রাটকে বলল, তিনি তো কাঁদছেন।

সম্রাট ভাবল, নিশ্চয় সে ভয় পেয়েছে তাই তাকে ফিরিয়ে আনতে নির্দেশ দিল।

এবার যখন সম্রাট তাকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার কথা বলল এবারও তিনি তা অত্যন্ত ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন।

সম্রাট বলল, তোর ধ্বংস হোক। তাহলে তুই কাঁদলি কেন?

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) বললেন, আমার কান্নার কারণ হল, আমি মনে মনে (নিজেকে উদ্দেশ্য করে) বললাম, তোমাকে এখন এই পাতিলে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর তুমি নিঃশেষ হয়ে যাবে। অথচ আমি তামান্না করতাম, যদি আমার এই শরীরের পশমের সমপরিমাণ প্রাণ হত, আর একের পর এক সবগুলো প্রাণ আল্লাহর রাস্তায় এই পাতিলে নিক্ষেপ করা হত!! হায় তা কি সম্ভব হবে!!

তখন সম্রাট বলল, তুমি কি আমার ললাটে একটি চুমু খেতে পারবে। তাহলে আমি তোমাকে মুক্তি দিব।

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) বললেন, পারব, তবে আমার সাথে মুসলমান সকল বন্দীদেরও মুক্তি দিতে হবে।

সম্রাট বলল, হাঁ, তাহলে সকল বন্দীদেরও মুক্তি দিয়ে দিব।

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) বলেন, আমি তখন মনে মনে ভাবলাম, আল্লাহর এক শত্রুর ললাটে চুমু খাব আর সে সকল মুসলিম বন্দীদের মুক্তি দিয়ে দিবে। এতে তো ক্ষতির কিছু নেই।

তারপর তিনি অগ্রসর হলেন এবং তার ললাটে চুমু খেলেন। এরপর সম্রাট সকল মুসলিম বন্দীদের সমবেত করার নির্দেশ দিল এবং তাদেরকে তাঁর হাতে অর্পণ করার নির্দেশ দিল। অতঃপর তাদেরকে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ)এর হাতে তুলে দেয়া হল।

***

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাযিঃ) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)এর নিকট ফিরে এলেন এবং তাঁকে সবকিছু খুলে বললেন। হযরত উমর (রাযিঃ) এতে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তারপর বন্দী মুসলমানদের দেখে বললেন, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফার কপালে চুমু খাওয়া। আর আমিই তা প্রথমে শুরু করছি।

তারপর তিনি দাঁড়ালেন ও তাঁর ললাটে চুমু খেলেন।

হযরত উমাইর ইবনে ওহাব জুমাহী (রাযিঃ)

আমার নিকট উমাইর ইবনে ওহাব আমার কতক সন্তানের চেয়ে অধিক প্রিয়।

—হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)

হযরত উমাইর ইবনে ওহাব জুমাহী (রাযিঃ)

বদরের রণক্ষেত্র থেকে উমাইর ইবনে ওহাব প্রাণ নিয়ে ফিরে এল। কিন্তু সে তার ছেলে ওহাবকে মুসলমানদের হাতে বন্দী রেখেই চলে এল।

উমাইরের দারুণ ভয়, হয়তো মুসলমানরা তার ছেলেকে পিতার অপরাধের কারণে শাস্তি দিবে। নির্মম নির্যাতন করবে। কারণ, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিত। সাহাবীদের নির্মম নির্যাতন করত।

একদা সকালে উমাইর মসজিদে হারামে গেল। কাবার তওয়াফ করবে এবং কাবার প্রতিমাগুলো থেকে শুভাশীষ নিবে। মসজিদে এসে দেখল, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া কাবা চত্বরে কালো পাথরের অদূরে বসে আছে। উমাইর তার দিকেই এগিয়ে গেল। বলল, সুপ্রভাত, হে কুরাইশ সর্দার!

সাফওয়ান বলল, সুপ্রভাত, হে আবু ওহাব! বস্, কথা বলে কিছু সময় কাটাই।

উমাইর সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সামনে গিয়ে বসল। তারা দু'জন বদর যুদ্ধ ও তার চরম বিপর্যয়ের আলোচনা করতে লাগল এবং যারা মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের হাতে বন্দী হয়েছে তাদের সংখ্যা গণনা করতে লাগল। তারা কুরাইশের ঐসব সর্দারদের হারিয়ে ব্যথিত, মুসলমানদের তরবারী যাদের হত্যা করেছে আর কালীব-কূপ যাদেরকে তার গভীরে আচ্ছাদিত করে ফেলেছে।

সফওয়ান ইবনে উমাইয়া এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আহ্—এসব নেতা আর সর্দারদের মৃত্যুর পর বেঁচে থাকার আর কোন অর্থ হয় না।

উমাইর বলল, আল্লাহর কসম! আপনি সত্য কথাই বললেন। তার পর কিছুক্ষণ নিরব থাকল এবং বলল, কাবার রবের কসম! যদি ঋণের বোঝা না থাকত, যা আমি পরিশোধ করতে পারছি না আর যদি আমার অবর্তমানে পরিজন নিঃশেষ হওয়ার আশংকা না থাকত, তাহলে

অবশ্যই আমি মুহাম্মদের নিকট ছুটে যেতাম ও তাকে হত্যা করতাম। তার কর্মকাণ্ড তছনছ করে দিতাম। তার দৌরাত্ম্য স্তব্ধ করে দিতাম। তারপর ফিস্ ফিস্ করে বলল, আমার ছেলে ওহাব তাদের নিকট বন্দী সুতরাং এখন আমি মদীনায় গেলে কেউ আমার ব্যাপারে কোন সন্দেহ করবে না।

***

সফওয়ান ইবনে উমাইয়া উমাইর ইবনে ওহাবের কথাটি লুফে নিল। এ সুযোগটি ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করল না। তাই তার দিকে মিটিমিটি তাকিয়ে বলল, শোন উমাইর! তোমার সমস্ত ঋণের বোঝা, তা যতোই হোক আমার জিম্মায়।

আর তোমার পরিজনের ব্যাপারে কোন চিন্তা করো না। আমি তাদেরকে আমার পরিজনের সাথে মিলিয়ে নিব। যতদিন পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকব নিষ্ঠার সাথে আমি তা পালন করব। আর তুমি তো জানই, আমার অঢেল সম্পদ রয়েছে। ফলে তারা স্বচ্ছন্দে সানন্দে জীবন যাপন করতে পারবে।

তখন উমাইর বলল, আচ্ছা, তাহলে আমাদের এ কথা গোপন রাখবে। এ সম্পর্কে কাউকে কিছু বলবে না।

সফওয়ান বলল, ঠিক আছে, আমি কাউকে বলব না।

***

উমাইর মসজিদে হারাম থেকে ফিরে এল। মুহাম্মদের প্রতি বিদ্বেষ আর হিংসার আগুন হৃদয়ে তার সারাক্ষণ দাউ দাউ করে জ্বলছে। সে তার মনের সংকল্প বাস্তবায়নের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করতে লাগল। তার কোন ভয় নেই। তার এ সফরের কারণে কেউ তাকে সন্দেহও করবে না। কারণ, এখন কুরাইশের বন্দীদের পরিজনেরা বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে প্রায়ই মদীনায় আসা যাওয়া করছে।

***

উমাইর ইবনে ওহাব তার তরবারীকে শান দিয়ে তকতকে ঝকঝকে করল। তারপর তাতে মারাত্মক বিষ মেখে খাপে পুরে নিল।

এরপর ঘোড়া প্রস্তুত করে তার পিঠে চড়ে বসল এবং মদীনার দিকে রওনা হয়ে গেল। তার হৃদয় তখন বিদ্বেষে ভরপুর। তার মাথায় তখন ষড়যন্ত্র আর অনিষ্টের চিন্তা পরিপূর্ণ।

মদীনায় পৌঁছে উমাইর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোঁজে মসজিদে নববীর দিকে গেল। মসজিদের দরজার অদূরে পৌঁছে সে উটকে বসিয়ে তার পিঠ থেকে নেমে পড়ল।

***

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) তখন কয়েকজন সাহাবীর সাথে মসজিদের দরজার নিকটে বসেছিলেন। তারা বদরের স্মৃতিচারণ করছিলেন। কুরাইশের বন্দী আর নিহতদের আলোচনা করছিলেন। মুহাজির আর আনসার মুসলমানের বীরত্বের কাহিনীগুলো বলছিলেন। তাদের প্রতি আল্লাহর অবিশ্বাস্য সাহায্য আর শত্রুদের পরাজয় আর লাঞ্ছনার বিষয়গুলোরও আলোচনা করছিলেন।

হঠাৎ হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)এর দৃষ্টি উমাইর ইবনে ওহাবের উপর নিপতিত হল। সে ঘোড়া থেকে নামছে এবং তরবারী ঝুলিয়ে মসজিদের দিকে যাচ্ছে। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ভীতসন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললেন—

এই তো কুকুর আল্লাহর শত্রু উমাইর ইবনে ওহাব। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় কোন দূরভিসন্ধি নিয়ে এসেছে। মক্কায় সে মুশরিকদের আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলত। বদরের পূর্ব পর্যন্ত সে তাদের গুপ্তচর ছিল। তারপর সঙ্গীদের বললেন, যাও, দ্রুত রাসূলের নিকট যাও। তাঁকে ঘিরে রাখ। সতর্ক থেকো, এই খবীস কুচক্রী যেন গাদ্দারী করতে না পারে।

তারপর হযরত উমর (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছুটে গেলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই তো আল্লাহর শত্রু উমাইর ইবনে ওহাব। তরবারী ঝুলিয়ে এসেছে। নিশ্চয়

কোন দূরভিসন্ধির জন্যে এসেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে এস।

হযরত উমর (রাযিঃ) উমাইর ইবনে ওহাবের নিকট ছুটে গেলেন। তার কলার চেপে তরবারীর বেল্ট দিয়ে গর্দান পেঁচিয়ে ধরলেন। তারপর টেনে টেনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে এলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থা দেখে উমর (রাযিঃ)কে বললেন, হে উমর! তাকে ছেড়ে দাও। তারপর বললেন, তুমি তার থেকে সরে দাঁড়াও। উমর (রাযিঃ) সরে দাঁড়ালেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমাইর ইবনে ওহাবের দিকে ফিরে তাকালেন ও বললেন—

হে উমাইর! এগিয়ে এস। উমাইর এগিয়ে এসে বলল, সুপ্রভাত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উমাইর! আল্লাহ আমাদেরকে এর চেয়ে সুন্দর একটি শুভেচ্ছা বিনিময় পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। তা হল সালাম দেয়া। এটা জান্নাতীদের শুভেচ্ছা বিনিময় পদ্ধতি।

উমাইর বলল, আপনি আমাদের শুভেচ্ছা বিনিময় পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ নন। আর আপনার পদ্ধতি তো একেবারে অভিনব।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উমাইর, তুমি কেন এলে?

উমাইর বলল, আপনাদের হাতে বন্দী আমার ছেলের মুক্তির প্রত্যাশায় এসেছি। সুতরাং সে ব্যাপারে আমার সাথে সদাচরণ করুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে কাঁধে ঝুলানো তরবারীটির কী প্রয়োজন?

উমাইর বলল, তরবারী ধ্বংস হোক। বদরের দিন কি তা আমাদের কোন উপকার করতে পেরেছে?!!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উমাইর! সত্য বল, কেন তুমি এসেছো?

উমাইর বলল, শুধু এজন্যই এসেছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বরং তুমি আর সফওয়ান ইবনে উমাইয়া কালো পাথরের অদূরে বসে কুরাইশের নিহত ব্যক্তিদের আলোচনায় লিপ্ত ছিলে। তারপর তুমি বলেছিলে, হায়! যদি আমার ঋণের বোঝা আর পরিজনের প্রতিপালনের দায়িত্ব না থাকত, তাহলে আমি গিয়ে মুহাম্মদকে হত্যা করতাম। তখন সফওয়ান ইবনে উমাইয়া আমাকে হত্যার শর্তে তোমার ঋণের ও পরিবার পরিজনদের প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়েছে। শোন, আল্লাহ তোমার ও আমার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টিকারী।

উমাইর ক্ষণকাল হতবাক ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে রইল। তারপর বলল, আশহাদু আন্নাকা রাসূলুল্লাহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল।

এরপর উমাইর বলতে লাগল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের নিকট ঊর্ধ্বলোকের যে সংবাদ, যে ওহী নিয়ে আসতেন আমরা তা মিথ্যা বলতাম। কিন্তু সফওয়ানের সাথে আমার এ ষড়যন্ত্রের কথা সে আর আমি ছাড়া দুনিয়ার কেউ জানে না।

আল্লাহর কসম করে বলছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহই তা আপনাকে জানিয়ে দিয়েছেন।

সুতরাং সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর, যিনি আমাকে ইসলামের হিদায়াত দানের জন্য আপনার নিকট টেনে এনেছেন। তারপর বলল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই। মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। তিনি তখন মুসলমান হয়ে গেলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইকে দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা দাও। তাকে কুরআন শিক্ষা দাও আর তার ছেলেকে মুক্ত করে দাও।

***

উমাইর ইবনে ওহাবের ইসলাম গ্রহণের কারণে মুসলমানরা অত্যন্ত আনন্দিত হল। এমনকি হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) আনন্দের আতিশয্যে বলে ফেললেন, উমাইর যখন রাসূলের নিকট এল তখন তার চেয়ে একটি শূকরও আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আর সে এখন আমার নিকট আমার কতক পুত্রের চেয়ে অধিক প্রিয়।

***

উমাইর যখন ইসলামী শিক্ষায় নিজেকে পূতপবিত্র করছিল, কুরআনের আলোকে হৃদয়কে টইটম্বুর করছিল, আর মক্কা ও মক্কাবাসীদের কথা ভুলে জীবনের সবচেয়ে আনন্দঘন ও মূল্যবান সময় কাটাচ্ছিল ঠিক তখন সফওয়ান ইবনে উমাইয়া নিজেকে বহু অলীক বর্ণিল আশায় প্রবোধ দিচ্ছিল। কুরাইশের সভা মজলিসে ঘুরে ঘুরে বলছিল—

'সত্বর এক মহা সুসংবাদ শুনতে পাবে, যা তোমাদের বদরের নির্মম বেদনার কথা ভুলিয়ে দিবে।'

***

সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার প্রতীক্ষা যখন ক্রমেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগল এবং হৃদয় ক্রমেই অস্থির ও বেচাইন হয়ে পড়তে লাগল তখন সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। কাফেলার লোকদের ওহাব ইবনে উমাইরের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। কিন্তু কারো নিকট সন্তোষজনক উত্তর পেত না।

অবশেষে একদিন এক অশ্বারোহী এসে বলল, উমাইর ইসলাম গ্রহণ করেছে।

সংবাদটি বজ্রের ন্যায় তার মর্মমূলে আঘাত হানল। কারণ সে বিশ্বাস করত, পৃথিবীর সবাই ইসলাম গ্রহণ করলেও উমাইর কিছুতেই তা গ্রহণ করবে না।

এদিকে উমাইর ইবনে ওহাব (রাযিঃ) ইসলামের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করে, যথাসাধ্য আল্লাহর কালাম মুখস্থ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জীবনে একটি সময় কেটে গেছে যখন আমি দিনরাত আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে ব্যস্ত থাকতাম, মুসলমানদের নির্বিচারে কষ্ট দিতাম, নির্যাতন করতাম।

আমি এখন মনেপ্রাণে চাই, আপনি আমাকে অনুমতি দিলে আমি মক্কায় ফিরে যাব। কুরাইশদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহবান করব। যদি তারা কবুল করে, তবে তো অত্যন্ত ভাল কাজ করল আর যদি তারা আমার থেকে বিমুখ হয়, তাহলে আমি তাদেরকে তাদের ধর্মের কারণে নির্যাতন নিপীড়ন করব যেমন সাহাবীদের নির্যাতন করতাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি সোজা মক্কায় চলে এলেন এবং সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার নিকট গিয়ে বললেন—

হে সফওয়ান! তুমি মক্কার এক স্বনামধন্য সর্দার। কুরাইশের বুদ্ধিমানদের অন্যতম। তুমি কি মনে কর, তোমরা যে পাথরের পূজা করছো এবং তার সন্তুষ্টির জন্য পশু বধ করছো তা বুদ্ধির বিচারে ধর্ম হতে পারে? ! !

আর আমি তো সাক্ষ্য দেই, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

***

তারপর উমাইর ইবনে ওহাব (রাযিঃ) মক্কায় লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করতে লাগলেন। ফলে তার হাতে অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করল।

আল্লাহ উমাইর ইবনে ওহাব (রাযিঃ)কে প্রভূত প্রতিদানে ভূষিত করুন এবং তার কবরকে নূরে নূরান্বিত করুন।

হযরত বারা ইবনে মালেক আনসারী (রাযিঃ)

সাবধান! বারাকে কিন্তু কোন মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি বানাবে না। তাহলে ভয় হয়, সে নির্দ্বিধায় সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়ে গোটা বাহিনীকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাবে।

—হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)

হযরত বারা ইবনে মালেক আনসারী (রাযিঃ)

উস্কুখুস্কু অপরিপাটি তাঁর চুল। ধুলো–মলিন তাঁর দেহ। একেবারে শীর্ণ তাঁর কায়া। দর্শকের দৃষ্টি অনিচ্ছা সত্ত্বে তাঁর উপর পড়লেও তৎক্ষণাৎ তা ফিরে আসে।

এতদসত্ত্বেও তিনি রণাঙ্গনে অগণিত যোদ্ধাকে বীরবিক্রমে হত্যা করা ছাড়াও মল্লযুদ্ধে একাকী একশ' বীর যোদ্ধাকে অবলীলাক্রমে হত্যা করেছিলেন।

তিনি হলেন অকুতোভয় অগ্রগামী বীরযোদ্ধা, যাঁর সম্পর্কে হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) প্রাদেশিক গভর্নরদের নিকট লিখেছেন, সাবধান! তাঁকে কোন মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি বানাবে না। তাহলে ভয় হয়, সে নির্দ্বিধায় সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়ে গোটা বাহিনীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে।

তিনি হলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত খাদেম আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ)এর ভাই বারা ইবনে মালেক আনসারী (রাযিঃ)।

আমি যদি বারা ইবনে মালেক (রাযিঃ)এর অসম বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার কাহিনীগুলো বর্ণনা করতে থাকি, তাহলে আলোচনা দীর্ঘ হবে। স্থান সংকীর্ণ হবে। তাই তার রোমাঞ্চকর ঘটনাবহুল জীবনী থেকে একটি মাত্র বীরত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করব। আর তাই তোমাকে অন্যান্য ঘটনার সংবাদ দিবে।

***

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত ও মহান আল্লাহর সাথে মিলনের পরপরই এ ঘটনা শুরু হয়। যখন আরবের কবীলারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীন থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল যেমন তারা দলে দলে প্রবেশ করেছিল। পরিস্থিতি এমন গুরুতর হল যে, মক্কা,

মদীনা, তায়েফ ও এদিক সেদিকের ছিটেফোঁটা কিছু লোক যাদের হৃদয়কে আল্লাহ ঈমানের উপর দৃঢ় রেখেছিলেন, এদের ছাড়া আর কেউ ইসলামে অবিচল রইল না।

***

অন্ধকারাচ্ছন্ন ধ্বংসাত্মক এই ফেতনার মুকাবিলায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) নিশ্চল পর্বতমালার ন্যায় অবিচল রইলেন এবং মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে এগারোটি মুজাহিদ বাহিনী তৈরী করলেন এবং এ বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এগারোজন সেনাপতি নিয়োগ করলেন। তারপর তাদের আরব উপদ্বীপের দিকে দিকে পাঠিয়ে দিলেন। তারা ধর্মত্যাগীদের হিদায়াত ও সত্যের পথে নিয়ে আসবে এবং তরবারী প্রয়োগ করে হলেও পথচ্যুতদের পথে নিয়ে আসবে।

সংখ্যার আধিক্যে আর শক্তির প্রচণ্ডতায় এই ধর্মত্যাগীদের শীর্ষে ছিল মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের অনুসারী বনু হানীফা গোত্রের লোকেরা।

মুসায়লামার নেতৃত্বে তার অনুসারী দুর্ধর্ষ চল্লিশ হাজার অসম বীরযোদ্ধা এসে সমবেত হল।

তাদের অধিকাংশ গোত্রীয় প্রীতির টানে মুসায়লামার পতাকাতলে সমবেত হল। তার প্রতি ঈমান আনল না। তাই তাদের কেউ কেউ বলেও ফেলল—

আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুসায়লামা মিথ্যাবাদী আর মুহাম্মদ সত্যবাদী তবে রবীয়া গোত্রের মিথ্যাবাদী কুরাইশের সত্যবাদীর চেয়ে আমাদের নিকট অধিক প্রিয়।

***

ইকরামা ইবনে আবু জাহেলের নেতৃত্বে মুসলমানদের যে প্রথম বাহিনীটি গিয়েছিল মুসায়লামা তাকে পরাজিত করল এবং পিছিয়ে আসতে বাধ্য করল।

ফলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) খালিদ ইবনে অলীদ (রাযিঃ)এর নেতৃত্বে আরেকটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। এ বাহিনীতে বিশিষ্ট আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের সমন্বয় করলেন। এদের সবার শীর্ষে ছিলেন বারা ইবনে মালেক আনসারী (রাযিঃ) আরো অনেক নির্ভীক অকুতোভয় দুর্ধর্ষ সাহাবী।

***

নজদের ইয়ামামার প্রান্তরে উভয় বাহিনী মুখোমুখী হল। যুদ্ধ শুরুর পরপরই মুসায়লামা ও তার বাহিনীর বিজয়ের পাল্লা ভারী হয়ে গেল। মুসলিম বাহিনীর পদতলের ভূমি কেঁপে উঠল। তারা ক্রমেই তাদের অবস্থান থেকে সরে আসতে লাগল। এমনকি মুসায়লামার বাহিনী খালিদ ইবনে অলীদ (রাযিঃ)এর তাঁবুতে আক্রমণ করে তা উপড়ে ফেলল এবং তার স্ত্রীকে মেরেই ফেলত যদি তাদের এক যোদ্ধা তাকে নিরাপত্তা না দিত।

তখন মুসলমানগণ ভয়াবহ বিপদের কথা অনুভব করলেন, তারা বুঝতে পারলেন, যদি আজ তারা মুসায়লামার বাহিনীর নিকট পরাজয় বরণ করে তাহলে ইসলাম এরপর আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। আর আরব উপদ্বীপে লা–শরীক এক আল্লাহর আর ইবাদত করা হবে না। তাই খালিদ ইবনে অলীদ (রাযিঃ) নতুন প্রাণশক্তি নিয়ে মুসলিম বাহিনীকে বিন্যস্ত করলেন। আনসার ও মুহাজিরদের পৃথক করলেন এবং প্রত্যেক গোত্রকে অন্য গোত্র থেকে আলাদা করে দিলেন।

তারপর প্রত্যেক পিতার সন্তানদের একত্রিত করে তাদেরই একজনের হাতে পতাকা তুলে দিলেন। যেন রণাঙ্গনে প্রতিটি গোত্রের বিপদের কথা জানা যায় আর মুসলমানগণ কোন্ দিক থেকে আক্রান্ত হচ্ছে তা জানা যায়।

***

উভয় দলের মাঝে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হল। ইতিপূর্বে মুসলিম যোদ্ধাগণ এর কোন নজীর দেখেননি। রণক্ষেত্রে মুসাইলামার গোত্রের

লোকেরা অবিচল পর্বতমালার ন্যায় স্থির হয়ে রইল। তাদের অনেকে নিহত হওয়ার প্রতিও কোন ভ্রূক্ষেপ করল না। আর মুসলমানগণ এমন অলৌকিক বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতা দেখাল যে, যদি তা সবিস্তারে লিবিপদ্ধ করা হত, তাহলে তা লোমহর্ষক রণকাব্যে পরিণত হত।

এই তো আনসারদের পতাকাবাহী সাবেত ইবনে কাইস। সুগন্ধি ব্যবহার করে কাফন পরিধান করল ও নিজের জন্য একটি কবর খুঁড়ে তাতে নেমে পড়ল। স্বগোত্রীয় বিজয়ী পতাকা তুলে স্থির ও অবিচল রইল এবং যুদ্ধ করতে করতে সেখানেই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে লুটিয়ে পড়লেন।

এই তো উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)এর ভাই যায়েদ ইবনে খাত্তাব। মুসলমানদের মাঝে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে—

'হে মুজাহিদ ভাইয়েরা! দাঁতে দাঁত কামড়ে স্থির থাক। শত্রুদের খতম করতে থাক। পায়ে পায়ে সামনে এগিয়ে যাও।

হে ভাইয়েরা! আল্লাহর কসম! এ কথার পর আর কোন কথা বলব না। হয় মুসায়লামা পরাজিত হবে, অন্যথায় আল্লাহর সান্নিধ্যে গিয়ে মিলিত হব।'

তারপর তিনি শত্রু সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

আর ঐ তো আবু হুযাইফার আযাদকৃত গোলাম সালেম। মুহাজির সাহাবীদের পতাকা বহন করছে। ফলে গোত্রের লোকেরা ভয় পেল, হয় তো সে দুর্বল হয়ে পড়বে, অটল অবিচল থাকতে পারবে না। তাই তারা তাঁকে বলল—

'আমরা আশংকা করছি, আপনার দিক থেকেই আমরা আক্রান্ত হব।'

তিনি বললেন, যদি তোমরা আমার দিক থেকে আক্রান্ত হও তাহলে তো আমি নিকৃষ্ট কুরআন ধারণকারী হব। তারপর তিনি আল্লাহর শত্রুদের উপর বীরবিক্রমে ঝাপিয়ে পড়লেন। যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করলেন।

কিন্তু এদের সকলের বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতা বারা ইবনে মালেক (রাযিঃ)এর বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার সামনে নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

খালিদ ইবনে অলীদ (রাযিঃ) যুদ্ধের ভয়াবহতা ও তীব্রতা দেখে বারা ইবনে মালেক (রাযিঃ)এর দিকে ফিরে বললেন, হে আনসার যুবক! ঐ তাদের দিকে যাও।

তখন বারা ইবনে মালেক (রাযিঃ) তার গোত্রের লোকদের দিকে ফিরে বললেন—

'হে আনসারগণ! সাবধান!! তোমাদের কেউ যেন মদীনায় ফিরে যাওয়ার চিন্তা না করে, তাহলে আজকের পর তোমাদের কোন মদীনা থাকবে না।'

নিঃসন্দেহে সামনে এক আল্লাহ রয়েছেন তারপর জান্নাত।

এরপর তিনি মুশরিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আর তার সাথে তার গোত্রের লোকেরাও ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা ব্যুহ ভেদ করতে লাগলেন আর আল্লাহর শত্রুদের গর্দানে তরবারীকে কাজে লাগাতে লাগলেন। ফলে মুসায়লামা ও তার সহযোদ্ধাদের অবস্থান শিথিল হয়ে গেল। তারা পার্শ্ববর্তী এক বাগিচায় আশ্রয় নিল। সেদিনের মৃতের সংখ্যা অত্যাধিক হওয়ার কারণে ইতিহাসে তা মৃত্যু–বাগিচা নামে খ্যাত।

***

এই মৃত্যু–বাগিচাটি ছিল সুবিস্তৃত, সুউচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। মুসায়লামা ও তার হাজার হাজার যোদ্ধা বাগিচার ফটক বন্ধ করে দিল। সুউচ্চ দেয়ালের কারণে তারা তাকে দূর্গরূপে ব্যবহার করল এবং মুসলমানদের উপর তারা তীর বর্ষণ করতে লাগল। মুসলমানদের উপর বৃষ্টির ন্যায় তীর বর্ষিত হতে লাগল।

ঠিক তখন দুঃসাহসী বীর যোদ্ধা বারা ইবনে মালেক (রাযিঃ) বীরদর্পে এগিয়ে এলেন এবং বললেন—

'হে আমার গোত্রের লোকেরা! আমাকে একটি ঢালের উপর রেখে ঢালটি কয়েকটি নেজা দ্বারা তুলে আমাকে বাগিচার ফটকের নিকট নিক্ষেপ কর। হয় আমি শহীদ হব, না হয় আমি তোমাদের জন্য দরজা খুলে দিব।

***

চোখের পলকে বারা ইবনে মালেক (রাযিঃ) একটি ঢালের উপর বসলেন। তিনি ছিলেন একেবারে শীর্ণকায়। তাই সহজেই বেশ কিছু নেজা তাকে তুলে মুসায়লামার হাজার হাজার সৈন্যদের মাঝে মৃত্যু–বাগিচায় নিক্ষেপ করল। বজ্রের ন্যায় তিনি তাদের উপর আপতিত হলেন এবং ফটকের সামনে যুদ্ধ করলেন ও তাদের গর্দানে তরবারীকে কাজে লাগাতে লাগলেন। মুহূর্তে তিনি তাদের দশজনকে হত্যা করে ফটক খুলে দিলেন। তখন তার শরীর আশির অধিক তীর ও তলোয়ারের আঘাতে ক্ষত–বিক্ষত।

মুসলমানগণ তখন ফটক দিয়ে, দেয়াল টপকে মৃত্যু–বাগিচায় উপচে পড়ল এবং মুরতাদদের গর্দানে তরবারীর আঘাত করতে লাগল। প্রায় বিশ হাজার মুরতাদকে হত্যা করার পর তারা মুসায়লামার নিকট গিয়ে পৌঁছল এবং তাকে ধরাশায়ী করল।

***

চিকিৎসা করার জন্য বারা ইবনে মালেক (রাযিঃ)কে তার কায্ওয়ায় নেয়া হল। খালিদ ইবনে অলীদ (রাযিঃ) এক মাস তার চিকিৎসা করলেন। সেবা শুশ্রূষা করলেন। অবশেষে আল্লাহর অনুগ্রহে আরোগ্য লাভ করলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের কারণ হিসাবে তার নাম চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।

***

মৃত্যু–বাগিচায় শাহাদাতের যে সুপেয় সুধা তিনি পান করতে পারেননি তার প্রতি তার আগ্রহ ক্রমেই বাড়তেই লাগল।

তার মহান আশা পূরণ ও নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের তামান্না বাস্তবায়নের জন্য একের পর এক যুদ্ধে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অবশেষে তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের তুস্তর নগরী বিজয় দিবসে এসে পৌঁছলেন। পারস্য সৈন্যরা একটি সুউচ্চ

পিচ্ছিল দূর্গে আশ্রয় নিল। মুসলিম বাহিনী তাদের অবরোধ করল। বাজুবন্ধ বাজুকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার ন্যায় তারা তাদের ঘিরে ফেলল। তখন পারস্য সৈন্যরা কিল্লার প্রাচীরের উপর থেকে আচমকা লোহার শিকলে বাধা উত্তপ্ত লাল টকটকে আংটা ফেলত। মুসলমানদের গায়ে তা বিঁধে শরীরের সাথে লেগে যেত। তখন তারা তা টেনে তুলতে তুলতেই হয়তো আক্রান্ত ব্যক্তিটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত, না হয় মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে যেত।

তার একটি আংটা বারা ইবনে মালেক (রাযিঃ)এর ভাই আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ)এর গায়ে বিঁধে গেল। বারা (রাযিঃ) তা দেখেই কিল্লার দেয়ালে ঝাঁপ দিলেন এবং যে শিকলটি তার ভাইকে তুলে নিচ্ছিল তা ধরে ফেললেন। তারপর ভাইয়ের শরীর থেকে আংটাটি বের করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। ফলে তার হাত পুড়ে ধোঁয়া উঠতে লাগল। কিন্তু সে দিকে তার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি যখন তার ভাইকে মুক্ত করে নিয়ে মাটিতে নেমে এলেন তখন তার হাতে গোশতের কিছুই ছিল না। সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

এ যুদ্ধে বারা ইবনে মালেক আনসারী (রাযিঃ) আল্লাহর নিকট শাহাদাতের প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তার দু'আ কবুল করলেন এবং এ যুদ্ধেই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে চির পরিতৃপ্ত হয়ে গেলেন।

***

আল্লাহ জান্নাতে বারা ইবনে মালেক (রাযিঃ)এর চেহারাকে সজীব সুন্দর করুন এবং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে তাঁর চোখকে শীতল করুন। আল্লাহ তাঁর ব্যাপারে সন্তুষ্ট আর তিনিও আল্লাহর ব্যাপারে সন্তুষ্ট।

হযরত উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রাযিঃ)

হযরত উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রাযিঃ)

উম্মে সালামা! তুমি কি জান এই মহীয়সী নারী উম্মে সালামা কে?!

তাঁর পিতা বনু মাখযূমের স্বনামধন্য শীর্ষস্থানীয় এক সর্দার। আরবের হাতেগোনা দানশীলদের অন্যতম এক দানশীল ব্যক্তি। এমনকি তাঁকে 'আরোহীর পাথেয়' নামে বিভূষিত করা হয়। কারণ কেউ তাঁর বাড়িতে এলে বা তাঁর সাথে সফর করলে কোন পাথেয় সংগ্রহ করত না।

আর তাঁর স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদ (রাযিঃ)। প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী দশজনের একজন ছিলেন। তাঁর পূর্বে হযরত আবু বকর (রাযিঃ) ও হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি।

তাঁর নাম হিন্দ। তাঁর উপনাম উম্মে সালামা। উপনামেই তিনি বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

***

উম্মে সালামা তাঁর স্বামীর সাথে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনিও ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিনী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

উম্মে সালামা ও তাঁর স্বামীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা ক্ষেপে উঠল। ক্রোধে ক্রোধে অধীর হয়ে উঠল। তারা তাদের নির্মম নির্যাতন করতে লাগল, যা কঠিন শিলাকে কাঁপিয়ে তুলে। কিন্তু তবুও তারা দুর্বল হলেন না। ভেঙ্গে পড়লেন না। কম্পমান হলেন না।

কিন্তু তাদের উপর অত্যাচার যখন কঠিন থেকে কঠিন রূপ ধারণ করল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবসায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করলেন, তখন তারা ছিলেন মুহাজিরদের সর্বাগ্রে।

***

উম্মে সালামা ও তাঁর স্বামী পরদেশে চলে গেলেন। পশ্চাতে মক্কায় ফেলে গেলেন উঁচু বাড়ি, সমুন্নত ইজ্জত ও সম্ভ্রান্ত বংশ-মর্যাদা। আল্লাহর নিকট তিনি ঐ সবকিছুর পুণ্যের প্রত্যাশা করলেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাকে তুচ্ছ মনে করলেন।

উম্মে সালামা ও তাঁর সঙ্গীরা নাজ্জাসীর যে সহায়তা পেয়েছে তা সত্ত্বেও ওহীর অবতরণ ক্ষেত্র মক্কা ও হিদায়াতের উৎস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও আকর্ষণ তাঁর ও তাঁর স্বামীর হৃদয়কে উদ্বেলিত করত।

অতঃপর হাবশায় হিজরতকারী সাহাবীদের নিকট একের পর এক সংবাদ পৌছতে লাগল যে, মক্কায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাযিঃ) ও উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ মুসলমানদের শক্তিকে বৃদ্ধি করেছে। কুরাইশদের নির্যাতনের মাত্রা কিছুটা রহিত করেছে। তাই একদল মুসলমান মক্কায় ফিরে আসার প্রতিজ্ঞা করল। আগ্রহ তাদের টেনে নিয়ে চলল। উদ্দীপনা তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকল।

তখন উম্মে সালামা ও তাঁর স্বামী প্রত্যাগমনকারী দলের অগ্রগামীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হাবসার মুহাজিরদের মধ্য হতে যারা মক্কায় ফিরে এসেছিল স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তারা যে সংবাদ পেয়েছিল তা সত্য নয়। বাড়াবাড়িতে ভরা। হযরত উমর ও হামযা (রাযিঃ)এর ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানগণ যে শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, কুরাইশরা তা প্রচণ্ড আক্রমণে প্রতিহত করেছে।

মুসলমানদের শাস্তি প্রদান ও ভীতি প্রদানে তারা বিচিত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শাস্তির অভিনব পন্থা অবলম্বন করে তাদের নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি দিচ্ছে।

এমনি পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মদীনায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করলেন। তখন উম্মে

সালামা ও তাঁর স্বামী দ্বীন ও ঈমানের হিফাযতের লক্ষ্যে ও কুরাইশদের নির্মম নির্যাতন থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে মদীনায় হিজরত করার প্রতিজ্ঞা করলেন।

কিন্তু উম্মে সালামা ও তাঁর স্বামীর হিজরত করা তাদের ধারণা মতে সহজ সাধ্য ছিল না। তা ছিল বিপদসংকুল, তিক্ততায় ভরা। তা ছিল এমন ট্রাজেডি, এমন বেদনাময় কাহিনী যা সকল ট্রাজেডি, সকল বেদনাময় কাহিনীকে ম্লান করে দিয়েছে।

তা হলে উম্মে সালামা (রাযিঃ)কেই কথা বলার সুযোগ দেয়া হোক। তিনি যেন তাঁর বেদনাময় কাহিনীটি আমাদের নিকট বর্ণনা করেন। কারণ তিনিই তাঁর অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ ও সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন এবং তিনিই তা সুন্দর ও নিখুঁতভাবে চিত্রিত করতে পারবেন।

উম্মে সালামা (রাযিঃ) বলেন, আবু সালামা মদীনায় হিজরতের প্রতিজ্ঞা করে আমার জন্য একটি উট প্রস্তুত করলেন। আমাকে তাতে চড়িয়ে দিলেন। আমাদের সন্তান সালামাকে আমার কোলে তুলে দিলেন। তারপর তিনি আমাদেরকে সহ উটটি টেনে নিয়ে চললেন। তিনি কোন কিছুর ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

মক্কা থেকে বের হওয়ার পূর্বে আমার গোত্র বনু মাখযূমের কতিপয় লোক আমাদের দেখে ফেলল। তারা আমাদের পথ রোধ করে আবু সালামাকে বলল, তুমি তোমার ব্যাপারে স্বাধীন। যা খুশি তা কর কিন্তু তোমার এই স্ত্রীর খবর কি?

সে আমাদের মেয়ে। সুতরাং কিসের ভরসায় আমরা তোমাকে ছেড়ে দিব যে, তুমি তাকে নিয়ে চলে যাবে এবং দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে? !

ব্যস, তারা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং আমাকে তাঁর থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিল।

আমার স্বামীর গোত্র বনু আসাদের লোকেরা যখন তাদের দেখল যে, তারা আমাকে ও আমার সন্তানকে ছিনিয়ে নিচ্ছে, তারা তখন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল। বলল—

"আল্লাহর কসম! তোমরা আমাদের ছেলের নিকট থেকে তোমাদের মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়েছো। সুতরাং আমরাও আমাদের মেয়েকে

তোমাদের কাছে রাখব না। সে আমাদের সন্তান। আমাদের মেয়ে। তাই আমরাই তার বেশী দাবীদার।

তারপর তারা আমার সামনেই আমার মেয়ে সালামাকে নিয়ে টানাটানি করতে লাগল। অবশেষে তারা হাতের বন্ধনা খুলে ফেলল ও সালামাকে ছিনিয়ে নিল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমি একা, নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম।

আমার স্বামী দ্বীন ও ঈমান নিয়ে মদীনায় চলে গেলেন আর আমার সন্তানকে বনু আবদুল আসাদের লোকেরা আমার দু' হাতের মাঝ থেকে ভেঙে চুরে নিয়ে গেল।

আর আমার গোত্র বনু মাখযূমের লোকেরা আমাকে তাদের নিকট নিয়ে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে আমার, আমার স্বামীর ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

সেদিনের পর থেকে আমি প্রত্যহ সকালে বালু-কংকরের প্রান্তরে ছুটে যেতাম। সে স্থানে গিয়ে বসতাম যে স্থান আমার বেদনাময় হৃদয়বিদারক ঘটনাটি দেখেছে। তারপর সেই মুহূর্তগুলোর স্মৃতিচারণ করতাম যে সময়ে আমার, আমার সন্তান ও আমার স্বামীর মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়েছে আর কাঁদতাম। এমনকি রাত আমার উপর আবরণ ঢেলে দিত।

এভাবে এক বৎসর বা প্রায় এক বৎসর কেটে গেল। একদিন আমার চাচার বংশের এক লোক এল। আমার করুণ অবস্থা দেখে তার মায়া হল। সে আমার গোত্রের লোকদের গিয়ে বলল—

'আহা! তোমরা এই অবলা নারীটিকে কেন ছেড়ে দিচ্ছ না?! তার, তার স্বামী ও তার সন্তানের মাঝে তোমরা বিচ্ছেদ ঘটিয়েছো।'

সে তাদের হৃদয়কে কোমল করতে লাগল আর তাদের দয়া-মায়াকে আকর্ষণ করতে লাগল। অবশেষে তারা আমাকে বলল—

'ইচ্ছে করলে তুমি তোমার স্বামীর নিকট যেতে পার।'

কিন্তু আমার সন্তান, আমার হৃদয়ের টুকরোকে মক্কায় বনু আবদুল আসাদের নিকট রেখে আমি কিভাবে মদীনায় আমার স্বামীর নিকট যেতে পারি?!

কিভাবে সম্ভব যে, আমার দুঃখ জ্বালা শান্ত হয়ে যাবে, আমার চক্ষু অশ্রুবর্ষণ বন্ধ করে দিবে অথচ আমি থাকব মদীনায় আর আমার শিশু সন্তান থাকবে মক্কায়। তার ভাল-মন্দ কিছুই আমি জানব না? !!

কতক হৃদয়বান ব্যক্তি তখন আমার দুঃখ বেদনার কথা উপলব্ধি করতে পারল। আমার করুণ অবস্থা দেখে তাদের হৃদয় বিগলিত হল। আমার ব্যাপার তাদের দয়ার উদ্রেক করল। ফলে তারা আমার মেয়ে সালামাকে আমার নিকট ফিরিয়ে দিল।

***

সফরসঙ্গী পাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার ভয় হচ্ছিল, আমার ধারণার বাইরে কিছু ঘটে যাবে। ফলে স্বামীর সাথে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন কিছু হয়তো বাধা সৃষ্টি করবে।

তাই আমি নিজেই উদ্যোগী হয়ে একটি উট প্রস্তুত করলাম। মেয়েটিকে আমার কোলে তুলে নিলাম এবং স্বামীর সাথে মিলনের আশায় আমি মদীনার পথে বেরিয়ে পড়লাম। অথচ তখন আমার সাথে কেউ নেই।

তানঈমে পৌছলে উসমান ইবনে তালহার সাথে দেখা হল। তিনি বললেন—

'হে 'আরোহীর পাথেয়'এর মেয়ে! কোথায় যাচ্ছো?'

আমি বললাম, মদীনায় আমার স্বামীর নিকট যাচ্ছি।

তিনি বললেন, তোমার সাথে কি কেউ নেই?

আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তারপর আমার এই সন্তান ছাড়া আমার সাথে আর কেউ নেই।

তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! মদীনায় পৌছা পর্যন্ত আমি তোমাকে কিছুতেই একাকী ছাড়ছি না। তারপর তিনি আমার উটের লাগাম ধরলেন এবং আমাকে নিয়ে চলতে লাগলেন।

আল্লাহর কসম করে বলছি, তার চেয়ে অধিক ভদ্র, অধিক সম্ভ্রান্ত কোন আরবের সংস্পর্শে আমি ইতিপূর্বে আসিনি। কোন মনজিলে

পৌছলে তিনি আমার উটকে বসাতেন। তারপর দূরে সরে যেতেন। আমি মাটিতে নেমে স্থির হয়ে দাঁড়ালে তিনি উটের নিকট যেতেন এবং কাজওয়াটি নামাতেন। তারপর উটটিকে একটি গাছের নিকট টেনে নিয়ে তার সাথে বাঁধতেন। তারপর আমার থেকে সরে আরেকটি গাছের নিকট চলে যেতেন এবং তার ছায়ায় শুয়ে পড়তেন।

যাত্রার সময় ঘনিয়ে এলে তিনি আমার উটের নিকট আসতেন। তাকে প্রস্তুত করতেন। তারপর আমার কাছে নিয়ে আসতেন ও আমার থেকে দূরে সরে গিয়ে বলতেন, উঠে পড়ুন। আমি উঠে উটের উপর স্থির হয়ে বসলে তিনি এগিয়ে আসতেন এবং উটের লাগাম ধরে চলতে থাকতেন।

***

এভাবে চলতে চলতে একদিন আমরা মদীনার উপকণ্ঠে এসে পৌছলাম। কুবায় বনু আমর ইবনে আউফের এক পল্লী দেখে তিনি আমাকে বললেন, এ পল্লীতে তোমার স্বামী আছে। আল্লাহর বরকত সহ তুমি তার নিকট চলে যাও। তারপর তিনি মক্কার পথে ফিরে গেলেন।

***

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর স্বামী–স্ত্রীর মিলন হল। স্বামীকে পেয়ে উম্মে সালামা (রাযিঃ)এর চক্ষু শীতল হয়ে গেল। আর আবু সালামা স্ত্রী ও সন্তানকে পেয়ে সৌভাগ্যবান হলেন। আনন্দিত হলেন। এরপর চোখের পলকে বহু ঘটনা দুর্ঘটনা দ্রুত ঘটে যেতে লাগল।

এই তো বদর যুদ্ধ। আবু সালামা তাতে উপস্থিত হলেন এবং মুসলমানদের সাথে ফিরে এলেন। তারা অভাবনীয় বিজয় অর্জন করেছেন।

আর এই তো উহুদ যুদ্ধ। বদরের পর তিনি উহুদের যুদ্ধ–সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অপূর্ব শৌর্য–বীর্য দেখিয়ে তিনি যুদ্ধ করলেন। কিন্তু

একটি মারাত্মক ক্ষত নিয়ে তিনি রণক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেন। অব্যাহত চিকিৎসার কারণে তার মনে হল ক্ষতস্থানটি শুকিয়ে গেছে। কিন্তু ক্ষতস্থানটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে শুকিয়ে গেলেও ক্ষতই রয়ে গেল। অল্প কিছুদিন পরই তা পঁচে ফুলে উঠল। আবার আবু সালামা শয্যা গ্রহণ করলেন।

আবু সালামা যখন তার ক্ষত স্থানটির চিকিৎসা করছিলেন তখন একদিন তার স্ত্রীকে বললেন, হে উম্মে সালামা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন কেউ বিপদে পড়ে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিঊন' পড়ে, তারপর বলে—

اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِى هٰذِهٖ، اَللّٰهُمَّ اَخْلِفْنِى خَيْرًا مِّنْهَا

[অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আমার এই বিপদে আপনার নিকট পুণ্যের আশা করি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় (স্থলাভিষিক্ত) দান করুন।]

তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাকে তা দান করেন।

***

আবু সালামা (রাযিঃ) কয়েকদিন বিছানায় পড়ে রইলেন। একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখতে এলেন। দেখাশোনা শেষ করে ফেরার পথে যেই মাত্র তিনি ঘরের দরজা অতিক্রম করছিলেন ঠিক তখন আবু সালামা ইহজীবন ত্যাগ করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এসে স্বহস্তে তার দু' চোখ বন্ধ করে দিলেন। তারপর আকাশের নীলিমায় দৃষ্টি তুলে বললেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَبِى سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِى الْمُقَرَّبِيْنَ. وَ اخْلُفْهُ فِى عَقِبِهٖ فِى الْغَابِرِيْنَ. وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ. وَافْسَحْ لَهٗ فِى قَبْرِهٖ. وَنَوِّرْ لَهٗ فِيْهِ-

[অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আবু সালামাকে ক্ষমা করে দাও। নৈকট্যশীল বান্দাদের

মাঝে তাঁর মর্যাদাকে সমুন্নত কর। তারপর তাঁর পরিজনদের তুমিই যিম্মাদার হয়ে যাও। আমাদেরকে ও তাঁকে ক্ষমা করে দাও। ইয়া রাব্বাল আলামীন! তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তাঁকে নূরে নূরান্বিত করে দাও।]

উম্মে সালামা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু সালামার বর্ণিত সেই হাদীসটির কথা স্মরণ করলেন। তারপর বললেন—

اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِىْ هٰذِهٖ

[অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আমার এই বিপদে আপনার নিকট পুণ্যের আশা করি।]

কিন্তু একথা বলতে তার মন চাইল না

اَللّٰهُمَّ اَخْلِفْنِىْ فِيْهَا خَيْرًا مِّنْهَا

[অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করুন।]

কারণ, বারবার তিনি নিজেকে প্রশ্ন করছিলেন, আবু সালামার চেয়ে উত্তম জীবনসঙ্গী আর কে হতে পারে?!

কিন্তু তবুও তিনি দু'আটি পরিপূর্ণভাবেই পাঠ করলেন।

***

উম্মে সালামার এই বিপদে মুসলমানগণ এমন মর্মাহত ও ব্যথিত হলো, যা ইতিপূর্বে কারো বিপদের সময় ঘটেনি। তাই তাঁরা তাঁকে 'আয়্যিমুল আরব' অর্থ গোটা আরবের বিধবা নামে অভিহিত করল।

কারণ, ক্বতা পাখীর পশমহীন ছানার ন্যায় দুগ্ধপোষ্য ছোট্ট মেয়েটি ছাড়া মদীনায় আর কেউ তাঁর ছিল না।

***

মুহাজির ও আনসার সবাই তাদের উপর উম্মে সালামার নৈতিক দাবীর কথা অনুধাবন করল। তাই আবু সালামার মৃত্যুর কারণে ইদ্দতের দিনগুলো শেষ হতে না হতেই আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বিয়ের প্রস্তাব

পাঠালেন। উম্মে সালামা তাতে সাড়া দিলেন না।

তারপর উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) প্রস্তাব দিলেন। তাতেও উম্মে সালাম রাজী হলেন না।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের প্রস্তাব দিলে উম্মে সালামা তাঁকে বললেন—

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তিনটি ত্রুটি আছে—

আমি অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশালী মহিলা। তাই আমার ভয় হয়, আপনি আমার কিছু দেখে ক্রুদ্ধ হবেন। ফলে তার কারণে আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিবেন।

আমি একজন বয়স্কা মহিলা।

আমার সন্তান আছে।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার যে আত্মমর্যাদার কথা বললে, আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করব। তিনি তা দূর করে দিবেন।

আর তুমি যে বয়সের কথা বললে, সে ব্যাপারে আমিও তোমার মত।

আর তুমি যে সন্তানের কথা বললে, সে ব্যাপারে কোন চিন্তা করবে না। তোমার সন্তান আমারই সন্তান।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামা (রাযিঃ)কে বিয়ে করলেন। আল্লাহ তাআলা উম্মে সালামার দু'আ কবুল করলেন এবং তাঁকে আবু সালামার চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করলেন।

সেদিন থেকে মাখযূমী গোত্রের হিন্দ শুধুমাত্র সালামারই মা রইলেন না। বরং সকল মুমিনের মা হয়ে গেলেন।

আল্লাহ জান্নাতে উম্মে সাল্লামার চেহারাকে সুন্দর সজীব করুন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর আল্লাহও তাঁকে সন্তুষ্ট করেছেন।

হযরত সুমামা ইবনে উসাল (রাযিঃ)

যিনি কুরাইশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ করলেন।

হযরত সুমামা ইবনে উসাল (রাযিঃ)

ষষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দিকে আহবানের পরিধিকে আরো বিস্তৃত করতে চাইলেন। তাই আরব ও অনারব রাজা-বাদশাহদের নিকট আটটি পত্র লিখলেন। ইসলামের দিকে আহবান জানিয়ে তিনি পত্রগুলো তাদের নিকট প্রেরণ করলেন।

যাদের নিকট তিনি পত্র লিখেছিলেন সুমামা ইবনে উসান হানাফী ছিলেন তাদের অন্যতম।

এতে কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নেই। কারণ, জাহেলী যুগে তিনি আরবের এক প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। বনু হানীফার শীর্ষস্থানীয় এক সর্দার ছিলেন। প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী ইয়ামামার এক বাদশাহ ছিলেন।

***

সুমামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্রটি তুচ্ছতা ও বৈমুখ্যের সাথে গ্রহণ করল।

তার আত্মমর্যাদাবোধ তাকে পাপপঙ্কিলতার পথে নিয়ে গেল। তাই সত্য ও কল্যাণের সে আহবান তার কর্ণকুহরে পৌছাল না। বধির হয়ে রইল।

তারপর তার শয়তান তার উপর চড়াও হল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে ও তাঁর সাথে তাঁর দাওয়াতকে সমাধিস্থ করতে উদ্বুদ্ধ করল। তাই সে রাসূলকে হত্যা করার সুযোগের সন্ধানে রইল। অবশেষে সে রাসূলের (নিজের প্রতি) উদাসীনতার সুযোগ পেয়ে গেল এবং নিকৃষ্টতম পাপকাজটি সে করেই বসত যদি শেষ মুহূর্তে তার এক চাচা তাকে এ প্রতিজ্ঞা থেকে না ফিরাত। ফলে আল্লাহ তাঁর নবীকে তার ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি দিলেন।

কিন্তু সুমামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করা হতে বিরত রইলেও তাঁর সাহাবীদের হত্যা করা থেকে বিরত রইল না। সাহাবীদের ব্যাপারে সে সুযোগের সন্ধানে রইল। অবশেষে কয়েকজন

সাহাবীকে নাগালে পেয়ে নির্মমভাবে হত্যা করল। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করা ভাল মনে করলেন ও সাহাবীদের মাঝে তা ঘোষণা করে দিলেন।

***

এরপর খুব বেশী দিন অতিবাহিত হল না। সুমামা ইবনে উসাল উমরা আদায়ের প্রতিজ্ঞা করল এবং ইয়ামামা থেকে মক্কার দিকে রওনা হয়ে গেল। মনে তার প্রচণ্ড আশা, ক্বাবা গৃহের তওয়াফ করবে। প্রতিমার সন্তুষ্টির আশার পশু বলি দিবে।

***

সুমামা যখন মদীনার অনতিদূর দিয়ে এক পথ ধরে যাচ্ছে ঠিক তখন তার উপর এমন এক বিপদ আপতিত হল যা সে ধারণাও করতে পারেনি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল যোদ্ধা সাহাবী মদীনার পল্লীগুলো পাহারা দিচ্ছিলেন। তাদের আশঙ্কা, হয়তো মদীনায় কোন দুর্ঘটনা ঘটবে বা কেউ অতর্কিতে মদীনায় আক্রমণ করবে।

যোদ্ধা সাহাবীরা সুমামাকে না চিনেই বন্দী করে মদীনায় নিয়ে এলেন এবং মসজিদে নববীর এক খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেন। তাঁরা অপেক্ষা করছেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বন্দীর অবস্থা জানবেন এবং তার ব্যাপারে নির্দেশ দিবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদের দিকে বেরিয়ে গেলেন ও মসজিদে প্রবেশের ইচ্ছে করলেন, তখন সুমামাকে একটি খুঁটির সাথে বাঁধা দেখতে পেলেন। সাহাবীদের বললেন—তোমরা কি জান কাকে ধরে এনেছো?

সাহাবীগণ বললেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে হল সুমামা ইবনে উসাল হানাফী, সুতরাং তার সাথে ভাল আচরণ কর।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিজনের নিকট ফিরে গেলেন। বললেন, তোমাদের নিকট যে খাবার আছে তা একত্রিত কর এবং সুমামা ইবনে উসালের নিকট তা পাঠিয়ে দাও।

এরপর তিনি নির্দেশ দিলেন, যেন তার উষ্ট্রীকে সকাল বিকাল দোহন করা হয় এবং তার দুধ তার নিকট উপস্থিত করা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে দেখা করা ও কথা বলার পূর্বেই এ সবকিছু সম্পন্ন করলেন।

***

তারপর ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুমামার নিকট গেলেন এবং বললেন—

হে সুমামা ! তুমি কি ভাবছো?

সুমামা বলল, হে মুহাম্মদ ! আমি ভাল কিছুই চিন্তা করছি। যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন, তাহলে একজন হত্যাকারীকে হত্যা করলেন। আর যদি ক্ষমা করে দেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে ক্ষমা করলেন। আর যদি ধনসম্পদ চান তাহলে যা চাবেন তাই দেয়া হবে।

এরপর এমনি অবস্থায় দু'দিন কেটে গেল। তাকে খাবার ও পানীয় পরিবেশন করা হল। উষ্ট্রীর দুধও তাকে নিয়মিত দেয়া হল।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন, হে সুমামা, তুমি কী ভাবছো?

সুমামা বলল, ইতিপূর্বে আমি যা বলেছি তাই ভাবছি। যদি ক্ষমা করেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে ক্ষমা করলেন.... যদি হত্যা করেন, তাহলে একজন হত্যাকারীকেই হত্যা করলেন। আর যদি ধনসম্পদ চান তাহলে যা চাবেন তাই দেয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ছেড়ে চলে গেলেন। পরদিন এসে বললেন, হে সুমামা ! কী ভাবছো?

সুমামা বলল, যা আমি আপনাকে বলেছি তাই ভাবছি। যদি ক্ষমা করেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে ক্ষমা করলেন। যদি হত্যা করেন, তাহলে একজন হত্যাকারীকেই হত্যা করলেন। আর যদি

ধনসম্পদ চান, তাহলে যা চাবেন তাই দেয়া হবে।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন, সুমামাকে ছেড়ে দাও। বন্ধন মুক্ত করে দাও।

***

মসজিদে নববী ত্যাগ করে সুমামা চলে গেল। চলতে চলতে মদীনার এক প্রান্তে বাকী নামক স্থানের নিকটবর্তী এক খেজুর বাগানে গিয়ে পৌছল। সেখানে প্রচুর পানি। পানির নিকট সে তার উট থামাল। উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করল। তারপর মসজিদে নববীর পথ ধরে ফিরে আসল।

মসজিদে নববীতে পৌছেই একদল সাহাবীর নিকট দাঁড়িয়ে বললেন, আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন ও বললেন—

হে মুহাম্মদ! আল্লাহর কসম করে বলছি, পৃথিবীতে আপনার চেহারার চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় চেহারা আমার নিকট আর ছিল না। অথচ এখন তা আমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়।

আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনার এই ধর্ম আমার নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত ধর্ম ছিল। অথচ এখন তা আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ধর্ম।

আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনার এই শহর আমার নিকট সবচেয়ে বেশী নিকৃষ্ট শহর ছিল। অথচ এখন তা আমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় শহর।

তারপর বলতে লাগলেন, আমি আপনার কয়েকজন সাহাবীকে হত্যা করেছিলাম। সুতরাং সে অপরাধের জন্য এখন আমার কী করণীয়?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, হে সুমামা! বিগত জিন্দেগীর কোন অপরাধের জন্য তোমাকে তিরস্কার করা হবে না। কারণ, ইসলাম পূর্ববর্তী সকল পাপ মোচন করে দেয়।

তারপর ইসলাম গ্রহণের কারণে আল্লাহ তাঁর জন্য যা অবধারিত করে দিয়েছেন তার সুসংবাদ দিলেন।

ফলে আনন্দে সুমামার কপালের রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে গেল। তিনি বললেন—

আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি আপনার সাথীদের যে কষ্ট দিয়েছি তার চেয়ে বেশী কষ্ট আমি মুশরিকদের দিব। আর আমি আমাকে, আমার তরবারীকে ও আমার অনুগত লোকদের আপনার ও আপনার ধর্মের সাহায্যে নিয়োজিত রাখব।

তারপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার যোদ্ধা সাহাবীরা আমাকে ধরে এনেছে। অথচ আমি তো উমরা করতে ইচ্ছে করেছিলাম। সুতরাং এখন আমি কি করব?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার উমরা পালন করতে চলে যাও। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান মতে তা পালন করবে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উমরার বিধি–বিধান শিখিয়ে দিলেন।

***

সুমামা (রাযিঃ) তাঁর লক্ষ্যে চলে গেলেন। মক্কার নিম্ন অঞ্চলে পৌঁছে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগলেন—

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক

লাব্বাইক লা–শারীকা লাকা লাব্বাইক

ইন্নাল হামদা ওয়াল নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক

লা—শারীকা লাকা .....

তাই সুমামা ইবনে উসাল (রাযিঃ) পৃথিবীর সর্বপ্রথম মুসলমান যিনি তালবিয়া পাঠ করতে করতে মক্কায় প্রবেশ করেছেন।

***

কুরাইশের লোকেরা তালবিয়ার শব্দ শুনে ক্রুদ্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে তেড়ে এল। কোষ থেকে তরবারী মুক্ত করে নিল এবং ঐ ব্যক্তিকে ধরার জন্য

ছুটল যে তা পাঠ করছে।

কুরাইশের লোকেরা সুমামা (রাযিঃ)এর নিকট পৌছলে, তিনি আরো উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে লাগলেন। অহংকার আর গর্বভরা দৃষ্টিতে তিনি তাদের দিকে তাকাতে লাগলেন। তখন কুরাইশের এক যুবক তাঁকে তীর ছুঁড়ে হত্যা করতে চাইল। অন্যান্যরা তাকে চেপে ধরে বলল—

সাবধান! তুমি কী জান, ইনি কে?

ইনি ইয়ামামার বাদশাহ সুমামা ইবনে উসাল।

আল্লাহর কসম! যদি তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি কর, তাহলে তাঁর গোত্রের লোকেরা আমাদের খাদ্য বন্ধ করে দিবে এবং আমাদের অনাহারে মারবে।

তারপর কুরাইশের লোকেরা তরবারী কোষাবদ্ধ করে এগিয়ে এল। বলল, হে সুমামা! তোমার কী হল?!

তুমিও কি বেদ্বীন হয়ে গেলে এবং তোমার ও তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করলে?!!

সুমামা ইবনে উসাল (রাযিঃ) বললেন, আমি বেদ্বীন হইনি। তবে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম গ্রহণ করেছি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্মের অনুসারী হয়েছি।

তারপর তিনি বলতে লাগলেন, আমি এই গৃহের রবের শপথ করে বলছি, তোমরা সবাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ না করলে আমি ইয়ামামায় পৌছার পর ইয়ামামার এক দানা গম বা অন্য কোন শস্য তোমাদের নিকট পৌছবে না।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মুতাবেক সুমামা ইবনে উসাল (রাযিঃ) প্রকাশ্যে কুরাইশের চোখের সামনে উমরা আদায় করলেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করলেন। প্রতিমার জন্য পশু বধ করলেন না।

তারপর তিনি তাঁর দেশে ফিরে এলেন এবং তাঁর গোত্রের লোকদের

নির্দেশ দিলেন, তারা যেন কুরাইশের খাদ্যশস্য আটকে রাখে। তারা তাঁর নির্দেশ প্রচার করল। তাঁর ডাকে সবাই সাড়া দিল এবং মক্কার অধিবাসীদের নিকট তাদের খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ বন্ধ করে দিল।

***

কুরাইশের বিরুদ্ধে সুমামা (রাযিঃ) যে অবরোধ আরোপ করলেন তা তীব্র হতে তীব্রতর হতে লাগল। পণ্যসামগ্রীর মূল্য বেড়ে গেল। মানুষের মাঝে ক্ষুধা ছড়িয়ে পড়ল। হাহাকার প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। লোকেরা আশঙ্কা বোধ করতে লাগল যে, তারা ও তাদের সন্তানরা ক্ষুধায় মারা যাবে।

তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই বলে চিঠি লিখল—

'আমরা আপনার সম্পর্কে জানি, আপনি আত্মীয়তা–বন্ধন রক্ষা করেন এবং তা রক্ষা করতে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করেন।

এই তো আপনি আমাদের আত্মীয়তা–বন্ধন ছিন্ন করলেন। পিতাদের তরবারীর আঘাতে হত্যা করছেন আর সন্তানদের অনাহারে মারছেন।

সুমামা ইবনে উসাল আমাদের খাদ্যশস্য বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের দারুণ ক্ষতি করেছে। তাই আপনি ইচ্ছে করলে সুমামার নিকট এ মর্মে পত্র পাঠান যেন সে আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী পাঠিয়ে দেয়।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুমামা ইবনে উসাল (রাযিঃ)এর নিকট লিখে পাঠালেন যেন তিনি তাদের খাদ্যশস্য ছেড়ে দেন ও অবরোধ তুলে নেন। তখন সুমামা ইবনে উসাল (রাযিঃ) অবরোধ তুলে নিলেন।

***

সারাজীবন সুমামা ইবনে উসাল (রাযিঃ) ধর্মের একান্ত অনুরাগী হয়ে রইলেন। রাসূলের সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পালন করলেন। রাসূলের ইন্তেকালের পর যখন আরবরা দলে দলে ও একাকী ইসলাম ধর্ম

ত্যাগ করতে লাগল এবং মিথ্যাবাদী মুসায়লামা বনু হানীফার লোকদেরকে তার প্রতি ঈমান আনতে আহবান করতে লাগল, তখন সুমামা ইবনে উসাল (রাযিঃ) তার মুখোমুখী দাঁড়ালেন এবং তার গোত্রের লোকদের বললেন—

হে বনু হানীফা! নূরবিহীন এ নিকষ অন্ধকার থেকে তোমরা দূরে থাক।

আল্লার কসম করে বলছি, তোমাদের মধ্যে যারা তা গ্রহণ করবে তাদের জন্য আল্লাহ দুর্ভাগ্য লিখে রেখেছেন। আর যে গ্রহণ করবে না তার জন্য রয়েছে কঠিন পরীক্ষা।

তারপর বললেন—

হে বনু হানীফা! একই সময়ে দু'জন নবী হন না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। তার পর কোন নবী হবে না। আর কোন নবীকে তাঁর অংশীদার করা হবে না।

তারপর তিনি পাঠ করলেন—

حٰمٓ. تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ × غَافِرِ الذَّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ، ذِى الطَّوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ.

[হা–মীম, এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ। যিনি পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ। পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, সামর্থ্যবান। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তারই নিকট হবে প্রত্যাবর্তন।]

তারপর তিনি বললেন, কোথায় আল্লাহর কালাম আর কোথায় মুসায়লামার প্রলাপ। শোন হে কূপমণ্ডুক।!

তারপর ইসলামে অবিচল তাঁর গোত্রের লোকদের সাথে তিনি একত্রিত হলেন এবং আল্লাহর কালিমাকে পৃথিবীতে বুলন্দ করার জন্য আল্লাহর পথে জিহাদ করতে লাগলেন।

আল্লাহ সুমামা ইবনে উসাল (রাযিঃ)কে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ হতে উত্তম বিনিময় দান করুন।

মুত্তাকীদের প্রতিশ্রুত জান্নাত দান করে তাঁকে মর্যাদাবান করুন।

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)

যাকে কনষ্ট্যান্টিনোপলের নগরপ্রাচীরের অদূরে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)

এ মহান সাহাবীর নাম খালিদ ইবনে যাইদ ইবনে কুলাইব। তিনি বনু নাজ্জার বংশোদ্ভূত।

তাঁর উপনাম হল আবু আইয়ূব। মদীনার আনসারদের একজন হওয়ার কারণে তাঁকে আনসারী বলা হয়।

মুসলমানদের মাঝে এমন কে আছে যে, আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)কে চিনে না?!

পূর্ব-পশ্চিমে আল্লাহ তাঁর আলোচনাকে সমুন্নত করেছেন আর সৃষ্টির মাঝে তাঁর মর্যাদাকে উঁচু করেছেন, যখন আল্লাহ সকল মুসলমানদের মাঝে তার ঘরকে নির্বাচন করলেন, যেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় এসে তাঁর বাড়ীতে অবস্থান গ্রহণ করেন।

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)এর ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থান গ্রহণের এক ঘটনা রয়েছে যার পুনঃ পুনঃ আলোচনা মধুময় ও মজাদার।

তা হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় পৌছলেন তখন মদীনার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও ইজ্জতের সাথে গ্রহণ করলেন।

প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমিকের আকর্ষণ বিচ্ছুরিত করে তারা তাঁর দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

তাঁরা তাঁর জন্য তাঁদের হৃদয়ের কপাট খুলে দিলেন যেন তিনি তাঁর অন্তঃস্থলে অবস্থান করেন।

তাঁরা তাঁদের গৃহের দরজা খুলে দিলেন যেন তিনি তাতে ইজ্জত ও সম্মানের সাথে অবস্থান গ্রহণ করেন।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত কুবায় চারদিন কাটালেন। সেখানে তিনি তাঁর প্রথম ঐ মসজিদটি নির্মাণ করলেন যার ভিত্তি তাকওয়ার বুনিয়াদের উপর স্থাপন

করা হয়েছে।

তারপর তিনি তাঁর উষ্ট্রীতে চড়ে সেখান থেকে রওনা হলেন। তাই ইয়াসরাবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁর আগমন পথে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রত্যেকে কামনা করছেন, তার ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থানের মর্যাদা সে অর্জন করবেন।

একের পর এক সর্দার উষ্ট্রীর গতিরোধ করে বলতে লাগল, হে আল্লাহর রাসূল! সঙ্গী–সাথীদের নিয়ে শক্তি ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে আমাদের নিকট অবস্থান করুন।

রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদের বললেন, উষ্ট্রীটিকে ছেড়ে দাও। কেননা সে নির্দেশ প্রাপ্তা।

উষ্ট্রীটি তার গন্তব্য পথে চলতে লাগল। জনতার চোখ তাকে অনুসরণ করছে আর হৃদয় তাকে পরিবেষ্টন করছে।

কোন বাড়ী অতিক্রম করলে অধিবাসীরা বিষন্ন হয়ে পড়ে, নৈরাশ্য তাদের আঁকড়ে ধরে। তখন পার্শ্ববর্তীদের অন্তরে আশার আলো প্রজ্জ্বলিত হয়।

এমনিভাবে উষ্ট্রীটি চলছে আর লোকেরা তার পিছু পিছু আসছে। তারা সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিকে চিনতে অধীর, যার গৃহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করবেন। অবশেষে উষ্ট্রীটি আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)এর বাড়ীর সামনে অবস্থিত একটি খালি জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল এবং তারপর বসে পড়ল।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে নামলেন না।

এরপরই লাফিয়ে উঠে চলতে লাগল। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর লাগাম ঢিলে করে দিলেন। তারপর উষ্ট্রীটি আবার স্বীয় পথ ধরে ফিরে এল ও পূর্বের স্থানে বসে পড়ল।

তখন আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)এর অন্তর আনন্দে ভরে গেল এবং ছুটে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বাগত জানালেন। দু' হাতে তাঁর আসবাবপত্র তুলে নিলেন। যেন তিনি দুনিয়ার সমুদয় সম্পদ তুলে নিলেন এবং তা নিয়ে বাড়ীতে গেলেন।

***

আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)এর বাড়ী দু' তলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থান করার জন্য তিনি দ্বিতীয় তলাটি তার ও তাঁর পরিবারের আসবাবপত্র মুক্ত করে দিলেন।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিচ তলাকে প্রাধান্য দিলেন। আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) অম্লান বদনে মেনে নিলেন এবং তাঁর পছন্দনীয় স্থানেই থাকার ব্যবস্থা করলেন।

রাত এগিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছানায় গেলেন। আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) ও তাঁর স্ত্রী দ্বিতীয় তলায় উঠলেন। দরজা বন্ধ করা মাত্রই আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ছিঃ ছিঃ আমরা একি করলাম? !

আল্লাহর রাসূল নিচে থাকবেন আর আমরা তাঁর উপরে থাকব? !

আমরা কি আল্লাহর রাসূলের উপর দিয়ে চলাফেরা করব? !

আমরা কি নবী ও ওহীর মাঝে থাকব? ! তাহলে তো আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।

স্বামী–স্ত্রী উভয় লজ্জিত, হতবুদ্ধি। কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না।

তবে দ্বিতীয় তলায় রাসূলের উপর নয়, এমন দিকে সরে এলে তাদের হৃদয় কিছুটা শান্ত হল। তারা সে স্থানেই রইলেন। সে স্থান ত্যাগ করলেন না। তবে মধ্যবর্তী স্থান থেকে দূরে সরে কিনারা দিয়ে হেঁটে প্রয়োজন পূরণ করলেন।

সকালে আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম করে বলছি, এ রাতে আমাদের দু' চোখের পাতা এক হয়নি। না আমার, না উম্মে আইয়ূবের।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু আইয়ূব! কেন?

তিনি বললেন, আমার মনে হল, আমি এমন এক ঘরের দ্বিতলে অবস্থান করছি যার নিচে আপনি রয়েছেন। আর আমি যখন নড়াচড়া

করব আপনার উপর ধূলিবালি পড়বে। তদুপরি আমি আপনার মাঝে আর ওহীর মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে আছি।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, হে আবু আইয়ূব! বিষয়টি সহজভাবে নাও। আমাদের জন্য এটাই ভাল হবে যে, আমি নিচতলায় থাকব। কারণ, আমার নিকট অনেক মানুষ আসা-যাওয়া করবে।

***

আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মেনে নিলাম। এভাবে চলতে লাগল। এক রাতে শীত ছিল প্রচণ্ড। আমাদের একটি কলসি ভেঙ্গে গেল এবং তার পানি দ্বিতলে ভেসে গেল। আমি ও উম্মে আইয়ূব পানির নিকট ছুটে গেলাম। আমাদের শুধুমাত্র একটি চাদর ছিল আমরা তা লেপ হিসাবে ব্যবহার করতাম। রাসূলের দিকে পানি পৌঁছার ভয়ে আমরা তা দিয়েই পানি পরিস্কার করতে লাগলাম।

সকালে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত। আমি উপরে থাকব আর আপনি নিচে থাকবেন, তা আমি পছন্দ করি না। তারপর আমি কলসির ঘটনাটি খুলে বললাম। তখন তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং দ্বিতীয় তলায় উঠে এলেন আর আমি ও উম্মে আইয়ূব নিচ তলায় নেমে এলাম।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় সাত মাস আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)এর বাড়ীতে অবস্থান করলেন। তারপর উন্মুক্ত স্থানটিতে যেখানে রাসূলের উষ্ট্রীটি বসেছিল—মসজিদে নববীর নির্মাণ পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং মসজিদের পাশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্ত্রীদের জন্য যে কামরাগুলো তৈরী করা হয়েছিল তিনি সেখানে চলে গেলেন। তখন তিনি আবু আইয়ূব আনসারী

(রাযিঃ)এর প্রতিবেশী হয়ে গেলেন। তাঁরা উভয়ে কতোই না উত্তম প্রতিবেশী ছিলেন!

***

আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মনপ্রাণ ও হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)কে এমন ভালবাসতেন যে, তাদের মাঝে কোন প্রকারের লৌকিকতা ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)এর বাড়ীটিকে নিজের বাড়ী মনে করতেন।

***

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড উত্তাপে হযরত আবু বকর (রাযিঃ) মসজিদে নববীতে এলেন। হযরত উমর (রাযিঃ) তখন তাঁকে দেখে বললেন—

'হে আবু বকর! এই প্রচণ্ড উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরে আপনি বাইরে বেরিয়ে এলেন যে?

হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বললেন, প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায়ই বাইরে বেরিয়ে এলাম।

তখন হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, আল্লাহর কসম, আমিও ঐ একই কারণে বেরিয়ে এসেছি।

এমনি অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট এসে বললেন, এই প্রচণ্ড উত্তাপের মাঝে তোমরা যে বেরিয়ে এলে।

তাঁরা দু'জন বললেন, আল্লাহর কসম, উদরের প্রচণ্ড ক্ষুধাই আমাদেরকে বের করে নিয়ে এসেছে।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, ঐ একই কারণে আমিও বেরিয়ে এসেছি। আমার সাথে চল।

তাঁরা হাঁটতে হাঁটতে আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)এর বাড়ীর

দরজায় এসে পৌছলেন। আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) প্রত্যহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিছু খাবার রেখে দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলম্ব করলে এবং নির্দিষ্ট সময়ে না এলে পরিবারের লোকদের তা খাইয়ে দিতেন।

দরজায় পৌছলে উম্মে আইয়ূব তাঁদের নিকট বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, নবী ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে স্বাগতম।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু আইয়ূব কোথায়?

নিকটেই এক খেজুর গাছের পরিচর্যা করছিলেন আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)। রাসূলের কণ্ঠ শুনেই তিনি ছুটে এসে বললেন, রাসূল ও তাঁর সঙ্গীদের স্বাগতম। তারপর বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো আপনার আগমনের সাধারণ সময় নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সত্য বলেছো।

তারপর তিনি খেজুর বাগানে গেলেন। একটি খেজুরের কাঁদি কেটে আনলেন। তা পাকা, অর্ধপাকা ও কাঁচা খেজুরে ঠাসা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিছু খেজুর পেড়ে আনলেই হত। এটা কেটে আনলে কেন?

আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি পাকা, অর্ধপাকা আর কাঁচা খেজুর খাবেন, তাই তা কেটে আনলাম। আর আমি আপনার জন্য একটি বকরী যবাহ করে আনছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি যবাহ করতে চাও তাহলে কিন্তু দুধের বকরী যবাহ করবে না।

আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) একটি বকরীর বাচ্চা যবাহ করলেন। তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তুমি সুন্দর রুটি বানাতে পার। তাই আটা গুলে আমাদের জন্য রুটি তৈরী কর। তারপর অর্ধেক গোশত দিয়ে তিনি তরকারী পাকালেন আর বাকি অর্ধেক ভুনা করলেন। খাবার তৈরী হয়ে গেল এবং তিনি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের সামনে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর একটি গোশতের টুকরা নিয়ে একটি রুটিতে রাখলেন, তারপর

বললেন—

হে আবু আইয়ূব! এই টুকরাটি নিয়ে ফাতেমার নিকট যাও। কারণ, বেশ কিছুদিন যাবৎ সে এমন খাবার খায়নি।

তারা খেয়ে পরিতৃপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

রুটি, গোশত, পাকা খেজুর, অর্ধ পাকা খেজুর, কাঁচা খেজুর!!! তারপর রাসূলের চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, এই তো সেই নিয়ামত যার সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে জিজ্ঞেস করা হবে। সুতরাং যখন তোমরা এ ধরনের খাবার পাবে তখন তা খাওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে বলবে, (বিসমিল্লাহ) আর যদি খেয়ে পরিতৃপ্ত হও তখন বলবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هُوَ اَشْبَعَنَا وَاَنْعَمَ عَلَیْنَا فَاَفْضَلَ

[অর্থ ঃ সকল প্রশংসা ও স্তুতি আল্লাহর, যিনি আমাদের পরিতৃপ্ত করেছেন এবং আমাদের উৎকৃষ্ট ও উত্তম নেয়ামত দান করেছেন।]

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে গেলেন এবং আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)কে বললেন, তুমি আগামীকাল আমার নিকট এসো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, কেউ তার সাথে সদাচরণ করলে তিনি তার বিনিময় প্রদান করতে পছন্দ করতেন। কিন্তু আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) রাসূলের কথা শুনেননি।

তাই হযরত উমর (রাযিঃ) তাঁকে বললেন, হে আবু আইয়ূব! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে হুকুম করছেন যেন তুমি আগামীকাল তাঁর নিকট আস।

আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) তখন বললেন, রাসূলের আদেশ শিরধার্য।

পরদিন আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) রাসূলের নিকট গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে একটি ছোট বাঁদী দিলেন। বাঁদীটি রাসূলের খেদমত করত এবং তাঁকে বললেন—

তার সাথে সদাচরণ করবে। হে আবু আইয়ূব! সে যতদিন আমাদের

নিকট ছিল আমরা তার ভাল ছাড়া খারাপ কিছুই দেখিনি।

***

আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) বাঁদীটিকে নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এলেন। উম্মে আইয়ূব বাঁদীটিকে দেখে বললেন—

হে আবু আইয়ূব! এটা কার?

আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) বললেন, আমাদের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তা দিয়েছেন।

উম্মে আইয়ূব (রাযিঃ) বললেন, আহ্! দাতা কতো মহান আর দানটি কতো মর্যাদাবান ও মূল্যবান।

তখন আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) বললেন, রাসূল আমাদেরকে তার সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

উম্মে আইয়ূব (রাযিঃ) বললেন, আমরা তার সাথে কেমন আচরণ করলে রাসূলের নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে?

তখন আবূ আইয়ূব (রাযিঃ) বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি রাসূলের নির্দেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমি তাকে মুক্ত করে দেয়ার চেয়ে উত্তম কিছু পাচ্ছি না।

উম্মে আইয়ূব (রাযিঃ) তখন বললেন, আপনি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছেন। আর আপনি তার ক্ষমতা রাখেন। তারপর আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) তাকে মুক্ত করে দিলেন।

***

আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)এর শান্তিময় জীবনের কিছু চিত্র তুলে ধরা হল। যদি তাঁর রণাঙ্গনের কিছু চিত্র তোমার সামনে তুলে ধরা হয়, তাহলে নিশ্চয় তুমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে।

আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) গোটাজীবন রণক্ষেত্রে বিজয়ী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে, মুয়াবিয়া (রাযিঃ)এর শাসনামল পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন কারণ ছাড়া কোন যুদ্ধ থেকে বিরত থাকেননি।

কন্সট্যান্টিনোপল বিজয়ের লক্ষ্যে মুয়াবিয়া (রাযিঃ) তাঁর ছেলে ইয়াযিদের নেতৃত্ব যে বিশাল বাহিনী তৈরী করেছিলেন সে যুদ্ধই ছিল তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধ। তখন তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ। তাঁর বয়স আশি ছুঁই ছুঁই করছিল। কিন্তু তা তাঁকে ইয়াযিদের বাহিনীতে শরীক হতে এবং সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা অতিক্রম করে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে বারণ করেনি।

কিন্তু শত্রুবাহিনীর সাথে কয়েকটি যুদ্ধ হওয়ার পরই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া থেকে অক্ষম হয়ে পড়েন। তখন ইয়াযিদ তাকে দেখাশুনা ও সেবা-শুশ্রূষা করতে এসে জিজ্ঞেস করলেন—হে আবু আইয়ূব ! আপনার কি কোন আকাংখা আছে?

তিনি বললেন, মুসলিম বাহিনীর নিকট আমার সালাম পৌছে দাও। আর তাদের বল, আবু আইয়ূব তোমাদের অসীয়ত করছেন, তোমরা শত্রুদেশের অনেক ভিতরে প্রবেশ করবে। তোমাদের সাথে আমাকে বহন করে নিবে এবং কন্সট্যান্টিনোপলের নগর প্রাচীরের নিকটে তোমাদের পদতলে আমাকে সমাধিস্থ করবে। তারপর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

***

মুসলিম বাহিনী রাসূলের সাহাবীর অন্তিম তামান্না বাস্তবায়নে সাড়া দিলেন এবং শত্রু বাহিনীর উপর একের পর এক আক্রমণ করতে করতে সামনে অগ্রসর হলেন। তারা আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)কেও সাথে বহন করে নিয়ে চললেন। অবশেষে তারা কন্সট্যান্টিনোপলের নগর প্রাচীরের নিকট পৌছলেন এবং সেখানে কবর খনন করে তারা তাঁকে দাফন করলেন।

***

আল্লাহ আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ)এর উপর রহম করুন। আল্লাহর পথে যুদ্ধরত তেজী ঘোড়ার পিঠে মৃত্যুবরণ করাকেই তিনি প্রাধান্য দিলেন। অথচ তাঁর বয়স তখন আশির কোঠা ছুঁই ছুঁই করছে।

হযরত আমর ইবনে জমূহ (রাযিঃ)

আমি আমার এই খোড়া পা নিয়ে জান্নাতে হাঁটব।

হযরত আমর ইবনে জামূহ (রাযিঃ)

আমর ইবনে জামূহ জাহেলী যুগে ইয়াসরিবের এক অন্যতম সর্দার। বনু সালামা গোত্রের অবিসংবাদিত নেতা। মদীনার এক সম্ভ্রান্ত মর্যাদাবান ও দানশীল ব্যক্তিত্ব।

জাহেলী যুগে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নীতি ছিল, তাদের প্রত্যেকে নিজের জন্য নিজের গৃহে একটি মূর্তি গ্রহণ করত। সকাল–সন্ধ্যা তার থেকে আশীষ প্রার্থনা করত। বিভিন্ন মওসূমে তার জন্য পশু বলি দিত। বিপদাপদে তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করত।

আমর ইবনে জামূহ এর মূর্তিকে মানাত নামে ডাকা হত। অত্যন্ত মূল্যবান কাঠ দিয়ে তিনি তা তৈরী করেছিলেন।

তিনি মূর্তিটিকে খুব যত্ন করতেন। তার সেবা করতেন। মূল্যবান সুগন্ধি দিয়ে তাকে সুভাসিত করতেন।

***

আমর ইবনে জামূহ এর বয়স যখন ষাটের কোঠা পেরিয়ে গেল, তখন ইসলামের প্রথম সুসংবাদ দাতা মুসআব ইবনে উমাইর (রাযিঃ)এর হাতে মদীনার প্রতিটি ঘর ইসলামের আলোয় আলোকিত হতে লাগল। তখন তাঁর হাতে তার তিন ছেলে মুয়াওয়ায, মুয়ায, খাল্লাদ ও তাদের সমবয়সী ও খেলার সাথী মুয়াজ ইবনে জাবাল ইসলাম গ্রহণ করলেন।

আর তিন ছেলের সাথে তাদের মাতা হিন্দও ইসলাম গ্রহণ করলেন। অথচ তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কিছুই জানেন না।

***

আমর ইবনে জামূহ এর স্ত্রী হিন্দ দেখলেন, ইয়াসরিবের অধিবাসীদের মাঝে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে। তার স্বামী ও অল্প কিছু

লোক ছাড়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কেউ শিরকে নেই। তিনি তাঁর স্বামীকে ভালবাসতেন, সম্মান করতেন এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নামে যাওয়ার ভয় করতেন।

এদিকে আমর ইবনে জামূহ তার ছেলেদের ব্যাপারে আশংকা করতেন যে তারা হয়তো তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করবে এবং এই দাঈ মুসআব ইবনে উমাইয়ের অনুসরন করবে—যে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে মদীনার অনেক লোককে তাদের ধর্ম থেকে বিমুখ করে মুহাম্মদের ধর্মে নিয়ে গেছে।

তাই তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, শোন হে হিন্দ! ঐ লোকটির সাথে তোমার ছেলেদের সাক্ষাতের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। তার ব্যাপারে আমাদের চিন্তা আছে।

হিন্দ বললেন, বেশ লক্ষ্য রাখব। তবে আপনি কি আপনার ছেলে মুয়ায থেকে এ লোক সম্পর্কে সে কি বলে তা শুনবেন?

আমর ইবনে জামূহ বললেন, হায় বল কী?! তবে কি মুয়ায আমার অজান্তেই ধর্ম ত্যাগ করেছে? পুণ্যবতী মহিলা বৃদ্ধ স্বামীর ব্যাপারে শংকাবোধ করে বললেন—

না, মোটেও না। তবে সে ঐ লোকটির কয়েকটি মজলিসে বসেছে এবং তার কিছু কথা মনে রেখেছে।

আমর ইবনে জামূহ বললেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে এস। মুয়ায পিতার সামনে এলে আমর ইবনে জামূহ বলল, এই লোকটি কী বলে তার কিছু আমাকে শুনাও। তখন মুয়ায বললেন—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ . اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ.

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক * যিনি দয়ালু দয়াময় * যিনি বিচার দিবসের মালিক * আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি * আপনি আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন

* তাদের পথ যাঁদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন, যাঁরা অভিশপ্ত নয়, যারা পথভ্রষ্ট নয় *

আমর ইবনে জামূহ বললেন, এ কালাম তো দারুণ চমৎকার! এ কালাম তো অত্যন্ত সুন্দর! তার সব কথাই কি এমন?

মুয়ায বললেন, হে পিতা! বরং এর চেয়ে সুন্দর। আপনি কি তাঁর অনুগামী হবেন? আর আপনার গোত্রের সবাই তো তাঁর অনুগামী হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ নিরব রইলেন। তারপর বললেন, মানাতের সাথে পরামর্শ না করে আমি কিছুই করব না। আমি দেখব সে কী বলে?

যুবক মুয়ায তখন তাঁকে বললেন, আব্বা! মানাত আবার কি বলবে? সে এক মূক বধির কাষ্ঠ খণ্ড।

বৃদ্ধ তখন কঠোর কণ্ঠে বললেন, আমি তো তোমাকে বললাম, তার সাথে পরামর্শ না করে আমি কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিব না।

***

আমর ইবনে জামূহ (রাযিঃ) মানাতের নিকট গেলেন। আরবদের প্রথা ছিল, তারা যখন মূর্তির সাথে কথা বলতে চাইত, মূর্তির পিছনে একজন বৃদ্ধা নারীকে দাঁড় করাত। তারা বিশ্বাস করতো, মূর্তি বৃদ্ধার অন্তরে যা ঢেলে দেয় তাই মূর্তি বলে। আমর ইবনে জামূহ এর এক পা খোড়া ছিল। তাই ভাল পায়ের উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর মানাতের খুব প্রশংসা করে বললেন—

'হে মানাত! নিঃসন্দেহে তুমি জান, মক্কা থেকে যে লোকটি এসেছে সে তোমার অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু চায় না।

সে আমাদেরকে তোমার পূজা থেকে বারণ করতেই এসেছে। আমি তার চমৎকার সুন্দর কথা শুনেও তোমার সাথে পরামর্শ করার পূর্বে তার অনুগামী হওয়াকে অপছন্দ করছি। সুতরাং তুমি পরামর্শ দাও।

কিন্তু মানাত কোন উত্তর দিল না।

তখন আমর ইবনে জামূহ বললেন, তাহলে কি তুমি ক্ষিপ্ত হয়েছো আমি তো তোমাকে কষ্ট দেয়ার মত কিছুই করিনি....

কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নেই, আমি কয়েকদিন তোমার থেকে দূরে থাকব। তাহলে তোমার ক্রোধ লাঘব হয়ে যাবে।

আমর ইবনে জামূহ এর সন্তানেরা মানাতের সাথে তাদের পিতার সম্পর্কের গভীরতা সম্পর্কে জানেন এবং কাল পরিক্রমায় কিভাবে তা তার দেহের সাথে মিশে গেছে তাও তারা জানেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, তার অন্তরে মূর্তির অবস্থানে কাঁপন ধরেছে। আর তাদের দায়িত্ব তাঁর অন্তর থেকে তা উপড়ে ফেলা। এটাই তাঁর ঈমানের পথ। হিদায়াতের পথ।

***

রাতে আমর ইবনে জামূহ এর ছেলেরা তাদের বন্ধু মুয়ায ইবনে জাবালের সাথে মানাতের নিকট গেল। তাকে তার বেদী থেকে তুলে নিয়ে বনু সালামের আবর্জনা ফেলার স্থানে নিক্ষেপ করল এবং সবার অজ্ঞাতসারে বাড়ীতে ফিরে গেল। সকালে আমর ইবনে জামূহ তার মূর্তিকে প্রণাম জানাতে গেল। কিন্তু তাকে পেল না। বলল.....

হায় হায় একী!! আজ রাতে কে আমাদের উপাস্যের উপর যুলুম করেছে ?!

কেউ তার প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না।

ফলে সে ক্রোধে অধীর হয়ে ঘরে বাইরে সর্বত্র তালাশ করতে লাগল। তর্জন গর্জন করতে লাগল আর ধমকাতে লাগল। অবশেষে তালাশ করতে করতে আবর্জনার গর্তে উপুড় হয়ে পড়া অবস্থায় তা পেল। তাকে তুলে এনে ধৌত করল, পবিত্র করল, তারপর সুগন্ধি লাগিয়ে তার বেদিতে স্থাপন করল ও বলল—

শুনে নাও হে মানাত! আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি জানতে পারতাম কে এ কাণ্ড করেছে তাহলে তাকে অপমানিত করে ছাড়তাম।

দ্বিতীয় রাতে যুবকরা আবার মানাতের নিকট গেল এবং গত রাতের মতই তার সাথে আচরণ করল। সকালে বৃদ্ধ মূর্তিকে তালাশ করে ময়লা আবর্জনার সাথে গর্তের মাঝে পেল। তাকে তুলে এনে ধৌত করল।

সুগন্ধি লাগাল। তারপর তার বেদিতে স্থাপন করল।

যুবকরা মূর্তিটির সাথে প্রত্যহ ঐ আচরণ করতে থাকল। অবশেষে তিক্ত বিরক্ত হয়ে ঘুমাবার পূর্বে আমর ইবনে জামূহ মূর্তির নিকট গেল। নিজের তরবারী মূর্তির গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বলল—

'হে মানাত! আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমার সাথে কে এ আচরণ করছে আমি তা জানি না। যদি তোমার মাঝে কোন কল্যাণ থাকে তাহলে এই তো তোমার সাথে তলোয়ার রইল। তুমিই তা প্রতিহত কর। তারপর সে তার বিছানায় চলে গেল।

যুবকরা যখন নিশ্চিন্ত হল যে বৃদ্ধ গভীর ঘুমে নিমগ্ন হয়েছে, তখন তারা মূর্তির নিকট গেল এবং ঘাড় থেকে তলোয়ারটি নিয়ে নিল। তারপর মূর্তিটিকে বাইরে নিয়ে গিয়ে একটি মৃত কুকুরের সাথে রশি দিয়ে বাঁধল। তারপর মৃত কুকুর ও মূর্তিটিকে বনু সালামার এক কূপে ফেলে এল, যেখানে নাপাকী প্রবাহিত হয়ে গিয়ে জমা হয়।

বৃদ্ধ সজাগ হয়ে মূর্তিটিকে না পেয়ে তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। খুঁজতে খুঁজতে তাকে মৃত কুকুরের সাথে বাধা অবস্থায় কূপে উপুড় হয়ে পড়া অবস্থায় পেল। তার থেকে তার তলোয়ারটি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। এবার সে তাকে গর্ত থেকে তুলে আনল না। তারা মূর্তিটিকে যেখানে নিক্ষেপ করেছে সেখানেই রেখে চলে এল। আর আবৃতি করতে লাগল—

وَاللّٰهِ لَوْكُنْتَ اِلٰهًالَمْ تَكُنْ
اَنْتَ وَكَلْبٌ وَسْطَ بِئْرٍ فِىْ قَرَنْ

আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি তুমি ইলাহ হতে তাহলে তুমি আর কুকুর এক রশিতে আবর্জনার মাঝে পড়ে থাকতে না।

তারপর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

***

আমর ইবনে জামূহ (রাযিঃ) ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করলেন এবং শিরক অবস্থায় কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য আক্ষেপ করতে ও অনুতপ্ত হতে

লাগলেন। তনু ও মন দিয়ে তিনি নতুন ধর্ম গ্রহণ করলেন। তিনি নিজের ধনসম্পদ ও ছেলেসন্তানকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে নিয়োজিত করলেন।

***

এর কিছুদিন পরই উহুদের যুদ্ধ হল। আমর ইবনে জামূহ (রাযিঃ) দেখলেন, তার তিন ছেলে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বনের সিংহের ন্যায় তিনি তাদের যাতায়াত করা দেখলেন। তারা শাহাদাত অর্জন ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যাকুল পাগলপারা। অবস্থা ও পরিবেশ তাঁর আত্মমর্যাদাকে উস্‌কে দিল। প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনিও তাদের সাথে আল্লাহর রাসূলের পতাকা তলে জিহাদে যাবেন।

কিন্তু যুবক সন্তানরা তাঁদের পিতাকে তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে বারণ করতে একমত হল।

কারণ, তিনি বয়োবৃদ্ধ, দুর্বল। তদুপরি ভীষণ খোঁড়া। আল্লাহ তাআলা তাঁকেও জিহাদে গমনে অপারগ ঘোষণা করেছেন।

তাই তারা তাকে বলল, হে আমাদের পিতা! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা আপনাকে অপারগ অক্ষম ঘোষণা করেছেন। সুতরাং আল্লাহ আপনাকে যা থেকে দায়িত্বমুক্ত করে দিয়েছেন আপনি সেক্ষেত্রে নিজেকে কষ্টে ফেলবেন না।

বৃদ্ধ তাদের কথায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। বললেন—

'হে আল্লাহর নবী! আমার এই সন্তানরা আমাকে এই মহাকল্যাণ থেকে আটকে রাখতে চায়। তারা বলে, আমি খোঁড়া। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি আমার এই খোঁড়া পা নিয়ে জান্নাতে হাঁটব।'

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ছেলেদের বললেন, তাঁকে ছেড়ে দাও, হয় তো আল্লাহ তাআলা তাঁকে শাহাদাত দান করবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে তখন তাঁরা আর তাঁর পিতার যাত্রা পথে বাধা প্রদান করলেন না।

***

যুদ্ধে গমনের সময় ঘনিয়ে এলে আমর ইবনে জামূহ (রাযিঃ) তাঁর স্ত্রীকে চির বিদায়ী ব্যক্তির ন্যায় বিদায় জানালেন।

তারপর কেবলামুখী হয়ে আকাশের দিকে দু' হাত তুলে ধরলেন ও বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে শাহাদাত দান করুন। আর আমাকে আমার পরিজনের নিকট ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরিয়ে দিবেন না।

তিনি তার তিন ছেলে দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে জিহাদে গমন করলেন আর তাঁর গোত্র বনু সালামার অনেক লোকও গমন করল।

যখন যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করল এবং লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল, তখন দেখা গেল, আমর ইবনে জামূহ (রাযিঃ) অগ্রগামী দলের সাথে ছুটে যাচ্ছেন আর তিনি তাঁর সুস্থ পায়ের উপর ভর করে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছেন আর বলছেন—

'নিঃসন্দেহে আমি জান্নাতের প্রত্যাশী, নিঃসন্দেহে আমি জান্নাতের প্রত্যাশী ..... আর তাঁর পিছনে তাঁর ছেলে খাল্লাদ ছুটে যাচ্ছেন।

বৃদ্ধ ও তাঁর যুবক ছেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে করতে রণক্ষেত্রে শহীদ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। ছেলে ও তাঁর পিতার (শাহাদাত লাভের) মাঝে মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যবধান হল।

***

যুদ্ধ শেষ হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদদের দাফন করতে এগিয়ে গেলেন। তিনি সাহাবীদের বললেন—

'তাদের ক্ষতস্থান ও রক্ত যথাযথ রেখে দাও। আমি তাঁদের জন্য

সাক্ষ্য প্রদান করব।'

তারপর বললেন, কোন মুসলমান আল্লাহর পথে বিক্ষত হলে কিয়ামত দিবসে প্রবাহমান রক্তসহ উঠে আসবে। সে রক্তের রং হবে জাফরানের রং আর তার সুগন্ধি হবে মিশকের সুগন্ধি।

তারপর বললেন—

আমর ইবনে জামূহকে আবদুল্লাহ ইবনে আমেরের সাথে দাফন কর। তারা দুনিয়াতে নিষ্ঠার সাথে একে অপরকে মহব্বত করত।

***

আল্লাহ তাআলা আমর ইবনে জামূহের প্রতি এবং উহুদের শহীদ সাহাবীদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁদের কবরকে নূর দ্বারা আলোকময় করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ)

যাঁকে সর্বপ্রথম আমীরুল মু'মিনীন নামে অভিহিত করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ)

এখন আমরা যে সাহাবী সম্পর্কে আলোচনা করব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর। তিনি ছিলেন ইসলামে অগ্রগামী সাহাবীদের অন্যতম।

তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাত ভাই। কারণ তাঁর মাতা উমাইসা বিনতে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু।

তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্যালক। কারণ তাঁর বোন যয়নব বিনতে জাহাস ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী। উম্মাহাতুল মুমিনীনদের অন্যতম।

তিনি তাদের সর্বপ্রথম ব্যক্তিত্ব, যাদের ইসলামে সেনাপ্রধান বানানো হয়েছিল। তদুপরি তিনি তাঁদের সর্বপ্রথম ব্যক্তিত্ব যাদের আমীরুল মুমিনীন নামে অভিহিত করা হয়েছিল।

তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস আল আসাদী (রাযিঃ)।

***

দারুল আরকামে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশের পূর্বেই আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের অগ্রগামীদের অন্যতম।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবীদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করলেন, কুরাইশের নিপীড়ন থেকে দ্বীন নিয়ে পালিয়ে যেতে হুকুম দিলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ) ছিলেন দ্বিতীয় মুহাজির। কারণ, আবু সালামা (রাযিঃ) ছাড়া আর কেউ তার পূর্বে হিজরত করেননি।

তবে আল্লাহর পথে হিজরত করা ও দ্বীনের জন্য পরিবার পরিজন ও স্বদেশ ত্যাগ করা আবদুল্লাহ ইবনে জাহাসের জন্য নতুন কিছু ছিল না।

কেননা তিনি ও তাঁর পরিবারের কতিপয় লোক ইতিপূর্বে হাবশায় হিজরত করেছিলেন।

কিন্তু এবারের হিজরত ছিল ব্যাপক ও সামগ্রীক। এবার হিজরত করেছেন তিনি, তাঁর পরিবার পরিজনরা, তাঁর পিতার সন্তানেরা সবাই। বৃদ্ধ–যুবক, ছেলে–মেয়ে সবাই। কারণ, তাঁর পরিবার ছিল ইসলামের পরিবার আর তাঁর গোত্র ছিল ঈমান ও বিশ্বাসের গোত্র।

মক্কা ত্যাগ করে যাওয়ার পরপরই তাঁদের ঘরবাড়ী ও আবাসভূমি বিমর্ষ ও বিষন্ন দেখা যেতে লাগল। বিরান ও জনশূন্য হয়ে গেল। যেন ইতিপূর্বে তাতে কোন বসবাসকারী ছিল না। কোন গল্পকার তার চত্বরে রাত জেগে গল্প করেনি।

আবদুল্লাহ ও তাঁর সঙ্গীদের হিজরত করে চলে যাওয়ার পর বেশী সময় যায়নি। ইতিমধ্যে কুরাইশ সর্দাররা মক্কার অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল, মুসলমানদের কারা হিজরত করে চলে গেছে আর কারা এখনো মক্কায় রয়েছে। তাদের মাঝে ছিল আবু জাহেল ও উৎবা ইবনে রবীয়া।

বনু জাহাসের ঘরবাড়ীগুলোর দিকে উৎবার দৃষ্টি পড়ল। দেখল, দমকা বায়ু তাতে ছুটাছুটি করছে আর তার দরজাগুলো তির তির করে কাঁপছে। সে বলল—

বনু জাহাসের ঘরবাড়ীগুলো জনশূন্য হয়ে গেছে যেন পরিজনের বিচ্ছেদে কাঁদছে।

আবু জাহেল বলল, এরা আবার এমন কে? যে তাদের বিচ্ছেদে ঘরবাড়ী কাঁদবে!!

তারপর আবু জাহেল আবদুল্লাহ ইবনে জাহাসের বাড়ী দখল করে নিল। এই বাড়ীটি সবগুলো বাড়ীর মাঝে সবচেয়ে চমৎকার ও প্রাচুর্যময় ছিল। তারপর সে সেই বাড়ী ও তার আসবাব সামগ্রী যথেচ্ছা ব্যবহার করতে লাগল যেমন মালিক তার সম্পদকে ব্যবহার করে।

তাঁর বাড়ী নিয়ে আবু জাহেল যা করেছে তা আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস শুনল এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁকে

বললেন—

হে আবদুল্লাহ! তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে তার পরিবর্তে একটি বাড়ী দিবেন।

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ) বললেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি রাজি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বেশ তাহলে তুমি তা পাবে।

তখন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ)এর মন শান্ত হল ও তাঁর চোখ শীতল হয়ে গেল।

***

প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরতের অসহনীয় কষ্টক্লেশ সহ্য করার পর যখন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ) মদীনায় স্থির হলেন, কুরাইশের হাতে নির্মম নির্যাতন ভোগ করার পর যখন আনসারদের মাঝে প্রশান্তির আস্বাদন ভোগ করছিলেন, ঠিক তখন আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি জীবনের কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর সবচেয়ে কঠিনতম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন।

সেই কঠিনতম তিক্ত অভিজ্ঞতার কাহিনীটি নিম্নরূপ—

***

ইসলামী ইতিহাসে সর্বপ্রথম সামরিক কার্যক্রমে যোগদানের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আটজন সাহাবীকে নির্বাচন করলেন। তাদের মাঝে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ) ও সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ)। তিনি বললেন—

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তোমাদের মাঝে যে সবচেয়ে বেশী ধৈর্যশীল আজ আমি তাকে তোমাদের আমীর বানাব। তারপর তিনি এ বাহিনীর পতাকা আবদুল্লাহ ইবনে জাহাসের হাতে তুলে দিলেন। তাই তিনি ছিলেন

সর্বপ্রথম আমীর যাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল মুসলমানদের উপর নেতৃত্ব দেয়ার জন্য নিয়োগ করেছিলেন।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ)কে গমনপথের দিক নির্ধারণ করে দিলেন এবং তাঁকে একটি পত্র দিয়ে নির্দেশ দিলেন, যেন দু'দিনের পথ অতিক্রম করার পূর্বে তা খুলে দেখা না হয়।

দু' দিনের পথ অতিক্রম করার পর আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ) পত্রটি দেখলেন। তাতে লেখা রয়েছে—

'আমার এই পত্রটি পাঠ করার পর তুমি মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান করবে। সেখানে থেকে কুরাইশদের পর্যবেক্ষণ করবে এবং আমার নিকট তাদের সংবাদ বয়ে আনবে।'

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ) পত্রটি পাঠ করে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ শিরধার্য। তারপর তিনি তাঁর সঙ্গীদের বললেন—

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমি নাখলা নামক স্থানে গিয়ে কুরাইশদের পর্যবেক্ষণ করি। তারপর তাদের সংবাদ নিয়ে তাঁর নিকট ফিরে যাই। আর তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাদের কাউকে আমার সাথে যেতে বাধ্য না করি। সুতরাং তোমাদের যে শাহাদাতের তামান্না করে সে যেন আমার সাথী হয়। আর কেউ তা অপছন্দ করলে অনিন্দ্য অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে।

সঙ্গী সাহাবীরা বললেন, আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ শিরধার্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে যেখানে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা আপনার সাথে সেখানে যাব।

তারপর সবাই অগ্রসর হতে লাগলেন। অবশেষে তারা নাখলা নামক স্থানে পৌছলেন। এবং পথে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে কুরাইশদের খবর সংগ্রহ

করতে ও তাদের পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে তাঁরা কুরাইশের একটি কাফেলা দেখতে পেল। তাতে চারজন লোক রয়েছে। তারা হলেন আমর ইবনে হাযরামী, হাকাম ইবনে কাইসান, উসমান ইবনে আবদুল্লাহ আর তার ভাই মুগীরা। তাদের সাথে রয়েছে কুরাইশের ব্যবসার চামড়া, কিসমিস ইত্যাদি পণ্যসামগ্রী।

তখন সাহাবীগণ পরস্পর পরামর্শ করলেন। সে দিনটি ছিল পবিত্র মাসসমূহের [১] শেষ দিন। তাই তারা বললেন—

'যদি এখন আমরা তাদের হত্যা করি তাহলে আমরা তাদের পবিত্র মাসে হত্যা করলাম। এতে পবিত্র মাসের পবিত্রতা নষ্ট হবে আর গোটা আরবের ক্রোধের মুখোমুখী হতে হবে।

আর যদি তাদের আজকের দিন বিগত হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দেই তাহলে তারা হারামের ভূমিতে [২] পৌঁছে যাবে। তারা নিরাপদ হয়ে যাবে।

দীর্ঘ পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হল, তাঁরা তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে। তাদের হত্যা করবে এবং গনীমতের মাল হিসাবে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিবে। কয়েক মুহূর্তে তারা তাদের একজনকে হত্যা করল। দুইজনকে বন্দী করল আর চতুর্থজন তাদের থেকে পালিয়ে গেল।

***

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা দুই বন্দী ও কাফেলাকে টেনে নিয়ে মদীনার পথে রওনা হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলে রাসূল তাদের কৃতকর্মের কথা জানলেন ও অত্যন্ত অপছন্দ করলেন। তাদের বললেন—

'আল্লাহর কসম! আমি তো তোমাদের যুদ্ধের নির্দেশ দেইনি। আমি তো শুধু তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা কুরাইশের খবরাখবর সংগ্রহ করবে এবং তাদের চলাফেরা ও গতি-প্রকৃতির দিকে

১. পবিত্র মাসসমূহকে আরবী ভাষায় আশহুরে হুরুম বলা হয়। জিলকাদ, জিলহাজ, মুহাররম ও রজব এই চার মাসকে আশহুরে হুরুম বলা হয়, এ মাসগুলোতে যুদ্ধ করা নিষেধ।

২. পবিত্র মক্কা নগরীর নির্ধারিত ভূখণ্ড যেখানে যুদ্ধ করা নিষেধ।

লক্ষ্য রাখবে।’

বন্দী দু’জনের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করার জন্য তাদের রেখে দিলেন। কাফেলার মালামাল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। স্পর্শ করেও দেখলেন না।

তখন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ) ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা দারুণ লজ্জায় পড়ে গেলেন। অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন। তাঁদের একীন হয়ে গেল তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অমান্য করে ধ্বংস হয়ে গেছেন।

তাদের দুঃশ্চিন্তা ও পেরেশানীকে আরো বাড়িয়ে দিল যখন তাদের মুসলিম ভাইয়েরা তাদের ভীষণ তিরস্কার করতে লাগল আর তাদের পাশ কেটে যাওয়ার সময় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলতে লাগল—

‘এরা রাসূলের নির্দেশ অমান্য করেছে।’

তাদের বিপদের উপর বিপদকে আরো বাড়িয়ে দিল যখন তারা জানতে পারল, কুরাইশরা এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যা তা বলতে শুরু করেছে এবং গোত্রে গোত্রে তা প্রচার করছে।

‘নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ পবিত্র মাসে যুদ্ধ করাকে বৈধ মনে করে। তাই সে পবিত্র মাসে রক্ত ঝরিয়েছে। ধনসম্পদ লুটে নিয়েছে আর কাফেলার লোকদের বন্দী করে নিয়ে গেছে।’

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা কৃতকর্মের কারণে যে কী পরিমাণ দুঃখিত, দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ও অনুতপ্ত হয়েছিলেন সে কথা আর বলার নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জটিল বিষয়ে জড়িয়ে ফেলার কারণে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে কী পরিমাণ লজ্জা পাচ্ছিলেন সে কথাও বলার অপেক্ষা রাখে না।

***

তাঁদের বিপদ যখন তীব্র আকার ধারণ করল এবং মসীবত যখন তাঁদের ভারাক্রান্ত করে ফেলল ঠিক তখন তাঁদের নিকট একজন সুসংবাদ

দাতা ছুটে এসে সুসংবাদ দিল যে, আল্লাহ তাআলা তাদের কৃতকর্মে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং এ ব্যাপারে রাসূলের উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।

এবার তাঁদের আনন্দের সীমা পরিসীমা রইলো না। সাহাবীরা তাঁদের নিকট এসে তাঁদের সাথে কোলাকুলি করতে লাগলেন। তাঁদের সুসংবাদ দিতে লাগলেন। তাঁদের স্বাগত জানাতে লাগলেন। আর তাঁদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের যে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন তা পাঠ করে শুনাতে লাগলেন।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হল–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ، قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ كُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ.

[অর্থ ঃ তারা আপনাকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এ মাসে যুদ্ধ করা ভীষণ পাপ। আর আল্লাহর পথে বাধা প্রদান করা, আল্লাহর সাথে কুফুরী করা, হারামের অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া, আল্লাহর নিকট তার চেয়ে বড় পাপ। আর ফিতনা ও ত্রাস সৃষ্টি করা নরহত্যার চেয়ে মহাপাপ। (সূরা বাকারা–২১৭)]

***

আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন প্রশান্ত হয়ে গেল। তিনি কাফেলার পণ্যসামগ্রী গ্রহণ করলেন এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তি দিয়ে দিলেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস ও তার সঙ্গী–সাথীদের কৃতকর্মে সন্তুষ্ট হলেন। কারণ তাদের এ অভিযানটি মুসলমানদের জীবনে একটি বিরাট ঘটনা

ছিল। কারণ এ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ইসলামী ইতিহাসে সর্বপ্রথম যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। তার নিহত ব্যক্তিটি প্রথম মুশরিক যার রক্ত মুসলমানগণ ঝরিয়েছেন। বন্দী দু'জন প্রথম বন্দী যাদেরকে মুসলমানগণ বন্দী করেছে। তার পতাকা প্রথম পতাকা যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেঁধে দিয়েছেন আর তার আমীর সর্বপ্রথম ব্যক্তি যাঁকে সর্বপ্রথম আমীরুল মুমিনীন নামে অভিহিত করা হয়েছে।

তারপর বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হল। এ যুদ্ধেও আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ) তার ঈমান ও বিশ্বাস মোতাবেক প্রাণপণে যুদ্ধ করেন।

এরপর উহুদের যুদ্ধ এল। এ যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস ও তাঁর সঙ্গী সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে নিয়ে এমন এক ঘটনা ঘটে যা ভুলার নয়। তাহলে এবার আমরা সা'দ (রাযিঃ)কেই কথা বলার অবকাশ দেই। তিনি আমাদের নিকট তাঁর ও তাঁর সঙ্গীর কাহিনীটি বর্ণনা করুন।

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) বলেন, উহুদের যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, তুমি কি আল্লাহর নিকট দু'আ করবে না? আমি বললাম, হাঁ।

তখন আমরা একটি নির্জন স্থানে গেলাম। আমি দু'আ করে বললাম—

'হে আমার রব! আমি যখন শত্রুর মুখোমুখি হই, তখন আমি যেন প্রচণ্ড শক্তিশালী, অত্যন্ত ক্ষিপ্ত এক যোদ্ধার মুখোমুখি হই। আমি তার সাথে যুদ্ধ করব। সে আমার সাথে যুদ্ধ করবে। তারপর আপনি আমাকে তার বিরুদ্ধে বিজয় দান করুন। যেন আমি তাকে হত্যা করি এবং তার যুদ্ধাস্ত্র ছিনিয়ে নেই। তখন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস আমার দু'আর পর 'আমীন, আমীন' বললেন।

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ) দু'আ করলেন—

'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওফীক দিন, আমি যেন প্রচণ্ড শক্তিশালী দারুণ ক্ষিপ্ত যোদ্ধার বিরুদ্ধে মুকাবিলা করি। আপনার সন্তুষ্টির আশায় আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। সে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। সে আমাকে ধরে ফেলবে। আমার নাক কান কেটে ফেলবে। তারপর যখন আগামীকাল আপনার সাথে সাক্ষাৎ করব তখন আপনি আমাকে জিজ্ঞেস

করবেন—

তোমার নাক ও কান কেন কাটা হয়েছে?

আমি তখন বলব, আপনার ও আপনার সন্তুষ্টির জন্য।

আপনি তখন বলবেন, তুমি সত্য বলেছো।

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাসের দু'আ আমার দু'আর চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। দিবসের শেষ লগ্নে আমি তাঁকে দেখলাম, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর দেহ বিকৃত করা হয়েছে। তাঁর নাক ও কান সুতা দিয়ে একটি গাছের সাথে লটকে দেয়া হয়েছে।

***

আল্লাহ তা'আলা আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাযিঃ)এর দু'আ কবুল করলেন। তাই তিনি তাঁকে শাহাদাত দান করে সম্মানিত করলেন। যেমনিভাবে তাঁর মামা শহীদদের সর্দার হামযা ইবনে আবী তালেব (রাযিঃ)কে সম্মানিত করেছেন।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁদের দু'জনকে একই কবরে একই সাথে সমাধিস্থ করলেন তখন তাঁর অশ্রু শাহাদাতের সুগন্ধে সুভাসিত তাদের কবরকে সিক্ত করল।

হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাযিঃ)

প্রত্যেক জাতির একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি রয়েছে আর এ জাতির বিশ্বস্ত ব্যক্তি হলেন আবু উবায়দা।

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাযিঃ)

তিনি ছিলেন উজ্জ্বল চেহারা, জ্যোতির্ময় ললাট, শীর্ণ দেহ, দীর্ঘকায় ও কোমল কপোলের অধিকারী। তাঁকে দেখে চোখ শান্ত হত। তাঁর সাক্ষাতে হৃদয় সান্ত্বনা পেত। তাঁর সংস্পর্শে অন্তর প্রশান্ত হত।

তাছাড়া তিনি ছিলেন অমায়িক, অত্যন্ত বিনয়ী, দারুণ লজ্জাশীল। কিন্তু কোন বিষয় প্রকট আকার ধারণ করলে এবং ভয়ংকর রূপ নিলে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়া নেকড়ের ন্যায় হয়ে যেতেন।

তিনি সৌন্দর্যে ও উজ্জ্বল্যে তরবারীর ফলার ন্যায় ছিলেন। তীক্ষ্মতা ও প্রখরতার ক্ষেত্রে তিনি তরবারীরই উপমা ধারণ করতেন।

তিনি হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাররাহ ফিহরী কুরাইশী (রাযিঃ)। যাঁর উপনাম আবু উবায়দা।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) তাঁর প্রশংসা করে বলেন, কুরাইশের তিন ব্যক্তি চেহারায় ছিলেন সমোজ্জ্বল, চরিত্রে ছিলেন মোহময়, আর লজ্জায় ছিলেন দৃঢ়তর। যদি তাঁরা তোমার সাথে কথা বলেন, তাহলে মিথ্যা বলবেন না। আর যদি তুমি তাদের সাথে কথা বল, তাহলে তোমাকে মিথ্যবাদী বলবে না। তারা হলেন আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ), উসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) ও আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রাযিঃ)।

***

আবু উবায়দা (রাযিঃ) ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী ব্যক্তিদের মাঝে ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) ইসলাম গ্রহণের পরদিনই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর হাতেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) তাঁকে, আবদুর রহমান ইবনে আউফকে, উসমান ইবনে মাযউনকে এবং আরকাম ইবনে

আবুল আরকামকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। তাঁরা তাঁর সামনে চিরন্তন সত্যের কালিমা পাঠ করলেন। তাই তাঁরা ছিলেন প্রথম বুনিয়াদ যার উপর ইসলামের মহান প্রাসাদ বিনির্মাণ করা হয়েছে।

***

আবু উবায়দা (রাযিঃ) মক্কায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে নির্মম নিপীড়নের পরীক্ষাক্ষেত্র হয়ে রইলেন এবং অগ্রগামী মুসলমানদের সাথে এমন দুঃখ-বেদনা, কষ্ট-যাতনা ও নির্যাতন-নিপীড়নের প্রচণ্ডতা সহ্য করলেন যা পৃথিবীর বুকে অন্য কোন ধর্মের অনুসারীরা সহ্য করেনি। তিনি পরীক্ষার সম্মুখে অটল অবিচল রইলেন এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথাকে সত্যরূপে মেনে নিলেন।

কিন্তু বদরের দিনে তাঁর পরীক্ষার প্রচণ্ডতার মাত্রা কল্পবিলাসীদের কল্পনা ছাড়িয়ে গেছে, অনুমানকারীদের অনুমানের ঊর্ধ্বে চলে গেছে।

***

বদরের দিনে হযরত আবু উবায়দা (রাযিঃ) নির্ভীক মরণজয়ী যোদ্ধার ন্যায় ব্যূহের পর ব্যূহ ভেদ করে আক্রমণ করতে লাগলেন। ফলে মুশরিকরা ভয় পেয়ে গেল। নিঃশঙ্ক মরণজয়ী যোদ্ধার ন্যায় ঘুরতে লাগলেন। ফলে কুরাইশের অশ্বারোহী যোদ্ধারা ভয় পেয়ে গেল। তারা তাঁর মুখোমুখি হলেই পাশ কেটে যেতে লাগল।

কিন্তু এক ব্যক্তি সবদিক থেকে আবু উবায়দা (রাযিঃ)এর মুখোমুখি হতে লাগল। আর আবু উবায়দা (রাযিঃ) তার পথ থেকে সরে যেতে লাগলেন। তার মুখোমুখি হতে দূরে থাকতে চাইলেন।

লোকটি ভীষণ আক্রমণ করল। আবু উবায়দা (রাযিঃ) তার থেকে দূরে সরে পড়তে চাইলেন। লোকটি আবু উবায়দা (রাযিঃ)এর সব পথ বন্ধ

করে দিলেন এবং তার মাঝে ও আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দাঁড়াল।

তিনি একেবারে ধৈর্যহারা হয়ে তরবারী দিয়ে তার মাথায় এমন আঘাত করলেন যে, তার শির দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। এবং তার সামনে লুটিয়ে পড়ল।

প্রিয় পাঠক! লুটিয়ে পড়া এ ব্যক্তিটি কে ছিল, তা অনুমান করার কোন চেষ্টা করো না। আমি কি তোমাকে বলিনি যে, নিপীড়নের প্রচণ্ডতা কল্পবিলাসীদের কল্পনা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, অনুমানকারীদের অনুমানের ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছিল।

বেদনায় তোমার শির ফেটে যাবে যখন তুমি জানতে পারবে, লুটিয়ে পড়া ব্যক্তিটি হলেন আবু উবায়দা (রাযিঃ)এর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে জাররাহ।

***

আবু উবায়দা (রাযিঃ) তার পিতাকে হত্যা করেননি। বরং তিনি তার পিতার ব্যক্তিত্বে লুকায়িত শিরককে হত্যা করেছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা আবু উবায়দা (রাযিঃ) ও তাঁর পিতার প্রসঙ্গ টেনে কুরআনে বলেন—

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ، وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ، يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَاءَ هُمْ اَوْ اَبْنَاءَ هُمْ، اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ، اُولٰئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ، اُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

[অর্থ ঃ যাঁরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে দেখবেন না। যদিও তাঁরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই বা বংশের লোক হয়। তাঁদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান

লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশ দিয়ে নির্ঝরমালা প্রবাহিত। তাঁরা সেখানে চিরকাল থাকবেন। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তাঁরাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে। (সূরা মুজাদালা—২২)]

***

আবু উবায়দা (রাযিঃ)–এর জন্য এটা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না। কারণ আল্লাহর উপর তাঁর ঈমান, দ্বীনের জন্য তাঁর কল্যাণকামিতা আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য তাঁর বিশ্বস্ততা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যার প্রতি আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দারা হয়েছিল লোভাতুর।

মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর বর্ণনা করেন, খৃষ্টানদের একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এল। বলল, হে আবুল কাসেম! আপনার সাথীদের মধ্য হতে এমন একজনকে আমাদের সাথে পাঠান যাঁর ব্যাপারে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। আমরা কিছু ধনসম্পদ নিয়ে মতবিরোধ করছি সে আমাদের মাঝে তার ফয়সালা করে দিবে। আর আপনারা তো আমাদের নিকট প্রিয়ভাজন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা বিকালে আমার নিকট আস, আমি তোমাদের সাথে শক্তিশালী বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠাব।

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, আমি তাই তাড়াতাড়ি যোহরের নামায পড়তে গেলাম। সেদিনই আমি নেতৃত্বকে ভালবেসেছিলাম। আশা ছিল আমি এ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি হব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পড়ালেন। তারপর ডানে ও বামে তাকাতে লাগলেন। আমি তাঁর দৃষ্টির সামনে দীর্ঘ হতে লাগলাম যেন তিনি আমাকে দেখেন আর তিনি আমাদের মাঝে তাঁর দৃষ্টি ফিরাতে লাগলেন। অবশেষে আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রাযিঃ)কে দেখলেন। তিনি তাকে ডেকে বললেন—

'তাদের সাথে যাও, তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে ন্যায়সঙ্গতভাবে তার ফয়সালা কর।' আমি তখন বললাম, আবু উবায়দা তো সে গুণের অধিকারী হয়ে গেল।

***

আবু উবায়দা (রাযিঃ) শুধুমাত্র বিশ্বস্তই ছিলেন না। বিশ্বস্ততার সাথে তিনি শক্তিরও অধিকারী ছিলেন। বেশ কিছু ক্ষেত্রে তাঁর এই শক্তির বিকাশ ঘটেছে।

যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের একটি কাফেলার মুখোমুখি হওয়ার জন্য একদল সাহাবীকে পাঠালেন এবং আবু উবায়দা (রাযিঃ)কে তাদের আমীর নিযুক্ত করলেন আর পাথেয় স্বরূপ তাঁদেরকে এক থলে খেজুর দিলেন। দেয়ার জন্য অন্য কিছু পেলেন না, সেদিন তাঁর শক্তির বিকাশ ঘটেছিল।

তখন আবু উবায়দা (রাযিঃ) প্রত্যেক দিন তাঁর সাথীদের একটি করে খেজুর দিতেন। প্রত্যেকে তা শিশু মায়ের দুধ চুষে খাওয়ার ন্যায় চুষে খেত। তারপর পানি পান করত। এটাই রাত পর্যন্ত তাদের জন্য যথেষ্ট হত।

***

উহুদের দিনে যখন মুসলমানগণ পরাজিত হলেন আর মুশরিকরা চিৎকার করে ডাকতে লাগল, মুহাম্মদ কোথায় আছে দেখিয়ে দাও..... মুহাম্মদ কোথায় আছে দেখিয়ে দাও..... আবু উবায়দা (রাযিঃ) তখন ঐ দশজনের একজন ছিলেন যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে মুশরিকদের বর্শাগুলো নিজ দেহ পেতে প্রতিহত করছিলেন।

যুদ্ধ শেষ হলে দেখা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনের চার দাঁত ভেঙে গেছে। তাঁর ললাট আক্রান্ত

হয়েছে এবং বর্মের দুটি আংটা তাঁর ললাটে বিদ্ধ হয়েছে। আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তা তাঁর কপাল থেকে তুলে ফেলতে অগ্রসর হলেন। তখন আবু উবায়দা (রাযিঃ) তাঁকে বললেন, আল্লাহর কসম দিয়ে আমি আপনাকে বলছি, অনুগ্রহ করে তা আমার জন্য ছেড়ে দিন। আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তা তাঁর জন্য ছেড়ে দিলেন। আবু উবায়দা (রাযিঃ) ভেবে দেখলেন, যদি তিনি তা হাত দিয়ে উপড়ে ফেলেন তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা কষ্ট দিবে। তাই তিনি সামনের দাঁত দিয়ে একটি আংটা মজবুত করে কামড়ে ধরলেন। তারপর তা তুলে ফেললেন আর তাঁর সামনের দাঁতটি পড়ে গেল। অতঃপর সামনের অপর দাঁতটি দিয়ে দ্বিতীয় আংটাটি কামড়ে ধরলেন ও তা তুলে ফেললেন। ফলে তার সামনে অপর দাঁতটি পড়ে গেল।

আবু বকর (রাযিঃ) বলতেন, তাই আবু উবায়দা (রাযিঃ) সামনের দাঁতহীন মানুষদের মাঝে সবচে' সুন্দর মানুষ ছিলেন।

***

রাসূলের সাহচর্য অবলম্বন করার পর থেকে রাসূলের মৃত্যু পর্যন্ত আবু উবায়দা (রাযিঃ) সবগুলো যুদ্ধেই তাঁর সাথে ছিলেন।

সাকীফার দিনে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) আবু উবায়দা (রাযিঃ)কে বললেন, আপনার হাত প্রসারিত করুন আমি আপনার বাইয়াত গ্রহণ করব। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় প্রত্যেক জাতির এক বিশ্বস্ত লোক থাকে আর তুমি হলে এ জাতির বিশ্বস্ত ব্যক্তি।

তখন হযরত আবু উবায়দা (রাযিঃ) বললেন, আমি এমন দুঃসাহসী নই যে, ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সম্মুখে অগ্রসর হব যাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে আমাদের ইমাম হতে নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর তিনি আমাদের ইমাম হয়েছেন।

তারপর তিনি আবু বকর (রাযিঃ)এর হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন। তাই আবু উবায়দা (রাযিঃ) সত্যের ক্ষেত্রে তাঁর জন্য ছিলেন উত্তম

উপদেশদানকারী আর কল্যাণের ক্ষেত্রে তাঁর জন্য ছিলেন উত্তম সাহায্যকারী।

অতঃপর হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ)কে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করলে আবু উবায়দা (রাযিঃ) তাঁর অনুগত হয়ে রইলেন। মাত্র একবার ছাড়া কখনো তাঁর অবাধ্য হননি।

তুমি কি জান, কোন্ বিষয়টির ক্ষেত্রে আবু উবায়দা (রাযিঃ) খলীফাতুল মুসলিমীনের নির্দেশের অবাধ্য হয়েছিলেন?! তা তখন ঘটেছিল যখন আবু উবায়দা (রাযিঃ) শামে ছিলেন। এক রণক্ষেত্রে বিজয় লাভ করার পর আরেক রণক্ষেত্র বিজয় করার জন্য মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে ছুটে চলছিলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাতে শামের সবগুলো দেশ বিজয় করলেন। পূর্বে ফুরাত নদী আর উত্তরে এশিয়া মাইনরে পৌঁছে গেলেন।

তখন সহসা শামে এমন মহামারী দেখা দিল যার মত ভয়ংকর মহামারী মানুষ কখনো দেখেনি। ফলে মহামারীতে অগণিত মানুষ মৃত্যুবরণ করতে লাগল।

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) এ সংবাদ শুনেই পত্রসহ একজন দূত আবু উবায়দা (রাযিঃ)এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাতে লিখলেন—

'তোমার নিকট আমার এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তুমি ছাড়া আর কারো দ্বারা তা পূরণ হবার নয়। যদি আমার পত্র তোমার নিকট রাতে এসে পৌঁছে, তাহলে আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, তুমি আমার নিকট আসার পথে অশ্বারোহণ ছাড়া সকাল করবে না। আর যদি তোমার নিকট তা দিনে পৌঁছে, তাহলে আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, আমার নিকট আসার পথে অশ্বারোহণ ছাড়া সন্ধ্যা করবে না।

আবু উবায়দা (রাযিঃ) উমর ফারুক (রাযিঃ)এর পত্র নিয়ে বললেন, আমার নিকট আমীরুল মুমিনীনের প্রয়োজনের বিষয়টি বুঝে ফেলেছি। তিনি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাচ্ছেন যে বাঁচবে না।

তারপর পত্রের উত্তরে লিখে পাঠালেন—

'হে আমীরুল মুমিনীন! আমার নিকট আপনার কি প্রয়োজন আমি তা বুঝে ফেলেছি। আমি মুসলমানদের মুজাহিদ বাহিনীতে রয়েছি। আর আমি যে মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হব তা থেকে বাঁচার আমার কোন আগ্রহ নেই।

আল্লাহ আমার ও তাদের মাঝে ফয়সালা করার পূর্বে আমি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাই না।

সুতরাং আমার এ উত্তরপত্র আপনার নিকট পৌঁছলে আপনার প্রতিজ্ঞা থেকে আমাকে মুক্তি দিন এবং আমাকে শামে থাকার অনুমতি প্রদান করুন।

হযরত উমর (রাযিঃ) উত্তরপত্র পাঠ করে কেঁদে ফেললেন। তাঁর চোখ উপচে অশ্রু প্রবাহিত হল। তখন তাঁর কান্নার প্রবলতা দেখে মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিরা বললেন—

'হে আমীরুল মুমিনীন! আবু উবায়দা কি মৃত্যুবরণ করেছেন?

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, না, তিনি মৃত্যুবরণ করেননি, তবে তার মৃত্যু অদূরে।

হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ)এর ধারণা মিথ্যা হয়নি। কেননা শীঘ্রই তিনি মহামারিতে আক্রান্ত হলেন। অতঃপর যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল তিনি মুজাহিদ বাহিনীকে অসীয়ত করে বললেন—

'আমি তোমাদের এমন একটি অসীয়ত করব তোমরা যদি তা গ্রহণ কর তবে সর্বদা কল্যাণে থাকবে।

তোমরা সালাত কায়েম কর। রমযান মাসে রোযা রাখ। দান–সদকা কর। হজ্জ ও উমরা আদায় কর। একে অপরকে কল্যাণের অসীয়ত কর। তোমাদের শাসকদের কল্যাণ কামনা কর। স্বার্থ অর্জনের জন্য তাদের নিকট যেয়ো না। আর দুনিয়া যেন তোমাদের উদাস করে না ফেলে। কারণ, যদি কোন মানুষকে হাজার বৎসরের আয়ু প্রদান করা হয় তাহলেও তাকে অবশ্যই আমার এই স্থানে পৌঁছতে হবে যেখানে তোমরা আমাকে দেখছো।....

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

তারপর মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযিঃ)এর দিকে ফিরে তাকালেন।

বললেন, হে মুয়ায! ইমাম হয়ে লোকদের নামায পড়াও।

এর অনতিকাল পরেই তাঁর পবিত্র আত্মা উড়ে গেল। তখন মুয়ায (রাযিঃ) দাঁড়িয়ে বললেন—

'হে লোকেরা! নিশ্চয় তোমরা আজ এমন এক মহান ব্যক্তিকে হারিয়ে ব্যথিত হয়েছো, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি জানি না, তাঁর চেয়ে অধিক পুণ্যবান হৃদয়ের অধিকারী, তাঁর চেয়ে অধিক হিংসা-বিদ্বেষে দূরবর্তী ব্যক্তি, শেষ শুভ পরিণামের ব্যাপারে তাঁর চেয়ে অধিক কাঙ্খিত ব্যক্তি এবং তাঁর চেয়ে অধিক জনকল্যাণকামী ব্যক্তি দেখেছি কি না? সুতরাং তোমরা তাঁর জন্য রহমতের দু'আ কর। আল্লাহ তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করবেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)

কুরআন যেমন সবুজ-সতেজ অবতীর্ণ হয়েছে কেউ যদি তেমনিভাবে কুরআন পাঠ করে আনন্দিত হতে চায়, তাহলে সে যেন ইবনে উম্মে আব্দের ন্যায় কুরআন পাঠ করে।

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)

তিনি একজন কিশোর বালক ছিলেন। পূর্ণ বয়স্কে পৌঁছেননি। মক্কার গিরিপথগুলোতে মানুষ থেকে দূরে থেকে মেষ চরাতেন। কুরাইশের এক সর্দারের মেষ চরাতেন। তার নাম উকবা ইবনে মুয়াইত।

লোকেরা তাঁকে ইবনে উম্মে আবদ বলে ডাকত। তাঁর নাম আবদুল্লাহ। আর তাঁর পিতার নাম মাসউদ।

***

বালকটি তার গোত্রে আবির্ভূত নবীর বিভিন্ন সংবাদ শুনত। কিন্তু অল্প বয়সের কারণে এবং মক্কার সামাজিক জীবন থেকে দূরে থাকার কারণে তার কোন পরোয়া করত না। অত্যন্ত প্রত্যুষে উকবার মেষগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়তে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। অতঃপর রাত ঘনিয়ে এলেই সে ফিরে আসত।

***

একদিন মক্কার বালক আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) দু'জন প্রৌঢ় ব্যক্তিকে দূর থেকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখল। তাঁদের অবয়ব ঘিরে এক গাম্ভীর্যভাব বিরাজ করছে। তাঁরা অত্যন্ত ক্লান্ত। বেহদ পিপাসার্ত। পিপাসায় তাঁদের ঠোঁট ও কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে।

তাঁরা তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে বলল, হে বালক! তোমার এই বকরীগুলো থেকে আমাদের একটু দুধ দোহন করে দাও। আমরা তা দ্বারা আমাদের পিপাসা নিবারণ করব। আমাদের শিরা উপশিরা সিক্ত করব।

বালক বলল, আমি তা করব না। কারণ বকরীগুলো আমার নয়। আমাকে তো কেবল এগুলোর প্রহরী বানানো হয়েছে...

লোক দু'টি তার কথা অপছন্দ করল না। তাদের চেহারায় তার ব্যাপারে সন্তুষ্টির আভা বিকশিত হল।

তারপর তাদের একজন বলল, আমাকে এমন একটি বকরী দেখিয়ে দাও যা এখনো দুগ্ধ দান করেনি। তখন বালকটি অদূরের একটি বকরী দেখিয়ে দিল। লোকটি তার দিকে এগিয়ে গেল এবং তাকে বাঁধল। তারপর আল্লাহর নাম স্মরণ করতে করতে বকরীর ওলানটি মলে দিতে লাগল। বালকটি তাঁর দিকে বিস্ময় মাখা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল এবং মনে মনে বলল—

'যে ছোট বকরী এখনো দুধ দেয়নি সে আবার কিভাবে দুধ দিবে? !

কিন্তু বকরীর ওলানটি অনতিবিলম্বে স্ফীত হয়ে গেল এবং তা থেকে প্রবল ধারায় দুধ বেরুতে লাগল।

লোকটি তখন মাটি থেকে মাঝখানে গভীরতা বিশিষ্ট একটি পাথর কুড়িয়ে নিল এবং দুধ দ্বারা তা পূর্ণ করল। তিনি ও তার সাথী তা থেকে পান করলেন। তারপর তাদের সাথে আমাকেও পান করালেন। আর আমি যা দেখলাম তা বিশ্বাস করতে পারছি না।

তারা পরিতৃপ্ত হলে সেই মুবারক ব্যক্তি বকরীর ওলানটিকে বললেন, তুমি সংকুচিত হয়ে যাও। ওলানটি সংকুচিত হতে হতে আগের অবস্থায় ফিরে গেল।

তখন আমি বরকতময় লোকটিকে বললাম, আপনি যে কথা বলেছেন তা আমাকে শিখিয়ে দিন।

তিনি আমাকে বললেন, নিশ্চয় তুমি জ্ঞানী বালক হবে।

***

এটা হল ইসলামের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর জীবন কাহিনীর শুরু।

কারণ, বরকতময় ব্যক্তিটিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর তাঁর সাথী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।

কুরাইশের নিপীড়নের প্রচণ্ডতায় এবং তাঁদের উপর আপতিত নির্যাতনের তীব্রতায়ই তাঁরা সেদিন মক্কার গিরিপথে গিয়েছিলেন।

***

বালকটি যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীকে ভালবেসেছিলেন, তাতে রাসূল ও তাঁর সাথী তার ব্যাপারে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। তার বিশ্বস্ততাকে ও দৃঢ়তাকে মহান মনে করেছিলেন এবং তার মাঝে কল্যাণের সন্ধান পেয়েছিলেন।

***

কিছুদিন যেতে না যেতেই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং রাসূলের সেবার জন্য নিজেকে তাঁর নিকট পেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার সেবায় নিয়োগ করলেন।

সেদিন থেকে ভাগ্যবান বালক আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) মেষের পরিচর্যা ছেড়ে সকল জাতি ও সৃষ্টির সেরা মানবের সেবায় নিয়োজিত হলেন।

***

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করতে লাগলেন। আবাসে–নিবাসে তিনি তার সাথী হতেন। বাড়িতে–বাইরে তিনি তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করতেন।

তিনি ঘুমিয়ে পড়লে তাঁকে জাগ্রত করতেন। গোসলের সময় তাঁকে আড়াল করে রাখতেন। কোথাও বের হওয়ার ইচ্ছে করলে তাঁকে তাঁর জুতা পরিয়ে দিতেন। ঘরে প্রবেশের ইচ্ছে করলে তিনি তাঁর পা থেকে

জুতা খুলে দিতেন। তাঁর লাঠি ও মিসওয়াক বহন করে নিয়ে যেতেন। তিনি তাঁর কামরায় প্রবেশ করতেন যখন তিনি তাঁর কামরায় থাকতেন।

বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইচ্ছে তখন তাঁকে তাঁর কামরায় প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং পাপ ও সংকোচ ছাড়াই তাঁর গোপন বিষয় জানার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। তাই তাঁকে 'রাসূলের গোপন বিষয় পরিজ্ঞাত ব্যক্তি' হিসাবে ডাকা হত।

***

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) রাসূলের গৃহে প্রতিপালিত হন। তাঁর হিদায়াতেই হিদায়াতপ্রাপ্ত হন। তাঁর চরিত্র মাধুরীতেই চরিত্রবান হন। প্রতিটি অভ্যাস ও রীতি-নীতিতে তিনি তাঁর অনুসরণ করেন। তাই তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, 'নিশ্চয় তিনি হিদায়াত ও চরিত্রের ক্ষেত্রে সকলের চেয়ে রাসূলের অগ্রগামী ব্যক্তি।'

***

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) রাসূলের পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেন। তাই সাহাবীদের মাঝে তিনি ছিলেন বিশিষ্ট কারী, অধিক কুরআনের মর্ম অনুধাবনকারী এবং আল্লাহ প্রদত্ত বিধিবিধান সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি।

ঐ ব্যক্তির ঘটনাই এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিবে, যে ব্যক্তি উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)এর নিকট এলেন। তিনি তখন আরাফায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে বললেন—

'হে আমীরুল মুমিনীন! আমি কুফা থেকে এসেছি। সেখানে এমন এক ব্যক্তিকে রেখে এসেছি যিনি নিজের স্মৃতি থেকে কুরআন পড়ান।'

তখন হযরত উমর (রাযিঃ) অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। এমনভাবে খুব কমই ক্ষিপ্ত হয়েছেন। ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি ফুলতে লাগলেন, এমনকি তিনি কাজওয়ার অগ্র-পশ্চাতের মধ্যবর্তী স্থান ভরে ফেলার উপক্রম

হলেন। এবং বললেন—

তোর ধ্বংস হোক সে কে? !

লোকটি বলল, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ।

তখন ধীরে ধীরে তাঁর ক্রোধের আগুন নিভতে লাগল এমনকি তিনি তাঁর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। তারপর বললেন—

"তোর মরণ হোক! আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি ছাড়া এ কাজের যোগ্য আর কেউ বাকি আছে বলে আমার জানা নেই। সে বিষয় সম্পর্কে আমি তোমার নিকট আলোচনা করছি।

হযরত উমর (রাযিঃ) কথা অব্যাহত রেখে বললেন—

এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রাযিঃ)এর নিকট বসে কথাবার্তা বলছিলেন। মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আমি তাদের সাথে ছিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে পড়লেন। আমরাও তাঁর সাথে বেরিয়ে পড়লাম। তখন সহসা দেখলাম, মসজিদে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি নামায পড়ছে। আমরা তাকে চিনতে পারলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে তার কুরআন পাঠ শুনতে লাগলেন। তারপর আমাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন—

'কুরআন যেমন সবুজ সতেজ অবতীর্ণ হয়েছে কেউ যদি তেমনিভাবে কুরআন পাঠ করে আনন্দিত হতে চায়, তাহলে সে যেন ইবনে উম্মে আবদের ন্যায় কুরআন পাঠ করে।'

এরপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বসে দু'আ করতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলতে লাগলেন, 'চাও তোমাকে দেয়া হবে.....

চাও.... তোমাকে দেয়া হবে

তারপর হযরত উমর (রাযিঃ) বলতে লাগলেন, আমি তখন মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি অতি প্রত্যুষে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিকট যাব এবং রাসূলের এই 'আমীন.... আমীন' বলার সুসংবাদ দিব। তাই প্রত্যুষে আমি তাকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য গেলাম। গিয়ে দেখি, আমার আগে আবু বকর তার নিকট পৌঁছে গেছেন।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যখনই কোন নেক কাজে আবু বকরের সাথে প্রতিযোগিতা করেছি, তখন আমি তাকে আমার অগ্রগামী পেয়েছি।

***

আল্লাহর কিতাব কুরআনের ইলম অর্জনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছেন যে, তিনি বলতেন, আমি ঐ আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই, আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি তবে আমি জানি, কোথায় তা অবতীর্ণ হয়েছে। আমি জানি কোন ক্ষেত্রে তা অবতীর্ণ হয়েছে। আমি যদি জানতে পারি, আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশী অভিজ্ঞ কেউ আছে যার নিকট গমন করা সম্ভব, তাহলে অবশ্যই আমি তার নিকট যেতাম।

***

নিজের সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) যা বলেছেন, তাতে তিনি কোন বাড়াবাড়ি করেননি। কারণ এই তো উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)। এক সফরে এক কাফেলার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। রাতের ঘন অন্ধকার কাফেলাটি ছেয়ে আছে। কাফেলার মাঝে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)।

হযরত উমর (রাযিঃ) এক ব্যক্তিকে তাদের ডাকার নির্দেশ দিলেন।

লোকটি ডেকে বলল, কাফেলা কোথা থেকে এল।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) উত্তর দিলেন مِنَ الْفَجِّ الْعَمِيقِ সুদূর উপত্যকা থেকে।

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, তোমরা কোথায় যাচ্ছো?

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন, اَلْبَيْتَ الْعَتِيقَ প্রাচীন গৃহে যাচ্ছি।

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, নিশ্চয় তাদের মাঝে একজন আলেম আছে। অতঃপর তিনি একজনকে নির্দেশ দিলে সে ডেকে বলল, কুরআনের কোন্ আয়াতটি অতি মহান?

উত্তরে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন—

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ، لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ

[অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করে না, নিদ্রাও না।]

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, তুমি ডেকে বল, কুরআনের কোন আয়াতটি অতি প্রজ্ঞাময়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন—

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤءِ ذِى الْقُرْبٰى

[অর্থ ঃ আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন।]

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, তুমি ডেকে বল, কুরআনের কোন্ আয়াতটি ব্যাপকতর?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন—

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

[অর্থ ঃ কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।]

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, তুমি ডেকে বল, কুরআনের কোন্ আয়াতটি অধিক ভীতিপ্রদ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন—

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْۤءًا يُّجْزَبِهٖ وَلَا يَجِدْلَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَانَصِيْرًا

[অর্থ ঃ তোমাদের আশার উপর ভিত্তি নয় এবং আহলে-কিতাবদের আশার উপরও নয়। যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে এবং সে আল্লাহ ছাড়া নিজের কোন সমর্থক ও সাহায্যকারী পাবে না।]

তখন হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, কুরআনের কোন্ আয়াতটি অধিক আশা ব্যঞ্জক?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন—

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

[অর্থ ঃ বলুন! হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।]

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, তুমি ডেকে বল, তোমাদের মাঝে কি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আছে? !

তারা বলল, হাঁ, তিনি আমাদের মাঝে আছেন।

***

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) শুধুমাত্র কারী, আলেম, আবেদ ও দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তিই ছিলেন না। তার সাথে সাথে তিনি শক্তিশালী, দৃঢ়চেতা, দুঃসাহসী মুজাহিদ হয়ে যেতেন যখন পরিস্থিতি ভয়ংকর রূপ ধারণ করত।

এর জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তিনিই পৃথিবীর বুকে প্রথম মুসলমান যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কুরআনকে সুউচ্চ কণ্ঠে পাঠ করেছিলেন।

মক্কায় একদিন রাসূলের সাহাবীগণ সমবেত হল। তাঁরা ছিলেন নগণ্য দুর্বল। বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, এখনো কুরাইশরা এ কুরআনকে সুউচ্চ কণ্ঠে পাঠ করতে শুনেনি। সুতরাং কে আছে যে তাদের তা শুনাবে?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন, আমি তাদের তা শুনাব।

তারা বলল, আমরা তোমার ব্যাপারে আশংকা করছি। আমরা এমন একজনকে চাচ্ছি, যার গোত্রের লোকেরা মক্কায় আছে। যারা তাকে রক্ষা করবে এবং তাদের থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে যদি তারা তাকে হত্যা করতে চায়।

তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন, তোমরা আমাকে সুযোগ দাও। নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে বাঁচাবেন এবং আমাকে রক্ষা করবেন।

তারপর তিনি পূর্বাহ্নে মসজিদে গেলেন এবং মাকামে ইবরাহীমে গিয়ে পৌঁছলেন। কুরাইশরা তখন কাবার পাশে বসে আছে। তিনি মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে পাঠ করতে লাগলেন—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اَلرَّحْمٰنُ × عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ× خَلَقَ الْاِنْسَانَ× عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

তিনি তেলাওয়াত করে যেতে লাগলেন। কুরাইশরা চিন্তা করে বলল, ইবনে উম্মে আবদ কি বলছে?

তার ধ্বংস হোক মুহাম্মদের কুরআনেরই তো কিয়দাংশ পাঠ করছে।

তারা তার দিকে ছুটে এল এবং তাঁর চেহারায় মারতে লাগল। আর তিনি তখন কুরআন পাঠ করেই চলছেন। তারপর তিনি তাঁর সাথীদের নিকট রক্তাপ্লুত হয়ে ফিরে এলেন।

তাঁরা তখন তাঁকে বলল, আমরা তোমার ব্যাপারে এর ভয়ই করেছিলাম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহর দুশমনরা আমার দৃষ্টিতে এখনের চেয়ে তুচ্ছ আর ছিল না। তোমরা চাইলে আগামীকাল সকালে এমনিভাবে আমি তাদের নিকট যাব।

তাঁরা বললেন, না, যেয়ো না। যথেষ্ট হয়েছে। তাদের অপছন্দনীয় বিষয়টি তুমি তাদের শুনিয়ে দিয়েছো।

***

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হযরত উসমান (রাযিঃ)এর খিলাফতকাল পর্যন্ত বেঁচে রইলেন। অতঃপর মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে

পড়লে হযরত উসমান (রাযিঃ) তাঁকে দেখতে এলেন।

বললেন, আপনি কিসের ভয় করছেন?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন, আমার পাপরাশির।

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, আপনি কিসের আশা করেন?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন, আমি আল্লাহর রহমতের আশা করি।

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, আমি কি আপনার ঐ ভাতাগুলো পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিব যেগুলো আপনি বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ নিচ্ছেন না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন, আমার তার কোন প্রয়োজন নেই।

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, আপনার পর তা আপনার মেয়েদের জন্য হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বললেন, আপনি কি আমার মেয়েদের ব্যাপারে দারিদ্র্যের ভয় করছেন? আমি তাদের প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকেয়া তিলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

مَنْ قَرَأَ الْوَاقِعَةَ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا

[অর্থ ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করবে, কখনো তাকে দারিদ্র স্পর্শ করবে না।]

***

রাত এগিয়ে এলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) আল্লাহর সাথে গিয়ে মিলিত হলেন। তার জিহ্বা তখন আল্লাহর স্মরণে সজীব ও আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠে প্রাণবন্ত।

হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ)

সালমান আমাদের আহলে বাইতের একজন।

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ)

আমাদের এই কাহিনীটি সত্যানুসন্ধানী, আল্লাহর প্রত্যাশী ব্যক্তির কাহিনী।

হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ)এর কাহিনী।

তাই আমাদের উচিত আমরা স্বয়ং সালমান ফারসী (রাযিঃ)কেই অবকাশ দেই, যেন তিনি আমাদের নিকট তাঁর জীবন–কাহিনীর বাস্তব ঘটনাগুলো বর্ণনা করেন।

কারণ, নিজ জীবনে ঘটে যাওয়া কাহিনীতে তাঁর অনুভূতি সুগভীর, তাঁর বর্ণনা তীক্ষ্ণ ও সত্যাশ্রয়ী।

হযরত সালমান (রাযিঃ) বলেন, আমি ছিলাম ইস্পাহানে বসবাসকারী এক পারস্য যুবক। জাইয়ান নামক শহরে আমার জন্ম। আমার পিতা শহরের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। শহরবাসীর মাঝে সবচেয়ে সম্পদশালী এবং মর্যাদায় শীর্ষস্থানীয় ছিলেন।

জন্মের পর থেকেই আমি ছিলাম তার অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। কালপরিক্রমায় আমার প্রতি তার ভালবাসা বৃদ্ধি পেতেই লাগল। অবশেষে আমার ব্যাপারে ভয় ও আশংকায় তিনি আমাকে গৃহে বন্দী করে রাখলেন যেমন মেয়েদের বন্দী করে রাখা হয়।

অগ্নিপূজার ধর্মে আমি আমার প্রচুর শ্রম ব্যয় করলাম। অবশেষে আমি আমাদের উপাস্য অগ্নির সেবক হয়ে গেলাম। তাকে প্রজ্জ্বলিত রাখার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হল। যেন দিন বা রাতে কখনো এক মুহূর্তের জন্য তা নির্বাপিত না হয়।

আমার আব্বার বিশাল খামার ছিল। যা থেকে আমরা প্রচুর ফসল পেতাম। আব্বা তা দেখাশোনা করতেন। তার ফসল কেটে আনতেন।

একদা এক ব্যস্ততার কারণে তিনি তার সেই খামারে যেতে পারলেন না। তাই আমাকে বললেন—

‘হে ছেলে! তুমি দেখছো, আমি খামারে যেতে পারছি না। তুমি আজ সেখানে যাও এবং আমার পক্ষ থেকে তার কাজ আঞ্জাম দাও।

আমি তখন খামারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। যাওয়ার সময় পথে আমি খৃষ্টানদের এক গীর্জার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি তাদের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তারা নামায আদায় করছে। ফলে তা আমার চেতনাকে ফিরিয়ে নিল।

***

দীর্ঘদিন যাবৎ আমার পিতা আমাকে গৃহে রেখে মানুষের সাথে মেলামেশা থেকে বিরত রাখার কারণে আমি খৃষ্টান ধর্মের বা অন্য কোন ধর্মের অনুসারী সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। আমি তাদের আওয়াজ শুনে তারা কী করে তা দেখতে গেলাম।

তাদের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করলে তাদের নামায আমাকে বিমুগ্ধ করল। তাদের ধর্মে আমি আগ্রহী হয়ে পড়লাম। বললাম—

আল্লাহর কসম! আমাদের ধর্মের চেয়ে এ ধর্ম তো অধিক শ্রেয়। সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের পরিত্যাগ করলাম না এবং পিতার খামারে গেলাম না।

তারপর আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, এ ধর্মের মূল কোথায়?

তারা বলল, শাম দেশে।

রাত ঘনিয়ে এলে আমি বাড়িতে ফিরে এলাম। পিতা আমার সাথে সাক্ষাৎ করে আমি কী করেছি তা জিজ্ঞেস করলেন। আমি তখন বললাম, আব্বা! আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, কিছু লোক তাদের গির্জায় নামায আদায় করছে। তাদের ধর্মের এ বিষয়টি আমি দেখে মুগ্ধ হলাম এবং সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকট থাকলাম। আমার কথা শুনে তো পিতা ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন—

'হে ছেলে! সে ধর্মে কোন কল্যাণ নেই। তোমার ও তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্ম তার চেয়ে অধিক উত্তম।'

আমি বললাম, মোটেই না। আল্লাহর কসম করে বলছি, নিশ্চয় তাদের ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ। আমার এ কথা শুনে

আমার পিতা ভয় পেয়ে গেলেন এবং আশংকা বোধ করলেন যে, আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করব। তিনি আমাকে ঘরে বন্দী করে রাখলেন। আমার পায়ে শিকল পরিয়ে দিলেন।

সুযোগ পেয়ে আমি খৃষ্টানদের নিকট এ কথা বলে লোক পাঠালাম—

'যখন তোমাদের নিকট শাম দেশে গমনকারী কোন কাফেলা আসবে তখন আমাকে তা জানাবে।'

কিছুদিনের মধ্যেই তাদের নিকট শাম দেশে গমনকারী এক কাফেলা এল। তারা আমাকে তার সংবাদ দিল। আমি শিকলটি খোলার চেষ্টা করলাম এবং তা খুলে ফেললাম। তারপর লুকিয়ে তাদের সাথে বেরিয়ে পড়লাম এবং শাম দেশে গিয়ে পৌঁছলাম।

সেখানে যাত্রা বিরতি করলে আমি বললাম, এ ধর্মের লোকদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ কে?

লোকেরা বলল, গীর্জার সেবক ঐ পাদ্রী।

আমি তাঁর নিকট এসে বললাম, 'আমি খৃষ্টধর্মে বিমুগ্ধ হয়েছি। আমি আপনার সাহচর্য অবলম্বন করে আপনার খেদমত করতে, আপনার থেকে ধর্ম-জ্ঞান অর্জন করতে এবং আপনার সাথে নামায আদায় করতে চাই।'

তিনি বললেন, বেশ, তুমি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ কর। আমি তাঁর নিকটে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলাম এবং তাঁর খেদমত করতে লাগলাম।

কিছুদিন যেতে না যেতেই আমি বুঝে ফেললাম, লোকটি মন্দ লোক। সে অনুসারীদের দান করতে নির্দেশ দিত এবং তার সওয়াবে উৎসাহিত করত। তারপর আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য তারা তাকে কিছু দিলে সে তা নিজের জন্য পুঞ্জিভূত করে রাখে। তা থেকে ফকীর মিসকীনদের কিছুই দেয় না। এভাবে স্বর্ণ দ্বারা সে সাতটি মটকা ভরে ফেলেছে।

তার এ কাজ দেখে আমি তাকে খুব ঘৃণা করতে লাগলাম। কিছুকাল পরেই সে মৃত্যুবরণ করল। খৃষ্টানরা তাকে দাফন করতে একত্রিত হল। আমি তখন তাদের বললাম—

তোমাদের এই পাদ্রী মন্দ লোক ছিল। দান সদকার নির্দেশ দিত। তাতে উৎসাহ দিত। তারপর তোমরা তার নিকট তা নিয়ে আসলে সে তা

নিজের জন্য পুঞ্জিভূত করে রাখত। তা থেকে মিসকীনদের কিছুই দিত না।

তারা বলল, তুমি তা কোথা থেকে জানলে?

আমি বললাম, আমি তোমাদেরকে তার পুঞ্জিভূত সম্পদের সন্ধান দিচ্ছি।

তারা বলল, আমাদেরকে তুমি তা দেখাও। আমি তাদেরকে তার স্থান দেখিয়ে দিলাম। তারা তখন সেখান থেকে স্বর্ণ চাঁদিতে ভরা সাতটি মটকা বের করল।

তারা তা দেখে বলল, আল্লাহর কসম! আমরা তাকে সমাধিস্থ করব না। তারপর তারা তাকে শূলে চড়াল এবং তার শরীরে প্রস্তর নিক্ষেপ করল।

এর কিছুদিন পরেই তারা তার স্থানে আরেক ব্যক্তিকে নিয়োগ করল। আমি তখন তার সাহচর্য অবলম্বন করলাম। ইহকালের প্রতি অধিক বিমুখ আর পরকালের প্রতি অধিক আগ্রহী এবং রাত–দিন সর্বদা ইবাদতে নিয়োজিত তার চেয়ে বেশী আর কাউকে দেখিনি। তাই আমি তাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসলাম এবং তার সাথে দীর্ঘদিন কাটালাম। তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে আমি তাকে বললাম—

'আপনার পর কার নিকট যেতে আমাকে অসীয়ত করছেন? কার সাহচর্য অবলম্বন করতে উপদেশ দিচ্ছেন?

তিনি বললেন, হে বৎস! আমি যে ধর্ম মতের উপর ছিলাম মাওসেলের এক ব্যক্তি ছাড়া কাউকে তাতে দেখছি না। তিনি ধর্মে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন করেননি। সুতরাং তুমি তাঁর নিকট যাও।

তিনি ইন্তেকাল করলে আমি মাওসেলের লোকটির নিকট গেলাম। এবং তাঁকে আমার বৃত্তান্ত শুনালাম। বললাম, অমুক পাদ্রী মৃত্যুর সময় আমাকে আপনার নিকট আসতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে, আপনি তাঁর মত সত্য ধর্ম আঁকড়ে ধরে আছেন।

তিনি বললেন, তুমি আমার নিকট থাক।

তারপর আমি তাঁর নিকট থাকলাম। তাঁকে আমি উত্তম অবস্থায় পেলাম। এর কিছুদিন পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর মৃত্যুর সময়

উপস্থিত হলে আমি তাঁকে বললাম, জনাব, আল্লাহর যে নির্দেশ আসার তা এসে গেছে আর আমার সবকিছুই আপনি জানেন। সুতরাং আপনি আমাকে কার নিকট যাওয়ার অসীয়ত করছেন এবং কার সাহচর্য অবলম্বন করতে নির্দেশ দিচ্ছেন?

তিনি বললেন, হে বৎস! আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি যে সত্য ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম সে ধর্মে নাস্‌সিবাইনের এক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ প্রতিষ্ঠিত আছে বলে আমার জানা নেই। তুমি তাঁর নিকট চলে যাও।

মৃত্যুর পর তাঁকে দাফন করা হলে আমি নাস্‌সিবাইনের সেই ব্যক্তির নিকট গেলাম এবং আমার বৃত্তান্ত তাকে অবহিত করলাম। তিনি আমাকে বললেন—

'তুমি আমাদের নিকট থাক। আমি তাঁর নিকট থাকলাম। পূর্ববর্তী দুই পাদ্রীর ন্যায় আমি তাঁকে ভাল অবস্থায় পেলাম। কিছুদিন যেতে না যেতেই তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। আমি তখন তাঁকে বললাম—

'আমার সম্পর্কে আপনার যা জানার তা আপনি জানেন। সুতরাং এখন আপনি আমাকে কার নিকট যেতে অসীয়ত করছেন?

তিনি বললেন, হে বৎস! আল্লাহর কসম করে বলছি, আমাদের ধর্মমতের উপর আম্‌মুরিয়াতে এক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। সুতরাং তুমি তাঁর নিকট যাও।

আমি তার নিকট গেলাম এবং আমার বৃত্তান্ত অবহিত করালাম। তিনি বললেন—

'তুমি আমার নিকট থাক। আমি তাঁর নিকট থাকলাম। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তাঁকে পূর্ববর্তী পাদ্রীদের মতই হিদায়াতের উপর পেয়েছি। আমি তাঁর নিকট থেকে কিছু গরু ও বকরীর মালিক হলাম।

কিছুদিন পর অন্যান্য পাদ্রীর ন্যায় তাঁরও মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। আমি তখন তাঁকে বললাম—

'আমার অবস্থা আপনি ভালভাবেই জানেন। সুতরাং আপনি আমাকে কার নিকট যাওয়ার অসীয়ত করছেন? কি কাজ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন?

তিনি বললেন, হে বৎস! আল্লাহর কসম করে বলছি, আমরা যে ধর্মমত আঁকড়ে ধরেছিলাম পৃথিবীর বুকে অন্য কেউ তা ধারণ করে আছে

বলে আমাদের জানা নেই। তবে এমন একটি সময় ঘনিয়ে এসেছে যখন আরব ভূমিতে ইবরাহীম (আ.)এর ধর্ম নিয়ে এক নবী প্রেরিত হবেন। তারপর তিনি তাঁর জন্মভূমি ছেড়ে কাল পাথরে ভরা দুই অঞ্চলের মাঝে খেজুর বৃক্ষে সুশোভিত এক অঞ্চলে হিজরত করবেন। তাঁর অনেকগুলো সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। তিনি উপহার সামগ্রী খাবেন। সদকার সামগ্রী খাবেন না। তাঁর দুই কাঁধের মাঝে নবুওয়াতের চিহ্ন রয়েছে। তুমি যদি সে দেশে যেতে পার তাহলে তাই কর।

তারপর তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমি আম্মুরিয়াতে কিছূকাল থাকলাম। একদিন কালব গোত্রের ব্যবসায়ীদের একটি দল আম্মুরিয়াতে এল। আমি তাদের বললাম—

'যদি তোমরা আমাকে তোমাদের সাথে আরবে নিয়ে যাও তাহলে আমি তোমাদেরকে আমার এই গরু ও বকরীগুলো দিয়ে দিব।

তারা বলল, হাঁ, তোমাকে নিয়ে যাব। আমি তাদেরকে সেগুলো দিয়ে দিলাম। আর তারা আমাকে তাদের সাথে নিয়ে চলল। আমরা যখন ওয়াদিউল কুরায় পৌছলাম তারা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। আমাকে একজন ইহুদীর নিকট বিক্রয় করে দিল। আমি তার সেবা করতে লাগলাম। এর কিছুদিন পর আমার মনিবের সাথে বনু কুরাইযা গোত্রের তার এক চাচাত ভাই সাক্ষাৎ করতে এল এবং আমাকে তার নিকট থেকে ক্রয় করল। সে আমাকে তার সাথে ইয়াসরিবে নিয়ে এল। আমি তখন ঐ খেজুর বৃক্ষ দেখলাম যার কথা আমাকে আম্মুরিয়ার পাদ্রী বলেছিল। আমি মদীনাকে তার বর্ণিত গুণাবলী দ্বারা চিনে ফেললাম। এবং তার সাথে সেখানেই থাকলাম।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মক্কায় তার গোত্রের লোকদের আল্লাহর দিকে আহবান করছিলেন। কিন্তু দাসত্বের কারণে কাজের ব্যস্ততায় আমি তার কোন আলোচনাই শুনতে পেলাম না।

***

এর কিছুকাল পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইয়াসরিবে হিজরত করলেন। একদিন আমি আমার মনিবের একটি খেজুর গাছের মাথায় গাছের পরিচর্যার কিছু কাজ করছিলাম। আমার মনিব গাছের নীচে বসেছিল। ইতিমধ্যে তার এক চাচাত ভাই তার নিকট এল। তাকে বলল, আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের লোকদের আল্লাহ ধ্বংস করুন। কুবায় তারা আজ মক্কা থেকে আগত এক ব্যক্তির নিকট সমবেত হচ্ছে। সে দাবী করে, সে একজন নবী।

তার কথা শুনামাত্র জ্বরের ন্যায় কি যেন আমাকে স্পর্শ করল। আমি প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠলাম। এমনকি আমি আমার মনিবের উপর পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলাম। আমি দ্রুত খেজুর গাছ থেকে নেমে পড়লাম এবং লোকটিকে বলতে লাগলাম—

'আপনি কী বলছেন?! সংবাদটি আবার বলুন। একথা শুনে মনিব ক্ষিপ্ত হল এবং প্রচণ্ডভাবে আমাকে মুষ্টাঘাত করল। বলল, তোর সাথে এর কী সম্পর্ক? যা ভাগ, তোর কাজে তুই যা।

সন্ধ্যায় আমি আমার জমা করা কিছু খেজুর নিলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে অবস্থান করছেন সেখানে রওনা হলাম। তার নিকট গিয়ে বললাম—

'আমি শুনতে পেলাম, আপনি একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি। আপনার সাথে আপনার কিছু মুহতাজ পরদেশী লোক রয়েছে। এগুলো সদকার কিছু খেজুর আমার নিকট ছিল। আমি দেখলাম, অন্যদের তুলনায় আপনারাই তার বেশী হকদার। তারপর তা তার নিকটবর্তী করলাম। তিনি তখন তার সাথীদের বললেন—

'তোমরা খেয়ে নাও। তিনি তাঁর হাত গুটিয়ে রাখলেন। খেলেন না।

আমি তখন মনে মনে বললাম, 'এই হল একটি আলামত।'

তারপর চলে এলাম এবং কিছু খেজুর জমা করতে লাগলাম। রাসূল যখন কুবা থেকে মদীনায় চলে এলেন আমি তাঁর নিকট এসে বললাম—

আমি দেখেছি, আপনি সদকার খাবার খান না। এগুলো উপহার। এ দ্বারা আপনাকে সম্মান করলাম। তিনি তখন তা থেকে খেলেন এবং তাঁর সাথীদেরকেও খাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারা তাঁর সাথে খেল।

আমি তখন মনে মনে বললাম, 'এই হল দ্বিতীয় আলামত।'

তারপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তিনি তখন বাকীউল গারকাদে ছিলেন। একজন সাহাবীকে দাফন করতে এসেছিলেন। দু'টি চাদর পরিহিত অবস্থায় আমি তাঁকে দেখতে পেলাম। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তারপর তাঁর পিঠের দিকে তাকাতে তাকাতে ঘুরে এলাম। হয়তো আমি তাঁর নবুয়তের ঐ চিহ্নটি দেখতে পারব যার বর্ণনা আম্মুরিয়ার পাদ্রী আমার নিকট করেছিল।

রাসূল যখন দেখতে পেলেন আমি তাঁর পিঠের দিকে তাকাচ্ছি আমার উদ্দেশ্যের কথা তিনি বুঝে ফেললেন। তিনি তাঁর পিঠ থেকে চাদর ফেলে দিলেন। আমি তখন তাকিয়ে তাঁর নবুয়তের চিহ্নটি দেখলাম। আমি তা চিনে ফেললাম এবং তাকে চুমু খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভেঙে পড়লাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, 'তোমার বৃত্তান্ত কী, বল।'

আমি তখন আমার জীবন কাহিনী তাকে বললাম। তিনি তাতে বিস্মিত হলেন। তার সাথীরা তা শুনতে আগ্রহী হল। তাই আমি তা তাদের শুনালাম। ফলে তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হল। অত্যন্ত আনন্দিত হল।

***

আল্লাহ সালমান ফারসী (রাযিঃ)এর উপর শান্তি বর্ষণ করুন, যেদিন তিনি সর্বত্র সত্যের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন।

আল্লাহ সালমান ফারসী (রাযিঃ)এর উপর শান্তি বর্ষণ করুন, যেদিন সত্যকে চিনতে পেরেছিলেন এবং তার উপর মজবুত ঈমান এনেছিলেন।

তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যেদিন তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং যেদিন তিনি পুনরুজ্জীবিত হবেন।

হযরত ইকরামা ইবনে আবু জাহ্‌ল

ঈমান এনে হিজরত করে সত্বর ইকরামা ইবনে আবু জাহ্‌ল আসবে। তোমরা তার পিতাকে গালমন্দ করো না। নিশ্চয় মৃত ব্যক্তিকে গালমন্দ করা জীবিত ব্যক্তিকে কষ্ট দেয় আর তোমাদের গালমন্দ মৃত ব্যক্তির নিকট পৌছে না।

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

শুভেচ্ছা স্বাগতম মুহাজির অশ্বারোহীর আগমন।

—ইকরামাকে দেয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভেচ্ছা বাণী

হযরত ইকরামা ইবনে আবু জাহ্‌ল

জীবনের তৃতীয় দশকের শেষ প্রান্তে যেদিন দয়ার নবী হেদায়াত ও সত্যের আহবান করলেন সেদিন তিনি কুরাইশের মাঝে পৈত্রিক ঐতিহ্যে ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত। ধনসম্পদে দারুণ ঐশ্বর্যবান। বংশ মর্যাদায় অধিক মর্যাদাবান।

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, মুস'আব ইবনে উমাইরের মত মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানদের ন্যায় তাঁর জন্য ইসলাম গ্রহণ করাই স্বাভাবিক ছিল যদি তাঁর পিতা না হত।

তাহলে ভেবে দেখেছো কি, সে পিতা কে ছিল?!

নিশ্চয় সে ছিল মক্কার সর্বোচ্চ প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির অধিকারী ব্যক্তিত্ব, শিরকের পতাকাবাহী প্রথম নেতা, মুসলমানদের নির্মম শাস্তিদানের শীর্ষস্থানীয় হোতা। যার মাধ্যমে আল্লাহ মু'মিনদের ঈমানের পরীক্ষা করেছেন। ফলে তারা সুদৃঢ় রয়েছেন। যার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সত্যাশ্রয়ীদের সততার পরীক্ষা করেছেন। ফলে তারা সততায় অবিচল রয়েছেন।

সে হল আবু জাহ্‌ল ..... ব্যস এতটুকুই যথেষ্ট।

সে হল তার পিতা আর তিনি হলেন ইকরামা ইবনে আবু জাহ্‌ল। কুরাইশদের হাতেগোনা নেতৃস্থানীয় লোকদের একজন। কুরাইশদের শীর্ষস্থানীয় অশ্বারোহী যোদ্ধাদের অন্যতম।

***

ইকরামা ইবনে আবু জাহ্‌ল তার পিতার নেতৃত্বের সুবাদে রাসূলের শত্রুতার স্রোতে ভেসে গেল। তাই রাসূলের ঘোর শত্রুতায় লিপ্ত হল এবং সাহাবীদের নির্মমভাবে কষ্ট দিল। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন নিপীড়ন শুরু করল যা দেখে তার পিতার চোখ শীতল হল।

বদরের দিন শিরকের পক্ষে যুদ্ধে তাঁর পিতা নেতৃত্ব দিল। লাত ও

উয্যার কসম খেয়ে বলল, মুহাম্মদকে পরাজিত না করে মক্কায় আর ফিরে আসবে না। বদরে অবতীর্ণ হলে তিনদিন সেখানে থাকল। উট যবাহ করে খেল, মদপান করল। গায়িকারা তাকে আনন্দ দিয়ে বাদ্য বাজিয়ে গান গাইল।

আবু জাহ্ল যখন এ যুদ্ধের নেতৃত্ব দিল তখন তার ছেলে ইকরামা ছিল তার বাহু যার উপর ভরসা করত, তার হাত যা দ্বারা সে ধরত।

কিন্তু লাত ও উয্যা আবু জাহ্লের ডাকে সাড়া দিল না কারণ তারা তো শোনে না

রণক্ষেত্রে তারা তাকে সাহায্য করল না, কারণ তারা অক্ষম।

তাই বদর প্রান্তেই সে লুটিয়ে পড়ল। তার ছেলে ইকরামা তাকে স্বচক্ষে দেখল, মুসলমানদের তীর তার রক্ত চুষে খাচ্ছে। নিজ কানে শুনল, তার ওষ্ঠাধর চিরে জীবনের শেষ চিৎকার বেরিয়ে আসছে।

***

কুরাইশ সর্দার পিতা আবু জাহ্লের মৃত দেহ বদরে ফেলে ইকরামা মক্কায় ফিরে এল। পরাজয় বরণ করার কারণে সে তার লাশ মক্কায় এনে দাফন করতে পারল না এবং মুসলমানদের জন্য তা ফেলে পালিয়ে আসতে বাধ্য হল। তখন মুসলমানগণ অন্যান্য নিহত মুশরিকদের সাথে তাকেও বদরের কূপে নিক্ষেপ করল এবং তাতে বালি ঢেলে দিল।

সেদিন থেকে ইসলামের সাথে ইকরামা ইবনে আবু জাহ্লের অন্য অবস্থা সৃষ্টি হল।

শুরুতে পিতার আত্মমর্যাদা বোধের কারণে ইসলামের সাথে শত্রুতা পোষণ করত। আজ থেকে প্রতিশোধমূলক ভাবে ইসলামের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে লাগল।

ইকরামা ও যাদের পিতাদের বদরে হত্যা করা হয়েছে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে মুশরিকদের অন্তরে শত্রুতার আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে লাগল। বিদ্বেষের আগুন জ্বালাতে লাগল। ফলে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হল।

***

উহুদের যুদ্ধে ইকরামা ইবনে আবু জাহ্ল যোগদান করল। তার সাথে তার স্ত্রী উম্মে হাকীমও গেল। বদরে যেসব নারীদের নিকটতর কেউ নিহত হয়েছে তাদের সাথে ব্যুহের পশ্চাতে দাঁড়াবে। তাদের সাথে দফ বাজাবে। যুদ্ধে কুরাইশদের উৎসাহিত করবে এবং অশ্বারোহী যোদ্ধারা পলায়নের ইচ্ছে করলে তাদের অবিচল রাখবে।

***

কুরাইশরা তাদের অশ্বারোহী যোদ্ধাদের ডান পাশের সেনাপতিত্ব খালেদ ইবনে ওলীদকে দিল এবং বাম পাশের সেনাপতিত্ব ইকরামা ইবনে আবু জাহ্লকে দিল। সেদিন সেই অশ্বারোহী দুই যোদ্ধা মরণপণ এমন যুদ্ধ করল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাথীদের উপর কুরাইশদের পাল্লা ভারি করে ফেলল এবং মুশরিকদের জন্য বিরাট বিজয় বাস্তবায়িত করল। ফলে আবু সুফিয়ান বলতে লাগল, 'এটা হল বদর যুদ্ধের বিনিময়।'

***

খন্দকের যুদ্ধে মুশরিকরা দীর্ঘদিন মদীনা অবরোধ করে রাখল। তখন ইকরামা ইবনে আবু জাহ্লের ধৈর্য নিঃশেষ হয়ে গেল এবং দীর্ঘ অবরোধে অতিষ্ঠ হয়ে গেল। খন্দকে একটি সংকীর্ণ স্থান দেখে সেখানেই সে তার ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং খন্দক অতিক্রম করল। তার সাথে সাথে অত্যন্ত দুঃসাহসী কয়েকজন খন্দক অতিক্রম করল। তখন আমর ইবনে আবদে উদ্দ আমেরী নিহত হল ও ইকরামা ইবনে আবু জাহ্ল পালিয়ে এসে প্রাণে বাঁচল।

***

মক্কা বিজয়ের দিন কুরাইশরা দেখল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মত শক্তি আর

তাদের নেই। তাই তারা মক্কার পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার সিদ্ধান্ত করল। তারা শুনতে পেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সেনাপতিদের নির্দেশ দিয়েছেন, মক্কাবাসীদের যারা যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসবে শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ হবে। এ বিষয়টি তাদের ঐ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করল।

***

কিন্তু ইকরামা ইবনে আবু জাহ্‌ল ও তার কয়েকজন সঙ্গী কুরাইশদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল এবং মুসলমানদের বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়াল। তখন একটি ছোট যুদ্ধে খালেদ ইবনে ওলীদ (রাযিঃ) তাদের পরাজিত করলেন। সে যুদ্ধে যাদের নিহত হওয়ার ছিল তারা নিহত হল। আর যারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হল তারা পালিয়ে গেল। পলায়নকারীদের মাঝে ছিল ইকরামা ইবনে আবু জাহ্‌ল।

***

তখন ইকরামা আত্মানুশোচনায় নিমজ্জিত হল। মুসলমানদের হাতে মক্কার পতনের পর সেখানে আর তার অবস্থানের সুযোগ রইল না।

এদিকে কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যা করেছিল তিনি তা মাফ করে দিলেন। তবে তিনি তাদের কয়েকজনকে তাদের থেকে বাদ দিলেন। তিনি তাদের নাম ঘোষণা করে দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন, কাবার গিলাফের নিচেও তাদের পাওয়া গেলে হত্যা করা হবে।

***

এই দলের শীর্ষে ছিলেন ইকরামা ইবনে আবু জাহ্‌ল। তাই অত্যন্ত সন্তর্পণে আত্মগোপন করে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ল এবং ইয়ামেনের

দিকে ছুটে চলল। কারণ সেখানে ছাড়া তার আর কোন আশ্রয়স্থল ছিল না।

***

তখন ইকরামার স্ত্রী উম্মে হাকীম এবং আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহে গেল। তাদের সাথে দশজন মহিলা। তারা রাসূলের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে। রাসূলের নিকট তাঁর দু'জন স্ত্রী, তাঁর মেয়ে ফাতেমা এবং বনু আবদুল মুত্তালিবের কিছু মহিলা ছিল। নেকাব পরিহিতা হিন্দ বলল—

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর নির্বাচিত ধর্মকে বিজয় দান করেছেন। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, যেন আপনার আত্মীয়তার বন্ধন আমার সাথে কল্যাণের আচরণ করে। কারণ আমি একজন সত্যবাদী মু'মিন নারী। তারপর নেকাব খুলে ফেলে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হিন্দ বিনতে উতবা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, শুভেচ্ছা স্বাগতম হে হিন্দ!

হিন্দ বলল, আল্লাহর কসম করে বলছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ভূপৃষ্ঠে আপনার পরিবার লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হোক এটাই ছিল আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় আর এখন ভূপৃষ্ঠে আপনার পরিবার সম্মানিত হোক এটাই আমার নিকট অধিক প্রিয়।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর চেয়েও বেশী।

তারপর ইকরামার স্ত্রী উম্মে হাকীম দাঁড়িয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং বললেন—

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইকরামা ইয়ামেনে পালিয়ে গেছে। আপনি তাকে হত্যা করবেন এই তার ভয়। সুতরাং আপনি তাকে অভয় দিন, আল্লাহ আপনাকে অভয় দান করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সে নিরাপদ।'

সাথে সাথে উম্মে হাকীম একজন রুমী গোলামকে নিয়ে ইকরামার

সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। তারা যখন নির্জন পথে চলছিলেন তখন রুমী গোলাম তাঁকে পাপকার্যে ফুসলাতে লাগল। আর উম্মে হাকীম তাকে আশা দিতে লাগলেন এবং গড়িমসি করতে লাগলেন। অবশেষে এক আরব কবীলার নিকট পৌঁছলেন। তিনি তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তারা গোলামকে শিকল দিয়ে বেঁধে তাদের নিকট রেখে দিল।

উম্মে হাকীম এবার নিজ পথে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিহামা অঞ্চলে নদীর তীরে তিনি ইকরামাকে পেলেন। ইকরামা তখন এক মুসলমান মাঝির সাথে তাকে পার করে দেয়ার ব্যাপারে কথা বলছে।

মাঝি বলছে, তুমি একনিষ্ঠ হয়ে যাও আমি তোমাকে পার করে দিব।

ইকরামা বলছেন, আমি কিভাবে একনিষ্ঠ হব?

মাঝি বলছে, তুমি বল, আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলাল্লাহ।

ইকরামা বলছে, আমি তো এ কালিমা থেকেই পালিয়ে এসেছি।

তারা যখন এ কথা বলছিল ঠিক তখন উম্মে হাকীম ইকরামার নিকট এসে বলল—

'হে ইকরামা! আমি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সর্বাধিক পুণ্যবান মানুষ ও সর্বোত্তম মানুষের নিকট থেকে তোমার নিকট এসেছি।

আমি তোমার নিকট মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর নিকট থেকে এসেছি।

আমি তার নিকট তোমার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করেছি। তিনি তোমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। সুতরাং তুমি আত্মহনন করো না।

ইকরামা বলল, তুমি নিজেই কি তার সাথে কথা বলেছো?

উম্মে হাকীম বলল, হাঁ, আমিই তার সাথে কথা বলেছি। তিনি তোমাকে অভয় দান করেছেন। উম্মে হাকীম তাকে বারবার অভয় ও সান্ত্বনার বাণী শুনাতে লাগলেন। অবশেষে ইকরামা তার সাথে ফিরে এল।

তারপর তিনি ইকরামাকে তার রুমী গোলামের কথা বলল। ইকরামা ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই গোলামের নিকট গেল এবং তাকে হত্যা করল।

পথে তারা যখন একটি বাড়ীতে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করছিলেন তখন ইকরামা স্ত্রীসম্ভোগের ইচ্ছে করলে উম্মে হাকীম অত্যন্ত কঠিনভাবে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, আমি একজন মুসলমান নারী আর তুমি একজন মুশরিক পুরুষ।

ইকরামা তার কথায় বিস্মিত হয়ে বলল, তোমার ও আমার মাঝে যে বিষয়টি অন্তরায় সৃষ্টি করছে নিশ্চয় তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইকরামা যখন মক্কার নিকটবর্তী হল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

'ঈমান এনে হিজরত করে সত্বর ইকরামা ইবনে আবু জাহ্ল তোমাদের নিকট আসবে। তোমরা তার পিতাকে গালমন্দ করো না। নিশ্চয় মৃত ব্যক্তিকে গালমন্দ করা জীবিত ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়। আর তোমাদের গালমন্দ মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে না।'

এর কিছুক্ষণ পরই ইকরামা ও তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে গিয়ে পৌঁছলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে আনন্দে চাদর ফেলেই তার দিকে ছুটলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসলে ইকরামা তার সামনে বসলেন এবং বললেন—

'হে মুহাম্মদ! উম্মে হাকীম আমাকে সংবাদ দিয়েছে, আপনি আমাকে অভয় দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে সত্য বলেছে, তুমি নিরাপদ নির্ভয়।

ইকরামা বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি কিসের দিকে আহবান করছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে এ দিকে আহবান করছি যে, তুমি বলবে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই আর আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তুমি নামায কায়েম করবে। যাকাত আদায় করবে। এভাবে ইসলামের পাঁচটি আরকানের কথা বললেন।

ইকরামা বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনি তো সত্যের

দিকেই আহবান করছেন। কল্যাণেরই নির্দেশ দিচ্ছেন। তারপর বলতে লাগলেন, ইসলামের দিকে আহবান করার পূর্বেও তো আপনি আমাদের মাঝে সত্যবাদী ও পুণ্যবান ছিলেন।

তারপর ইকরামা তার হাত প্রসারিত করলেন এবং বললেন—

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

[অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি তার বান্দা ও রাসূল।]

তারপর ইকরামা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সর্বোত্তম কিছু শিখিয়ে দিন আমি তা বলব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বল—

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

ইকরামা বললেন, তারপর কি বলব?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বল, আমি আল্লাহকে সাক্ষ্য রাখছি। যারা উপস্থিত আছে তাদের সাক্ষ্য রাখছি যে, আমি একজন মুহাজির মুজাহিদ মুসলমান। ইকরামা তা বললেন।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আজ যদি তুমি আমার নিকট এমন কিছু চাও যা অন্যকে দিয়েছি তাহলে আমি তা তোমাকে দিব।'

ইকরামা বললেন, 'আমি আপনার নিকট চাচ্ছি, 'আপনি আমার ঐ শত্রুতার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে আমার হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন যা আমি অপনার বিরুদ্ধে করেছি এবং এমন যুদ্ধের জন্য যা আমি আপনার বিরুদ্ধে করেছি এবং এমন কথার জন্য যা আপনার সম্মুখে বা পশ্চাতে বলেছি।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! তার প্রত্যেক শত্রুতা ক্ষমা করে দিন যা সে আমার বিরুদ্ধে করেছে। প্রত্যেক যুদ্ধের পাপকেও মাফ করে দিন যা সে আপনার নূরকে নির্বাপিত করার জন্য করছে। আমার মানহানীকর যা কিছু সে আমার সম্মুখে বা পশ্চাতে বলেছে তা আপনি মাফ করে দিন।

তখন আনন্দে ইকরামার চেহারা আলোকময় হয়ে উঠল। বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কসম করে বলছি, আল্লাহর পথের বিরুদ্ধে আমি যা কিছু খরচ করেছি তার দ্বিগুণ এখন আমি আল্লাহর পথে খরচ করব। আল্লাহর পথের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধবিগ্রহ করেছি, তার দ্বিগুণ আল্লাহর পথে করব।

***

সেদিন থেকে দাওয়াতের কাফেলায় রণক্ষেত্রের দুঃসাহসী এক অশ্বারোহী যোদ্ধা এসে যোগদান করলেন। রাত জেগে মসজিদে আল্লাহর কিতাব পাঠকারী এক আবেদ এসে যোগদান করলেন। তিনি আল্লাহর কিতাবকে চেহারায় রেখে আল্লাহর ভয়ে কেঁদে কেঁদে বলতেন, এ আমার রবের কালাম..... এ আমার রবের কালাম। ....

***

ইকরামা ইবনে আবু জাহ্ল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানগণ যত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন ইকরামাও তাতে অংশগ্রহণ করেছেন। আর প্রত্যেক যুদ্ধে তিনি অগ্রগামী বাহিনীতে ছিলেন।

প্রচণ্ড গরমের দিনে শীতল পানির দিকে পিপাসার্ত ব্যক্তির ছুটে যাওয়ার ন্যায় ইকরামা (রাযিঃ) ইয়ারমুকের দিনে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লেন।

এক স্থানে মুসলমানদের উপর যুদ্ধের মাত্রা তীব্র হলে ইকরামা (রাযিঃ) ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। তরবারীর খাপ ভেঙে ফেললেন এবং রোমানদের ব্যূহে ঢুকে পড়লেন। তখন খালিদ ইবনে ওলীদ (রাযিঃ) তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললেন, হে ইকরামা! এমন কাজ করো না। কারণ তা মুসলমানদের জন্য কষ্টদায়ক হবে।

তখন ইকরামা (রাযিঃ) বললেন, হে খালেদ! আমার ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। কারণ রাসূলের সাহচর্য আপনি আমার চেয়ে বেশী

পেয়েছেন। আর আমি ও আমার পিতা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোর দুশমন ছিলাম। তাই আমাকে পূর্বের পাপমোচন করার সুযোগ দিন। তারপর বললেন—

'বহু রণক্ষেত্রে রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আর আজ বুঝি রোমানদের থেকে পালিয়ে যাব?

নিশ্চয় তা কিছুতেই হবে না।

তারপর মুসলমানদের মাঝে আহবান করলেন, কে মৃত্যুর বাইয়াত গ্রহণ করবে? তখন তার চাচা হারেস ইবনে হিসাম, যিরার ইবনে আযওয়ারসহ চারশত মুসলমান তাঁর বাইয়াত গ্রহণ করলেন। তারা খালিদ ইবনে ওলীদ (রাযিঃ)এর নেতৃত্বের বাইরে মরণপণ যুদ্ধ করলেন এবং প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুললেন।

মুসলমানদের এই বিশাল বিজয় লাভের পর যখন ইয়ারমুকের রণাঙ্গন শান্ত হয়ে গেল, তখন দেখা গেল ইয়ারমুকের রণাঙ্গনে তিনজন মুজাহিদ পড়ে আছেন। ক্ষতস্থানগুলো তাদের অত্যন্ত দুর্বল করে ফেলেছে। তারা হলেন, হারেস ইবনে হিসাম, আইয়াস ইবনে আবী রবীয়া ও ইকরামা ইবনে আবু জাহ্ল।

পান করার জন্য হারেস পানি চাইলেন। তাকে পানি দেয়া হলে ইকরামা তাঁর দিকে তাকালেন। হারেস তখন বললেন, তাকে পানি দাও।

ইকরামার নিকট পানি নেয়া হলে আইয়াস তা দেখলেন। ইকরামা তখন বললেন, আইয়াসকে পানি দাও।

আইয়াসের নিকটবর্তী হলে দেখা গেল তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তারপর তার সাথীদ্বয়ের নিকট এলে দেখা গেল তারাও ইন্তেকাল করেছেন।

আল্লাহ তাঁদের হাউজে কাউসারের পানি পান করান। যার পর তারা তার পিপাসার্ত হবেন না।

আল্লাহ তাঁদের জান্নাতুল ফেরদাউসের সবুজ শ্যামল বাগিচা দান করুন। যেখানে তারা চিরকাল আনন্দ–উল্লাসে থাকবেন।

হযরত যায়দুল খাইর (রাযিঃ)

নিশ্চয় তোমার মাঝে দু'টি গুণ রয়েছে যে গুণ দু'টিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন, ধীরস্থিরতা ও সহনশীলতা।

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত যায়দুল খাইর (রাযিঃ)

মানুষ ভূগর্ভস্থ খনির ন্যায়, জাহেলী যুগে যারা শ্রেষ্ঠ ইসলামের যুগেও তারা শ্রেষ্ঠ।

এক মহান সাহাবীর দু'টি চিত্র আমি তুলে ধরছি, যার প্রথম চিত্রটি এঁকেছে জাহেলী যুগের হাত আর দ্বিতীয় চিত্রটি তৈরী করেছে ইসলামের হাত।

সেই সাহাবী হলেন যাইদুল খাইল। জাহেলী যুগে মানুষ তাকে এ নামে ডাকত। আর ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যাইদুল খাইর নামে ডাকতেন।

প্রথম চিত্রটি সাহিত্যের গ্রন্থসমূহ বর্ণনা করে বলে—

'শাইবানী বনু আমেরের এক বৃদ্ধ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, এক কঠিন দুর্ভিক্ষ এল। গৃহপালিত পশু আর শষ্য তাতে ধ্বংস হয়ে গেল। তখন আমাদের গোত্রের এক ব্যক্তি তার পরিবার পরিজন নিয়ে হীরায় চলে গেল। সে তাদের সেখানে রেখে বলল—

'আমি তোমাদের নিকট ফিরে আসা পর্যন্ত তোমরা এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

সে কসম খেল, তাদের জন্য কিছু উপার্জন করা ছাড়া তাদের নিকট ফিরে আসবে না অথবা সে মৃত্যুবরণ করবে।

সে কিছু পাথেয় নিল এবং সারাদিন হাঁটল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে সামনে একটি তাঁবু দেখতে পেল। তাঁবুর অদূরে একটি ঘোড়ার বাচ্চা বাঁধা। সে বলল, এ হল প্রথম লব্ধ সম্পদ। ঘোড়ার বাচ্চার নিকট গিয়ে তার বাঁধন খুলতে লাগল। সে যখন তাতে আরোহণ করার ইচ্ছা করল তখন একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। তাকে ডেকে বলছে, ঘোড়াটি ছেড়ে দাও। নিজের জীবন বাঁচাও। লোকটি তা রেখে চলে গেল।

তারপর সাতদিন হাঁটল। অবশেষে এক উটের চারণ ভূমিতে গিয়ে পৌছল। তার পাশে একটি বিরাট তাঁবু। তাঁবুতে একটি চামড়ার গম্বুজ। লোকটি মনে মনে বলল—নিশ্চয় এ চারণ ভূমিতে উট আছে আর এ তাঁবুতেও নিশ্চয় কোন মানুষ আছে।

লোকটি তাঁবুতে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখল। সূর্য তখন অস্তমিত হচ্ছে।

দেখল, একজন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি তাঁবুর মাঝে বসে আছে। লোকটি বৃদ্ধ লোকটির অজ্ঞাতসারে তার পশ্চাতে গিয়ে বসল।

অল্প কিছুক্ষণ পরই সূর্য অস্তমিত হল। একজন অশ্বারোহী এল। তার চেয়ে বিশাল ও দীর্ঘদেহী অশ্বারোহী ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। সে একটি উঁচু ঘোড়ায় আরোহণ করে এল। তার উভয় পাশে দু'জন দাস। একজন ডান পাশে, আরেক জন বাম পাশে। তার সাথে রয়েছে প্রায় একশত উষ্ট্রী, সবার সামনে একটি বিরাট উষ্ট্র। উষ্ট্র বসে পড়লে তার পাশে উষ্ট্রীগুলো বসে পড়ল।

তখন অশ্বারোহী ব্যক্তিটি একটি হৃষ্টপুষ্ট উষ্ট্রীর দিকে ইঙ্গিত করল এবং একজন দাসকে বলল, এই উষ্ট্রীটির দুধ দোহন কর। দাস তা থেকে দুধ দোহন করল। পাত্র ভরে তা বৃদ্ধের সামনে রাখল এবং দূরে সরে গেল। বৃদ্ধ তা থেকে এক ঢোক বা দুই ঢোক পান করে রেখে দিল।

লোকটি বলেছে, আমি তখন লুকিয়ে সন্তর্পণে তার নিকট গেলাম এবং পাত্রটি নিলাম। তারপর সবটুকু দুধপান করলাম। দাস এসে পাত্রটি নিল এবং বলল—'হে মনিব ! সবটুকু দুধ খেয়ে ফেলেছেন।

অশ্বারোহী আনন্দিত হয়ে অন্য একটি উষ্ট্রীর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, এই উষ্ট্রীটির দুধ দোহন কর। দাস তার নির্দেশ পালন করল। বৃদ্ধ তার থেকে এক ঢোক পান করে রেখে দিল। আমি তখন তা নিলাম এবং তার অর্ধেক পান করলাম। সবটুকু পান করতে অপছন্দ করলাম। যেন অশ্বারোহীর মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি না হয়।

তারপর অশ্বারোহী দ্বিতীয় দাসকে একটি বকরী যবাহ করতে নির্দেশ দিল। দাস তা যবাহ করলে অশ্বারোহী নিজে বৃদ্ধের জন্য তা থেকে গোশত ভুনা করল এবং তাকে খাওয়াল। বৃদ্ধ তৃপ্ত হলে সে ও তার দাস খেল।

এর কিছুক্ষণ পরই সবাই তাদের বিছানায় গেল এবং গভীর ঘুমে নিমজ্জিত হয়ে নাক ডাকতে লাগল।

আমি তখন উষ্ট্রটির নিকট গেলাম। তার বাঁধন খুলে ফেললাম। তাতে আরোহণ করলাম। উষ্ট্রটি চলতে লাগল। তার পিছু পিছু সবগুলো উষ্ট্রী চলতে শুরু করল। সারারাত আমি চললাম। দিনের আলো ছড়িয়ে

পড়লে আমি চারদিকে দৃষ্টি ফেল্লাম। কিন্তু কাউকে আমার অনুসন্ধানী দেখলাম না। আমি আবার ছুটতে লাগলাম। দিবসের সূর্য বেশ উপরে উঠে গেছে।

তারপর আমি ফিরে তাকিয়ে কিছু একটা দেখতে পেলাম। যেন তা একটি ঈগল বা অন্য কোন বড় পাখি। তা আমার নিকটবর্তী হতে লাগল। অবশেষে আমি তাকে চিনতে পারলাম। সে এক অশ্বারোহী। আমার আরো নিকটবর্তী হলে আমি বুঝলাম, সে এগুলোর মালিক। এগুলোর তালাশেই এসেছে।

আমি তখন উষ্ট্রটি বেঁধে তুনীর থেকে তীর নিলাম এবং ধনুকে তা যোজনা করলাম। উষ্ট্রটি আমার পশ্চাতে দাঁড় করালাম। তখন অশ্বারোহী দূরে দাঁড়িয়ে গেল। আমাকে বলল, উষ্ট্রের বাঁধন খুলে দাও।

আমি বললাম, মোটেও না। আমি হীরায় ক্ষুধার্ত পরিবার রেখে এসেছি। আমি কসম করেছি, আমি সম্পদ না নিয়ে তাদের নিকট ফিরে যাব না, অথবা মৃত্যুবরণ করব।

অশ্বারোহী বলল, নিশ্চয়, তুমি মৃত। উষ্ট্রটির বাঁধন খুলে দাও। হতভাগ্য কোথাকার।

আমি বললাম, আমি কিছুতেই তা খুলব না।

অশ্বারোহী বলল, তোর মরণ হবে দেখছি, নিশ্চয় তুই প্রবঞ্চিত। তারপর বলল, উষ্ট্রের রশিটি তুলে ধর। তাতে তিনটি গ্রন্থি ছিল, সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, বলতো কোন গ্রন্থিটিতে আমি তীর বিদ্ধ করব। আমি মাঝের গ্রন্থিটির দিকে ইঙ্গিত করলাম। সে তীর ছুঁড়ে মারল। তাতে প্রবিষ্ট করাল। যেন হাত দিয়ে সে তা সেখানে রেখে দিল। তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রন্থিটিতে বিদ্ধ করল। আমি তখন আমার তীর তুনীরে রেখে দিলাম এবং আত্মসমর্পণ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে আমার নিকটবর্তী হয়ে আমার তীর ও ধনুক নিয়ে নিল। বলল, আমার পশ্চাতে আরোহণ কর। আমি তার পশ্চাতে আরোহণ করলাম।

সে বলল, তোমার কেমন ধারণা? আমি তোমার সাথে কী আচরণ করতে পারি?

আমি বললাম, অত্যন্ত খারাপ ধারণা করছি।

সে বলল, কেন?

আমি বললাম, আমি যা করেছি আর আপনাকে যে কষ্টে ফেলেছি। তারপর আল্লাহ্ আপনাকে বিজয় দান করেছেন।

সে বলল, তুমি কি মনে কর, আমি তোমার সাথে খারাপ আচরণ করব। অথচ তুমি সে রাতে আমার পিতা মুহালহিলের সাথে পানাহারে অংশগ্রহণ করেছো। এক সাথে খেয়েছো।

আমি মুহালহিল নাম শুনে বললাম, আপনি কি যাইদুল খাইল?

সে বলল, হাঁ।

আমি বললাম, উত্তম গ্রেফতারকারী হন।

সে বলল, তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আমাকে নিয়ে সে তার স্থানে ফিরে এল। বলল, আল্লাহর কসম, যদি এ উটগুলো আমার হত তাহলে আমি তা তোমাকে দিয়ে দিতাম। কিন্তু উটগুলো আমার এক বোনের। তুমি কয়েকদিন এখানে থাক। সত্বর আমি একটি যুদ্ধে যাব এবং সেখান থেকে কিছু সম্পদ পাব।

তিনদিন পরই সে বনু নুমাইয়ের উপর আক্রমণ করল এবং প্রায় একশ'র মত উট পেল। আমাকে সবগুলো উট দিয়ে দিল। আমার সাথে তার কয়েকজন লোক পাঠাল। হীরায় পৌছা পর্যন্ত তারা আমাকে হেফাজত করল।

***

এটা ছিল যাইদুল খাইলের জাহেলী যুগের একটি চিত্র। আর ইসলামী যুগের চিত্রটির কথা ইতিহাস গ্রন্থসমূহ বর্ণনা করে বলে—

'যাইদুল খাইল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদ শুনতে পেল। তিনি যার দিকে আহবান করেন তার কিছু জানতে পারল। সে তার বাহন প্রস্তুত করল এবং গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকদের ইয়াসরিবে গমন করে রাসূলের সাথে সাক্ষাতের আহবান জানাল। তখন তাঈ গোত্রের এক বিরাট প্রতিনিধিদল তার সাথে এল। তাদের মাঝে ছিলেন যুর ইবনে সাদুস, মালেক ইবনে জুবাইর, আমের ইবনে জুয়াইন, আরো অনেকে। তারা মদীনায় পৌছে মসজিদে নববীতে এল এবং মসজিদের দরজায় তাদের বাহনগুলোকে বসাল।

তারা মসজিদে প্রবেশ করেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেল। তিনি মিম্বারে বসে বক্তৃতা দিচ্ছেন। রাসূলের কথা তাদের বিস্মিত করল। তাঁর সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের বিষয়টি তাদের বিমোহিত করল। সাহাবায়ে কেরামের নিরবতা ও রাসূলের কথায় তাদের প্রভাব প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি তাদের হতবাক করল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দেখে মুসলমানদের লক্ষ্য করে বললেন—

إِنِّيْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنَ الْعُزّٰى وَ مِنْ كُلِّ مَا تَعْبُدُوْنَ.....

إِنِّيْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنَ الْجَمَلِ الْأَسْوَدِ الَّذِىْ تَعْبُدُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

[অর্থ ঃ উয্যা এবং তোমরা যার ইবাদত কর সে সব কিছু থেকে আমি তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকামী .:....

আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যে কালো উটের পূজা কর আমি তোমাদের জন্য তার চেয়ে অধিক কল্যাণকামী।]

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথাটি যাইদুল খাইল ও তার সঙ্গী লোকদের মাঝে ভিন্ন দুই প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। কেউ সত্যের আহবানে সাড়া দিল। তা গ্রহণে এগিয়ে এল। কেউ বিমুখ হল। অহংকারী হল।

একদল জান্নাতের পথ অবলম্বন করল। আরেক দল জাহান্নামের পথ অবলম্বন করল।

তবে যুর ইবনে সাদুস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক বিস্ময়কর অবস্থানে দেখল। দেখল, মুমিনদের হৃদয় তাকে ঘিরে আছে। প্রেমময় চোখগুলো তাকে পরিবেষ্টন করে আছে। তার হৃদয়ে তখন হিংসা-বিদ্বেষ অনুপ্রবেশ করল। ভয়-ভীতিতে তার হৃদয় ভরে গেল। সাথীদের বলল—'আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখছি যে গোটা আরবকে পদানত করবে। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি কখনো তাকে আমার শির পদানত করতে দিব না।'

তারপর সে শামে চলে গেল এবং মাথা মুণ্ডিয়ে খৃষ্টান হয়ে গেল।

যায়েদ ও তার সঙ্গীদের অবস্থা হল অন্যরূপ। রাসূল তাঁর বক্তৃতা শেষ করলে যাইদুল খাইল সমবেত মুসলমানদের মাঝে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুশ্রী, নিখুঁত সুন্দর ও দীর্ঘ দেহের অধিকারী। তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করলে তার পা মাটি স্পর্শ করত। যেমন গাধায় আরোহণ করলে তা হত।

বলিষ্ঠ দেহ নিয়ে সে দাঁড়িয়ে গেল এবং উচ্চ কণ্ঠ ছেড়ে বলল, হে মুহাম্মদ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর আপনি আল্লাহর রাসূল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন, তুমি কে?

সে বলল, আমি মুহালহিলের পুত্র যাইদুল খাইল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বরং তুমি যাইদুল খাইর। যাইদুল খাইল নও। সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তোমাকে তোমার অঞ্চল থেকে নিয়ে এসেছেন এবং ইসলামের জন্য তোমার হৃদয়কে কোমল করেছেন।

এরপর থেকে তিনি যাইদুল খাইর নামে পরিচিতি লাভ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। তার সাথে রয়েছেন উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) এবং বেশ কিছু সাহাবী। ঘরে পৌছলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদকে হেলান দেয়ার জন্য একটি বালিশ দিলেন। রাসূলের বালিশটি তিনি ফিরিয়ে দিলেন। এভাবে রাসূল তাকে তিনবার দিলেন তার তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন। সবাই বসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাইদুল খাইরকে বললেন, হে যায়েদ, আমার নিকট যত ব্যক্তির গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, আমি তাকে তার বর্ণিত গুণের কম পেয়েছি। তবে তুমি তার ব্যতিক্রম।

তারপর বললেন, তোমার মাঝে দু'টি চরিত্র আছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা ভালবাসেন। যায়েদ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কী?

রাসূল বললেন, ধীরস্থিরতা ও সহনশীলতা।

যায়েদ বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে এমন গুণ দান করেছে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে তিনশত অশ্বারোহী যোদ্ধা দিন। আমি দায়িত্ব নিলাম, তাদের নিয়ে আমি রোম দেশ আক্রমণ করে বিজয় ছিনিয়ে আনব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই মনোবলকে গুরুত্ব দিলেন এবং বললেন, হে যায়েদ! সবকিছু আল্লাহর দান .....।

তারপর যায়েদের সাথে তাঁর গোত্রের সকলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

যায়েদ ও তার সাথীরা যখন নজদে তাদের গোত্রের নিকট ফিরে যেতে চাইলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিদায় জানালেন। বললেন, লোকটি দারুণ দুঃসাহসী। সে অবশ্যই বড় কিছু হবে, যদি মদীনার জ্বরের প্রকোপ থেকে নিরাপদে থাকে।

তখন মদীনা মুনাওওয়ারায় জ্বরের প্রকোপ মহামারী আকার ধারণ করেছিল। মদীনায় পৌঁছার পরই তাঁকে জ্বরে আক্রান্ত করেছিল।

তিনি তার সাথীদের বললেন, কাইশ কবিলার এলাকা থেকে আমাকে দূরে রেখ। আমাদের মাঝে জাহেলী যুগের বেশ কিছু যুদ্ধ হয়েছিল। আল্লাহর কসম করে বলছি, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত কোন মুসলমানের সাথে যুদ্ধ করব না।

***

যাইদুল খাইর নজদে তার গোত্রের নিকট পৌঁছার জন্য বিরামহীনভাবে ছুটে চললেন। অথচ সময়ের তালে তালে জ্বরের প্রচণ্ডতা বেড়েই চলছে। তাঁর আশা ছিল, গোত্রের লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন আর আল্লাহর ফয়সালায় তারা তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করবেন।

তিনি মৃত্যুর সাথে প্রতিযোগিতা করে ছুটে চললেন। মৃত্যুও তাঁর সাথে প্রতিযোগিতা করতে লাগল। কিন্তু প্রতিযোগিতায় মৃত্যু অগ্রসর হয়ে গেল এবং পথেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ও মৃত্যুর মাঝে দীর্ঘ সময় ছিল না। তিনি এ অল্প সময়ে কোন পাপও করেননি।

হযরত আদী ইবনে হাতেম তাঈ (রাযিঃ)

তুমি ঈমান এনেছো যখন তারা ঈমান আনেনি। তুমি চিনতে পেরেছো যখন তারা চিনতে পারেনি। তুমি প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছো যখন তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। তুমি এগিয়ে এসেছো যখন তারা ফিরে গেছে।

—হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)

হযরত আদী ইবনে হাতেম তাঈ (রাযিঃ)

হিজরী নবম বর্ষে আরবের এক বাদশাহ ইসলামকে ঘৃণা করার পর ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করে নিল। বিরোধিতা করা ও বিমুখ হওয়ার পর ইসলামের সামনে অবনমিত হল। অস্বীকার করার পর রাসূলের কথা মেনে নিল।

তিনি হলেন আদী ইবনে হাতেম তাঈ। যার পিতা দানশীলতার ক্ষেত্রে উপমা হয়ে আছেন।

***

আদী তার পিতার উত্তরাধিকারী হল। ফলে তাঈ গোত্রের লোকেরা তাকে তাদের বাদশাহ বানাল। যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তার হবে এক চতুর্থাংশ, একথা মেনে নিল এবং তার হাতে নেতৃত্ব সমর্পণ করল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিদায়াত ও সত্যের আহবান করলেন, আরবের গোত্রসমূহ একের পর এক তার আনুগত্য করতে লাগল। তখন আদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহবানে এমন এক নেতৃত্ব দেখতে পেল যার কারণে তার নেতৃত্ব শেষ হয়ে যাবে। এমন এক রাজত্ব দেখতে পেল যার কারণে তার রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে। তাই মনের অজান্তে রাসূলের সাথে চরম হিংসা করতে লাগল। রাসূলকে দেখার পূর্বেই তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করতে লাগল।

প্রায় বিশ বৎসর ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করল। অবশেষে আল্লাহ তার হৃদয়কে হিদায়াত ও সত্যের জন্য উন্মোচন করে দিলেন।

***

আদী ইবনে হাতেম তাঈ এর ইসলাম গ্রহণকে কেন্দ্র করে এমন এক ঘটনা ঘটে যা কখনো ভুলে যাওয়ার নয়। আসুন, আমরা তার ভাষায় ঘটনাটি শুনি। তিনি তা সমধিক জানেন। তিনি তা বর্ণনার ক্ষেত্রে অধিক যোগ্য।

আদী বলেন, রাসূলের কথা শুনার পর থেকে আরবের কোন ব্যক্তি আমার চেয়ে বেশী রাসূলকে ঘৃণা করত না। আমি ছিলাম ভদ্র মানুষ। ছিলাম খৃষ্টান। আরবের অন্যান্য রাজা বাদশাহদের ন্যায় আমি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে এক চতুর্থাংশ নিয়ে চলতাম।

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনে তাঁকে ঘৃণা করলাম।

কিন্তু যখন তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল এবং তার শক্তিমত্তা প্রচণ্ড আকার ধারণ করল এবং তার প্রেরিত সৈন্যবাহিনী আরবের পূর্ব পশ্চিমে যাতায়াত করতে লাগল তখন আমি আমার এক রাখাল দাসকে বললাম—'তুমি আমার জন্য পরিচালনায় সহজ হৃষ্টপুষ্ট একটি উট প্রস্তুত করে আমার অদূরে বেধে রাখবে। যদি শোন, মুহাম্মদের বাহিনী বা তার কোন সৈন্যদল আমাদের অঞ্চলে এসেছে তাহলে আমাকে তা জানাবে।

একদিন সকালে দাসটি ছুটে এসে আমাকে বলল, হে মনিব! মুহাম্মদের বাহিনী আমাদের অঞ্চলে এলে আপনি যা করার ইচ্ছে করেছিলেন তা করুন।

আমি বললাম, কেন?

সে বলল, আমি কয়েকটি পতাকা দেখতে পেলাম যা পল্লীর ভিতর উড়ছে। আমি তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলল, এরা মুহাম্মদের বাহিনী।

আমি বললাম, তোমাকে যে উটটি প্রস্তুত করে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলাম তুমি তা প্রস্তুত কর এবং আমার নিকট নিয়ে এস।

তারপর শীঘ্রই উঠে গিয়ে আমার পরিজন ও সন্তানদের প্রিয়ভূমি ত্যাগ করে চলে যাওয়ার আহবান করলাম। আর আমি দ্রুত শাম দেশের দিকে ছুটে চললাম। সেখানে আমার ধর্মীয় খৃষ্টান ভাইদের নিকট যাব। তাদের মাঝে অবস্থান করব।

তাড়াহুড়া করার কারণে আমি আমার পরিজনের সবাইকে একত্রিত ও গণনা করতে ব্যর্থ হলাম। আশংকাজনক স্থানসমূহ অতিক্রম করার পর পরিজনের খোঁজখবর নিলাম। দেখলাম, আমি আমার এক বোনকে নজদে তাঈ গোত্রের অন্যান্যদের সাথে আমাদের অঞ্চলে রেখে এসেছি।

তখন আর তার নিকট ফিরে আসার কোন সুযোগ ছিল না। তাই যারা সাথে ছিল তাদের নিয়ে যাত্রা করলাম এবং শামে গিয়ে পৌছলাম। খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী ভাইদের মাঝে অবস্থান গ্রহণ করলাম। আর আমার বোনের উপর ঐ বিপদ এল আমি যার আশংকা করতাম ও ভয় করতাম।

***

শামে অবস্থানকালে আমি শুনতে পেলাম, মুহাম্মদের বাহিনী আমাদের পল্লীতে আক্রমণ করেছে এবং অন্যান্য বন্দিনীদের সাথে আমার বোনকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। তাদেরকে ইয়াসরিবে নেয়া হয়েছে।

সেখানে মসজিদের দরজার সামনে অন্যান্য বন্দীনীদের সাথে তাকে রাখা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় সে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন। পরিজনের লোকেরা চলে গেছে। সুতরাং আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার পরিজন কে?

সে বলল, আদী ইবনে হাতেম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে পলায়নকারী।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রেখে চলে গেলেন।

পরদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পাশ দিয়ে গেলেন তখন সে গতকালের মত বলল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অনুরূপ উত্তর দিলেন।

তৃতীয় দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পাশ দিয়ে গেলেন সে নিরাশ হওয়ার কারণে কিছুই বলল না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পশ্চাত থেকে একব্যক্তি ইঙ্গিত করে বলল, দাঁড়াও, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বল। তখন সে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন।

পরিজনের লোকেরা চলে গেছে। সুতরাং আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, আমি তা করলাম।

সে বলল, আমি শামে অবস্থিত আমার পরিজনের নিকট যেতে চাই।

তিনি বললেন, তবে যাওয়ার জন্য তুমি তাড়াহুড়া করো না। তোমার গোত্রের বিশ্বস্ত কাউকে যদি পাও যে তোমাকে শামে পৌঁছে দিবে তাহলে আমাকে জানাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে যাওয়ার পর সে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল যে তাকে ইঙ্গিতে কথা বলতে বলেছে। তাকে বলা হল, তিনি হলেন আলী ইবনে আবু তালেব।

তারপর সে সেখানে অবস্থান করতে থাকল। অবশেষে একটি কাফেলা এল যাদের মাঝে তার একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি রয়েছে। তখন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল—

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার গোত্রের একদল লোক এসেছে। তাদের মাঝে বিশ্বস্ত এবং আমাকে পরিজনের নিকট পৌঁছে দিতে সক্ষম এক ব্যক্তি রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে পরার জন্য কাপড় দিলেন এবং তাকে বহন করে নেয়ার জন্য একটি উষ্ট্রী দিলেন। পর্যাপ্ত পরিমাণের পাথেয়ও দিলেন। তখন সে কাফেলার সাথে চলে গেল।

আদী বলেন, তারপর আমরা তার সংবাদ সংগ্রহ করতে লাগলাম। তার আগমনের প্রত্যাশায় রইলাম। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিদ্বেষ থাকার কারণে সে তার প্রতি যে ইহসান করেছে এবং তার সাথে যে আচরণ করেছে আমি তা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি পরিজনের মাঝে বসে আছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম, একজন মহিলা হাওদায় চড়ে আমাদের দিকে আসছে।

আমি বললাম, মনে হয় হাতেমের কন্যা। তারপর বাস্তবেও তাই

হল। সে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে সর্বপ্রথম আমাকে লক্ষ্য করে বলল, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, যালিম। তুমি তো তোমার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে এলে আর তোমার পিতার সন্তানদের রেখে এলে।

আমি বললাম, হে বোন! ভাল ও কল্যাণকর কথা বল। আমি তার সন্তুষ্টি কামনা করতে লাগলাম। অবশেষে সে সন্তুষ্ট হল এবং আমার নিকট তার কাহিনী বর্ণনা করল। দেখলাম, আমরা যা শুনেছি তাতে কোন তফাৎ নেই। সে ছিল বুদ্ধিমতী, দৃঢ় হৃদয়ের অধিকারিণী। তাই আমি তাকে বললাম, ঐ মুহাম্মদের ব্যাপারে তোমার মতামত কী?

সে বলল, আল্লাহর কসম করে বলছি। আমার মনে হয় দ্রুত তার সাথে গিয়ে মিলিত হওয়া চাই। তিনি যদি নবী হন তাহলে অগ্রগামীর জন্য অবশ্যই শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

আর যদি বাদশাহ হন তাহলে তুমি তার নিকট অপদস্ত ও লাঞ্ছিত হবে না। তুমি তোমার অবস্থায়ই থাকবে।

***

আদী বলেন, আমি পাথেয় প্রস্তুত করলাম এবং মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছলাম। আমার নিকট কোন নিরাপত্তা বাণী বা পত্র ছিল না। তবে আমি শুনতে পেয়েছি, তিনি বলেছেন—

'আমি চাই, আল্লাহ আদীর হাতকে আমার হাতে স্থাপিত করুন। আমি তার নিকট গেলাম। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। সালাম দিলাম।

তিনি বললেন, কে?

আমি বললাম, আদী ইবনে হাতেম।

তিনি উঠে আমার নিকট এলেন। আমার হাত ধরলেন। আমাকে নিয়ে তাঁর গৃহে গেলেন।

আল্লাহর কসম করে বলছি, তিনি যখন আমাকে নিয়ে তাঁর গৃহে যাচ্ছেন তখন পথে একজন দুর্বল মহিলা, তার সাথে একজন বাচ্চা রয়েছে, তাকে দাঁড় করান। এক প্রয়োজনে তাঁর সাথে কথা বলতে লাগল। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে তার প্রয়োজন পূরণ করলেন।

আমিও দাঁড়িয়ে রইলাম

আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম! ইনি বাদশাহ নন।

তারপর তিনি আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে চলতে লাগলেন। আমরা তাঁর বাড়ীতে পৌঁছলাম। খেজুরের ছাল ভরা একটি চামড়ার বালিশ নিয়ে আমার দিকে দিয়ে বললেন, এটার উপর বস।

আমি লজ্জা পেলাম। বললাম, আপনি এটায় বসুন।

তিনি বললেন, বরং তুমি বসবে। আমি তাঁর নির্দেশ মেনে নিলাম। তাতে বসলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটিতে বসলেন। কারণ গৃহে বসার জন্য তা ছাড়া আর কিছু ছিল না।

আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম! এতো কোন বাদশাহর চরিত্র নয়।

তারপর তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন, হে আদী! তুমি কি খৃষ্টান ও সাবেয়ী ধর্মের মধ্যবর্তী রুকুসী ধর্মাবলম্বী ছিলে না?

আমি বললাম, হাঁ।

তিনি বললেন, তুমি কি তোমার গোত্রের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক চতুর্থাংশ নিয়ে চলতে না, যা তোমার ধর্ম মতানুসারে বৈধ নয়।

আমি বললাম, হাঁ। আর আমি চিনে ফেললাম যে, তিনি একজন প্রেরিত নবী।

তারপর তিনি বললেন, হে আদী! তুমি হয় তো এ কারণে এ ধর্ম গ্রহণ করছো না যে, তুমি মুসলমানদের দারিদ্র ও অসচ্ছল অবস্থা দেখছো। আল্লাহর কসম করে বলছি, সত্বর তাদের মাঝে এতো সম্পদ উপচে পড়বে যে, নেয়ার লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হে আদী! তুমি হয়তো এ কারণে এ ধর্ম গ্রহণ করছো না যে, তুমি মুসলমানদের সংখ্যায় একেবারে নগণ্য দেখছো আর তাদের শত্রুদের আধিক্য দেখতে পাচ্ছো। আল্লাহর কসম করে বলছি, সত্বর তুমি এমন মহিলার কথা শুনতে পাবে যে, কাদেসিয়া থেকে তার উষ্ট্রীতে আরোহণ করে এই ঘর যেয়ারত করে যাবে। আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না।

হয়তো তুমি এ কারণে এ ধর্ম গ্রহণ করছো না যে, তুমি রাজত্ব আর বাদশাহী অমুসলিমদের মাঝে দেখতে পাচ্ছো। আল্লাহর কসম করে

বলছি, সত্বর তুমি শুনতে পাবে, ব্যাবিলনের শ্বেত প্রাসাদগুলো তারা পদানত করেছে আর কিসরা ইবনে হুরমুজের ধনভাণ্ডার তাদের হস্তগত হয়েছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কিসরা ইবনে হুরমুজের ধনভাণ্ডার?

তিনি বলেন, হাঁ, কিসরা ইবনে হুরমুজের ধনভাণ্ডার।

আদী বলেন, তখন আমি চিরন্তন সত্য কালিমার সাক্ষ্য দিলাম এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম।

***

আদী ইবনে হাতেম তাঈ দীর্ঘ আয়ু পেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, দু'টি বিষয় বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। তৃতীয় বিষয়টি বাকি আছে। আর আল্লাহর কসম করে বলছি, তা অবশ্যই হবে।

আমি দেখেছি, কাদেসিয়া থেকে মহিলা তার উষ্ট্রীতে চড়ে চলে আসে। আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। তারপর এই ঘরে (মসজিদে নববীতে) এসে পৌছে।

আমি ছিলাম ঐ অশ্ববাহিনীর শুরুতে যারা কিসরার ধনসম্পদে আক্রমণ করেছিল এবং তা ছিনিয়ে এনেছিল।

আর আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, অবশ্যই তৃতীয়টি বাস্তবায়িত হবে।

***

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর কথাটি বাস্তবায়িত করার ইচ্ছে করলেন। ফলে তৃতীয় বিষয়টি দুনিয়া বিরাগ আবেদ খলীফা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)এর আমলে বাস্তবায়িত হল। মুসলমানদের উপর ধনসম্পদ এমনিভাবে উপচে পড়ল যে, ঘোষক ঘোষণা করতে লাগল, দরিদ্র মুসলমান কেউ আছে কি যাকাতের সম্পদ নিবে। কিন্তু কাউকে পাওয়া গেল না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন।

আদী ইবনে হাতেম তাঈ এর কসমকে আল্লাহ তা'আলা বাস্তবায়িত করেছেন।

হযরত আবু যর গিফারী (রাযিঃ)

ধূলিমলিন আকাশ আর সবুজ শ্যামল পৃথিবী আবু যরের চেয়ে সত্যবাদী আর কাউকে ধারণ করেনি।

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত আবু যর গিফারী (রাযিঃ)

ওয়াদ্‌দান উপত্যকা। যা বাইরের জগতের সাথে মক্কার মিলন ঘটিয়েছে। সেখানে গিফার গোত্রের লোকেরা বসবাস করত।

শামে যাতায়াতের পথে কুরাইশের তেজারতী কাফেলাগুলো যে অল্প খাবার দিত তা দিয়েই গিফার গোত্র জীবন যাপন করত।

জুনদুব ইবনে জুনাদা। তাঁর উপনাম আবু যর। তিনি এ গোত্রেরই একজন লোক ছিলেন। তবে তিনি হৃদয়ের দুঃসাহসিকতা, বুদ্ধির পরিপক্কতা ও দূরদৃষ্টিতে তাদের মাঝে বৈশিষ্ট্যময় ছিলেন।

তার গোত্রের লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে মূর্তিসমূহের পূজা করত তিনি তার কারণে অত্যন্ত সংকীর্ণমনা হয়ে থাকতেন।

আরবদের এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নির্বুদ্ধিতা ও ধর্মের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকে তিনি অপছন্দ করতেন।

নতুন নবীর আগমনের পথ চেয়ে থাকতেন। যিনি মানুষের জ্ঞান–বুদ্ধি ও হৃদয়কে পরিপূর্ণ করবেন এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসবেন।

***

আবু যর তাঁর পল্লীতে থেকেই মক্কায় আবির্ভূত নতুন নবীর সংবাদ শুনতে পেলেন। তিনি তাঁর ভাই আনীসকে বললেন—

‘তুমি মক্কায় যাও। যে ব্যক্তি নিজেকে নবী দাবী করছে আর এ দাবী করছে যে, আকাশ থেকে তাঁর নিকট ওহী আসে, তুমি তাঁর খবরাখবর নিয়ে এসো। তার কিছু কথা শুন এবং তা মুখস্ত করে এসো।

***

আনীস মক্কায় এল। রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করল। তাঁর কথা শুনল। তারপর পল্লীতে ফিরে গেল। আবু যর সাগ্রহে তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন

এবং নতুন নবীর খবরাখবর জিজ্ঞেস করলেন।

আনীস বলল, আমি দেখলাম, তিনি মানুষকে উত্তম চরিত্রের দিকে আহবান করেন। এমন কথা বলেন, যা কবিতা নয়।

আবু যর বললেন, মানুষ তার ব্যাপারে কি বলে?

আনীস বলল, লোকেরা বলে, তিনি যাদুকর, জ্যোতিষ, কবি।

আবু যর বললেন, তুমি আমার পিয়াসা নিবারণ করতে পারলে না। আমার প্রয়োজন পূরণ করতে পারলে না। আমি তাঁর বিষয়টি দেখে আসা পর্যন্ত তুমি কি আমার পরিবারের দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট হবে?

আনীস বলল, হাঁ, তবে আপনি মক্কার অধিবাসীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।

***

আবু যর কিছু পাথেয় নিলেন। সাথে পানির একটি ছোট মশক নিলেন। তার পরদিনই তিনি রাসূলের সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এবং নিজেই তার সংবাদ সংগ্রহের লক্ষ্যে মক্কার পথে রওনা হলেন।

***

দুরুদুরু অন্তরে আবু যর মক্কায় পৌছলেন। কারণ, যারাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করে তাদের উপর নির্যাতন নিপীড়ন ও মূর্তিসমূহের জন্য কুরাইশদের ক্ষুব্ধতার অনেক সংবাদ তার নিকট পৌছেছে।

তাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করাকে অপছন্দ করলেন। কারণ তিনি তো জানেন না এই জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিটি তাঁর সহায়ক হবে, না শত্রু হবে?

রাত হলে আবু যর বাইতুল্লায় শুয়ে পড়লেন। আলী ইবনে আবু তালেব তাঁর পাশ কেটে গেলেন। তিনি বুঝলেন, লোকটি ভিনদেশী। তাই বললেন—

ভাই! আসুন, আমাদের নিকট রাত্রি যাপন করুন।

আবু যর (রাযিঃ) তাঁর সাথে গেলেন এবং তাঁর নিকট রাত কাটালেন। সকালে তিনি তার মশক ও পাথেয় নিলেন এবং মসজিদে ফিরে এলেন। তাদের কেউ কাউকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না।

দ্বিতীয় দিন আবু যর (রাযিঃ) কাটিয়ে দিলেন। অথচ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনতে পারলেন না। সন্ধ্যায় তিনি বাইতুল্লায় শোয়ার আয়োজন করলেন। হযরত আলী (রাযিঃ) তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন—

'লোকটি কি এখনো তার মনজিল চিনতে পারেনি।

তারপর তিনি আবু যর (রাযিঃ)কে সাথে করে নিয়ে গেলেন এবং দ্বিতীয় রাত তিনি তাঁর নিকটে কাটালেন। অথচ তাদের কেউ কাউকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না।

তৃতীয় রাতে হযরত আলী (রাযিঃ) আবু যর (রাযিঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন, কেন আপনি মক্কায় এলেন, তা কি আমাকে বলবেন?

আবু যর (রাযিঃ) বললেন, যদি তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও যে, আমাকে আমার লক্ষ্যস্থলের সঠিক পথ দেখাবে, তাহলে আমি বলব। তখন আলী (রাযিঃ) তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আবু যর (রাযিঃ) বললেন, আমি দূর দেশ থেকে মক্কায় এসেছি। আমার উদ্দেশ্য নতুন নবীর সাথে সাক্ষাৎ করা এবং তাঁর কিছু কথা শোনা।

তখন আনন্দের আভা হযরত আলী (রাযিঃ)—এর চেহারায় ছড়িয়ে পড়ল। বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, নিশ্চয় তিনি আল্লাহর রাসূল। নিশ্চয়.... নিশ্চয়.... নিশ্চয়....।

সকালে আমি যেখানেই যাই আপনি তার অনুসরণ করবেন। যদি ভয়ের কিছু দেখতে পাই তাহলে আমি দাঁড়িয়ে যাব। যেন আমি পেশাব করছি। তারপর আমি অগ্রসর হলে আপনি আমার অনুসরণ করবেন। এভাবে আপনি আপনার গন্তব্যস্থল পৌঁছতে পারবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার তীব্র আগ্রহে এবং তার নিকট যে ওহী অবতীর্ণ হয় তার কিছু শোনার প্রবল আকর্ষণে সে রাতে আবু যর (রাযিঃ)এর আর ঘুম হল না।

সকালে হযরত আলী (রাযিঃ) তাঁর মেহমানকে নিয়ে রাসূলের বাড়ীতে গেলেন। আবু যর (রাযিঃ) তাঁর পিছু পিছু হেঁটে যাচ্ছেন আর তাঁকে অনুসরণ করছেন। রাসূলের সাক্ষাৎ ছাড়া অন্য কোন দিকে এখন আর তাঁর খেয়াল নেই। মনোযোগ নেই। অবশেষে তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। আবু যর (রাযিঃ) বললেন, আস্‌সালাম আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওয়া আলাইকা সালামুল্লাহি ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আবু যর (রাযিঃ)ই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলামের পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিয়েছেন। তারপর তা ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়েছে।

***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যর (রাযিঃ)কে ইসলামের দিকে আহবান করতে লাগলেন এবং কুরআনের আয়াত পাঠ করে শুনাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরই তিনি কালিমা পাঠ করলেন এবং নতুন ধর্ম গ্রহণ করলেন। তাই তিনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারীদের মাঝে চতুর্থ বা পঞ্চম ব্যক্তি।

এখন আমরা হযরত আবু যর (রাযিঃ)কেই অবকাশ দেই। যেন তিনি তার অবশিষ্ট কাহিনী আমাদের শুনান। তিনি বলেন—

"তারপর আমি মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকলাম। তিনি আমাকে ইসলাম শিক্ষা দিলেন এবং কুরআনের কিছু শিক্ষা দিলেন। তারপর আমাকে বললেন—

'তুমি তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা মক্কায় কাউকে বলো না। আমার ভয় হচ্ছে, তারা তোমাকে হত্যা করবে।'

আমি বললাম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, বাইতুল্লায় গিয়ে কুরাইশের মাঝে সত্যের আহবানের ঘোষণা না করা পর্যন্ত আমি মক্কা ত্যাগ করব না।

তাই আমি মসজিদে গেলাম। কুরাইশরা তখন বসে কথাবার্তা বলছে।

আমি তাদের মাঝে পৌঁছলাম এবং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলাম, হে কুরাইশের লোকেরা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই আর মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

আমার কথা কুরাইশের লোকদের কানে পৌঁছামাত্র তারা ভয় পেয়ে গেল। তারপরই মজলিস থেকে উঠে ছুটে এল। বলল, এই ধর্মত্যাগীকে ধর।

তারা আমাকে ধরে মারতে লাগল যেন আমি মরে যাই। কিন্তু রাসূলের চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব আমাকে ধরলেন। আমাকে রক্ষা করার জন্য আমার উপর ঝুঁকে পড়লেন। তারপর তাদের দিকে ফিরে বললেন, এ কী হল তোমাদের! তোমরা কি গিফার গোত্রের লোকটিকে হত্যা করবে অথচ তোমাদের কাফেলা তাদের পল্লী অতিক্রম করে যায়। তখন তারা আমাকে ছেড়ে দিল।

জ্ঞান ফিরে এলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তিনি আমার অবস্থা দেখে বললেন, 'আমি কি তোমাকে তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করতে নিষেধ করিনি?'

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার হৃদয়ে একটি আশা ও আবেগ ছিল আমি তা আদায় করেছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি তোমার গোত্রের নিকট ফিরে যাও। তুমি যা দেখলে এবং শুনলে তা তাদের নিকট প্রচার কর। তাদের আল্লাহর দিকে আহবান কর। হয়তো আল্লাহ তোমার দ্বারা তাদের উপকৃত করবেন আর তাদের কারণে তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।

যখন তুমি শুনতে পাবে, আমি বিজয় লাভ করেছি তখন আমার নিকট এসো।

হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলেন, আমি আমার গোত্রের লোকদের নিকট ফিরে এলাম। আমার ভাই আনীস আমার সাথে সাক্ষাৎ করল। বলল, আপনি কী করেছেন?

আমি বললাম, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। তা বিশ্বাস করেছি।

আল্লাহ তার হৃদয়কে উন্মোচিত করে দিলেন। বলল, আপনার ধর্ম

গ্রহণের ব্যাপার আমার কোন প্রকার অনাগ্রহ নেই। আমিও ইসলাম গ্রহণ করলাম ও তা বিশ্বাস করলাম।

তারপর আমরা মায়ের নিকট এলাম এবং তাঁকে ইসলামের দিকে আহবান করলাম।

তিনি বললেন, তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে আমার কোন প্রকার অনাগ্রহ নেই। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন।

তারপর থেকে এই মুমিন পরিবার গিফার গোত্রকে আল্লাহর দিকে ডাকতে লাগল। তারা এতে ক্লান্ত হলেন না। বিতৃষ্ণ হলেন না। ফলে গিফার গোত্রের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাদের মাঝে নামায আদায় হতে লাগল।

তাদের একদল বলল, আমরা আমাদের ধর্মের উপর থাকব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এলে আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এলে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ গিফার গোত্রকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, আর আসলাম গোত্রকে আল্লাহ নিরাপদে রেখেছেন।'

***

হযরত আবু যর (রাযিঃ) তাঁর পল্লীতেই রইলেন। ইতিমধ্যে বদর, উহুদ, খন্দকের যুদ্ধ হয়ে গেল। তারপর তিনি মদীনায় এলেন। নিজেকে রাসল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সঁপে দিলেন এবং তাঁর খেদমতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিলেন। ফলে আবু যর (রাযিঃ) তাঁর খেদমতে ও সাহচর্যে ভাগ্যবান হলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে প্রাধান্য দিতেন। তাঁকে সম্মান করতেন। তাঁর সাথে দেখা হলেই মোসাফাহা করতেন। আনন্দ ও খুশির আভা তাঁর চেহারায় ছড়িয়ে পড়ত।

***

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আবু যর (রাযিঃ)এর পক্ষে মদীনায় থাকা সম্ভব হল না। তিনি শামের পল্লীতে চলে গেলেন এবং আবু বকর সিদ্দীক ও উমর ফারুক (রাযিঃ)এর খিলাফতকাল পর্যন্ত সেখানেই রইলেন।

উসমান (রাযিঃ)এর খেলাফতকালে তিনি দামেস্কে এলেন। তিনি দুনিয়ার প্রতি মুসলমানদের ঝুঁকে পড়ার কারণে এবং সুখ স্বাচ্ছন্দে ডুবে যাওয়ার কারণে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তা মেনে না নিতে উদ্বুদ্ধ হলেন। তাই উসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) তাকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন। তিনি মদীনায় চলে এলেন। কিন্তু দুনিয়ার প্রতি মানুষের ঝোঁক দেখে অল্প কয়েকদিনেই তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। লোকেরাও তাঁর কঠোরতার কারণে এবং তাঁর শক্ত কথা ও ব্যবহারের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

তখন উসমান (রাযিঃ) তাকে 'রাবযায়' চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। রাবযা হল মদীনার একটি ছোট্ট পল্লী। তিনি সেখানে চলে গেলেন এবং মানুষ থেকে দূরে রইলেন। মানুষের হাতে দুনিয়ার যেসব সম্পদ রয়েছে তা থেকে বিমুখ হয়ে রইলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাথীদ্বয়ের আদর্শ 'পরকালকে ইহকালের চেয়ে প্রাধান্য দেয়া'–এর উপরই অবিচল রইলেন।

***

একদা এক ব্যক্তি তাঁর গৃহে প্রবেশ করল এবং চারদিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। কিন্তু তাঁর বাড়ীতে কোন আসবাবপত্র পেল না।

বলল,'হে আবু যর! আপনার আসবাবপত্র কোথায়?'

আবু যর (রাযিঃ) বললেন, সেই পরকালে আমাদের একটি বাড়ী আছে, সেখানে আমাদের উত্তম আসবাবপত্রগুলো পাঠিয়ে দেই।

লোকটি তাঁর কথা বুঝে ফেলল। বলল, কিন্তু আপনার তো দুনিয়ায় থাকতে হলে কিছু আসবাবপত্রের প্রয়োজন।

উত্তরে আবু যর (রাযিঃ) বললেন, কিন্তু বাড়ীর মালিক তো আমাদের এখানে রাখবে না।

শামের আমীর তাঁর নিকট তিনশত দীনার পাঠালেন। বললেন, এগুলো দ্বারা আপনি আপনার প্রয়োজন পূরণ করুন। আবু যর (রাযিঃ) তা ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, শামের আমীর কি আল্লাহর এমন কোন বান্দা পেল না, যে তার নিকট আমার চেয়ে বেশী হীন, তুচ্ছ?

***

হিজরী বত্রিশ সালে মৃত্যুর হাত ঐ আবেদ ও যাহেদ বান্দাকে পৃথিবীর বুক থেকে তুলে নিল যাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

'ধুলিমলিন আকাশ আর সবুজ শ্যামল পৃথিবী আবু যরের চেয়ে সত্যবাদী আর কাউকে ধারণ করেনি।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)

একজন অন্ধ ব্যক্তি যাঁর শানে সতেরটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যা তিলাওয়াত করা হয়েছে এবং রাত–দিনের আবর্তে তা তিলাওয়াত করা হবে।

—মুফাস্‌সিরগণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)

কে এই ব্যক্তি যাঁকে কেন্দ্র করে সপ্ত আকাশের উপর থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কঠিন ও বেদনাদায়কভাবে তিরস্কার করা হয়েছে?

কে এই ব্যক্তি যাঁর শানে জিবরাঈল আমীন রাসূলের হৃদয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নিয়ে এলেন।

নিশ্চয় তিনি হলেন রাসূলের মুয়ায্যিন আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)।

***

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) হলেন কুরাইশ বংশোদ্ভূত মক্কার অধিবাসী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনি উম্মুল মুমিনীন খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদের মামার ছেলে (মামাতো ভাই) ছিলেন।

তাঁর পিতা ছিলেন কাইস ইবনে যায়েদ আর মাতা ছিলেন আতেকা বিনতে আবদুল্লাহ। তাঁকে উম্মে মাকতূম বলে ডাকা হত। কারণ তিনি তাকে মাকতূম অর্থাৎ অন্ধ জন্ম দিয়েছেন।

***

আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) মক্কায় নূরের উদয় দেখতে পেলেন। তাই আল্লাহ তাঁর হৃদয়কে ঈমানের জন্য উন্মোচিত করে দিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) আত্মত্যাগ, দৃঢ়তা, অবিচলতা ও জীবনোৎসর্গের মহান গুণাবলীর কারণে মক্কায় পরীক্ষার ক্ষেত্র হয়ে জীবন কাটালেন। অন্যান্য সাহাবীদের মত তিনিও কুরাইশদের

নির্যাতন সহ্য করলেন। তাদের ধরপাকড়, নিষ্ঠুরতা আর নিপীড়ন বরদাস্ত করলেন। তারপরও তিনি নমনীয় হলেন না। তাঁর বীরত্বে ত্রুটি দেখা গেল না। তার ঈমান দুর্বল হল না।

বরং আল্লাহর দ্বীনকে আঁকড়ে ধরতে, আল্লাহর কিতাবের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে, আল্লাহর বিধানকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঝুঁকে পড়তে দৃঢ় মনোবল সৃষ্টি করল।

***

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর ঝোঁক এবং কুরআন মুখস্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহ ও স্পৃহা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছল যে সুযোগ পেলেই তিনি তা লুফে নিতেন। সময় পেলেই ছুটে যেতেন।

বরং তাঁর এই প্রচণ্ড আগ্রহ তাঁকে মাঝে মাঝে উৎসাহিত করত। ফলে রাসূলের দেয়া তাঁর জন্য নির্ধারিত সময়ের অংশটুকু গ্রহণ করার পর অন্যের সময়ও নিয়ে নিতে।

এ সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরই বেশী পিছু নিয়েছিলেন। তাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তাই একদিন তিনি উৎবা ইবনে রবীয়া, তার ভাই শাইবা ইবনে রবীয়া, আমর ইবনে হিসাম ওরফে আবু জাহ্ল, উমাইয়া ইবনে খালফ, খালিদ (রাযিঃ)এর পিতা ওলীদ ইবনে মুগীরার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তাদের সাথে আলোচনা ও কথাবার্তা শুরু করলেন এবং তাদের সামনে ইসলামকে উপস্থাপন করতে লাগলেন। তাঁর একান্ত আশা, তারা তাঁর আহবানে সাড়া দিবে অথবা সাহাবীদের নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে বিরত থাকবে।

***

ঠিক এমনি অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) তাঁর

নিকট এলেন। তার নিকট কুরআনের একটি আয়াত শিখবেন। বললেন—

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে যা শিখিয়েছেন তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মুখ মলিন করে ফেললেন এবং কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দিকে তাকালেন। তাদের ব্যাপারেই মনোযোগী হলেন। তাঁর আশা, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। ফলে তাদের কারণে আল্লাহর ধর্মের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। রাসূলের দাওয়াতের সহায়তা হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে কথা শেষ করে, আলাপ আলোচনা থেকে অবসর হয়ে যেই মাত্র তাঁর পরিজনের নিকট যাওয়ার ইচ্ছে করলেন, ঠিক তখন আল্লাহ তা'আলা তা কিছু দৃষ্টিশক্তি তুলে নিলেন। তিনি অনুভব করলেন, যেন কেউ তার মাথায় আলতোভাবে আঘাত করছে। তারপর অবতীর্ণ হল—

عَبَسَ وَتَوَلّٰي × اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى × وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى × اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰي × اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى × فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى × وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى × وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى × وَهُوَ يَخْشٰى × فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى × كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ × فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهٗ × فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ × مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ × بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ × كِرَامٍ بَرَرَةٍ ×

[অর্থ ঃ তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ তাঁর নিকট এক অন্ধ আগমন করেছে। আপনি কি জানেন, হয়তো সে পরিশুদ্ধ হবে অথবা উপদেশ গ্রহণ করবে আর উপদেশে তার উপকার করবে। উপরন্তু যে বেপরোয়া, আপনি তার চিন্তায় মশগুল। সে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই। আর যে আপনার কাছে ছুটে এল আর সে ভয় করে, আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন। কখনো এরূপ করবেন না। নিশ্চয় এটা উপদেশ বাণী। অতএব যে ইচ্ছে করবে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। এটা লিপিবদ্ধ রয়েছে সম্মানিত উঁচু পবিত্র পত্রসমূহে। লিপিকারের হস্তে। যারা মহৎ ও পূতপবিত্র। (সূরা আবাসা, ১-১৬)]

জিবরাঈল আমীন আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযিঃ)এর শানে এ ষোলটি আয়াত নিয়ে রাসূলের নিকট এলেন। অবতীর্ণ হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত তা তিলাওয়াত হচ্ছে এবং পৃথিবী ও তার সমুদয় কিছু আল্লাহর নিকট ফিরে যাওয়া পর্যন্ত তা তিলাওয়াত হতে থাকবে।

***

সেদিন থেকে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সম্মান করতেন। তাঁকে কাছে এনে বসাতেন। তাঁর খবরাখবর নিতেন। তাঁর প্রয়োজন পূরণ করতেন।

এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ তাকে কেন্দ্র করেই তো সপ্ত আকাশের উপর থেকে রাসূলকে কঠিন ভাবে তিরস্কার করা হয়েছে।

কুরাইশরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গী মুমিনদের নির্যাতন শুরু করলেন এবং তাদের নির্যাতনের মাত্রা তীব্র আকার ধারণ করল, তখন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের হিজরতের অনুমতি প্রদান করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) তখন স্বদেশ ত্যাগ করা ও দ্বীন নিয়ে সরে পড়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অগ্রগামী ছিলেন।

তিনি ও মুসআব ইবনে উমাইর (রাযিঃ) মদীনায় আগমনকারী সাহাবীদের মাঝে অগ্রগণ্য ছিলেন।

মদীনায় পৌঁছেই আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) ও তার সাথী মুসআব ইবনে উমাইর (রাযিঃ) মানুষের নিকট গমনাগমন করতে লাগলেন। তাদের কুরআন পড়াতে লাগলেন। আল্লাহর দ্বীনের তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষা দিতে লাগলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) ও বিলাল ইবনে রাবাহ (রাযিঃ)কে মুয়াযযিন বানালেন। তাঁরা প্রত্যহ পাঁচবার উচ্চস্বরে তাওহীদের কালিমা ঘোষণা করেন। মানুষকে আমলের দিকে আহবান করেন। কল্যাণের কাজে উৎসাহিত করেন।

তাই বিলাল (রাযিঃ) আযান দিতেন আর আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) ইকামত দিতেন। কখনো কখনো আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) আযান দিতেন আর বিলাল (রাযিঃ) ইকামত দিতেন।

বিলাল (রাযিঃ) রাত থাকতেই আযান দিতেন। মানুষকে জাগিয়ে তুলতেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) সুবহে সাদেকের অপেক্ষা করতেন। ফলে তিনি ভুল করতেন না।

নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)কে এতো সম্মান করতেন যে, দশের অধিক বার তিনি অনুপস্থিত কালে মদীনায় তাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছেন। মক্কা বিজয়ের সময় মদীনা ত্যাগ করার দিনও তিনি তাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছেন।

বদরের যুদ্ধের পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর উপর কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ করলেন। তিনি তা দ্বারা মুজাহিদদের মর্যাদাকে সমুন্নত করলেন। পশ্চাতে অবস্থানকারীদের উপর তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করলেন। যেন মুজাহিদরা জিহাদের ব্যাপারে তৎপর হন আর পশ্চাতে অবস্থানকারীরা অনুতপ্ত হন। তখন এ বিষয়টি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)এর মাঝে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল এবং এ শ্রেষ্ঠত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়া তার নিকট অসহনীয় হয়ে উঠল। তাই তিনি বললেন—

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি জিহাদ করতে পারতাম, তাহলে জিহাদ করতাম। তারপর বিনয় বিগলিত কণ্ঠে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন, যেন আল্লাহ তাঁর ব্যাপারে এবং যাদেরকে তাদের অক্ষমতা জিহাদে যেতে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে তাদের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল করেন এবং তিনি এ ব্যাপারে কেঁদে কেঁদে দু'আ করতে লাগলেন।

اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْ عُذْرِىْ....... اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْ عُذْرِىْ.

হে আল্লাহ, আমার অক্ষমতার ব্যাপারে আপনি আয়াত অবতীর্ণ করুন। আমার অক্ষমতার ব্যাপারে আপনি আয়াত অবতীর্ণ করুন।

তখন সত্বর আল্লাহ তা'আলা তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন এবং তাঁর দু'আ কবুল করলেন।

***

ওহী লিখক বিশিষ্ট সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ) বর্ণনা করেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে ছিলাম। তখন ঊর্ধ্বলোকের এক বিশেষ প্রশান্ত অবস্থা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তাঁর উরু আমার উরুর উপর পড়ল। আমি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উরুর চেয়ে বেশী ভারী কোন উরু পেলাম না। তারপর সে অবস্থা দূরীভূত হয়ে গেলে তিনি বললেন, হে যায়েদ ! লিখ, আমি লিখলাম—

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ، فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

[অর্থ ঃ মুমিনদের মধ্যে থেকে যাঁরা পশ্চাতে অবস্থান করেছে আর যাঁরা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারা বরাবর নয়।]

তখন আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! যে ব্যক্তি জিহাদ করতে পারে না তার কী অবস্থা হবে? তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই ঊর্ধ্বলোকের সেই বিশেষ প্রশান্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আচ্ছাদিত করে ফেলল। আর তার উরু আমার উরুর উপর পড়ল। আমি তখন প্রথম বারের মতই ভীষণ ভার অনুভব করলাম। তারপর সে অবস্থা দূরীভূত হয়ে গেল। রাসূল বললেন, হে যায়েদ ! তুমি যা লিখেছো তা পাঠ কর।

তখন আমি পাঠ করলাম—

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

[অর্থ ঃ মুমিনদের মধ্যে যাঁরা পশ্চাতে অবস্থান করে তারা বরাবর নয়।]

রাসূল বললেন, লিখ—

غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ

[অর্থ ঃ অক্ষম ব্যক্তিদের ছাড়া।]

আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) পূর্ববর্তী বিধান থেকে বাঁচার যে তামান্না করেছিলেন সে মর্মেই আয়াতের অংশটুকু অবতীর্ণ হল।

আল্লাহ তা'আলা আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)ও তার মত জিহাদে অক্ষম ব্যক্তিদের ব্যাপারে ক্ষমার ঘোষণা করলেন। তবুও আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) জিহাদ থেকে পশ্চাতে থাকাকে অপছন্দ করলেন এবং আল্লাহর পথে জিহাদে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন।

তা এ কারণে যে মহান হৃদয়ের ব্যক্তিরা মহান কাজ না করে তৃপ্ত হতে পারেন না।

সেদিন থেকে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, কোন জিহাদ থেকে তিনি পিছনে থাকবেন না। আর রণাঙ্গনে তিনি তাঁর কর্তব্যকেও নির্ধারিত করে নিলেন। তাই বলতেন, আমাকে দুই সারির মাঝে দাঁড় করিয়ে দাও এবং পতাকাটি আমাকে দিয়ে দাও। আমি তা বহন করব এবং হিফাজত করব। আর আমি তো অন্ধ পলায়ন করতে পারি না।

***

চতুর্দশ হিজরীতে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) ইচ্ছে করলেন, পারসিকদের সাথে এক চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন, যা তাদের সাম্রাজ্যকে কাঁপিয়ে দিবে। তাদের রাজত্বে ভিত স্থানচ্যুত করবে এবং মুসলিম বাহিনীর সম্মুখ পথ খুলে দিবে। তাই তিনি গভর্নরদের লিখে পাঠালেন—

'যার অস্ত্র, ঘোড়া, বীরত্ব বা বুদ্ধিমত্তা আছে তাকেই আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। দ্রুত কর। তাড়াতাড়ি কর।'

মুসলমানগণ দলে দলে হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ)এর আহবানে সাড়া দিল এবং সকল দিক থেকে মদীনায় উপচে পড়ল। এসব আত্মনিবেদিত প্রাণ মুজাহিদদের মাঝে ছিলেন অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)।

হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ)কে এ বিশাল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। তাকে অন্তিম উপদেশ

দিলেন ও বিদায় জানালেন।

এ বাহিনী কাদেসিয়ায় পৌঁছলে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) বর্ম পরিধান করে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে এলেন এবং মুসলমানদের পতাকা বহন করা এবং আমরণ তার হিফাজতের প্রতিজ্ঞা করে নিজেকে পেশ করলেন।

***

উভয় বাহিনী বিমর্ষ মলিন নিষ্ঠুর তিন দিন যুদ্ধ করল এবং এমন ভয়াবহ যুদ্ধ করল যে, বিজয়ের ইতিহাসে তার কোন উপমা খুঁজে পাওয়া যায় না। তৃতীয় দিনে মুসলমানদের বিরাট বিজয় প্রতিভাত হল। ফলে পৃথিবীর বিশাল সাম্রাজ্যের একটি পতনোন্মুখ হল।

প্রাচীনতম একটি সিংহাসনের পতন ঘটল।

মূর্তিপূজারীর দেশে তাওহীদের পতাকা উড্ডিন হল।

শত শত শহীদদের মূল্যের বিনিময়ে এ বিজয় অর্জিত হল। এ শহীদদের মাঝে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযিঃ)।

মুসলমানদের পতাকাকে আঁকড়ে ধরে রক্তাপ্লুত হয়ে তিনি রণাঙ্গনে পড়ে রইলেন।

হযরত মাজ্যাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ)

মাজ্যাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ) একজন সশস্ত্র বীরযোদ্ধা যিনি মল্লযুদ্ধে একশত মুশরিককে হত্যা করেছেন। সুতরাং রণসমুদ্রে তিনি যাদের হত্যা করেছেন তাদের সংখ্যার ব্যাপারে তোমার কী ধারণা হতে পারে ! !

—ঐতিহাসিকগণ

হযরত মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ)

ঐ তো আল্লাহর সৈনিক বীর মুজাহিদরা আল্লাহর দেয়া সাহায্যে আনন্দিত উৎফুল্ল হয়ে কাদেসিয়ার রণাঙ্গনের ধূলিবালি শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলছেন।

শহীদ ভাইদের জন্য যে পুরস্কার লিখিত হয়েছে তাতে তারা ঈর্ষান্বিত।

কাদেসিয়ার ন্যায় ভয়াবহ ও গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গনের তারা প্রত্যাশী।

কিসরার সিংহাসনকে উৎপাটন করার জন্য ক্রমাগত জিহাদ চালিয়ে যাবার লক্ষ্যে খলীফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ)এর নির্দেশাগমনের অপেক্ষায় অপেক্ষমান।

***

মুজাহিদদের আগ্রহ আর উদ্দীপনার কাল বেশী দীর্ঘ হল না।

ঐ তো হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ)এর দূত মদীনা থেকে কুফায় আগমন করছে। সাথে রয়েছে কুফার গভর্নর আবু মূসা আশ'আরী (রাযিঃ)কে দেয়া নির্দেশ। যেন তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যান এবং বসরা থেকে আগত মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হন। তারপর এক সাথে আহওয়াজে যান। হরমুজানকে ধাওয়া করে শেষ করতে হবে। পারস্যের মুক্তা আর কিসরার মুকুটের মতি তুসতার শহরকে মুক্ত করতে হবে।

খলীফাতুল মুসলিমীন আবু মূসা আশ'আরী (রাযিঃ)কে যে নির্দেশনামা পাঠিয়েছেন তাতে রয়েছে, 'তিনি যেন বনু বকর গোত্রের সর্দার, তাদের অবিসংবাদিত নেতা বীর অশ্বারোহী যোদ্ধা মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ)কে তাঁর সাথে নিয়ে নেন।

***

আবু মূসা আশ'আরী (রাযিঃ) খলীফাতুল মুসলিমীনের নির্দেশের কথা

প্রচার করলেন। তাঁর বাহিনীকে প্রস্তুত করলেন। বাম পাশের বাহিনীর নেতৃত্ব দিলেন মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ)কে। তারপর তিনি বসরা থেকে আগত মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হলেন এবং একই সাথে আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

তারা একের পর এক শহর জয় করতে লাগলেন এবং সেনাবাহিনীর দূর্গগুলো পবিত্র করতে লাগলেন। আর হরমুজান এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পালিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে তুসতার শহরে গিয়ে পৌঁছল এবং তার দূর্গম দূর্গে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করল।

***

হরমুজান যে তুসতার শহরে আশ্রয় নিয়েছে, তা ছিল পারস্যের সবচেয়ে মনোরম শহর। নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ছিল বিস্ময়কর, অত্যন্ত মজবুত ও অলংঘনীয়।

তাছাড়া তা অত্যন্ত প্রাচীন শহর। ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার উপমা বিদ্যমান। ঘোড়ার ন্যায় সুউচ্চ ভূমিতে তা প্রতিষ্ঠিত। দুজাইল নামক এক বিরাট নদী তার পিয়াসা নিবারণ করে।

তার উপর রয়েছে বিরাট ফোয়ারা। বাদশাহ শাবূর তা নির্মাণ করেছে। ভূগর্ভস্থিত সুড়ঙ্গ পথ দ্বারা তাতে নদীর পানি তোলা হয়।

তুসতার শহরের ফোয়ারা ও তার সুড়ঙ্গ পথ এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। কঠিন মজবুত পাথর আর লোহার স্তম্ভের মাধ্যমে তা তৈরী করা হয়েছে আর সীসা দ্বারা তার সুড়ঙ্গ পথগুলোকে ঢালাই করা হয়েছে।

তুসতার নগরী চারপাশ ঘিরে আছে সুউচ্চ মজবুত নগর প্রাচীর যেমন বাহুকে কংকন ঘিরে রাখে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, তা হল সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ নগর প্রাচীর যা পৃথিবীতে তৈরী করা হয়েছে।

তারপর হরমুজান নগর প্রাচীরের চারপাশে বিরাট পরিখা খনন করল, যা অতিক্রম করা অসম্ভব এবং তার পশ্চাতে পারসিকদের দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের সমাবেশ করল।

মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী তুসতার নগরীর পরিখার পাশে সৈন্য সমাবেশ ঘটাল। আঠার মাস কেটে গেল কিন্তু পরিখা অতিক্রম করতে পারল না।

সে দীর্ঘ সময়ে পারসিকদের বাহিনীর সাথে আশিবার যুদ্ধ হল।

সবগুলো যুদ্ধ অশ্বারোহীদের মল্লযুদ্ধের মাধ্যমে শুরু হত। তারপর অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভয়ংকর যুদ্ধের রূপ ধারণ করত।

এ মল্লযুদ্ধগুলোতে মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ) এমন নৈপুণ্য ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, যা শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবাইকে বিস্মিত ও হতবুদ্ধি করেছে। মল্লযুদ্ধে তিনি শত্রুপক্ষের একশত সশস্ত্র অশ্বারোহী যোদ্ধাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে তার নামই পারসিকদের সারিতে ত্রাস সৃষ্টি করত। আর মুসলমানদের অন্তরে ইজ্জত ও আত্মমর্যাদা সৃষ্টি করত।

ইতিপূর্বে যারা তাঁকে চিনত না তারা বুঝতে পারল, কেন আমীরুল মু'মিন হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) এই বীর যোদ্ধাকে মুজাহিদ বাহিনীর মাঝে নিতে আগ্রহী হয়েছিলেন।

***

সেই আশিটি যুদ্ধের সর্বশেষ যুদ্ধে মুসলমানগণ শত্রু বাহিনীর উপর এমন বীরত্বপূর্ণ দুর্বার আক্রমণ করল যে, পারিসকরা পরিখার উপরে স্থাপিত সেতুগুলো ফেলে রেখে শহরে আশ্রয় নিল এবং দুর্লঙ্ঘ দূর্গের দরজাগুলো বন্ধ করে দিল।

***

এ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মুসলমানগণ খারাপ অবস্থাকে পশ্চাতে ফেলে আরো ভীষণ খারাপ অবস্থার মুখোমুখি হল। পারসিকরা উঁচু উঁচু বুরূজ থেকে অব্যর্থ তীর নিক্ষেপ করতে লাগল।

নগর প্রাচীরের উপর থেকে লোহার শিকল ফেলতে লাগল যেগুলোর নিচের দিকে আগুনে দগদগে জ্বলা আংটা স্থাপিত।

মুসলিম বাহিনীর কেউ প্রাচীরে উঠতে চাইলে বা তার নিকটবর্তী হলে সেই আংটা তার গায়ে বিধাতো এবং টেনে তুলে নিয়ে যেত। ফলে তার শরীর পুড়ে যেত। গোশত খসে খসে পড়ত এবং মৃত্যুবরণ করত।

***

বিপদের ঘনঘটা তীব্র আকার ধারণ করল। মুসলিম মুজাহিদগণ বিনয় বিগলিত হৃদয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করতে লাগলেন। যেন আল্লাহ তাআলা তাদের বিপদ দূর করে দেন। শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করেন।

***

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাযিঃ) যখন তুসতারের বিশাল নগর প্রাচীর নিয়ে চিন্তায় মগ্ন, তাকে পদানত করতে আশাহীনতায় নিমগ্ন, তখন তাঁর সামনে এসে একটি তীর পড়ল যা নগরপ্রাচীরের উপর থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তিনি দেখলেন, তাতে একটি চিঠি বাধা। তাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে—

'হে মুসলমান সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে বিশ্বাস করি। তাই আমি তোমাদের নিকট আমার, আমার ধনসম্পদের, পরিবার পরিজন ও অনুসারীদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। আমার প্রার্থনা কবুল করলে আমি তোমাদেরকে এমন একটি সুড়ঙ্গ পথ দেখিয়ে দিব, যা দ্বারা তোমরা শহরে প্রবেশ করতে পারবে।'

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাযিঃ) তখন তীর নিক্ষেপকারীর জন্য নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পত্র লিখলেন এবং তীরের মাধ্যমে তা নিক্ষেপ করলেন।

প্রতিশ্রুতি পূরণে মুসলমানগণ প্রসিদ্ধি লাভের কারণে লোকটি তাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পত্রে নিশ্চিন্ত হল এবং রাতের অন্ধকার চিরে সন্তর্পণে তাদের নিকট এল তারপর হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাযিঃ)এর নিকট তার প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে বলল—

'আমরা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। হরমুজান আমার সবচেয়ে বড় ভাইকে

হত্যা করেছে। তাঁর ধনসম্পদ ও পরিবার পরিজনের উপর সীমা লংঘন করেছে। আর আমার ব্যাপারে তার হৃদয়ে রয়েছে অশুভ চিন্তা। তাই আমি আমার ও আমার সন্তানদের নিরাপত্তা চেয়েছি।

আমি তার যুলুমের উপর আপনাদের নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়েছি। তার বিশ্বাসঘাতকতার উপর আপনাদের প্রতিশ্রুতি পূরণকে প্রাধান্য দিয়েছি। আর এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আমি আপনাদের এমন এক গোপন সুড়ঙ্গ পথ দেখিয়ে দিব যা দ্বারা আপনারা তুসতার শহরে প্রবেশ করবেন।

তাই আমাকে একজন দুঃসাহসী বুদ্ধিমান ব্যক্তি দিন আর তাকে অবশ্যই সাঁতারে পারদর্শী হতে হবে। আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিব।

***

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ)কে ডেকে পাঠালেন। গোপনে বিষয়টি তাঁকে জানিয়ে বললেন, তোমার গোত্রের এমন একজন লোক দিয়ে আমাকে সাহায্য কর যার বুদ্ধি আছে, দৃঢ়তা আছে, আর সে সাঁতারে সক্ষম।

তখন মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ) বললেন, হে আমীর! সেই ব্যক্তিটি আমাকেই নির্বাচিত করুন।

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাযিঃ) বললেন, যদি তুমি সে ব্যক্তি হতে চাও তাহলে আমরা নিশ্চিন্ত।

তারপর হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাযিঃ) তাঁকে পথটি ভালভাবে চিনে নিতে, ফটকের স্থানটি জেনে নিতে, হরমুজানের অবস্থান ক্ষেত্রটি জেনে তার ব্যক্তিত্বকে চিহ্নিত করতে উপদেশ দিলেন। এছাড়া অন্য কিছু না করারও উপদেশ দিলেন।

***

রাতের অন্ধকারে মাজযাআ ইবনে সাউর (রাযিঃ) তার পারসিক পথপ্রদর্শক ব্যক্তিটির সাথে যাত্রা শুরু করলেন। পথপ্রদর্শকটি তাকে ভূগর্ভস্থিত একটি সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করিয়ে দিল যা নদী থেকে শহরে

গিয়ে মিশেছে।

সুড়ঙ্গ পথটি কখনো বেশ প্রশস্ত হত। ফলে তাতে ডুব দেয়া সম্ভব হত আবার কখনো বেশ সংকীর্ণ হত। ফলে সোজা সাঁতরে যেতে হত।

কখনো আঁকাবাঁকা হত আবার কখনো সরল সোজা হত।

এভাবে চলতে চলতে সুড়ঙ্গ পথটি অবশেষে তাঁকে শহরে নিয়ে গেল। পারসিক লোকটি তাঁকে তার ভাইয়ের হত্যাকারী হরমুজানকে দেখাল এবং যে স্থানে সে নিরাপদে থাকে তাও দেখাল।

মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ) হরমুযানকে দেখে তার কণ্ঠে তীর মেরে ফেলে দিতে চাইল। কিন্তু সাথে সাথে তার হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাযিঃ)এর উপদেশের কথা মনে হল যে, অনাকাংখিত কিছু ঘটাবে না। তাই তিনি তাঁর মনের ইচ্ছেকে মনের মাঝেই রহিত করলেন এবং সূর্য উদয়ের আগেই আগমনের পথ দিয়ে প্রত্যাগমন করলেন।

***

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাযিঃ) বীর হৃদয় তিন শত মুজাহিদ প্রস্তুত করলেন। যাঁরা ধৈর্য ও সহনশীলতায় প্রচণ্ড, সাঁতারে পারদর্শী। মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ)কে তাদের সেনাপতি বানিয়ে দিলেন। তাদের বিদায় জানালেন ও উপদেশ দিলেন। আর 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিকে শহরে আক্রমণের জন্য মুজাহিদ বাহিনীকে আহবানের সাংকেতিক আওয়াজ নির্ধারণ করলেন।

মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ) তার অধীনস্ত মুজাহিদদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন যথাসম্ভব হালকা কাপড় পরিধান করে। যেন পানি তাদের ভারাক্রান্ত করতে না পারে।

তাদের সতর্ক করে দিলেন, তারা যেন তাদের সাথে তলোয়ার ছাড়া অন্য কিছু না নেয়। আর তলোয়ারকে কাপড়ের নিচে শরীরের সাথে বেধে নেয়।

তারপর তাদের নিয়ে রাতের প্রথম প্রহরের শেষে রওনা দিলেন।

***

মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ) ও তার বীর বাহিনী প্রায় দুই ঘন্টা ভয়াবহ দুর্গম এই সুড়ঙ্গ পথের সাথে মুকাবেলা করে চলতে লাগল। কখনো তাঁরা বিজয়ী হলেন। কখনো তারা বিজিত হলেন।

অবশেষে শহরে পৌছার মুখে গিয়ে মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ) দেখলেন সুড়ঙ্গ পথে দু' শত বিশজন বীরযোদ্ধা হারিয়ে গেছে। মাত্র আশিজন বাকী আছে।

***

শহরের মাটিতে পৌছেই মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ) ও তাঁর সাথীগণ তরবারী উন্মোচিত করলেন এবং দূর্গ প্রহরীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তরবারীগুলো তাদের বুকে প্রবিষ্ট করে দিলেন।

তারপর ফটকের দিকে ছুটে গেলেন। তাকবীর দিতে দিতে তা খুলে দিলেন।

ভিতরের মুজাহিদদের তাকবীর ধ্বনি বাইরের মুজাহিদদের তাকবীর ধ্বনির সাথে মিলিত হল। প্রত্যুষেই মুজাহিদগণ দলে দলে শহরে উপচে পড়লেন।

মুজাহিদদের মাঝে ও আল্লাহর শত্রুদের মাঝে অত্যন্ত ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের চাকা ঘুরতে লাগল। ইতিহাস এ ধরনের ভয়াবহ, ভীতিপ্রদ ও নিহতে প্রাচুর্যময় যুদ্ধ কমই দেখেছে।

***

যুদ্ধ যখন পূর্ণমাত্রায় চলছে ঠিক তখন মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ) হরমুজানকে রণক্ষেত্রে দেখতে পেলেন। তিনি তার দিকে ছুটে গেলেন। তরবারী দ্বারা আক্রমণ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু যোদ্ধাদের তরঙ্গে তিনি হারিয়ে গেলেন। দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন। তারপর আবার তাকে দেখতে পেয়ে তার দিকে ছুটে গেলেন এবং আক্রমণ করলেন।

মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ) ও হরমুজান একে অপরের উপর

ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রত্যেকেই তরবারীর চূড়ান্ত আঘাত করল। মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ)এর তরবারী ফিরে এল। আর হরমুজানের তরবারী আঘাতে সক্ষম হল। ফলে সশস্ত্র বীরযোদ্ধা রণাঙ্গনে লুটিয়ে পড়লেন। তবে তাঁর হাতে আল্লাহ তা'আলা যে বিজয় দান করেছেন তাতে তাঁর চক্ষু শীতল, পরিতৃপ্ত।

মুজাহিদ বাহিনী ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের বিজয় দান করলেন এবং হরমুজান মুজাহিদদের হাতে বন্দী হল।

***

খলীফা হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ)এর নিকট বিজয়ের সুসংবাদ দেয়ার জন্য সুসংবাদবাহী প্রতিনিধিদল ছুটে চলল।

তারা তাদের সামনে টেনে নিয়ে চলছে হরমুজানকে। তার মাথায় মণিমুক্তা খচিত মুকুট। তার কাঁধে স্বর্ণের সুতায় সজ্জিত জোড়া পোশাক। যেন খলীফা তাকে দেখেন।

তার সাথে প্রতিনিধিদল খলীফার নিকট বয়ে আনছে বীর অশ্বারোহী যোদ্ধা মাজযাআহ্ ইবনে সাউর (রাযিঃ)এর শাহাদাতের শোকবার্তা।

সমাপ্ত

যে সকল সাহাবায়ে কেরামের বিরল বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী নিয়ে এই কিতাব

- হযরত সাঈদ ইবনে আমের জুমাহী [রাযি.]
- হযরত তুফাইল ইবনে আমর দাউসী [রাযি.]
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী [রাযি.]
- হযরত উমাইর ইবনে ওহাব [রাযি.]
- হযরত বারা ইবনে মালেক আনসারী [রাযি.]
- হযরত উম্মে সালামা [রাযি.]
- হযরত সুমামা ইবনে উসাল [রাযি.]
- হযরত আবু আইয়ুব আনসারী [রাযি.]
- হযরত আমর ইবনে জমূহ [রাযি.]
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাস [রাযি.]
- হযরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ [রাযি.]
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রাযি.]
- হযরত সালমান ফারসী [রাযি.]
- হযরত ইকরামা ইবনে আবু জাহেল [রাযি.]
- হযরত যায়দুল খাইর [রাযি.]
- হযরত আদী ইবনে হাতেম তাঈ [রাযি.]
- হযরত আবুযর গিফারী [রাযি.]
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম [রাযি.]
- হযরত মাজযাআ ইবনে সাউর [রাযি.]

মাকতাবাতুল আশরাফ

[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার, (দোকান নং-৫) | পাঠকবন্ধু মার্কেট, (আন্ডার গ্রাউণ্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ | ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১-১৪১৭৬৪, ০১৭২-৮৯৫৭৮৫

صُوَرٌ مِنْ حَيَاةِ الصَّحَابَةِ

সাহাবা জীবনের বিরল বিচিত্র
বিস্ময়কর ঘটনাবলী

আলোর কাফেলা

দ্বিতীয় খণ্ড

ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা [রহ.]

সাহাবা জীবনের বিরল বিচিত্র
বিস্ময়কর ঘটনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল
ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ.
[বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ]

অনুবাদ
মাওলানা নাসীম আরাফাত
শিক্ষক, জামিয়া শারইয়্যাহ, মালিবাগ, ঢাকা

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোর কাফেলা দ্বিতীয় খণ্ড

মূল ঃ ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ.
অনুবাদ ঃ মাওলানা নাসীম আরাফাত

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

প্রকাশকাল
জুলাই ২০০৮ ঈসায়ী
রজব ১৪২৯ হিজরী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ **মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স**
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-70250-0005-6

মূল্য : একশত ত্রিশ টাকা মাত্র।

ALOR KAFELA -2 Part
By Dr. Abdur Rahman Rafat Pasha [Rh.]
Translated by Maulana Naseem Arafat
Price : TK. 130.00 US $ 9.00 only

‘আব্বা’

জান্নাতুল ফিরদাউস কামনা করি যাঁর

বিগলিত নয়নে।

অধম, নাসীম আরাফাত

যে সকল সাহাবায়ে কেরামের বিরল বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী নিয়ে আলোর কাফেলা- এর প্রথম খণ্ড

* হযরত সাঈদ ইবনে আমের জুমাহী [রাযি.]
* হযরত তুফাইল ইবনে আমর দাউসী [রাযি.]
* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী [রাযি.]
* হযরত উমাইর ইবনে ওহাব [রাযি.]
* হযরত বারা ইবনে মালেক আনসারী [রাযি.]
* হযরত উম্মে সালামা [রাযি.]
* হযরত সুমামা ইবনে উসাল [রাযি.]
* হযরত আবু আইয়ূব আনসারী [রাযি.]
* হযরত আমর ইবনে জামূহ [রাযি.]
* হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস [রাযি.]
* হযরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ [রাযি.]
* হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রাযি.]
* হযরত সালমান ফারসী [রাযি.]
* হযরত ইকরিমা ইবনে আবু জাহল [রাযি.]
* হযরত যায়দুল খাইর [রাযি.]
* হযরত আদী ইবনে হাতেম তাঈ [রাযি.]
* হযরত আবু যর গিফারী [রাযি.]
* হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম [রাযি.]
* হযরত মাজযাআহ্ ইবনে সাউর [রাযি.]

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ যাঁদেরকে তাঁর প্রিয়নবীর সাহচর্যের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাঁদেরকে মনের মাধুরী দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সর্বস্তরের মানব গোষ্ঠির হিদায়াতের জন্য তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন, যাঁদেরকে বিশ্ব নেতৃত্বের জন্য বিনির্মাণ করেছেন, যাঁদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কণ্ঠে দিশেহারা মানবতার জন্য হিদায়াতের আলোকোজ্জ্বল তারকা রূপে অভিহিত করেছেন তাঁরাই হলেন সাহাবায়ে কেরাম।

রাসূলের পর এ উম্মতের মাঝে তাঁরাই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই তাঁদের জীবনালেখ্য আমাদের জীবন পাথেয়। তাঁদের আলোচনা আমাদের হিদায়াত। তাঁদের অনুসরণ আমাদের চিরমুক্তির প্রতিশ্রুতি।

অনূদিত এ গ্রন্থটির মূল 'সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা'। লেখক আরবী ভাষায় তাঁর অন্তরের সবটুকু মহব্বত ঢেলে দিয়ে কলমের আঁচড়ে গ্রন্থটিকে করেছেন কালজয়ী, যুগোত্তীর্ণ। তিনি তাঁর হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতি, অপূর্ব রচনাশৈলী, শব্দচয়নের অনন্য দক্ষতা, বর্ণনাভঙ্গির অসম পাণ্ডিত্য আর ভাষার সাবলীলতা আর তরঙ্গময়তা দিয়ে মুহূর্তে পাঠকের হৃদয়কে মোহাবিষ্ট করে তুলেন। পাতার পর পাতা উল্টিয়ে বহুদূর চলে যেতে বাধ্য করেন।

তাই আরব বিশ্বের ঘরে ঘরে আজ এ গ্রন্থটি বেশ সমাদৃত। এর সাহিত্য-উচ্চমান বজায় রেখে, সাহিত্য-রস, উপমা

উৎপ্রেক্ষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে ভাষান্তর করা এক দুরূহ ব্যাপার। তবুও সবার ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টির আশ্বাসবাণী শুনিয়ে এ দুরূহ কাজটির দায়িত্ব আমার কাঁধেই তুলে দিলেন মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্বাধিকারী মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান। আল্লাহ তাঁর প্রকাশনীকে কবুল করুন আর তাঁর দূরদর্শিতাকে প্রখর করুন। এরপর তা প্রকাশেরও দায়িত্ব নিলেন। তাই আমি তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ।

তবে আমাদের দীর্ঘ চেষ্টা সাধনা আর মেহনত তখনই সফল হবে যখন আমরা এ গ্রন্থ থেকে হিদায়াতের আলো গ্রহণ করে জীবন চলার পথে তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসব। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

নাসীম আরাফাত

৪০৩/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা

ঢাকা-১২১৯

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হজ্জের সময় বাইতুল্লাহ শরীফের দক্ষিণে অবস্থিত ছোট একটি লাইব্রেরী থেকে 'সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবাহ' নামক একটি চমৎকার কিতাব ক্রয় করি। নামায, তাওয়াফ, তিলাওয়াত ও হজ্জের অন্যান্য কার্যাদির ফাঁকে ফাঁকে যখনই একটু অবসর পেতাম কিতাবটি নিয়ে বসে যেতাম, এমনকি মিনা, আরাফাহ ও মুজদালিফার ব্যস্ততম দিনগুলোতেও কিতাবটি সাথে রেখেছি এবং সামান্য সুযোগেও সেটা পড়ার কাজ অব্যাহত রেখেছি।

কিতাবটি আমার এতই পছন্দ হয়েছে যে, মদীনা শরীফে যখন এই একই কিতাব মক্কা শরীফের চেয়ে দশ রিয়াল কমে পেলাম, তখন এক স্নেহাস্পদকে হাদীয়া দেওয়ার জন্য আরো একটি কপি ক্রয় করলাম। এই পবিত্র সফরে অনেক মুরুব্বীকেও এর বিভিন্ন জায়গা থেকে অনুবাদ করে শুনিয়েছি। তাঁরা সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন এবং বঙ্গানুবাদের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু নিজের অযোগ্যতার দরুন কখনোই এ দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেওয়ার হিম্মত হয়নি।

পরবর্তীতে যখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও অনুবাদক বন্ধুবর মাওলানা নাসীম আরাফাতের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা হলো তখন তিনি অনুবাদ করার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং বললেন, এই কিতাবটি অনেক আগেই আমি পড়েছি, এর কিছু কিছু অংশের অনুবাদ করে বিভিন্ন পত্রিকায়ও ছাপিয়েছি; এ কিতাবের প্রতি আমারও খুবই আগ্রহ আছে। তিনি অনুবাদের দায়িত্ব নিলেন এবং মূল কিতাবের এক-তৃতীয়াংশের অনুবাদ করে আমাকে পৌঁছালেন। আমি তা অনেকটা যাদুগ্রস্তের মতোই খুব অল্প সময়ে পড়ে ফেললাম। আমার মনে হলো

অনুবাদ মূলের মত সাবলীল ও সুন্দর হয়েছে। তাই খুবই যত্নের সাথে এর প্রচ্ছদ ও মুদ্রণের কাজ শুরু করলাম। পাঠকমাত্রই এই যত্নের ছাপ অনুভব করবেন ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য মূল আরবী কিতাবটি মোট সাত খণ্ড কিন্তু বড় এক ভলিউমে বাধাই করা। আমরা আমাদের পাঠকদের সামর্থ্য ও রুচিবোধ বিবেচনা করে অনুবাদকে তিন খণ্ডে প্রকাশ করার পরিকল্পনা নিয়েছি। যাতে বহন ও পাঠ করা সহজ হয়। সতেরজন সাহাবীর জীবনের বিরল, বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী নিয়ে আলোর কাফেলা-এর দ্বিতীয় খণ্ড এখন আপনাদের হাতে।

প্রচ্ছদ, অঙ্গসজ্জা সুন্দর ও বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিবো ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ পাক আমাদের জীবনকেও তাঁর প্রিয়নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রিয় সাহাবীদের জীবনের ছাঁচে ঢেলে সাজানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

মাকতাবাতুল আশরাফ

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচীপত্র

লেখকের দু'আ

হে আল্লাহ!

আমি আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে গভীরভাবে সততার সাথে ভালবেসেছি। সুতরাং কিয়ামত দিবসে তাদের যে কোন একজনের নিকট আপনি আমাকে সমর্পণ করুন।

হে আরহামুর রাহেমীন!

আপনি জানেন, আমি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্যই তাদেরকে ভালবেসেছি।

—আবদুর রহমান রাফাত পাশা

হযরত ওসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি.

تِلْكَ المَلَائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ... يَا أُسَيْدُ!

(محمد رسول الله)

হে ওসাইদ! তা একটি ফেরেশ্‌তারদল, তারা তোমার কুরআন তিলাওয়াত শুনছিল

–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত ওসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি.

ইসলামী ইতিহাসে সুপরিচিত সেই সুসংবাদদানকারী প্রথম কাফেলার সাথে ইয়াসরিবে এলেন মক্কার যুবক হযরত মুসআব ইবনে ওমাইর রাযি.। তারপর তিনি খাযরাজ বংশের এক সম্মানিত ব্যক্তিত্ব আস'আদ ইবনে যুরারার নিকট অবস্থান করলেন। তিনি তাঁর বাড়ির একাংশকে তাঁর অবস্থানক্ষেত্র এবং আল্লাহর দিকে আহবান ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সুসংবাদকে ছড়িয়ে দেয়ার কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করলেন। ইসলামের দিকে আহবানকারী যুবক হযরত মুসআব ইবনে উমাইরের মজলিসগুলোতে ইয়াসরিবের সন্তানরা দলে দলে আসতে লাগল।

তাঁর ভাষার মধুরতা, দলীল-প্রমাণের স্পষ্টতা, চারিত্রিক কোমলতা, আর ঈমানের দ্বীপ্তি যা সুন্দর কমনীয় চেহারাকে আলোকময় করে রাখত। তাদেরকে তার মজলিসসমূহে যোগদান করতে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করত।

এসব কিছুর উর্ধে আরেকটি মহান বিষয় তাদেরকে তার দিকে নিরন্তর আকর্ষণ করত, তা হল এই কুরআন, যার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ থেকে কিছু কিছু মাঝে-মধ্যে তিনি তাঁর আবেগ ভরা কোমল কণ্ঠে, তাঁর সুমিষ্ট মর্মস্পর্শী স্বরে তিলাওয়াত করতেন। ফলে পাষাণ হৃদয়সমূহ গলে যেত, অবাধ্য অশ্রুধারা প্রবাহিত হত। তাই বেশ কিছু মানুষ ঈমান আনার ও ঈমানের কাফেলায় মিলিত হওয়ার পরই তাঁর প্রত্যেকটি মজলিস ভাঙ্গত।

***　　***　　***

একদিনের ঘটনা।

বনু আব্দুল আশহালের একদল লোকের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এবং তাদের নিকট ইসলাম ধর্মের কথা পেশ করার জন্য আসআদ ইবনে যুরারা ইসলামের দিকে আহবানকারী তাঁর মেহমান হযরত মুসআব ইবনে

উমাইরকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁরা বনু আব্দুল আশহালের একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। খর্জুর কুঞ্জের ছায়ায় সুমিষ্ট পানি ভরা এক কুপের পাশে বসলেন।

তখন হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরের চারপাশে একদল লোক ঘিরে বসল, যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। আরেক দল লোক বসল, যারা তাঁর কথা শুনতে চায়। হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের তাদেরকে সত্যের দিকে আহবান করতে লাগলেন। তাদের সুসংবাদ দিতে লাগলেন। লোকেরা নীরবে শুনছে। তাঁর চমৎকার বর্ণনায় আকর্ষিত হচ্ছে।

*** *** ***

ইতিমধ্যে আউস গোত্রের দুই সরদার ওসাইদ ইবনে হুযাইর ও সাআদ ইবনে মুয়াযের নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, মক্কার সেই আহবানকারী ব্যক্তিটি তাদের বস্তির নিকটে অবস্থান করছে আর আসআদ ইবনে যুরারাই তাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করছে।

তাই সাআদ ইবনে মুয়ায ওসাইদ ইবনে হুযাইরকে বললেন,

হে ওসাইদ! তোমার এ কী হল! চল আমরা মক্কার এই যুবকের নিকট যাই। সে তো আমাদের পল্লীতে এসে আমাদের দুর্বলদের ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছে,আমাদের ইলাহদের বোকা বানাচ্ছে। তাকে তুমি সতর্ক করে দাও। শাসিয়ে দাও যেন আজকের পর আর আমাদের পল্লীতে না আসে।

তারপর বলতে লাগল, যদি সে আমার খালাত ভাই আসআদ ইবনে যুরারার আতিথেয়তায় না থাকত এবং তার নিরাপত্তায় না থাকত তাহলে এ কাজে আমিই যথেষ্ট হতাম।

*** *** ***

ওসাইদ তার বর্শাটি নিল। তারপর বাগানের দিকে রওনা হয়ে গেল। আসআদ ইবনে যুরারা তাকে আসতে দেখে মুসআবকে বললেন,

মুসআব! ঐ দেখ, ওসাইদ ইবনে হুযাইর আসছে। ইনি তার গোত্রের সরদার। জ্ঞানবুদ্ধিতে তিনি তাদের মাঝে প্রখর। চারিত্রিক সুষমায় তিনি তাদের মাঝে পরিপূর্ণ।

যদি সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে অনেকে তা গ্রহণ করবে। সুতরাং তাকে উপদেশ দানে তুমি সত্যনিষ্ঠ হও এবং উত্তম পন্থায় তার নিকট ইসলাম পেশ কর।

*** *** ***

সমবেত মানুষের মাঝে এসে ওসাইদ ইবনে হুযাইর দাঁড়ালেন। মুসআব ও তাঁর সাথীদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

ঃ তোমরা কেন আমাদের পল্লীতে এলে আর কেন আমাদের দুর্বলদের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হলে? যদি তোমাদের প্রাণের মায়া থাকে তাহলে এ পল্লী ছেড়ে চলে যাও।

তখন মুসআব ঈমানের নূরে আলোকময় উজ্জ্বল তাঁর চেহারাটি ওসাইদের দিকে ফিরালেন। সত্যনিষ্ঠ মর্মস্পর্শী কণ্ঠে তাকে সম্বোধন করে বললেন,

ঃ হে সরদার! এর চেয়ে অধিক ন্যায় বিষয়ের প্রতি কি আপনার আকর্ষণ আছে?

ওসাইদ বলল, তা কী?

মুসআব বললেন, আপনি আমাদের পাশে বসবেন। আমাদের কথা শুনবেন। আমরা যা বলি তা যদি ভাল না লাগে তাহলে আমরা আপনাদের পল্লী ছেড়ে চলে যাব। আর ফিরে আসব না।

ওসাইদ বলল,তুমি ন্যায় সঙ্গত কথা বলেছ। তারপর সে তার বর্শাটি মাটিতে গেঁথে বসে পড়ল।

মুসআব তার নিকট ইসলামের হাকীকত ও তত্ত্বকথা বর্ণনা করতে লাগলেন। কুরআনের কিছু কিছু আয়াতও তিলাওয়াত করতে লাগলেন। ফলে তার কপালের রেখাগুলো প্রসারিত হল। চেহারা আলোকোজ্জ্বল হল। বলল, তোমার এই কথা কতোই না সুন্দর! আর তুমি যা তিলাওয়াত করেছ তা কতোই না মহান!

ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে তোমরা কী কর!?

মুসআব তাকে বললেন, তুমি গোসল করবে, তোমার কাপড় পরিস্কার করবে এবং সাক্ষ্য দিবে

أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلـــهَ الا اللهُ و أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدا رَّسُولُ الله

অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তারপর দু'রাকাত নামায আদায় করবে।তখন ওসাইদ কূপের নিকট গেল। পবিত্রতা অর্জন করল ও বলল,

أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلـــهَ الا اللهُ و أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله

তারপর দু'রাকাত নামায আদায় করল।

সে দিন ইসলামের বীর যোদ্ধাদের সারিতে আরবের আলোকিত ও দর্শনীয় এক অশ্বারোহী, হাতে গোনা আউসের এক সরদার এসে যোগ দিলেন।

জ্ঞানের পরিপক্কতা ও বংশীয় উঁচু মর্যাদার কারণে তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁকে "কামেল" উপাধি দিয়েছিল। এর কারণও ছিল যে তিনি অসি ও মসির অধিকারী ছিলেন। অশ্বচালনা ও অব্যর্থ তীরান্দাজীর সাথে সাথে তিনি এমন এক সমাজে লিখতে ও পড়তে জানতেন যে সমাজে লেখা ও পড়ায় সক্ষম ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া ছিল দুর্লভ।

তাঁর ইসলাম গ্রহণ সা'আদ ইবনে মুআযের ইসলাম গ্রহণের কারণ হল।

আর মদীনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের ক্ষেত্র হওয়ার ও বিশাল ইসলামী সালতানাতের প্রাণকেন্দ্র ও আশ্রয়স্থল হওয়ার কারণ হল।

*** *** ***

প্রেমিক প্রেমাস্পদকে ভালবাসার ন্যায় ওসাইদ ইবনে হুযাইর মুসআব ইবনে ওমাইর থেকে কুরআন শোনার পর থেকে কুরআনকে ভালবাসতেন। অগ্নিময় উত্তপ্ত দিবসে মিষ্টি পানির ঘাটে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি ছুটে আসার মতোই তিনি কুরআনের দিকে ছুটে আসলেন।

তাই তাকে দেখা যেত, তিনি আল্লাহর পথে বিজয়ী মুজাহিদ বা কুরআন তিলাওয়াতে বিভোর।

তাঁর কণ্ঠ ছিল কোমল, উচ্চারণ ছিল সুস্পষ্ট ,মর্মকে ব্যক্ত করা ছিল দ্যুতিময়। রাত নীরব নিঝুম হয়ে পড়লে, মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে, হৃদয় নির্মল হয়ে পড়লে কুরআন তিলাওয়াত তাঁর নিকট ভাল লাগত।

সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কুরআন তিলাওয়াতের সময়ের প্রতি উৎসুক হয়ে লক্ষ্য রাখতেন এবং তিলাওয়াত শুনতে ছুটে যেতেন।

হায় কতো ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তিরা, যাঁরা তাঁর সজীব সতেজ কুরআন তিলাওয়াত শুনতে ঐভাবে পেরেছে যেমনিভাবে তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

আকাশের ফেরেশতারা তাঁর তিলাওয়াতের মাধুর্যের সন্ধান পেয়েছে যেমন তা পৃথিবীর মানুষেরা পেয়েছে।

এক রাতের ঘটনা। ওসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি. বাড়ির উঠানে বসে আছেন। তাঁর ছেলে ইয়াহইয়া তার পাশে ঘুমিয়ে আছেন। আর আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য প্রস্তুতকৃত ঘোড়াটি অদূরে বাঁধা। রাত নীরব নিস্তব্ধ। আকাশের পৃষ্ঠ নির্মল চমৎকার। তারকার চোখগুলো ঘুমন্ত পৃথিবীর দিকে মমতা ও ভালবাসায় ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

তখন এ কোমল স্নিগ্ধ পরিবেশকে কুরআনের সৌরভে সুবাসিত করতে তাঁর হৃদয় অস্থির হয়ে উঠল। তাই তিনি তাঁর মমতায় ভরা কোমল কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলেন।

الم (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤)

আলিফ...লাম... মীম... এটা ঐ কিতাব, যার মাঝে কোন সন্দেহ নেই। যা মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক; যাঁরা গায়বের প্রতি ঈমান আনে,নামায কায়েম করে, আমি যে অর্থসম্পদ দিয়েছি তা থেকে ব্যয়

করে, আপনার নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছে ও আপনার পূর্ববর্তীদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনে। আর পরকালের প্রতি তাঁরা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। (সূরা বাকারা ঃ ১-৪)

ইতিমধ্যে সহসা শুনতে পেলেন, তাঁর ঘোড়াটি এমনিভাবে একটি চক্কর দিলো যে, যার কারণে রশিটি প্রায় ছিড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তাই তিনি নীরব হয়ে গেলেন। সাথে সাথে তাঁর ঘোড়াটি শান্ত হয়ে গেল। স্থির হয়ে গেল।

তিনি আবার তিলাওয়াত শুরু করলেন,

أُولِئكَ عَلى هُدىً من رَّبِهم وَأُولئكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ

অর্থঃ তারাই তাদের রবের হিদায়াতে অধিষ্ঠিত রয়েছে আর তারাই সফলকাম। (সূরা বাকারা-৫)

তখন ঘোড়াটি পূর্বের তুলনায় আরো বেশী প্রবল ও প্রচন্ডতার সাথে একটি চক্কর দিল।

তিনি নীরব হয়ে গেলেন

ঘোড়াটি শান্ত হয়ে গেল

এ ঘটনাটি কয়েকবার ঘটল। তিনি কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলেই ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠে, ক্ষীপ্ত হয়। আর তিনি নীরব হলে ঘোড়াটি শান্ত ও স্থির হয়।

তিনি সংকিত হয়ে উঠলেন। ভাবলেন, হয়তো ঘোড়াটি তাঁর ছেলে ইয়াহইয়াকে পদদলিত করবে। তাই তাকে জাগ্রত করার জন্যে এগিয়ে গেলেন। তখন আকাশের দিকে তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল। দেখলেন, তাবুর ন্যায় একটি মেঘখণ্ড। এর চেয়ে সুন্দর ও চমৎকার মেঘখণ্ড চোখ অবলোকন করেনি। লণ্ঠনের মতো বহু বাতি তাতে ঝুলে আছে। ফলে দিগ-দিগন্ত তার আলো ও দ্যূতিতে ভরে ফেলেছে। মেঘখণ্ডটি উর্ধ্বাকাশে উঠতে উঠতে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন এবং যা দেখেছেন তার সংবাদ দিলেন। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

تِلْكَ مَلَائِكَةٌ كَانَتْ تَسْمَعُ لَكَ يَا أُسَيْدُ وَلَوْ أَنكَ مَضَيْتَ فِيْ قِرآءَتِكَ لَرَآهَا النَّاس وَلَمْ تَسْتَتِرْ مِنْهُم

হে ওসাইদ! তা একটি ফেরেস্তার দল। তারা তোমার কুরআন তিলাওয়াত শুনছিল... যদি তুমি তোমার তিলাওয়াতকে অব্যাহত রাখতে তাহলে লোকেরা তাদের দেখত। তারা তাদের থেকে লুকাত না।

*** *** ***

হযরত ওসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি. যেমনিভাবে আল্লাহর কিতাবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন ঠিক তেমনি ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিও আকৃষ্ট ছিলেন। তাই তিনি তখনই অধিক নির্মল হতেন, অধিক স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ ঈমানের অধিকারী হতেন

যখন তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তৃতা দিতেন বা আলোচনা করতেন আর তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

তিনি প্রায় তামান্না করতেন, যদি তার শরীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরের সাথে স্পর্শ করত। আর তিনি তাঁর শরীরের সাথে লেগে থেকে তাতে চুমু খেতে পারতেন।

একদা তাকে সেই সুযোগই প্রদান করা হল।

একদিন ওসাইদ তাঁর জ্ঞানগর্ভ মজাদার কথা দ্বারা তাঁর গোত্রের লোকদের বিমুগ্ধ করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বহস্তে তার কোমরে খোঁচা দিলেন। যেন তিনি তার বক্তব্যকে চমৎকার মনে করেছেন এটা বুঝতে পারেন। তখন হযরত ওসাইদ রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো আমাকে কষ্ট দিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ওসাইদ! তাহলে তুমি আমার থেকে কেসাস (বদলা) নাও।

ওসাইদ রাযি. বললেন, আপনার শরীরেতো জামা আছে আর আপনি আমাকে যখন খোঁচা দিয়েছিলেন তখন আমার শরীরে কোন জামা ছিল না।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীর থেকে জামা তুলে দিলেন আর ওসাইদ রাযি. তাঁকে আঁকড়ে ধরে তাঁর কোমড় ও হস্ত মূলের মধ্যবর্তী স্থানে চুমুর পর চুমু খেতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন,

ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান। এটা ছিল আমার এক কাংখিত বিষয়, আপনাকে চিনার পর থেকেই আমি তার তামান্না করে আসছি। আর এখন আমি তাতে পৌঁছতে পারলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসাইদ রাযি. কে ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসাই প্রদান করতেন। ইসলামে তাঁর অবদানের কথা ও উহুদ যুদ্ধে তাঁকে তার রক্ষার কথা স্বরণ রাখতেন, যেদিন তিনি সাতটি প্রাণঘাতী আঘাত খেয়েছিলেন।

স্বীয় গোত্রের মাঝে তাঁর সন্মান ও ইজ্জতের কথাও জানতেন। তাই তিনি কারো সম্পর্কে কোন সুপারিশ করলে রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করতেন।

ওসাইদ রাযি. বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। আমাদের এক পরিবারের প্রয়োজনের কথা বললাম। সে পরিবারের অধিকাংশই মহিলা। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ওসাইদ! আমাদের হাতে যা ছিল তা খরচ করার পর তুমি এসেছো। তাই আমাদের নিকট কোন অর্থকড়ি আসার সংবাদ শুনলে সেই পরিবারের কথা স্মরণ করিয়ে দিও।

এরপর খায়বর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু সম্পদ এল। তিনি তা মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। আনসারদের দিলেন। অধিক দিলেন। ঐ পরিবারের লোকদের দিলেন। অধিক দিলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম,

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। আমার জানা মতে তোমরা পবিত্র, ধৈর্যশীল। নিশ্চয় তোমরা আমার পর অন্যদেরকে তোমাদের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করতে দেখবে। তখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে। হাউজে কাউসার তোমাদের সাথে আমার দেখার প্রতিশ্রুত স্থান।

হযরত ওসাইদ রাযি. বলেন, এরপর যখন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এর নিকট খেলাফতের দায়িত্ব এল। তিনি মুসলমানদের মাঝে ধন-সম্পদ বন্টন করলেন। আমার নিকট একটি জামা পাঠালেন। জামাটি ছোট ছিল।

তারপর আমি মসজিদে বসেছিলাম। আমার পাশ দিয়ে কুরাইশের এক যুবক গেল। তার গায়ে ঐ ধরনের একটি লম্বা জামা ছিল যে ধরনের জামা আমার নিকট হযরত উমর পাঠিয়েছিলেন। সে তা মাটিতে টেনে টেনে নিয়ে চলছে। আমি তখন আমার পার্শ্ববর্তী লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বললাম। তিনি বলেছিলেন,

إِنَّكُمْ سَـــتَلْقَوْنَ أَثَرَةً مِنْ بَعْدِيْ

"তোমরা আমার পর অন্যদেরকে তোমাদের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করতে দেখবে।"

আর বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন।

একজন লোক হযরত উমরের নিকট গেল। আর আমি যা বলেছি তার সংবাদ তাঁকে দিল। হযরত উমর ছুটে এলেন আর আমি তখন নামায পড়ছিলাম। বললেন,

হে ওসাইদ! নামায শেষ কর।

আমি নামায শেষ করলে তিনি এগিয়ে এলেন। বললেন, তুমি কী বলেছো?

আমি তখন যা দেখেছি ও যা শুনেছি তা বললাম।

হযরত উমর বললেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। সেই জামাটি আমি অমুক ব্যক্তিকে দিয়েছিলাম। তিনি আনসারী। বাইয়াতে আকাবায় শরীক ছিলেন। বদর ও উহুদেও ছিলেন। তারপর ঐ কুরাইশী যুবক তাঁর থেকে তা ক্রয় করে নিয়েছে ও পরিধান করেছে। সুতরাং তুমি কি ধারণা কর, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা আমার খিলাফত কালেই ঘটবে ?

হযরত ওসাইদ বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমার বিশ্বাস, আপনার খেলাফত কালে তা হবে না।

*** *** ***

তারপর হযরত ওসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি. আর বেশী দিন বেঁচে থাকেন নি। হযরত উমর রাযি. এর খেলাফত কালেই আল্লাহ তাঁকে তাঁর সাহচর্যে নির্বাচন করে নিয়েছেন।

তখন দেখা গেল, তাঁর ঋণের পরিমাণ চার হাজার দেরহাম। তাই তাঁর পরিবারের লোকেরা ঋণ পরিশোধের লক্ষ্যে তাঁর একটি জমি বিক্রয় করতে ইচ্ছে করল।

হযরত উমর রাযি. তা জেনে বললেন,

আমি আমার ভাই ওসাইদের সন্তানদের মানুষের করুণায় ছেড়ে দিতে পারি না।

তারপর তিনি ঋণদাতাদের সাথে আলোচনা করলেন। তারা এ মর্মে রাজি হল যে, জমিনের ফলগুলো তারা চার বৎসর ক্রয় করে নিবে। প্রত্যেক বৎসরের ফলের দাম এক হাজার দেরহাম।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.

إِنَّهُ فَتَى الكُهُولُ لَه لِسَانٌ سَؤُوْلٌ، و قلبٌ عَقُولٌ

নিশ্চয় সে বয়োজ্যেষ্ঠদের যুবক, তাঁর একটি প্রশ্ন-ভরা কণ্ঠ ও বুদ্ধি-ভরা হৃদয় রয়েছে...

—উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাযি.

এ মহান সাহাবী চারদিক থেকেই সম্মানকে অর্জন করেছেন এবং সম্মানের কিছুই ছাড়েন নি।

তাঁর মাঝে রাসূলের সাহচর্যের সম্মান সমবেত হয়েছে। যদি তাঁর জন্ম কিছুদিন বিলম্বিত হত, তা হলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের সম্মান অর্জন করতে পারতেন না।

তাঁর মাঝে রাসূলের আত্মীয়ের সম্মান সমবেত হয়েছে। কারণ তিনি নবী সাল্লালাহু আলাই্হি ওয়াসাল্লামের চাচার পুত্র।

তাঁর মাঝে ইলমের সম্মান সমবেত হয়েছে। কারণ তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের এক বিজ্ঞ আলেম এবং তাঁর উম্মতের তরঙ্গায়িত ইলমের সমুদ্র।

তাঁর মাঝে তাক্ওয়ার সম্মান সমবেত হয়েছে। কারণ তিনি দিবসে রোযা রাখতেন আর রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। শেষ রাতে আল্লাহর ভয়ে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এমনকি অশ্রু-ধারা তাঁর কপোলদ্বয়ে প্রবাহ-রেখা সৃষ্টি করেছিল।

তিনি হলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.। মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের এক বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব উম্মতের মাঝে তিনি কিতাবুল্লাহর জ্ঞানে সুবিজ্ঞ। কিতাবুল্লাহর ব্যাখ্যায় সুদক্ষ। কিতাবুল্লাহর সুগভীরে পৌঁছতে তার রহস্যাবলী ও উদ্দেশ্যাবলী উদ্ধারে অধিক সক্ষম।

*** *** ***

হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. জন্ম গ্রহণ করেন। আর রাসূলের ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র তের বৎসর। তা সত্ত্বেও মুসলিম জাতির জন্য তাদের নবী থেকে এক

হাজার ছয় শত ষাটটি হাদীস সংরক্ষণ করেছেন, যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের সহীহ কিতাবদ্বয়ে বর্ণনা করেছেন।

*** *** ***

তাঁর মা তাঁকে জন্ম দানের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর বরকতময় থুথু তাঁর মুখে দিয়ে দিলেন। তাই সর্ব প্রথম তাঁর উদরে রাসূলুল্লালাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূত-পবিত্র বরকতময় থুথু প্রবেশ করেছিল। আর তার সাথে প্রবেশ করেছিল তাকওয়া ও হিকমত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يُوتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُتِي خَيْرًا كَثِيرًا অর্থ, আর যাকে হিকমত দান করা হল, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হল। (সূরা বাকারা-২৬৯)

*** *** ***

হাশেমী এই বালকের কণ্ঠ থেকে তাবীজ খুলে ফেলার ও ভাল-মন্দ বুঝার বয়সে পৌঁছতে না পৌঁছতেই দু'চোখের ন্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সর্বদা লেগে থাকতেন। তাই তিনি রাসূলের ওযূর পানি প্রস্তুত করতেন, যখন রাসূল ওযূ করতে ইচ্ছে করতেন।

রাসূলুল্লালাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়তেন, যখন রাসূল নামাযে দাঁড়াতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পশ্চাতারোহী হতেন, যখন রাসূল কোথাও সফরে যাওয়ার ইচ্ছে করতেন।

এমনকি তিনি রাসূলের ছায়ার ন্যায় হয়ে গেলেন। রাসূল যেখানেই যান তিনিও সেখানেই যান।

রাসূল তাঁর কক্ষপথে যেখানেই আবর্তিত হতেন তিনিও সেখানেই আবর্তিত হতেন।

সে সব অবস্থায় তিনি তাঁর দু' পাঁজরের মাঝে বহন করতেন একটি সংরক্ষণকারী হৃদয়, একটি নির্মল মস্তিস্কশক্তি এবং এমন শক্তিশালী একটি

স্মরণশক্তি যার সামনে বর্তমান যুগে পরিচিত সকল রেকর্ডার মেশিন ম্লান হয়ে যায়।

*** *** ***

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. নিজেই বর্ণনা করে বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূ করতে ইচ্ছে করলেন। তখন আমি অতি দ্রুত তাঁর জন্য পানি প্রস্তুত করলাম। তিনি আমার কাজে বিমুগ্ধ হলেন। তারপর নামায পড়তে ইচ্ছে করলে আমাকে ইশারা করে বললেন, যেন আমি তাঁর পশ্চাতে দাঁড়াই। তাই আমি তাঁর পশ্চাতে দাঁড়ালাম। নামায শেষ হলে তিনি আমার দিকে ঝুঁকে বললেন,

مَامَنَعَكَ أَنْ تَكُونَ بِإِزَاءِي يا عَبْدَ اللّٰهِ

হে আব্দুল্লাহ! কেন তুমি আমার পাশে দাঁড়ালে না? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার দৃষ্টিতে আপনি অধিক মর্যাদাবান এবং আমি আপনার বরাবর দাঁড়াব এর থেকে আপনি অধিক ইজ্জতের অধিকারী। তারপর দু'হাত আকাশের দিকে তুলে ধরলেন তারপর বললেন, اللهم آتِهِ الحِكْمة- ইয়া আল্লাহ ! তাকে হিকমত ও প্রজ্ঞা দান করুন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর দু'আ কবুল করলেন এবং হাশেমী এই বালককে এমন প্রজ্ঞা দান করলেন যা দ্বারা তিনি শীর্ষ প্রজ্ঞাবানদের ছাড়িয়ে গেলেন।

এতে সন্দেহ নেই যে, এবার তুমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর প্রজ্ঞার একটি চিত্র দেখতে চাচ্ছো, তাহলে নাও, তাঁর এই অবস্থানটি ধারন কর। তুমি তাঁর প্রজ্ঞার ছিটেফোঁটা এখান থেকেই আঁচ করতে পারবে।

*** *** ***

হযরত মুয়াবিয়া রাযি. এর সাথে মতোবিরোধ চলাকালে যখন হযরত আলী রাযি. এর কিছু সাথী তাঁকে অপমান করে তাঁর থেকে পৃথক হয়ে গেল, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. হযরত আলী রাযি. কে বললেন,

হে আমীরুল মুমিনীন ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তাদের নিকট যাব, তাদের সাথে কথা বলব।

হযরত আলী রাযি. বললেন, আমি তোমার ব্যাপারে বিপদের আশঙ্কা করছি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, মোটেই না, আল্লাহ চাহেন তো আমার কিছুই হবে না। তারপর তিনি তাদের নিকট গমন করলেন। ইবাদতে তাদের চেয়ে অধিক মুজাহাদাকারী তিনি আর কোন সম্প্রদায়কে কখনো দেখেন নি।

তারা বলল, সুস্বাগতম হে ইবনে আব্বাস! আপনি কেন এলেন?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, আমি তোমাদের সাথে কথোপকথনের জন্য এসেছি।

তাদের কয়েকজন বলল, তার সাথে কথাবার্তা বলো না।

আর কয়েকজন বলল, বলুন, আমরা আপনার কথা শুনব।

তিনি বললেন, তোমরা রাসূলের পিতৃব্য-পুত্র, তাঁর জামাতা ও যিনি সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন তাঁর ব্যাপারে কিসের অভিযোগ আনছো?

তারা বলল, আমরা তাঁর ব্যাপারে তিনটি বিষয়ের অভিযোগ আনছি।

তিনি বললেন, সেগুলো কী ?

তারা বলল, প্রথমটি হল, আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তিনি লোকদেরকে ফয়সালাকারী মেনে নিয়েছেন।

দ্বিতীয়টি হল, তিনি মুয়াবিয়া ও আয়েশা রাযি. এর সাথে যুদ্ধ করেছেন, তিনি কোন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা বাদী গ্রহণ করেননি।

তৃতীয়টি হল, তিনি নিজের নাম থেকে আমীরুল মু'মিনীন উপাধীটি মুছে দিয়েছেন, অথচ মুসলমানরা তাঁর বাইয়াত গ্রহণ করেছে ও তাঁকে আমীর বানিয়েছে।

তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.বললেন,আমি যদি তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীস থেকে এমন কিছু শোনাই

যা তোমরা অস্বীকার করতে পারবে না, তা হলে কি তোমরা তোমাদের অবস্থান থেকে ফিরে আসবে?

তারা বলল, হ্যাঁ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.বললেন, তোমরা বলেছো, তিনি আল্লাহর দীনের ব্যাপারে লোকদেরকে ফয়সালাকারী মেনে নিয়েছেন। তা হলে শোন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ و أَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ

হে মুমিনরা! তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকারকে হত্যা করো না। তোমাদের মধ্যে যে জেনে-শুনে হত্যা করবে তার উপর বিনিময় ওয়াজিব হবে যা সমান হবে ঐ জন্তুর যাকে সে হত্যা করেছে। দু'জন নির্ভরযোগ্য ইনসাফগার ব্যক্তি এর ফয়সালা করবে। (সূরা মায়েদা-৯৫)

আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি ,তা হলে মুসলমানদের মাঝে সম্প্রীতি বজায় রাখা ,তাদের জান ও মালের হেফাজতের জন্য লোকদেরকে ফয়সালাকারী মেনে নেয়া অধিক ন্যায়সঙ্গত, না কি চার দেরহাম মূল্যের একটি খরগোশের ব্যাপারে লোকদেরকে ফয়সালাকারী মেনে নেয়া অধিক ন্যায়সঙ্গত।

তারা বলল, বরং মুসলমানদের মাঝে সম্প্রীতি বজায় রাখা ,তাদের জান ও মালের হেফাজতের জন্য লোকদেরকে ফয়সালাকারী মেনে নেয়া অধিক ন্যায় সঙ্গত।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, আমি কি এ অভিযোগ খণ্ডন করতে পারলাম?

তারা বলল, হ্যাঁ পারলেন।

এবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.বললেন, আর তোমরা যে বললে, হযরত আলী রাযি. যুদ্ধ করেছেন কিন্তু কোন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা বাদী গ্রহণ করেননি যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করেছিলেন। তাহলে কি তোমরা চাও যে, তোমরা তোমাদের মাতা হযরত

আয়েশা রাযি. কে বাদী রূপে গ্রহণ করবে এবং তাঁকে তেমনিই ভাবে বৈধ করে নিবে যেমন বাদীদেরকে বৈধ করা হয়?

এখন যদি তোমরা বল, হ্যাঁ, তা হলে তোমরা কাফের হয়ে যাবে।

আর যদি বল, তিনি তোমাদের মাতা নন, তাহলেও তোমরা কাফের হয়ে যাবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদের প্রাণের চেয়ে তাদের অধিক নিকটবর্তী আর তাঁর স্ত্রীগণ হলেন তাদের মাতা। (সূরা আহযাব-৬)

সুতরাং তোমরা তোমাদের জন্য যা চাও তা গ্রহণ কর।

তারপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, তা হলে আমি কি এ অভিযোগও খণ্ডন করতে পারলাম?

তারা বলল, হ্যাঁ পারলেন।

তারপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, আর তোমরা যে বললে, তিনি নিজের নাম থেকে আমীরুল মু'মিনীন উপাধীটি মুছে দিয়েছেন, এতে আর্শ্চযের কিছুই নেই। কারণ হুদায়বিয়ার দিবসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুশরিকদের নিকট চাইলেন, যে সন্ধিপত্রে লিখতে হবে,"আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ এ ফয়সালা করেছেন" তখন তারা বলল, আমরা যদি বিশ্বাস করতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল তাহলে তো আমরা আপনাকে বাইতুল্লাহ থেকে প্রতিহত করতাম না। আর আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম না। তাই আপনি "মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ" লিখুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দাবীর সামনে নিজের দাবী এ কথা বলতে বলতে প্রত্যাহার করলেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, 'এতে কোন সন্দেহ নেই যে আমি আল্লাহর রাসূল, যদিও তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বল।' তা হলে আমি কি এ অভিযোগও খণ্ডন করতে পারলাম?

তারা বলল, হ্যাঁ পারলেন।

এ সাক্ষাৎ ও এ সাক্ষাতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. যে গভীর প্রজ্ঞা ও অকাট্য দলীল পেশ করেছেন তার ফলাফল এই দাঁড়াল যে, তাদের মধ্য থেকে বিশ হাজার বিরোধী লোক হযরত আলী রাযি. এর দলে ফিরে এল এবং চার হাজার মানুষ সত্য থেকে বিমুখ হয়ে, একগুয়েমী বশত তাঁর বিরোধিতায় অটল রইল।

*** *** ***

যুবক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. ইলম অর্জনের প্রত্যেকটি পথে গমন করলেন এবং ইলম অর্জনের জন্য সব ধরনের মেহনত মুজাহাদা করলেন। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্ছল প্রস্রবন থেকে পান করতে লাগলেন যতদিন পর্যন্ত তিনি জীবিত রইলেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহু সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের সাহচর্যে চলে গেলেন তখন তিনি অবশিষ্ট আলেম সাহাবীদের অভিমুখী হলেন। তাদের থেকে ইলম শিখতে শুরু করলেন।

তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর নিকট হাদীস আছে, এ সংবাদ আমার নিকট পৌঁছলে, দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের সময় আমি তাঁর গৃহের দরজায় পৌঁছতাম। তাঁর গৃহের চৌকাঠের নিকট আমি আমার চাদরকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে পরতাম । তখন বাতাস আমার উপর প্রচুর ধূলিবালি উড়িয়ে দিত। অথচ আমি যদি সে সময়ই তাঁর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইতাম তাহলে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। আমি শুধু মাত্র তাঁর মনের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই তা করেছি।

তারপর তিনি তাঁর গৃহ থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে এ অবস্থায় দেখে বলতেন, হে রাসূলের পিতৃব্য-পুত্র! কেন এলে?

কেন আমার নিকট লোক পাঠালে না, তাহলে তো আমি তোমার নিকট চলে আসতাম?

আমি তখন বলতাম, আমারই তো আপনার নিকট আসা অধিক ন্যায় সঙ্গত। কারণ ইলমের নিকট আসা হয়, ইলম কারো নিকট আসে না। তারপর তাঁর নিকট হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম।

*** *** ***

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. যেমনিভাবে ইলম অর্জনের পথে নিজেকে অপদস্ত করতেন তেমনিভাবে আলেমদের মর্যাদাকে সমুন্নত করতেন।

ঐ তো ফারায়েয, কিরা'আত ফিকহও বিচারকার্যে মদীনার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও কাতেবে ওহী যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি.। তিনি এখন তাঁর বাহনে আরোহণের ইচ্ছে করছেন আর তখন হাশেমী যুবক আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. তাঁর সামনে এমন ভাবে দাড়িয়ে গেলেন যেরূপভাবে কৃতদাস তার মনিবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। রিকাবটি মজবুত করে ধরলেন আর বাহনের লাগামটি টেনে ধরলেন।

তখন হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. তাঁকে বললেন, হে রাসূলের পিতৃব্য-পুত্র! তুমি ছেড়ে দাও।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, আলেমদের সাথে এমনই আচরণ করার নির্দেশ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে।

তখন হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. বললেন, তোমার হাতটি আমাকে দেখাও।

ইবনে আব্বাস রাযি. তার হাতটি বের করলেন। তখন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি.তাঁর হাতের উপর ঝুঁকে পরে তাতে চুমু খেলেন ও বললেন, নবী পরিবারের সাথে এমনই আচরণ করার নির্দেশ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে।

*** *** ***

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. অবিরাম ইলমের সন্ধানে ব্যাপৃত রইলেন। অবশেষে তিনি ইলমের ময়দানে এমন এক অবস্থানে পৌঁছে গেলেন যা শীর্ষস্থানীয়দেরকেও বিস্মিত করল।

শীর্ষস্থানীয় এক তাবেয়ী হলেন মাসরূক ইবনে আজদা রহ.। তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেন,

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. কে দেখলে আমি বলতাম, তিনি অত্যন্ত সুদর্শন মানুষ।

তিনি কথা বললে বলতাম, তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাষী মানুষ।

তিনি কোন বিষয়ের আলোচনা করলে বলতাম, তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ।

*** *** ***

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. যে ইলম আহরণে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন যখন তার পূর্ণতায় পৌঁছলেন তখন একজন মুয়াল্লিম হয়ে তা'লীম দিতে শুরু করলেন।

তাঁর বাড়ি তখন মুসলমানদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হল।

হ্যাঁ, আমাদের এই আধুনিক যুগে বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটি যা বুঝায় তার সব কিছু নিয়ে তাঁর বাড়িটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হল।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর বিশ্ববিদ্যালয় ও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে পার্থক্য হল, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অর্ধশতাধিক শিক্ষক সমবেত করা হয়। আবার কখনো শতাধিক শিক্ষক সমবেত করা হয়।

আর হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর বিশ্ববিদ্যালয়টি একজন শিক্ষকের উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর তিনি হলেন হযরত ইবনে আব্বস রাযি. নিজেই।

তাঁর এক ছাত্র বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর এমন একটি দরস-মজলিস দেখেছি যদি কুরাইশ বংশের সবাই তা নিয়ে গর্ব করে তবে সত্যই তা তাদের জন্য গর্বের বিষয় হবে। তাঁর বাড়িতে গমনের পথে লোকদের সমবেত হতে দেখলাম। এমনকি তাদের কারণে পথটি সংকীর্ণ হয়ে গেল। তারপর তারা মানুষের যাতায়াত বন্ধ করে দিল। তখন আমি তাঁর নিকট গেলাম। তাঁকে লোকদের সমবেত হওয়ার সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন, আমার জন্য ওযূর পানি আন। তারপর বসে ওযূ করলেন এবং আমাকে বললেন, যাও, তাদের বল, যারা

কুরআন ও কুরআনের হরফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চায়, তারা যেন গৃহে প্রবেশ করে। আমি বেরিয়ে তাদেরকে তা বললাম, তারা এতো অধিক পরিমাণে প্রবেশ করল যে তাঁর কামরা ও গৃহ ভরে গেল। তারা তাঁর নিকট যা-ই জিজ্ঞেস করল, তিনি তাদেরকে তার সংবাদ দিলেন। তারা তাঁর নিকট যে ধরনের প্রশ্ন করল তিনি তাদেরকে তার চেয়ে বাড়িয়ে উত্তর দিলেন। বরং অধিক বাড়িয়ে উত্তর দিলেন। অতঃপর তাদের বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইদের জন্য পথ ছেড়ে দাও। তারা বেড়িয়ে গেল।

তারপর আমাকে বললেন, যাও, তাদের বল, যারা কুরআনের তাফসীর ও তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চায়, তারা যেন গৃহে প্রবেশ করে। আমি বেরিয়ে তাদেরকে তা বললাম।

তারা এতো অধিক পরিমাণে প্রবেশ করল যে, তারা তাঁর কামরা ও গৃহ ভরে ফেলল। তারা তাঁর নিকট যা-ই জিজ্ঞেস করল তিনি তাদেরকে তার সংবাদ দিলেন। তারা তাঁর নিকট যে ধরনের প্রশ্ন করল তিনি তাদেরকে তার চেয়ে বাড়িয়ে উত্তর দিলেন। বরং অধিক বাড়িয়ে উত্তর দিলেন। অতঃপর তাদের বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইদের জন্য পথ ছেড়ে দাও। তারা বেরিয়ে গেল।

তারপর আমাকে বললেন, যাও, তাদের বল, যারা হালাল-হারাম ও ফিকহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চায়, তারা যেন গৃহে প্রবেশ করে। আমি বেরিয়ে তাদেরকে তা বললাম। তারা এতো অধিক পরিমাণে প্রবেশ করল যে, তারা তাঁর কামরা ও গৃহ ভরে ফেলল। তারা তাঁর নিকট যা-ই জিজ্ঞেস করল তিনি তাদেরকে তার সংবাদ দিলেন। তারা তাঁর নিকট যে ধরনের প্রশ্ন করল তিনি তাদেরকে তার চেয়ে বাড়িয়ে উত্তর দিলেন। বরং অধিক বাড়িয়ে উত্তর দিলেন । অতঃপর তাদের বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইদের জন্য পথ ছেড়ে দাও। তারা বেরিয়ে গেল।

তারপর আমাকে বললেন, যাও, তাদের বল, যারা ফারায়েজ ও ফারায়েজ সম্পর্কিত কিছু জিজ্ঞেস করতে চায়, তারা যেন গৃহে প্রবেশ করে। আমি বেরিয়ে তাদেরকে তা বললাম।

তারা এতো অধিক পরিমাণে প্রবেশ করল যে, তারা তাঁর কামরা ও গৃহ ভরে ফেলল। তারা তাঁর নিকট যা-ই জিজ্ঞেস করল তিনি তাদেরকে তার সংবাদ দিলেন। তারা তাঁর নিকট যে ধরনের প্রশ্ন করল তিনি তাদেরকে তার চেয়ে বাড়িয়ে উত্তর দিলেন। বরং অধিক বাড়িয়ে উত্তর দিলেন। অতঃপর তাদের বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইদের জন্য পথ ছেড়ে দাও। তারা বেরিয়ে গেল।

তারপর আমাকে বললেন, যাও, তাদের বল, যারা আরবী ভাষা, কবিতা ও আরবদের বিস্ময়কর কথা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে চায়, তারা যেন গৃহে প্রবেশ করে। আমি বেরিয়ে তাদেরকে তা বললাম।

তারা এতো অধিক পরিমাণে প্রবেশ করল যে তারা তাঁর কামরা ও গৃহ ভরে ফেলল। তারা তাঁর নিকট যা-ই জিজ্ঞেস করল তিনি তাদেরকে তার সংবাদ দিলেন। তারা তাঁর নিকট যে ধরনের প্রশ্ন করল তিনি তাদেরকে তার চেয়ে বাড়িয়ে উত্তর দিলেন। বরং অধিক বাড়িয়ে উত্তর দিলেন। অতঃপর তাদের বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইদের জন্য পথ ছেড়ে দাও। তারা বেরিয়ে গেল।

বর্ণনাকারী বলেন, যদি কুরাইশ বংশের সবাই তা নিয়ে গর্ব করে তবে সত্যিই তা তাদের জন্য গর্বের বিষয় হবে।

*** *** ***

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. একেক দিনে একেক রকমের ইলম বিতরণের ইচ্ছে করলেন, যেন তাঁর গৃহের দরজায় সে ধরনের ভীড় আর না হয়।

তাই সপ্তাহে একদিন দরস-মজলিসে বসে তাফসীর ছাড়া অন্য কিছুর আলোচনা করতেন না।

আর একদিন ফিকহ ছাড়া অন্য কিছুর আলোচনা করতেন না।

আর একদিন কবিতা ছাড়া অন্য কিছুর আলোচনা করতেন না।

আর একদিন আরবের যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া অন্য কিছুর আলোচনা করতেন না।

তাঁর দরস-মজলিসে কোন আলেম বসলেই তাঁর সামনে নত-শির হয়ে যেত।

কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করলেই তাঁর নিকট ইলমের সন্ধান পেত।

*** *** ***

ইলম ও ফিকহে শ্রেষ্ঠত্বের কারণে বয়সের স্বল্পতা সত্ত্বেও হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. খিলাফতে রাশেদার পরামর্শ সভার একজন সদস্য ছিলেন।

তাই হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এর সামনে কোন বিষয় এলে বা কোন কঠিন সমস্যা উপস্থিত হলে তিনি শীর্ষ সাহাবীদের ডাকতেন আর তাঁদের সাথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা কেও ডাকতেন।

উপস্থিত হলে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.তাঁর মর্যাদাকে সমুন্নত করতেন, তাঁর আসনকে নিকটবর্তী করতেন এবং বলতেন,

لَقَدْ أَعْضَلَ عَلَيْنَا أَمْرٌ أَنْتَ لَه ولا مثاله

আমাদের সামনে একটি জটিল সমস্যা এসেছে, এ সমস্যা এবং এর মত অন্যান্য সমস্যার জন্য তুমিই অধিক যোগ্যব্যক্তি

একদা বালক বয়সী হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. কে বর্ষীয়ান সাহাবীদের পাশে দাঁড় করানো ও তাকে তাঁদের উপর প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টি নিয়ে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা কে তিরস্কার করা হল । তখন তিনি বললেন,

إِنَّهُ فَتَى الكُهُوْل لَه لسَانٌ سَؤُوْلٌ، و قَلْبٌ عَقُولٌ

নিশ্চয় সে বয়োজ্যেষ্ঠদের যুবক তাঁর একটি প্রশ্ন-ভরা কণ্ঠ ও বুদ্ধি-ভরা হৃদয় রয়েছে।

*** *** ***

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের তালীম দেয়া ও ধর্মের সূক্ষ্ম ও গভীর জ্ঞান দেয়ার সময় কিন্তু সাধারণ মানুষদের কথা ভুলেন নি। তাই তিনি তাদের জন্য ওয়াজ ও উপদেশ মহফিলের আয়োজন করতেন।

পাপাচারী লোকদের উদ্দেশ্যে বলতেন, হে পাপাচারী ব্যক্তি! তুমি তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ো না। জেনে নাও, পাপের কারণে যা ঘটে তা পাপের চেয়েও অধিক ভয়াবহ।

পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার সময় তোমার ডানে ও বামে যারা আছে তাদের থেকে লজ্জিত না হওয়া, পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে কম নয়।

আল্লাহ তোমার সাথে কী আচরণ করবেন তা জানা না থাকা সত্ত্বেও পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার সময় তোমার হাস্যরসিকতা করা, পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে অধিক জঘন্য।

পাপকাজের পর তাতে আনন্দিত হওয়া, পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে অধিক মারাত্মক।

পাপকাজ করতে না পারার কারণে দুঃখিত হওয়া, পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে অধিক ভয়াবহ।

পাপকাজে লিপ্ত অবস্থায় বাতাসে পর্দা নাড়া দিলে তুমি ভয় পাও অথচ আল্লাহ তোমাকে দেখছেন তাতে তোমার হৃদয় কেঁপে উঠছে না, এ বিষয়টি পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে অধিক ভয়ংকর।

হে পাপাচারী ব্যক্তি! তুমি কি জান, হযরত আইয়ূব আ.-এর কী ভুল ছিল, যার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জানে-মালে পরীক্ষা করেছিলেন?

তার ভুল ছিল, এক অসহায় ব্যক্তি জুলুমকে প্রতিহত করার জন্য তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিল কিন্তু তিনি তাকে সাহায্য করেন নি।

*** *** ***

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না যাঁরা বলে অথচ আমল করে না। যারা লোকদের পাপকাজ থেকে বিরত রাখে, অথচ নিজে বিরত থাকে না। তিনি ছিলেন দিবসে রোযাদার আর রাতে নামাযে অবিরত।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুলাইকা রহ. বলেন, আমি মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর সাহচার্য অবলম্বন করেছি। আমরা যখনই কোন মনজিলে যাত্রা বিরতি করেছি তখনই তিনি দাঁড়িয়ে

দীর্ঘ রাত পর্যন্ত নামায আদায় করেছেন। অথচ সফরসঙ্গীরা ক্লান্তির প্রচণ্ডতায় বেঘোরে ঘুমিয়ে থাকত।

এক রাতে আমি দেখলাম ,তিনি তিলাওয়াত করছেন,

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ

অর্থ: আর মৃত্যু-যাতনা অবশ্যই আসবে, যা থেকে তুমি টালবাহানা করতে। (সূরা ক্বাফ-১৯)

তিনি বারবার তা তিলাওয়াত করছেন আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। এভাবেই ফজর উদয় হয়ে গেল।

এসব কিছুর পর আমাদের এতটুকু জানাই যথেষ্ঠ, যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. লোকদেরও মাঝে অত্যন্ত সুশ্রী দেহের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চেহারা ছিল অত্যন্ত দ্যুতিময়। আল্লাহর ভয়ে তিনি অর্ধরাতে কাঁদতেই থাকতেন। অবশেষে প্রচুর প্রবাহিত অশ্রু তাঁর কোমল কপোলদ্বয়ে দু'টি প্রবাহ-রেখা সৃষ্টি করল। কেউ কেউ সেই রেখা দু'টিকে জুতোর দুই ফিতার সাথে সাদৃশ্য দিয়েছেন।

*** *** ***

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. ইলমের মর্যাদায় একেবারে শীর্ষস্থানে পৌঁছে গেলেন।

একবার খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযি. হজ্জে গেলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.ও হজ্জে গেলেন। তাঁর কোন শাসন-ক্ষমতা বা দাপট ছিল না।

হযরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর সাথে তাঁর রাজ্যের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের এ্কটি শোভাযাত্রা ছিল।

ইবনে আব্বাস রাযি. এর সাথে তালেবে ইলমদের একটি শোভাযাত্রা ছিল যা খলীফার শোভাযাত্রাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

*** *** ***

ইবনে আব্বাস রাযি. দীর্ঘ একাত্তর বৎসর আয়ু পেলেন। এর মাঝে তিনি দুনিয়াকে ইলম, ফিকহ, হিকমত, ও তাকওয়ায় পরিপূর্ণ করে দিলেন।

অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করলে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া (রহ.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। আর অবশিষ্ট মর্যাদাবান সাহাবী ও তাবেয়ীরা তাঁর জানাযার নামায পড়েন।

তারপর তাঁরা তাঁকে সমাধিস্থ করার সময় অদৃশ্যের এক তিলাওয়াতকারীকে তিলাওয়াত করতে শুনলেন,

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِيْ إِلَى رَبِّك رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِيْ فِي عِبَادِيْ * وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ *

হে প্রশান্ত হৃদয়! তুমি সন্তুষ্টচিত্তে ও সন্তোষভাজন হয়ে তোমার রবের নিকট গমন কর। তারপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। (সূরা ফজর-২৭-৩০)

হযরত নু’মান ইব্‌নে মুকার্‌রিন রাযি.

إِنَّ لِلْإِيْمَان بُيُوْتًا وَلِلنِّفَاق بُيُوْتًا وَإِنَّ بَيْتَ بَنِيْ مُقَرِّن مِنْ بُيُوْت الإِيْمَان

নিশ্চয় ঈমানের জন্য কিছু পরিবার রয়েছে, এবং মুনাফিকির জন্য কিছু পরিবার রয়েছে। নিশ্চয় বনু মুকার্‌রিনের পরিবার ঈমানের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

...হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.

হযরত নু'মান ইব্‌নে মুকার্‌রিন রাযি.

মক্কা ও মদীনার মাঝে বিস্তৃত পথে মদীনার নিকটবর্তী স্থানে মুযায়না কবীলার লোকেরা বসবাস করত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করেছেন। আর তাঁর সংবাদসমূহ আগমনকারী ও প্রত্যাগমনকারীদের মাধ্যমে একের পর এক মুযায়না কবীলার নিকট পৌঁছতে লাগল। তারা শুধু মাত্র রাসূলের কল্যাণময় কথাই শুনতে পেল।

কবীলার সর্দার নু'মান ইব্‌নে মুকার্‌রিন এক বিকালে আড্ডার মজলিসে ভাইদের সাথে ও কবীলার বর্ষীয়ান ব্যক্তিদের সাথে বসলেন। তাদের বললেন,

হে কবীলার লোকেরা! আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্ম্পকে ভাল ছাড়া খারাপ কিছুই আমি শুনি নি। দয়া, অনুগ্রহ আর ইনসাফ ছাড়া তাঁর দাওয়াতের অন্য কিছুই আমি শুনি নি। সুতরাং এখন আমাদের কর্তব্য কী? লোকেরা তো তাঁর দিকে ছুটে যাচ্ছে, তা হলে আমরা কি বিলম্ব করব?

তারপর বলতে লাগলেন, আমি তো আগামীকাল প্রত্যুষে তাঁর নিকট গমনের প্রতিজ্ঞা করেছি। সুতরাং তোমাদের কেউ আমার সাথে যেতে চাইলে সে যেন যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়।

নু'মানের কথাগুলো যেন তার গোত্রের লোকদের হৃদয়তন্ত্রীকে র্স্পশ করল। তাই সকালেই দেখা গেল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ ও আল্লাহর দীনে প্রবেশের উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে মদীনায় যাওয়ার জন্য তাঁর দশ ভাই ও মুযায়না গোত্রের চার শত অশ্বারোহী নিজেদেরকে প্রস্তুত করে নিয়েছে।

তবে হযরত নু'মান ইব্নে মুকার্‌রিন রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের জন্য কোন উপঢৌকন ছাড়াই এই বিশাল জামাতসহ তাঁর নিকট যেতে লজ্জা পাচ্ছিলেন।

এদিকে চলমান দুর্ভিক্ষের বৎসরটি মুযায়না গোত্রের জন্য গবাদিপশু আর ফসলের কিছুই রেখে যায়নি।

তাই নু'মান তাঁর পরিবার ও তাঁর ভাইদের পরিবার চষে ফেলল। দুর্ভিক্ষ তাদের জন্য যতটুকু গনীমতের মাল অবশিষ্ট রেখেছিল তা একত্রিত করলেন এবং তা সাথে নিয়ে ছুটে চললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন।

*** *** ***

হযরত নু'মান ইব্নে মুকার্‌রিন রাযি. ও তাঁর সাথীদের পেয়ে গোটা মদীনা আনন্দে শিহরিত হয়ে উঠল। কারণ ইতিপূর্বে একই পিতার ঔরসজাত দশ ভাই আর তাঁদের সাথে চার শত অশ্বারোহী ইসলাম গ্রহণ করেছে, এমন হয়নি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত নু'মান রাযি. এর ইসলাম গ্রহণের কারণে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

আল্লাহ তা'আলা এই সামান্য গনীমতের মাল কবুল করলেন । এ সম্পর্কে কুরআনে আয়াত নাযিল করে বললেন,

وَمِنَ الأَعْرَاب مَنْ يُوْمِن بِاللّٰه وَ الْيَوْمِ الأَخر ِ و يَتَّخذ مَا يُنْفقُ قُرُبَات عنْدَ اللّٰه و صَلَوَات الرَّسُوْلِ أَلاَ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدخلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رحْمَته إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رحيْمٌ

আর বেদুইনদের মাঝে এমন ব্যক্তিরাও রয়েছে যাঁরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহর নৈকট্য এবং রাসূলের দু'আ লাভের উপায় বলে গন্য করে। জেনে রেখো, তা হল তাদের নৈকট্য। আল্লাহ তাদেরকে নিজের রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুনাময়। (সূরা তাওবা-৯৯)

*** *** ***

হযরত নু'মান ইব্‌নে মুকার্‌রিন রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা তলে এসে শামিল হলেন এবং কোন অলসতা আর ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়াই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সকল জিহাদে অংশ গ্রহণ করলেন।

তারপর খেলাফতের দায়িত্ব হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর নিকট এসে গেলে তাঁর সাথে হযরত মুকাররিন রাযি. ও তাঁর গোত্র বনু মুযায়নার লোকেরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে দাঁড়ালেন। যার প্রভাব ইরতেদাদের ফিতনা দমনে ছিল চির ভাস্বর।

*** *** ***

তারপর খেলাফতের দায়িত্ব হযরত উমর ফারূক রাযি.-এর নিকট এসে গেলে তাঁর খেলাফত কালে হযরত নু'মান ইব্‌নে মুকার্‌রিন রাযি. এমন অবদান রাখেন, ইতিহাস যাকে সুরভিত সপ্রশংস ও সজীব কণ্ঠে উল্লেখ করে।

*** *** ***

কাদেসিয়ার যুদ্ধের কিছু আগে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. হযরত নু'মান ইব্‌নে মুকার্‌রিন রাযি.-এর নেতৃত্বে পারস্য সম্রাট ইয়াযদাজারদ এর নিকট ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন।

পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদায়েনে পৌঁছে তাঁরা সম্রাটের নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি তাঁদের অনুমতি দিলেন। তারপর দোভাষীকে ডেকে বললেন,

তাদের জিজ্ঞেস কর, কেন তোমরা আমাদের দেশে এলে আর কিসে তোমাদেরকে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করল? মনে হয়, তোমরা আমাদের খেয়ে আমাদের বিরুদ্ধে দুঃসাহসিকতা দেখাচ্ছো, কারণ আমরা তোমাদের ব্যাপারে উদাস ছিলাম, তোমাদের টুঁটি চেপে ধরতে চাইনি।

হযরত নু'মান ইব্‌নে মুকার্‌রিন রাযি. তাঁর সাথীদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, তোমরা চাইলে আমি তোমাদের পক্ষ থেকে উত্তর দেই

আর যদি তোমাদের কেউ কথা বলতে চাও, তাহলে আমি তাঁকে প্রাধান্য দিব।

তাঁরা বলল, বরং আপনি কথা বলুন। তারপর তাঁরা পারস্য সম্রাটের দিকে ফিরে বললেন, ইনি আমাদের হয়ে কথা বলবেন। সুতরাং তাঁর কথা শুনুন,

হামদ ও সালাতের পর হযরত নু'মান ইব্‌নে মুকার্‌রিন রাযি. বললেন, আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। তাই আমাদের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি আমাদেরকে কল্যাণের পথ দেখান এবং তা করতে নির্দেশ দেন আর আমাদের অকল্যাণ বিষয়াবলী দেখিয়ে দেন এবং তা করতে নিষেধ করেন।

তিনি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যদি আমরা তাঁর ডাকে সাড়া দেই, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করবেন।

এভাবে কিছু দিন যেতে না যেতেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের সংকীর্ণতাকে প্রশস্ততায় পরিবর্তন করে দিলেন। আমাদের লাঞ্ছনাকে ইজ্জতে পরিণত করে দিলেন। আমাদের শত্রুতাকে ভ্রাতৃত্বে ও মমতায় পরিবর্তন করে দিলেন।

তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন লোকদেরকে কল্যাণের দিকে আহবান করি। আর তা যেন প্রতিবেশীদের মাধ্যমে শুরু করি।

তাই আমরা আপনাদেরকে আমাদের ধর্ম গ্রহণে আহবান করছি। তা এমন এক ধর্ম, যা সকল ভালকে ভাল বলে ঘোষণা করে আর তা করতে উৎসাহিত করে এবং সকল মন্দকে মন্দ বলে ঘোষণা করে আর তা থেকে সতর্ক করে। এ ধর্ম তার অনুসারীকে কুফুরীর অন্ধকার ও যুলুম থেকে ঈমানের আলো ও ইনসাফের দিকে নিয়ে যায়।

তোমরা যদি এখন আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর, তাহলে আমরা তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব রেখে যাব এবং তোমাদেরকে তাতে প্রতিষ্ঠিত করব। তবে শর্ত হল, তোমরা তার বিধান

অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করবে। তারপর আমরা ফিরে যাব। তোমাদেরকে তোমাদের অবস্থায় রেখে চলে যাব।

আর যদি তোমরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার কর, তাহলে আমি তোমাদের থেকে জিযিয়া কর আদায় করব ও তোমাদের হেফাজতের ব্যবস্থা করব। যদি জিযিয়া কর দিতে অস্বীকার কর, তাহলে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

সম্রাট ইয়াযদাজারদ তাঁর কথা শুনে ক্রোধ ও ক্ষোভে জ্বলে উঠল। বলল, আমি পৃথিবীর বুকে এমন কোন জাতির কথা জানি না, যারা তোমাদের চেয়ে অধিক হতভাগ্য, যারা সংখ্যায় তোমাদের চেয়ে অধিক স্বল্প, যারা তোমাদের চেয়ে অধিক পর্যুদস্ত।

আমরা তো তোমাদের বিষয়টি সাম্রাজ্যের প্রান্ত-শাসকদের নিকট ন্যস্ত করেছিলাম। তাই তারাই আমাদের হয়ে তোমাদের থেকে আনুগত্য গ্রহণ করত।

যদি প্রয়োজনই তোমাদেরকে আমাদের নিকট আসতে বাধ্য করে, তাহলে আমরা তোমাদের জন্য এমন খাবারের নির্দেশ দিব যে, তোমাদের দেশ সজীব শস্যময় হয়ে যাবে। তোমাদের সরদার ও নেতৃস্থানীয়দেরকে পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত করব। আমাদের পক্ষ থেকে এমন এক বাদশাহ নিয়োগ করব, যে তোমাদের সাথে কোমল আচরণ করবে।

তখন প্রতিনিধি দলের জনৈক ব্যক্তি তার প্রস্তাবকে এমন ভাবে উড়িয়ে দিল যা পুনরায় তার ক্রোধাগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করল। তাই বলল, যদি দূতকে হত্যা না করার বিষয়টি সর্বজনমান্য না হত, তাহলে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম।

যাও, আমার কাছে তোমাদের পাওয়ার কিছুই নেই। তোমাদের সেনাপতিকে গিয়ে বল, আমি তার নিকট রোস্তমকে পাঠাচ্ছি। সে তাকে এবং তোমাদেরকে এক সাথে কাদেসিয়ার পরিখায় দাফন করবে।

তারপর সম্রাটের নির্দেশে এক টুকরী মাটি আনা হল। সে তার লোকদের বলল, এদের অধিক সম্মানী ব্যক্তির মাথায় তা তুলে দাও এবং

মানুষের সামনে দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যাও, যেন সে রাজধানীর ফটকের বাইরে চলে যায়।

তারপর প্রতিনিধিদলকে বলল, তোমাদের মাঝে অধিক সম্মানী কে? হযরত আসেম ইবনে উমর রাযি. অগ্রসর হলেন। বললেন, আমি।

তখন তাঁর মাথায় তা তুলে দিল। তিনি মাদায়েন থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর মাটির টুকরীটি তাঁর উষ্ট্রীতে তুলে নিলেন এবং হযরত সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি.-এর জন্য তা নিয়ে গেলেন। তাঁকে সুসংবাদ দিলেন যে, সত্বর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য পারস্য বিজিত করে দিবেন এবং তাদের দেশের মাটিতে মুসলমানদের রাজত্ব কায়েম করবেন।

এরপর কাদেসিয়ার যুদ্ধ হল। হাজার হাজার নিহত ব্যক্তির লাশে কাদেসিয়ার পরিখা পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তবে তারা মুসলিম বাহিনীর কেউ ছিল না। তারা ছিল পারস্য বাহিনীর সৈন্য।

কাদেসিয়ার পরাজয়ের পর পারসিকরা শান্ত হল না। তারা তাদের বাহিনীগুলোকে একত্রিত করল। তাদের সৈন্যবাহিনীকে সুসজ্জিত করল। ফলে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সুঠাম শক্তিশালী সৈন্যের একটি বাহিনী পূর্ণ প্রস্তুত হল।

হযরত উমর রাযি. এই বিশাল সৈন্য সমাবেশের সংবাদ শুনে নিজেই এ মহা বিপদের মুকাবিলা করতে প্রতিজ্ঞা করলেন।

কিন্তু মুসলমানদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁকে বাঁধা দিয়ে পরামর্শ দিলেন, যেন তিনি এই মহা বিপদের ন্যায় যুদ্ধে নির্ভরযোগ্য কোন সেনাপতি প্রেরণ করেন।

তখন হযরত উমর রাযি. বললেন, তাহলে সে সীমান্তে নিয়োগের জন্য কোন ব্যক্তির পরামর্শ দিন।

তাঁরা বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি আপনার সৈন্য বাহিনী সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

তখন হযরত উমর রাযি. বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি মুসলিম বাহিনী উপর এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করব, যে যুদ্ধ চলাকালে বর্শার চেয়ে অধিক দ্রুতগামী হবে । তিনি হলেন নু'মান ইব্‌নে মুকার্‌রিন আল্‌ মুযানী।

তখন সবাই বলল, হ্যাঁ, সে-ই তার যোগ্য।

তখন হযরত উমর ফারূক রাযি. তাঁর নিকট এই বলে চিঠি পাঠালেন,

"এ পত্র আল্লাহর বান্দা উমর ইবনে খাত্তাব-এর পক্ষ হতে নু'মান ইব্‌নে মুকার্‌রিন এর নিকট।

হামদ ও সানার পর, আমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, অনারব সব সৈন্যবাহিনী নাহাওয়ান্দ শহরে তোমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হচ্ছে। সুতরাং তোমার নিকট আমার এই পত্র পৌঁছা মাত্র আল্লাহর নির্দেশে, আল্লাহর সহায়তায় তোমার সাথের মুসলমানদের নিয়ে রওনা হয়ে যাও। তাদেরকে দুর্গম পথ দিয়ে নিয়ে যাবে না, তাহলে তুমি তাদের কষ্টে ফেলবে। আর শুনে নাও, এক লক্ষ দিনারের চেয়ে একজন মুসলমান আমার নিকট অধিক প্রিয়।

ওয়াস্‌ সালাম...

হযরত নু'মান ইব্‌নে মুকার্‌রিন রাযি. সৈন্যবাহিনী নিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় ছুটে চললেন এবং পথের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কয়েকটি অগ্রগামী অশ্বরোহী বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। বাহিনীটি নাহাওয়ান্দের নিকট পৌঁছলে অশ্বগুলো দাঁড়িয়ে গেল। তাদের তাড়া করলেও তারা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল। বিষয়টি বুঝার জন্য তাঁরা অশ্ব-পৃষ্ঠ থেকে নেমে অশ্বের খুরে খুরে পেরেকের মাথার ন্যায় ধারাল অসংখ্য লোহার টুকরার সন্ধান পেল। তারপর মাটিতে তাকিয়ে দেখল, অনারবরা নাহাওয়ান্দে পৌঁছার পথে পথে লোহার কাঁটা ছড়িয়ে দিয়েছে যেন অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী তাদের নিকট পৌঁছতে না পারে।

*** *** ***

অশ্বারোহী বাহিনী হযরত নু'মান ইব্‌নে মুকার্‌রিন রাযি. কে এ সংবাদ দিল এবং মতামত চাইল। তখন তিনি তাদেরকে স্বস্থানে থাকার নির্দেশ দিলেন এবং শত্রুরা যাতে তাদের দেখতে পায় সে জন্য রাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাদের আতংকিত হওয়া ও পরাজিত হওয়ার ভয় দূর হয়ে যাবে। ফলে তাদেরকে এগিয়ে আসতে ও ছড়িয়ে দেয়া লোহার কাঁটাগুলো দূর করতে উৎসাহিত করবে। পারসিকদের বিরুদ্ধে কৌশলটি কাজে লাগল। তাই যখনই তারা মুসলিম অগ্রবাহিনীকে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল, তারা লোক পাঠিয়ে লোহার কাঁটাগুলো ঝাঁড়ু দিয়ে পরিস্কার করল। আর হঠাৎ মুসলমানরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং পথগুলো দখল করে নিল।

*** *** ***

হযরত নু'মান ইব্‌নে মুকার্‌রিন রাযি. নাহাওয়ান্দ শহরের উচুঁ ভূমিতে সৈন্য সমাবেশ করলেন এবং অতর্কিত শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রতিজ্ঞা করলেন। তাই সৈনিকদের বললেন, আমি তিনবার তাকবীর দিব। প্রথম বার তাকবীর দিলে যারা প্রস্তুত থাকবে না, তারা প্রস্তুত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় বার তাকবীর দিলে সবাই অস্ত্র নিয়ে তৈরী হয়ে যাবে। তৃতীয় বার তাকবীর দিয়ে আমি শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে তোমরাও আমার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

*** *** ***

হযরত নু'মান ইব্‌নে মুকার্‌রিন রাযি. তিনটি তাকবীর দিলেন এবং শত্রুর বুহ্য ভেদ করে নেকড়ের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর পিছনে পিছনে মুসলিম সৈনিকরা প্লাবনের ন্যায় উপচে পড়ল। তারপর ভয়াবহ যুদ্ধের চাকা উভয় বাহিনীর মাঝে এমন ভাবে ঘুরতে লাগল যুদ্ধের ইতিহাস এর নজীর খুব কমই দেখেছে।

*** *** ***

পারসিক বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তাদের লাশে সমতল ভূমি আর উঁচু ভূমি ভরে গেল। পথে-ঘাটে তাদের রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। ফলে হযরত নু'মান ইব্‌নে মুকার্‌রিন রাযি. এর ঘোড়া পিছলে গেল। তিনি পরে

গেলেন। মারাত্মক আহত হলেন। তখন তাঁর ভাই তাঁর হাত থেকে পতাকাটি নিয়ে নিলেন। একটি চাদর দ্বারা তাঁকে ঢেকে দিলেন এবং তাঁর আহত হওয়ার বিষয়টি গোপন রাখলেন।

তারপর মহা বিজয় অর্জিত হল। মুসলমানগণ যার নাম রাখলেন "ফত্‌হুল ফুতুহ"। সকল বিজয়ের সেরা বিজয়।

বিজয়ী বাহিনী তাদের বীর সেনাপতি সর্ম্পকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল, তখন তাঁর ভাই চাদর তুলে বললেন, এই তো তোমাদের সেনাপতি। বিজয় দানের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর চোখকে শীতল করেছেন এবং শাহাদাতের মাধ্যমে তাঁর জীবনের অবসান ঘটিয়েছেন।

হযরত সুহাইব রুমী রাযি.

رَبِح الْبَيْعُ يَا أَبَا يَحْيٍ ...رَبِح الْبَيْعُ ...

তোমার ব্যবসা লাভবান হয়েছে, হে আবু ইয়াহ্ইয়া! তোমার ব্যবসা লাভবান হয়েছে।

...মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত সুহাইব রুমী রাযি.

হযরত সুহাইব রুমী রাযি.

হে মুসলিম সম্প্রদায়! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, সুহাইব রুমী রাযি. কে চিনে না? তাঁর খবরাখবর ও তাঁর জীবন-চরিতের কিছু জানে না?

তবে হযরত সুহাইব রাযি. যে রোমের অধিবাসী ছিলেন না, তা আমাদের অনেকেই জানেন না। তিনি একজন খালেছ আরব ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন বনু নুমাইর গোত্রের আর মাতা ছিলেন বনু তামীম গোত্রের।

তবে হযরত সুহাইব রাযি. কে রুমী বলার একটি করুণ কাহিনী আছে। ইতিহাসের স্মৃতি তা এখনো সংরক্ষণ করছে এবং তাঁর সফরের কাহিনী বর্ণনা করছে।

নবুয়তের প্রায় বিশ বৎসর আগের কথা। সম্রাট কিসরার পক্ষ হতে মালেক ইবনে সিনান নুমাইরি তখন বসরার উবুল্লা শহর শাসন করতেন। তাঁর অতি স্নেহের এক সন্তান ছিল। পাঁচ বৎসরও তার বয়স অতিক্রম করেনি। তাকে সুহাইব বলে ডাকতেন।

*** *** ***

হযরত সুহাইব রাযি. উজ্জ্বল চেহারা , লালচে চুল, উপচে পড়া স্ফূর্তি, বুদ্ধি আর উঁচু বংশ মর্যাদায় উজ্জ্বল দুই চোখের অধিকারী ছিলেন।

তা ছাড়া তিনি উল্লাসময় ও মধুময় হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। পিতার হৃদয়ে আনন্দের নহর বইয়ে দিতেন। রাজ্য পরিচালনার সকল পেরেশানী দূর করে দিতেন।

*** *** ***

সুহাইবের মাতা প্রশান্তি অর্জন ও অবকাশ যাপনের জন্য ছোট ছেলে সুহাইব, স্বজন ও সেবক-সেবিকাদের একটি দল নিয়ে ইরাকের ছানিয়া নামক পল্লীতে গেলেন। তখন রোমান বাহিনীর একটি দল সেই পল্লীতে আক্রমণ করল। পল্লীর প্রহরীদেরকে হত্যা করল। ধনসম্পদ ছিনিয়ে নিল। শিশুসন্তানদের বন্দী করল। যাদের বন্দী করেছিল তাদের একজন ছিলেন হযরত সুহাইব রাযি.।

*** *** ***

রোমে গোলাম-বাদীদের বাজারে হযরত সুহাইব রাযি. কে বিক্রি করে দেয়া হল। তারপর তিনি হাতে হাতে ঘুরতে লাগলেন। এক মনিবের খেদমত ছেড়ে আরেক মনিবের খেদমতে যোগ দিতে লাগলেন। তাঁর অবস্থা অন্যান্য হাজার হাজার গোলাম-বাদীদের মতই ছিল, যারা রোম সাম্রাজ্যের প্রাসাদগুলো ভরে রেখেছিল।

*** *** ***

এ দাসত্ব হযরত সুহাইব রাযি.কে রোমান সাম্রাজ্যের গভীরে পৌছা ও ভেতর থেকে অবলোকন করার সুযোগ করে দিল। প্রাসাদগুলোতে যে নির্লজ্জতা ও নীচুতা বাসা বেঁধেছিল তিনি তা স্বচক্ষে অবলোকন করলেন। যে সব পাপ ও অন্যায় কাজ সেখানে সংঘঠিত হত তিনি তা স্বকানে শুনলেন। তাই তিনি সে সমাজকে অপছন্দ করলেন। ঘৃণা করলেন।

তিনি প্রায়ই মনে মনে বলতেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সংস্কারের প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত না হলে এ সমাজকে পবিত্র করা যাবে না।

*** *** ***

হযরত সুহাইব রাযি. রোম সাম্রাজ্যে প্রতিপালিত হওয়া , রোমের মাটিতে ও রোমানদের মাঝে যুবক হওয়া সত্ত্বেও, আরবী ভাষা ভুলে যাওয়া বা প্রায় ভুলে যাওয়া সত্ত্বেও কখনো তিনি ভুলেন নি যে, তিনি মরুর সন্তান এক আরব।

এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর হৃদয় থেকে ঐদিনের আগ্রহ ও উচ্ছাসের কথা মিটে যায়নি যে দিন দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের সন্তানদের সাথে মিলিত হবেন।

আরব দেশের প্রতি তাঁর আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিল এক খৃস্টান ধর্মযাজকের কথা, তিনি এক সরদারকে বলছিলেন,

সে সময় সন্নিকটে এসে গেছে,যখন আরব উপদ্বীপের মক্কায় এ্কজন নবী আত্মপ্রকাশ করবেন, যিনি ঈসা ইবনে মরিয়মের রিসালাতের সত্যায়ন করবেন আর মানুষেরা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বেরিয়ে আসবে।

*** *** ***

তারপর হযরত সুহাইব রাযি. সুযোগ পেলেন। তিনি তাঁর মনিবদের দাসত্ব থেকে পালিয়ে গেলেন। প্রতীক্ষিত নবীর প্রেরণস্থান, আরবদের আশ্রয়স্থান, উম্মুল কোরা মক্কার অভিমুখে তিনি ছুটতে লাগলেন।

মক্কায় পৌঁছলে লোকেরা মুখের জড়তা ও চোখের লালিমার কারণে তাঁকে "সুহাইব রুমী" নামে ডাকতে লাগল।

*** *** ***

তিনি আরবের এক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে জুদ'আনের সাথে মিত্রচুক্তিতে আবদ্ধ হলেন এবং ব্যবসা করতে লাগলেন। ফলে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হলেন।

তবে ব্যবসা-বানিজ্য ও অর্থ উপার্জনের ব্যস্ততা তাঁকে খৃস্টান ধর্মযাজকের কথা ভুলিয়ে দিল না। তাই যখনই তাঁর হৃদয়ে সেই কথা উদয় হত অধৈর্য হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করতেন,

তাহলে সেই মহান ব্যক্তিটি কে হবেন?

এর কিছুদিন পরই তাঁর নিকট উত্তর এসে গেল।

*** *** ***

একদা হযরত সুহাইব রাযি. এক বাণিজ্য-সফর থেকে মক্কায় ফিরে এলেন। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে সংবাদ দিল, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবী রূপে প্রেরিত হয়েছেন। লোকদের

এক আল্লাহর উপর ঈমান আনতে আহবান করছেন। তাদের ইনসাফ ও অন্যের প্রতি অনুগ্রহে উৎসাহিত করছেন। অশ্লীল ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করছেন।

*** *** ***

তিনি বললেন, তিনি কি ঐ ব্যক্তি নন যাঁকে তোমরা "আল আমীন" উপাধী দিয়েছো?

লোকটি বলল, হ্যাঁ

তিনি বললেন, তিনি এখন কোথায় অবস্থান করছেন?

লোকটি বলল, সাফা পর্বতের পাদদেশ, আরকাম ইবনে আবীল আরকামের বাড়িতে।

তবে সাবধান! কুরাইশের কেউ যেন তোমাকে না দেখে। তারা তোমাকে দেখলে নির্যাতন-নিপীড়ন করবে, করতেই থাকবে। অথচ তুমি একজন পরদেশী মানুষ । এখানে তোমার বংশের কেউ নেই, যে তোমাকে রক্ষা করবে, তোমার নিকট আত্মীয় কেউ নেই, যে তোমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে।

*** *** ***

সর্তকতার সাথে চারদিকে লক্ষ্য রেখে হযরত সুহাইব রাযি. আরকামের বাড়ির দিকে গমন করলেন। বাড়িতে পৌঁছে দরজায় আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি. কে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে পূর্ব থেকেই চিনতেন। ক্ষণকাল দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকার পর তাঁর নিকটবর্তী হলেন। বললেন, হে আম্মার! তুমি এখানে কী চাও ?

হযরত আম্মার রাযি. বললেন, বরং তুমি বল কী চাও?

হযরত সুহাইব রাযি. বললেন, আমি এই লোকটির নিকট যেতে চাই । আমি তাঁর কথা শুনব।

হযরত আম্মার রাযি. বললেন, আর আমিওতো তাই চাই।

হযরত সুহাইব রাযি. বললেন, তাহলে এসো, আমরা আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে একসাথেই প্রবেশ করি।

*** *** ***

সুহাইব ইবনে সিনান ও আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। তাঁর কথা শুনে তাঁদের হৃদয়ে ঈমানের নূর প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। তাঁরা রাসূলের দিকে হস্ত প্রসারিত করতে প্রতিযোগিতা করল। তাঁরা সাক্ষ্য দিল, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল"। তাঁরা সেই দিবসটি রাসূলের হিদায়াতের বারি পানে পিয়াসা দূর করে ও তাঁর সাহচর্যের নেয়ামত গ্রহণ করে কাটিয়ে দিলেন।

রাত এগিয়ে এল। চারদিক শান্ত সমাহিত। রাতের অন্ধকারে তাঁরা রাসূলের নিকট থেকে বেরিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁরা হৃদয়ে এতো অধিক নূর গ্রহণ করেছেন যা গোটা দুনিয়া আলোকিত করতে যথেষ্ট।

*** *** ***

হযরত বিলাল, হযরত আম্মার, হযরত সুমাইয়া, খব্বাবসহ অনেক দুর্বল মুসলমানদের সাথে হযরত সুহাইব রাযি. কুরাইশদের নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করলেন এবং কুরাইশদের এমন শাস্তি বরদাশত করলেন যদি তা পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ হত তা হলে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। প্রশান্ত ও ধৈর্যশীল হৃদয় নিয়ে তিনি ঐ সব কিছু গ্রহণ করলেন। কারণ তিনি জানতেন, জান্নাতের পথ কন্টকাকীর্ণ।

*** *** ***

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলে হযরত সুহাইব রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর রাযি.-এর সাথে হিজরত করার ইচ্ছে করলেন। কিন্তু কুরাইশরা তাঁর হিজরতের বিষয়টি জেনে ফেলল। তারা তাতে বাঁধা দিল এবং তাঁর পিছনে প্রহরী লাগিয়ে দিল যেন তিনি তাদের হাত থেকে ফসকে না যান এবং ব্যবসা করে যে সোনা-চাঁদি পুঞ্জিভূত করেছেন তা নিয়ে না যান।

*** *** ***

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীর হিজরতের পর হযরত সুহাইব রাযি. তাঁদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন।

কিন্তু সফল হলেন না। কারণ প্রহরীদের চোখ তাঁর ব্যাপারে বিনিদ্র ও সদাসচেতন। সুতরাং বাহানার আশ্রয় নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

*** *** ***

শীতের এক রাতে হযরত সুহাইব রাযি. বারবার শৌচাগারে যেতে লাগলেন, যেন তিনি তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করছেন। তাই একবার শৌচাগার থেকে ফিরে আসতে না আসতেই আবার শৌচাগারে যেতে লাগলেন।

*** *** ***

জনৈক প্রহরী বলল, তোমরা আজ স্ফূর্তিতে থাক। লাত আর উজ্জা আজ তাকে পেটের ব্যস্ততায় ফেলে দিয়েছে।

তারপর তারা বিছানায় আশ্রয় নিল এবং চোখগুলোকে ঘুমের নিকট সমর্পণ করল। তখন হযরত সুহাইব রাযি. সন্তর্পণে বেরিয়ে পড়লেন এবং মদীনার অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন।

*** *** ***

হযরত সুহাইব রাযি. এর চলে যাওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পরই প্রহরীরা টের পেল। তারা ধড়মড়িয়ে ঘুম থেকে উঠল। দ্রুতগামী অশ্বের পিঠে চেপে বসল এবং তার পশ্চাতে অশ্ব ছুটাল। অবশেষে তাঁকে ধরে ফেলল।

*** *** ***

হযরত সুহাইব রাযি. তাদের আগমন টের পেলেন। একটি উঁচু স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তুণীর থেকে তীর বের করলেন। ধনুকে যোজনা করলেন। তারপর বললেন, হে কুরাইশের লোকেরা! আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা জান, লোকদের মাঝে আমি তীর নিক্ষেপে দারুণ পারদর্শী। লক্ষ্য ভেদ করতেও আমি অধিক দক্ষ। সুতরাং আমার হাতের প্রত্যেকটি তীর দিয়ে তোমাদের একেক জনকে হত্যা করার আগে তোমরা আমার নিকট পৌঁছতে পারবে না।

তারপর আমি তোমাদেরকে আমার তরবারী দ্বারা আঘাত করতে থাকব যতক্ষণ তা আমার হাতে বাকি থাকে। তখন প্রহরীদের একজন

বলল, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা তোমাকে তোমার জান ও মাল নিয়ে যেতে দিব না।

তুমি তো মক্কায় নিঃস্ব ও দরিদ্র অবস্থায় এসেছিলে। তারপর তুমি ধনবান হয়েছো আর সম্পদশালীদের সারিতে পৌঁছেছো।

তখন হযরত সুহাইব রাযি. বললেন, তোমরা একটু ভেবে দেখ, যদি আমি আমার সম্পদ তোমাদের জন্য রেখে যাই তাহলে কি তোমরা আমার পথ উম্মুক্ত করে দিবে ?

তারা বলল, হ্যাঁ

তিনি তখন মক্কায় তাঁর গৃহে রক্ষিত সম্পদের স্থানটির কথা বলে দিলেন।

তারা সেখানে গিয়ে তা নিয়ে নিল এবং তাকে মুক্ত করে দিল।

*** *** ***

হযরত সুহাইব রাযি. দীন নিয়ে আল্লাহর পথে মদীনার দিকে ছুটতে লাগলেন। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ব্যয় করে যে সম্পদ অর্জন করেছেন তার প্রতি তাঁর আজ কোন আক্ষেপ নেই। কোন দুঃখ-বেদনা নেই। যখনই তিনি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতের আগ্রহ তাঁকে অস্থির করে তুলত। আবার প্রাণপ্রাচুর্য ফিরে আসত আর বিরামহীন গতিতে তিনি ছুটে চলতেন। কুবায় পৌঁছলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, তিনি আসছেন। তাই উৎফুল্ল ও আনন্দিত হয়ে বললেন,

رَبِح الْبَيْعُ يَا أَبَا يَحْيَ !.....رَبِح الْبَيْعُ ...

তোমার ব্যবসা লাভবান হয়েছে, হে আবু ইয়াহইয়া! তোমার ব্যবসা লাভবান হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি তিন বার বললেন।

তখন হযরত সুহাইব রাযি.-এর চেহারায় আনন্দের আভা ফুটে উঠল। তিনি বললেন,

وَاللّٰه مَا سَبَقَنِيْ إِلَيْكَ أَحَدٌ يَا رَسُوْلَ اَللّٰه   وَمَا أَخْبَرَ بِه إِلاَّ جِبْرِيلُ

অর্থ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমার আগে আপনার নিকট কেউ আসেনি আর জিবরাইল ছাড়া আর কেউ এর সংবাদ দেয়নি।

*** *** ***

সত্যই বলছি, তাঁর ব্যবসা লাভবান হয়েছে ...

আকাশের ওহী তার সত্যায়ন করেছে ...

জিবরাইল আ. তার সাক্ষ্য দিয়েছেন

তাই হযরত সুহাইব রাযি.-এর শানে আল্লাহ তা'আলা বললেন ,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰه ، وَاللّٰهُ رَؤُوْفٌ بالعبَاد.

অর্থ, কিছু লোক আছে যাঁরা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নিজেকে বিক্রয় করে দেয় । আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু। (সূরা বাকারা-২০৭)

সুতরাং সুসংবাদ সুহাইব ইবনে সিনান রাযি.-এর জন্য এবং উত্তম প্রত্যাবর্তন সুহাইব ইবনে সিনান রাযি. এর জন্য ।

হযরত আবু দারদা রাযি.

كَانَ أَبُوْ الدَّرْدَاء يَدْفَعُ عَنْهُ الدُّنْيَا بالرَّاحَتَيْنِ و الصَّدْرِ

আবু দারদা দুই হাত আর বুক দিয়ে দুনিয়াকে প্রতিহত করতেন।

...আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.

হযরত আবু দারদা রাযি.

উয়াইমির ইবনে মালেক খাযরাজির উপনাম আবু দারদা। খুব প্রত্যুষে তিনি ঘুম থেকে উঠলেন। গৃহের সব চেয়ে উৎকৃষ্ট বেদীতে স্থাপিত মূর্তিটির নিকট গেলেন। শুভেচ্ছা জানালেন। বিরাট ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত অতি মূল্যবান সুগন্ধি দ্বারা তাকে সুবাসিত করলেন। তারপর উন্নত মানের রেশমী পোশাক দ্বারা তাকে বিভূষিত করলেন। যা ইয়ামেন থেকে আগত এক ব্যবসায়ী গতকাল তাঁকে উপঢৌকন দিয়েছে।

সূর্য উপরে উঠে এলে আবু দারদা বাড়ি ত্যাগ করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দিকে রওনা দিলেন।

সহসা দেখলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের কারণে ইয়াসরিবের পথ-ঘাট সংকীর্ণ হয়ে গেছে। তারা বদর যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছেন। তাঁদের সামনে কুরাইশের বন্দীদের কয়েকটি দল। তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই খাযরাজ বংশের এক যুবকের অভিমুখী হলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন।

খাযরাজী যুবক তাঁকে বলল, তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছেন। নিরাপদে গনীমতের মালসহ ফিরে এসেছেন। সে তাঁকে নিশ্চিন্ত করল।

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. সম্পর্কে আবু দারদার এই প্রশ্নের কারণে যুবকটি বিস্মিত হল না। কারণ তাদের মাঝে বিদ্যমান ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সম্পর্কে সবাই অবহিত। জাহেলী যুগ থেকেই তারা পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। তারপর ইসলাম ধর্ম এলে ইবনে রাওয়াহা তা গ্রহণ করলেন আর আবু দারদা তা থেকে বিরত রইলেন।

কিন্তু তা তাঁদের মাঝে বিদ্যমান সম্পর্ককে ছিন্ন করল না। তাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. প্রায়ই আবু দারদার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তাকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করতেন। আর মুশরিক অবস্থায় আবু দারদার জীবনের কেটে যাওয়া প্রত্যেকটি দিবসের জন্য আফসোস করতেন।

*** *** ***

আবু দারদা তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে উঁচু আসনে আসন করে বসলেন। ক্রয়-বিক্রয় করতে লাগলেন। দাসদের আদেশ-নিষেধ দিতে লাগলেন।

এদিকে তিনি কিন্তু জানেন না, তাঁর বাড়িতে কী ঘটছে। সে সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. তাঁর বন্ধু আবু দারদার বাড়িতে গেলেন। আজ তিনি এক বিশেষ প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছেন।

গৃহে পৌঁছে দেখলেন, দরজা খোলা। উম্মে দারদাকে বাড়ির আঙিনায় দেখতে পেলেন । বললেন, আস্‌সালামু আলাইকি, ইয়া আমাতাল্লাহ !

উম্মে দারদা বললেন, ওয়া আলাইকাস সালাম, হে আবু দারদার ভাই!

হযরত ইবনে রাওয়াহা রাযি. বললেন, আবু দারদা কোথায় গেছে?

উম্মে দারদা বললেন, তিনি দোকানে গেছেন। শীঘ্রই ফিরে আসবেন।

ইবনে রাওয়াহা রাযি. বললেন, ভেতরে আসতে পারি কি?

উম্মে দারদা বললেন, স্বাগতম ! স্বাগতম!! আসুন। তিনি তাঁর জন্য পথ করে দিয়ে নিজের কামরায় চলে গেলেন। সন্তানদের দেখাশোনা ও গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

*** *** ***

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. সেই কামরায় গিয়ে প্রবেশ করলেন, যেখানে আবু দারদা তাঁর মূর্তিটি স্থাপন করেছেন। সাথে নিয়ে আসা কুঠারটি বের করলেন। তারপর মূর্তিটির দিকে এগিয়ে গিয়ে তা ভাঙ্গতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন

أَلَآ كُلُّ ما يُدْعَى مَعَ اللّٰه بَاطلٌ... أَلَآ كُلُّ ما يُدْعَى مَعَ اللّٰه بَاطلٌ...

অর্থ ঃ শোনে নাও, আল্লাহর সাথে যার ইবাদত করা হয় তা বাতিল, তা মিথ্যা।... শোনে নাও, আল্লাহর সাথে যার ইবাদত করা হয় তা বাতিল, তা মিথ্যা...

মূর্তিটি ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তিনি গৃহ ত্যাগ করলেন।

*** *** ***

উম্মে দারদা মূর্তির কামরায় প্রবেশ করলেন। মূর্তিটি খণ্ড-বিখণ্ড দেখে বজ্রাহত হলেন।... দেখলেন,মাটিতে তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।... গন্ডদেশ চাপড়ে বলতে লাগলেন,

أَهْلَكْتَنِيْ يَابنْ رَوَاحَةَ.

أَهْلَكْتَنِيْ يَابنْ رَوَاحَةَ.

হে ইবনে রাওয়াহা ! তুমি আমাকে ধ্বংস করলে...

হে ইবনে রাওয়াহা ! তুমি আমাকে ধ্বংস করলে...

*** *** ***

কিছুক্ষণ পর আবু দারদা বাড়িতে ফিরে এলেন। দেখলেন, তাঁর স্ত্রী মূর্তিগৃহের দরজায় বসে উচ্চ স্বরে কাঁদছে। ভয়-ভীতির আলামত তাঁর চেহারায় ফুটে আছে।

আবু দারদা বললেল, তোমার কী হয়েছে ?

উম্মে দারদা বললেন, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এল। আর আপনার মূর্তির সাথে যা করল আপনি তা দেখছেন।

মূর্তির দিকে তাকিয়ে দেখেন, তা চূর্ণ-বিচূর্ণ। ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছে করলেন। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই শোরগোল থেমে এল। ক্রোধাগ্নি স্তিমিত হল। তখন আবু দারদা ঘটে যাওয়া বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, যদি এ মূর্তির মাঝে কোন কল্যাণ-শক্তি থাকত, তাহলে সে অবশ্যই নিজ থেকেই কষ্ট-বেদনাকে দূর করত।

তারপর তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. এর নিকট গেলেন। সেখান থেকে এক সাথে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন এবং আল্লাহর ধর্মে প্রবেশের ঘোষনা করলেন। তাই তিনিই পল্লীবাসীদের মাঝে ছিলেন শেষে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি।

*** *** ***

শুরু থেকেই হযরত আবু দারদা রাযি. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর এমন ঈমান আনলেন, যা তাঁর অস্তিত্বের প্রতিটি বিন্দুর সাথে মিশে গেলো।

ছুটে যাওয়া কল্যাণের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। তাঁর সাথীরা যে, আল্লাহর দীন বোঝার ব্যাপারে, কিতাবুল্লাহ হিফজ করার ক্ষেত্রে, আল্লাহর নিকট সঞ্চিত তাকওয়া ও ইবাদতে তাঁর থেকে অনেক দূরে অগ্রসর হয়ে গেছেন, তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন।

তাই অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন, কঠোর মুজাহাদা করে, রাতের ক্লান্তিকে দিনের ক্লান্তির সাথে মিশিয়ে দিয়ে ছুটে যাওয়া বিষয়গুলোকে অর্জন করবেন। অবশেষে অগ্রগামী দলের সাথে মিলিত হবেন। বরং তাঁদের থেকেও অগ্রসর হয়ে যাবেন।

তাই তিনি দুনিয়াবিরাগী ব্যক্তির ন্যায় ইবাদতে আত্মমগ্ন হয়ে পড়লেন। পিপাসার্ত ব্যক্তির ন্যায় ইলম অর্জনে ধাবিত হলেন। আল্লাহর কিতাবের প্রতিটি কালিমা মুখস্থ করায় ও তার প্রতিটি আয়াত গভীর ভাবে বুঝায় আত্মহারা হয়ে পড়লেন।

যখন দেখলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইবাদতের স্বাদকে বিস্বাদ করে দিচ্ছে, ইলমের মজলিসসমূহ থেকে বঞ্চিত করে দিচ্ছে, তখন তিনি কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই, কোন আক্ষেপ-অনুশোচনা ছাড়াই ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করলেন ।

জনৈক ব্যক্তি এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে আমি একজন ব্যবসায়ী ছিলাম। ইসলাম গ্রহণের পর আমি

ব্যবসা ও ইবাদতকে একত্রিত করতে ইচ্ছে করলাম। কিন্তু যা চাইলাম তা হল না। তাই ব্যবসা ত্যাগ করে ইবাদতের অভিমুখী হলাম।

আমার প্রাণ যাঁর নিকট তাঁর শপথ করে বলছি, আজ আমি চাই না, মসজিদের ফটকের সামনে আমার একটি দোকান হবে। ফলে জামাতের সাথে আমার কোন নামায ছুটবে না। তারপর আমি ক্রয়-বিক্রয় করব আর প্রত্যহ তিন শ' দীনার লাভ হবে।

প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তবে শুনে নাও, আমি এ কথা বলছি না, যে আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম করে দিয়েছেন, তবে আমি তাঁদের দলবদ্ধ হতে চাই, যাঁদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য আর ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল করে না।

*** *** ***

হযরত আবু দারদা রাযি. শুধু ব্যবসাকেই পরিত্যাগ করেননি ; তিনি তো দুনিয়াকে চিরতরে ত্যাগ করেছেন আর দুনিয়ার শোভা-সৌন্দর্য থেকে বিমুখ হয়েছেন । শুষ্ক এক লোকমা খাবার যা পিঠকে সোজা রাখে, খসখসে এক টুকরা কাপড় যা দেহকে আবৃত রাখে, তাকেই তিনি যথেষ্ট মনে করতেন।

এক কন্‌কনে শীতের রাতে কিছু লোক এসে তাঁর মেহমান হল । তিনি তাদের জন্য গরম খাবার পাঠালেন । তবে তাদের নিকট কোন লেপ পাঠালেন না। ঘুমের ইচ্ছে করে তারা লেপের জন্য পরামর্শ করতে লাগল। একজন বলল,

আমি তাঁর নিকট যাচ্ছি । তাঁর সাথে কথা বলব,

অন্য একজন বলল, তাঁকে ছেড়ে দাও । কিন্তু সে তার কথা মানল না। এগিয়ে গেল এবং আবু দারদার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, তিনি কাঁত হয়ে শুয়ে আছেন আর তাঁর স্ত্রী পাশে বসে আছেন । তাঁদের গায়ে একটি পাতলা কাপড়, যা গরম থেকে রক্ষা করে না ,শীত থেকে বাঁচায় না।

লোকটি তখন হযরত আবু দারদা রাযি. কে বললেন, আমরা যে জীর্ণ অবস্থায় রাত্রি যাপন করছি, আপনিও দেখি আমাদের মতই রাত্রি যাপন করছেন !!

আপনাদের আসবাবপত্র কোথায় ?!

হযরত আবু দারদা রাযি. বললেন, ঐখানে আমাদের একটি বাড়ি আছে, আমরা যেসব আসবাবপত্র অর্জন করি পর্যায়ক্রমে তা সেখানে পাঠিয়ে দেই। যদি এ গৃহে আমরা কিছু বাকি রাখতাম, তাহলে অবশ্যই তা পাঠিয়ে দিতাম।

তারপর যে পথ অতিক্রম করে আমরা সেই বাড়িতে পৌঁছব সেপথে রয়েছে দূর্গম গিরি। সেখানে ভারাক্রান্ত ব্যক্তির চেয়ে স্বল্পভারী ব্যক্তি অধিক উত্তম। তাই আমরা স্বল্পভারী হতে চাচ্ছি। হয়তো আমরা সহজে পথ অতিক্রম করতে পারব।

তারপর লোকটিকে বললেন, তুমি কি বুঝেছো?

লোকটি বলল, হ্যাঁ, বুঝেছি। আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

*** *** ***

হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর খিলাফত কালে তিনি চাইলেন, যেন হযরত আবু দারদা রাযি. শামের শাসন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু হযরত আবু দারদা রাযি. তা অস্বীকার করলেন। তখন হযরত উমর রাযি. তাঁকে বারবার অনুরোধ করলে তিনি বললেন, যদি আপনি এতটুকুতে সন্তুষ্ট হন যে, আমি তাদের নিকট যাব। তাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত শিক্ষা দিব। তাদের সাথে নিয়ে নামায পড়ব। তা হলে আমি যাব। হযরত উমর রাযি. এতে রাজি হলেন।

তিনি দামেস্কে গেলেন। গিয়ে দেখেন, লোকেরা ভোগ-বিলাসে আসক্ত হয়ে পড়েছে। প্রাচুর্যের মাঝে ডুবে আছে।

বিষয়টি তাকে সঙ্কিত করল। তিনি লোকদের মসজিদে ডাকলেন। তারা একত্রিত হলে তিনি তাদের বললেন,

হে দামেস্কের অধিবাসীরা! তোমরা আমার ধর্মের ভাই। গৃহের নিকটতম প্রতিবেশী। শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্যকারী।

হে দামেস্কের অধিবাসীরা! আমাকে ভালবাসতে ও আমার উপদেশ শুনতে তোমাদের কিসে বাঁধা দিচ্ছে? অথচ আমি তোমাদের থেকে কোন বিনিময় চাই না। আমার উপদেশ তোমাদের জন্য আর আমার ভাতা অন্যের উপর।

কি হল, দেখছি তোমাদের আলেমরা একের পর এক চলে যাচ্ছে আর তোমাদের অজ্ঞ লোকেরা ইলম অর্জন করছে না!

আমি দেখছি, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন তোমরা তা অর্জনে ধাবিত হচ্ছো আর তোমাদের যা করতে আদেশ দিয়েছেন তোমরা তা ত্যাগ করছো ?

কি হল, আমি দেখছি, তোমরা যা খাচ্ছো না তা পুঞ্জিভূত করছো!

যে সব প্রাসাদে থাকছো না তা তৈরী করছো!

যেখানে পৌঁছতে পারবে না তার আশা করছো!

তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকেরা ধন-সম্পদ পুঞ্জিভূত করছিল আর বহু আশা করেছিল।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তাদের পুঞ্জিভূত সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে ...

তাদের আশা প্রবঞ্চনায় পরিণত হয়েছে...

তাদের ঘরবাড়ি সমাধিতে পরিণত হয়েছে...

হে দামেস্কের অধিবাসীরা! এইতো আদ সম্প্রদায় পৃথিবীকে ধন-সম্পদ আর ছেলে-সন্তান দ্বারা ভরে ফেলেছিল...

আজ আমার থেকে কে আদ সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত সম্পদ মাত্র দুই দেরহাম দ্বারা ক্রয় করবে?

তখন লোকেরা কাঁদতে লাগল। মসজিদের বাইরে থেকে তাদের কান্নার আওয়াজ শোনা গেল।

*** *** ***

সে দিন থেকে হযরত আবু দারদা রাযি. দামেস্কে মানুষের সমাবেশসমূহে যেতেন। হাটে-বাজারে ঘুরতেন। প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দিতেন। অজ্ঞ ব্যক্তিকে ইলম দান করতেন। গাফেল ব্যক্তিকে সতর্ক করতেন। প্রত্যেক সুযোগকে তিনি সুবর্ণ মনে করতেন। প্রত্যেক উপলক্ষ্যকে তিনি কাজে লাগাতেন।

*** *** ***

ঐতো হযরত আবু দারদা রাযি. একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। তারা এক ব্যক্তিকে ঘিরে মারছে আর গালমন্দ করছে। তিনি বললেন,

কী খবর ?

লোকেরা বলল,একজন লোক একটি গুরুতর পাপ করেছে।

তিনি বললেন, তোমরা কি একবার ভেবে দেখেছো, যদি লোকটি কোন কূপে পড়ে যেত, তাহলে কি তোমরা তাকে কূপ থেকে তুলতে না?

তারা বলল, হ্যাঁ,

হযরত আবু দারদা রাযি. বললেন, তাকে গালমন্দ করো না। তাকে মেরো না। তাকে উপদেশ দাও। সম্যক জ্ঞান দাও। আর আল্লাহর প্রশংসা কর ,যিনি তোমাদেরকে পাপে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।

লোকেরা বলল, আপনি কি তাকে ঘৃণা করবেন না?

তিনি বললেন, আমি তার পাপ কাজকে ঘৃণা করব। যখন সে তার পাপ কাজ ছেড়ে দিবে তখনতো সে আমার ভাই হয়ে যাবে।

তখন লোকটি কাঁদতে লাগল আর তাওবার ঘোষণা করতে লাগল।

*** *** ***

একদা এক যুবক হযরত আবু দারদা রাযি. এর নিকট এল। বলল, হে আল্লাহর রাসূলের সাহাবী ! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি তখন তাকে বললেন, হে বৎস ! সুখ-সাচ্ছন্দে আল্লাহকে স্মরণ কর তাহলে দুঃখ-দুর্দশায় আল্লাহ তোমাকে স্মরণ করবেন।

হে বৎস! আলেম হও অথবা তালেবে ইলম হও অথবা আলেমদের কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণকারী হও । চতুর্থ কিছু হয়ো না, তা হলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

হে বৎস! মসজিদ যেন তোমার গৃহ হয়। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, اَلْمَسَاجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ -"মসজিদ প্রত্যেক মুত্তাকী ব্যক্তির গৃহ"। আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিদের শান্তি, রহমত, আর নির্বিঘ্নে পুলসিরাত অতিক্রম করে আল্লাহর নিকট পৌঁছার নিশ্চয়তা দান করেছেন, মসজিদ যাদের গৃহ হবে।

*** *** ***

এরা একদল যুবক। পথে বসে পথচারীদের দিকে তাকিয়ে গল্প গুজব করছে। তখন তিনি তাদেরকে বললেন,

হে বৎসরা! মুসলিম পুরুষের ইবাদাতগাহ্ হল তার গৃহ। সেখানে সে নিজেকে ও তার দৃষ্টিকে রক্ষা করবে। সাবধান ! কিছুতেই হাটে-বাজারে বসো না। কারণ তা অনর্থ ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত করে।

*** *** ***

হযরত আবু দারদা রাযি. যখন দামেস্ক ছিলেন তখন দামেস্কের শাসক হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযি. তাঁর ছেলে ইয়াযিদের জন্য আবু দারদা রাযি. এর মেয়ে দারদার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। আবু দারদা রাযি. তাঁর মেয়েকে ইয়াযিদের সাথে বিয়ে দিতে অস্বীকার করলেন এবং একজন সাধারণ মুসলিম যুবকের সাথে বিয়ে দিলেন।

জনৈক প্রশ্নকারী এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, দারদার ব্যাপারে তোমাদের কী ধারনা, যখন তার সামনে দাস-দাসীরা খেদমতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে আর নিজেকে এমন প্রাসাদরাজির মাঝে পাবে, যার মনিমুক্তার দীপ্তি চোখকে ঝলসে দিবে।

সে দিন তার ধর্মের অবস্থা কেমন হবে ?

*** *** ***

আবু দারদা রাযি. যখন দামেস্ক ছিলেন তখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. দামেস্ক পরিদর্শনে গেলেন। এক রাতে তিনি বন্ধু আবু দারদার গৃহে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। দরজায় ধাক্কা দিয়ে দেখেন, তা খোলা। অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করলেন। তাতে কোন আলো

নেই। আবু দারদা তাঁর পায়ের আওয়াজ শুনে উঠে এলেন। তাঁকে স্বাগত জানালেন তারপর বসালেন।

অন্ধকারেই উভয়ে কথা বলতে লাগলেন।

হযরত উমর রাযি. তাঁর বালিশ স্পর্শ করে দেখলেন,তা বহন জন্তুর পিঠের চাদর... বিছানা স্পর্শ করে দেখেন, তা কঙ্করে ভরা।... চাদর স্পর্শ করে দেখেন, তা এমন পাতলা যা দামেস্কের শীতের মুকাবিলায় কোনই কাজে আসে না...।

তখন হযরত উমর রাযি. বললেন, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। আমি কি তোমার সচ্ছলতা বাড়িয়ে দিব না?! আমি কি তোমার নিকট কিছু উপঢৌকন পাঠিয়ে দিব না ?

হযরত আবু দারদা রাযি. তখন বললেন, হে উমর! তোমার কি সেই হাদীসের কথা স্মরণ নেই, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন?

হযরত উমর রাযি. বললেন , তা কী?

হযরত আবু দারদা রাযি. বললেন, তিনি কি বলেননি,

لِيَكُنْ بَلاَغُ أَحَدِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ رَاكِبٍ

অর্থ- তোমাদের দুনিয়ার আসবাব যেন মুসাফিরের পাথেয়ের ন্যায় হয়।

হযরত উমর রাযি. বললেন, হ্যাঁ ,বলেছেন।

আবু দারদা রাযি. বললেন, হে উমর! তা হলে আমরা রাসূলের পর কী করেছি ?!!

তখন হযরত উমর রাযি. কাঁদতে লাগলেন। হযরত আবু দারদা রাযি. ও কাঁদতে লাগলেন। ক্রমেই তাঁদের কান্না বৃদ্ধি পেতে লাগল। এ অবস্থায় সকাল হয়ে গেল।

*** *** ***

হযরত আবু দারদা রাযি. দামেস্কবাসীদের উপদেশ দিতে লাগলেন। তাদের নসীহত করতে লাগলেন। তাদেরকে কুরআন ও হাদীস শিক্ষা

দিতে লাগলেন। এমনিভাবে চলতে চলতে এক সময় তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল।

মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত হলে তাঁর সঙ্গী-সাথীরা গিয়ে বলল,

আপনি কিসের আশঙ্কা করছেন?

তিনি বললেন, আমি আমার পাপরাজির আশঙ্কা করছি।

তারা বলল, আপনি কিসের আশা করছেন?

তিনি বললেন, আমার রবের ক্ষমার আশা করছি।

তারপর তিনি তাঁর পাশ্ববর্তী লোকদের বললেন, আমাকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ "কালিমার তালকীন দাও, তারপর তিনি কালীমা পাঠ করতে করতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন।

*** *** ***

হযরত আবু দারদা রাযি.-এর ইনতেকালের পর আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী রাযি. স্বপ্নে একটি সুবিস্তৃত সবুজ-শ্যামল, ছায়া-নিবিড় উদ্যান দেখলেন। তাতে চামড়ার একটি বিশাল গম্ভুজ রয়েছে। তার পাশে একপাল বকরী বসে আছে। কোন চোখ এ ধরনের সুন্দর বকরী দেখেনি।

তিনি বললেন, এ উদ্যানের মালিক কে?

বলা হল, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ।

এরপর গম্ভুজ থেকে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. বেরিয়ে এলেন। বললেন, হে ইবনে মালেক ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে এটা কুরআনের বিনিময়ে দান করেছেন। যদি তুমি এই পথে উঁকি মেরে দেখতে, তাহলে এমন কিছু দেখতে, যা তোমার চোখ কখনো দেখেনি। এমন কিছু শুনতে, যা তোমার কান কখনো শুনেনি। আর এমন কিছু পেতে, যার চিন্তা কখনো তোমার হৃদয়ে কখনো উদয় হয়নি।

ইবনে মালেক রাযি. বললেন, হে আবু মুহাম্মদ ! ঐসব কিছু কার ?

বললেন, আল্লাহ তা'আলা তা আবু দারদার জন্য তৈরী করেছেন। কারণ তিনি দু'হাত আর বুক দিয়ে দুনিয়াকে প্রতিহত করেছেন।

হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাযি.

وَأَيْمُ اللَّه لَقَدْ كَانَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ خَلِيْقًا بِالإِمْرَةِ ، وَلَقَدْ كَانَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ

محمد رسول الله

আল্লাহর শপথ করে বলছি,যায়েদ ইবনে হারেছা আমীর হওয়ার যোগ্য ছিল। সে আমার অতি প্রিয় মানুষ ছিল।

...মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.

হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাযি.

সু'দা (سعدى) বিনতে ছা'লাবা (ثعلبة) তার গোত্র বনু মা'আনের সাথে সাক্ষাতের জন্য রওয়ানা হলেন। তিনি তার কিশোর পুত্র যায়েদ ইবনে হারেছাকে সাথে নিলেন।

বনু মা'আন গোত্রের বসতিতে পৌঁছতে না পৌঁছতেই বনু কাইন গোত্রের যোদ্ধারা তাদের উপর আক্রমণ করল। ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিল। উটগুলো নিয়ে গেল আর ছেলেসন্তানদের বন্দী করে নিয়ে গেল...

তারা যাদের বন্দী করে নিয়ে গেল তাদের মাঝে ছিল সু'দা বিনতে ছা'লাবার ছেলে যায়েদ ইবনে হারেছা ।

যায়েদ তখন কিশোর । তার বয়স আট বৎসর ছুঁই ছুঁই করছিল। তারা তাকে নিয়ে ওকাজ বাজারে এল। বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করল। হাকীম ইবনে হিযাম ইবনে খুয়াইলিদ-কুরাইশ গোত্রের এক সম্পদশালী ব্যক্তি, তিনি তাকে চারশত দেরহামে ক্রয় করলেন। তার সাথে আরো কিছু গোলাম ক্রয় করলেন এবং তাদের নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন।

তার ফুফু খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ তার আগমনের সংবাদ শুনে তাকে সুভাশীষ ও স্বাগত জানিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তখন হাকীম ইবনে হিযাম বললেন, হে ফুফু! ওকাজ বাজার থেকে কিছু গোলাম ক্রয় করেছি। আপনি তাদের যাকে ইচ্ছা বেছে নিন। সে আপনার জন্য উপঢৌকন হবে।

জনাবা খাদীজা তখন সন্ধানী দৃষ্টিতে গোলামদের চেহারায় চেহারায় তাকালেন... এবং যায়েদ ইবনে হারেছাকে বেঁছে নিলেন। কারণ তার নিকট তার সম্ভ্রান্ত হওয়ার আলামতসমূহ বিকশিত হয়েছে। তারপর তিনি তাকে নিয়ে চলে এলেন।

এর কিছুদিন পরই খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহকে বিয়ে করলেন। তখন তিনি তাঁকে একটি উপঢৌকন, একটি হাদীয়া দিতে চাইলেন। তাঁর প্রিয় গোলাম যায়েদ ইবনে হারেছাকে ছাড়া আর কিছু পেলেন না। তাই তিনি তাঁকে তা উপঢৌকন দিলেন।

*** *** ***

ভাগ্যবান বালক যখন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হচ্ছিল, তাঁর মূল্যবান সাহচর্যে সৌভাগ্যবান হচ্ছিল, তাঁর অনুপম চরিত্রে প্রাচুর্যময় হচ্ছিল, তখন সন্তানহারা ব্যথিত মায়ের অশ্রু শুকাচ্ছিল না। বিচ্ছেদের জ্বালা শীতল হচ্ছিল না। আরামে ঘুমুতে পারছিলেন না।

তার আক্ষেপ আর বেদনাকে আরো বৃদ্ধি করে দিল তার অজ্ঞতা, যায়েদ কি বেঁচে আছে তাহলে তার ফিরে আসার আশা করবে, না কি মরে গেছে তাহলে নিরাশ হয়ে যাবে।

আর তার পিতা সর্বত্র তাকে তালাশ করতে লাগল। প্রত্যক সাওয়ারীকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে লাগল। পুত্রের আকর্ষণে অধীর হয়ে দুঃখ-বেদনায় ভরা হৃদয় বিদারক একটি কবিতা রচনা করলেন। তিনি তা করুণ কণ্ঠে বারবার আবৃত্তি করতেন,

بَكَيْتُ عَلِى زَيْد وَلَمْ أَدْرِ مَا فعَلْ * أَ حَيٌّ فَيُرْجَى أَمْ أَتَى دُوْنَهُ الأَجَلْ

فَــوَاللَّه مَا أَدْرِيْ وَإِنِّيْ لَســائل * أَغَالَكَ بَعْديْ السَّهْلُ أَمْ غَالَكَ الْجَبَلُ

تُذَكِّرُنِيــه الشَّمُسُ عنْدَ طُلُوْعِهَا * وَتَعْرِضُ ذكْرَاهُ إِذا غَرْبُــهَا أَفَــلْ

سَأَعْملُ نصَّ العِيْسِ فِي الْأَرْضِ جَاهدًا * وَلاَ أَسْأَمُ التِّطْوَافَ أَوْ تَسْأَمُ الإِبِلْ

حَيَــاتِيْ ، أَوْ تَأْتِيْ عَلَيَّ مَنِيَّتِيْ * فَكُلُّ أَمْرِي فَان وَإِن غَرَّهُ الْأَمَــل

অর্থ- যায়েদের বিরহ বেদনায় আমি কাঁদছি, অথচ আমি জানি না, সে কি জীবিত তাহলে তার আশা করা হবে, নাকি সে মরে গেছে।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যখন তার সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করি তখন আমি জানি না, সমতল ভূমি তোমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, না পাহাড় তোমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

উদয় হওয়ার সময় সূর্য আমাকে তোমার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অস্তমিত হওয়ার সময় তার স্মরণকে উপস্থিত করে।

মেহনত মুজাহাদা করে আমি পৃথিবীময় দ্রুতগামী উন্নত উষ্ট্র নিয়ে ছুটে বেড়াব। আমি এই ছুটে বেড়ানোর কারণে বিরক্ত ও অধৈর্য হয়ে পড়ব না যতক্ষণ না উষ্ট্র আমার জীবিত থাকার কারণে বিরক্ত হয়ে পড়ে,

অথবা আমার মৃত্যু এসে যায়। আর প্রত্যেক বিষয় ধ্বংস হয়ে যাবে, যদিও আশা তাকে প্রবঞ্চিত করে।

*** *** ***

হজ্জের এক মৌসুমে যায়েদের গোত্রের একদল মানুষ বাইতুল হারামে এল। তারা যখন বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করছিল তখন সহসা যায়েদের মুখোমুখি হয়ে গেল। তারা তাকে চিনল। সেও তাদের চিনল। তারা তাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করল। সেও তাদের অনেক কিছু জিজ্ঞেস করল। হজ্জের পর তারা তাদের বাড়িতে ফিরে গিয়ে হারেছাকে তারা যা দেখেছে বলল, তারা যা শুনেছে তা বর্ণনা করল।

*** *** ***

হারেছা দ্রুত তার বাহন প্রস্তুত করল এবং সাথে কিছু অর্থকড়ি নিল যা হৃদয়ের টুকরা ও চোখের শীতলতার মুক্তিপণের জন্যে প্রদান করবে। তার সাথে তার ভাই কা'বকে নিল। তারপর উভয়ে এক সাথে মক্কার দিকে দ্রুত ছুটতে লাগল। তারা মক্কায় পৌঁছে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেল এবং বলল,

হে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র ! আপনারা আল্লাহর গৃহের প্রতিবেশী। আপনারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তকে মুক্তি দান করেন। ক্ষুধার্তকে আহার দান করেন। দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।

আমরা আপনার নিকট প্রতিপালিত আমাদের ছেলে সম্পর্কে কথা বলতে এসেছি। সাথে অর্থকড়ি নিয়ে এসেছি যা মুক্তিপণ হিসাবে প্রদান করব। সুতরাং আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং আপনার চাহিদা মুতাবিক মুক্তিপণের বিনিময়ে তাকে মুক্তি প্রদান করুন।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কে তোমাদের সন্তান? তোমরা কার কথা বলছো ?

তারা বলল, আপনার গোলাম যায়েদ ইবনে হারেছা।

তিনি বললেন, মুক্তিপণ দেয়ার চেয়ে যা অধিম উত্তম তা কি তোমরা গ্রহণ করতে রাজি ?

তারা বলল, সে আবার কি?

তিনি বললেন, তোমরা তাকে ডাক, আমাকে অথবা তোমাদেরকে গ্রহণ করার ব্যাপারে তাকে অধিকার দাও। যদি সে তোমাদের গ্রহণ করে তাহলে অর্থের বিনিময় ছাড়াই সে তোমাদের হয়ে যাবে। আর যদি সে আমাকে গ্রহণ করে তা হলে আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি এমন লোক নই, যে আমাকে চায় আমি তাকে তাড়িয়ে দিব।

তারা বলল, আপনি ন্যায় কথা বলেছেন। ন্যায়ের চূড়ান্তে পৌছেছেন।

তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদকে ডেকে বললেন, এরা দু'জন কে?

যায়েদ বলল, ইনি আমার পিতা হারেছা ইবনে শুরাহবিল আর ইনি আমার চাচা কা'ব।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিলাম, ইচ্ছে করলে তুমি তাদের সাথে চলে যেতে পার, ইচ্ছে করলে আমার সাথে থাকতে পার।

যায়েদ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া দ্রুত বলল, বরং আমি আপনার সাথে থাকব।

তার পিতা বলল, ছি, এ কী বলছো হে যায়েদ? তুমি তোমার পিতা মাতাকে ছেড়ে দাসত্বকে গ্রহণ করছো ?

যায়েদ বলল, আমি এ ব্যক্তির মাঝে এক মহান বিষয়ের সন্ধান পেয়েছি। সুতরাং আমি কখনো তাঁকে ছেড়ে যাব না।

*** *** ***

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদের এই অবস্থা দেখে তার হাত ধরল এবং তাকে নিয়ে বাইতুল হারামে গেল। হাজরে আসওয়াদের পাশে দাঁড়িরে কুরাইশদের মাঝে ঘোষণা করলেন,

হে কুরাইশ সম্প্রদায়। তোমরা সাক্ষী থাক, এ বালকটি আমার ছেলে, সে আমার উত্তরাধিকারী হবে। আমি তার উত্তরাধিকারী হব...

ফলে তার পিতা ও চাচার হৃদয় তুষ্ট হল। তারা তাকে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রেখে নিশ্চিন্তে উল্লসিত হৃদয়ে তাদের গোত্রের নিকট ফিরে এল।

সেদিন থেকে যায়েদ ইবনে হারেছা যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ হয়ে গেল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলরূপে প্রেরিত হওয়া পর্যন্ত তাকে এ নামেই ডাকা হত। তারপর ইসলাম পালক পুত্রের প্রথা রহিত করে দিল। অবতীর্ণ হলো اُدْعُوْهُمْ لِآبَائِهِم -তোমরা তাদেরকে তাদের পিতার নামে ডাক। তখন তাকে আবার যায়েদ ইবনে হারেছা বলে ডাকা হতে লাগল।

*** *** ***

যখন যায়েদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পিতা মাতার উপর প্রাধান্য দিয়ে গ্রহণ করেছিল তখন সে জানত না ,কোন সম্পদ সে অর্জন করেছে।

সে জানত না , তার মনিব যাঁকে সে পরিবার পরিজন ও গোত্রের উপর প্রাধান্য দিয়েছে তিনিই হলেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সরদার। তিনিই হলেন গোটা সৃষ্টির নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল।

তার মনে একথা আসেনি যে, আকাশের রাজত্ব ভূপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত হবে। তারপর পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী অঞ্চল পূণ্য ও ইনসাফে ভরে যাবে । আর এই বিশাল সাম্যাজ্য প্রতিষ্ঠায় সে-ই হবে প্রথম ভিত্তি প্রস্তর...

যায়েদের অন্তরে তার কিছুই ছিল না...

নিশ্চয় তা আল্লাহর নিয়ামত, যাকে ইচ্ছে তাকে তিনি তা প্রদান করেন।

আর আল্লাহ হলেন মহা অনুগ্রহময়।

এ গ্রহণ প্রক্রিয়ার ঘটনাটি ঘটার কয়েক বৎসর পরই আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিদায়াত ও সত্য ধর্মসহ নবী রূপে প্রেরণ করেন। তখন যায়েদ ইবনে হারেছা পুরুষদের মাঝে সর্ব প্রথম ঈমান আনেন।

এ প্রথম স্থানের পূর্বে কি কোন প্রথম স্থান আছে, প্রতিযোগিতাকারীরা যার জন্য প্রতিযোগিতা করবে?!

হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন বিষয় রক্ষার বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হলেন। যুদ্ধবিগ্রহের সেনাপতিতে পরিণত হলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা ত্যাগ করে বাইরে কোথাও গেলে তিনি তাঁর খলীফাদের একজন হলেন।

*** *** ***

হযরত যায়েদ রাযি. যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করেছেন এবং তাঁকে তার পিতামাতার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তেমনি তাকে মহব্বত করেছেন এবং তিনি তাকে তাঁর পরিজন ও সন্তানদের সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন। তাই তিনি কোথাও গেলে রাসূল তাঁর পথ চেয়ে তাকিয়ে থাকতেন। ফিরে এলে তাঁর আগমনে আনন্দিত হতেন। এবং এমন আগ্রহভরে সাক্ষাৎ করতেন যা পেয়ে অন্য আর কেউ সৌভাগ্যবান হয়নি। ঐতো হযরত আয়েশা রাযি. যায়েদ রাযি. এর সাক্ষাতে রাসূলের আনন্দের একটি চিত্র তুলে ধরছেন।

তিনি বলছেন,

"যায়েদ ইবনে হারেছা মদীনায় এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গৃহে ছিলেন । তিনি দরজায় আওয়াজ দিলেন। তখন রাসূল প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় কাপড় টানতে টানতে দরজার দিকে ছুটে গেলেন। তাঁকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি এর পূর্বে ও পরে কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় দেখিনি।

মুসলমানদের মাঝে যায়েদেকে রাসূলের ভালবাসা আর মহব্বতের বিষয়টি প্রচারিত হয়ে গেল । ছড়িয়ে পড়ল। তাই তাঁরা তাঁকে زَيْدُ الْحُبِّ - "ভালবাসার যায়েদ"নামে ডাকতে লাগল। এবং তাঁর উপনাম দিল , حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰه - "রাসূলুল্লাহর প্রিয়ভাজন ব্যক্তি" । তাঁর পর তাঁর ছেলে হযরত উসামা রাযি.-এর উপনাম রাখল,

حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰه وَابْنِ حِبِّــه "রাসূলুল্লাহর প্রিয়ভাজন ব্যক্তি ও তাঁর প্রিয়ভাজন ব্যক্তির পুত্র" ।

*** *** ***

অষ্টম হিজরীতে আল্লাহ তা'আলা প্রিয়জনের বিচ্ছেদের মাধ্যমে রাসূলের পরীক্ষা নিতে ইচ্ছে করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারেসা ইবনে উমাইর আযদী রাযি. কে একটি পত্র দিয়ে বুসরার শাসকের নিকট পাঠালেন। তিনি সে পত্রে তাকে ইসলামের দিকে আহবান করলেন। জর্দানের পূর্বে মূতা নামক স্থানে পৌঁছলে, গাসসানী শাসক শুরাহবীল ইবনে আমর তাঁকে গ্রেফতার করে বন্দী করল। তাঁকে কষে বাঁধল। তারপর তাঁর শিরোচ্ছেদ করে ফেলল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিষয়টি অসহনীয় মনে হল। কেননা তাঁকে ছাড়া রাসূলের অন্য কোন দূতকে হত্যা করা হয়নি। তাই মূতার যুদ্ধের জন্য তিনি তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী তৈরী করলেন আর তাঁর প্রিয় ব্যক্তি হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাযি. কে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। বললেন, যদি যায়েদ আক্রান্ত হয় তাহলে

জা'ফর ইবনে আবু তালেব সেনাপতি হবে। জা'ফর আক্রান্ত হলে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সেনাপতি হবে। আব্দুল্লাহ আক্রান্ত হলে মুসলমানরা তাদের মধ্য থেকে একজনকে সেনাপতি নির্বাচন করে নিবে। বাহিনীটি যাত্রা শুরু করল। অবশেষে জর্দানের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত মা'আনে গিয়ে পৌঁছল।

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস এক লক্ষ যোদ্ধা নিয়ে গাসসানী শাসক শুরাহবীল ইবনে আমরকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এল। তার সাথে আরবের এক লক্ষ মুশরিক যোদ্ধা এসে মিলিত হল। এই বিশাল বাহিনী মুসলমানদের অদূরে ছাউনী ফেলল।

*** *** ***

মুসলমানরা তাদের কর্মপন্থা নির্ধারণে দু'দিন কাটিয়ে দিল।

একজন বলল, আমরা রাসূলের নিকট পত্র পাঠিয়ে শত্রু-সংখ্যা জানিয়ে তাঁর নির্দেশের অপেক্ষা করব।

আরেকজন বলল, আল্লাহর কসম করে বলছি, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আমরা সংখ্যা, শক্তি বা আধিক্যের উপর নির্ভর করে যুদ্ধ করি না। আমরা এই ধর্মকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ করি। সুতরাং তোমরা যার জন্য বের হয়েছো তার দিকেই ধাবিত হও। দু'টি কল্যাণময় বিষয়ের যে কোন একটি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সফলতার নিশ্চয়তা দান করেছেন। হয় বিজয়, না হয় শাহাদাত।

*** *** ***

মূতার প্রান্তরে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হল। মুসলমানগণ এমনভাবে যুদ্ধ শুরু করলেন, যা রোমানদেরকে হতবাক করে দিল। এই তিন হাজার যোদ্ধার আতঙ্ক তাদের হৃদয়কে ভরে ফেলল, যারা দু'লক্ষ সৈন্যের পিছু নিয়েছে।

হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. রাসূলের দেয়া পতাকাকে রক্ষা করার জন্য এমন ভাবে যুদ্ধ করলেন, বীরত্বের ইতিহাসে যার কোন উপমা

খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশেষে তাঁর শরীরকে শত শত বর্শা ক্ষতবিক্ষত করে ফেলল। ফলে রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি ধরাশায়ী হলেন।

তখন হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি. পতাকাটি তুলে নিলেন এবং অসম সাহসিকতার সাথে প্রতিহত করতে করতে অবশেষে তাঁর সাথীর সাথে মিলিত হলেন।

তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. পতাকাটি ধারণ করলেন এবং অভাবনীয় সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে উভয় সাথীর সাথে মিলিত হলেন।

এরপর সাহাবায়ে কেরাম হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ রাযি. কে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। তিনি ছিলেন নও মুসলিম। তিনি বাহিনী নিয়ে সরে পড়লেন এবং নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করলেন।

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মূতার সংবাদ এবং তিন সেনাপতির শাহাদাত বরণের সংবাদ পৌঁছল। তিনি খুব দুঃখিত হলেন। তাঁর এ দুঃখ পূর্বের সকল দুঃখকে ছাড়িয়ে গেল। তিনি তাঁদের পরিজনের নিকট গেলেন। তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন।

তিনি হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাযি. এর বাড়িতে পৌঁছলে তাঁর ছোট মেয়ে রোরুদ্যমান অবস্থায় রাসূলকে জাপটে ধরল। তখন রাসূলও স্বশব্দে কেঁদে ফেললেন।

তখন হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল এটা কি ?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা প্রিয়জনের বিরহে প্রিয়জনের কান্না।

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি.

إِنَّ أَبَا أَســـَامَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلى رسُوْلِ اللّه منْ أَبِيْكَ ، وَكَان هُوَ أَحَبَّ إِلى رَسُولِ اللّه منْكَ.

নিশ্চয় আল্লাহর রাসূলের নিকট উসামার পিতা তোমার পিতার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিলেন। আর সে আল্লাহর রাসূলের নিকট

তোমার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিল।...

উমর ফারুক রাযি. তাঁর ছেলেকে বললেন।

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি.

আমরা এখন মক্কায় হিজরতের পূর্বের সপ্তম বর্ষে উপণীত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম কুরাইশের অবর্ণনীয় নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করছিলেন।

দাওয়াত ও তাবলীগের চিন্তা আর চিন্তা তাঁর জীবনকে একটি দুঃখ-বেদনা, আর বিপদাপদের দীর্ঘ শিকলে পরিণত করল।

সে অবস্থায় একদা রাসূলের জীবনে আনন্দের বিদ্যুৎ চমকে উঠল।

সুসংবাদদাতা এসে সংবাদ দিল, উম্মে আইমান একজন পুত্র সন্তান প্রসব করেছেন।

আনন্দ আর স্ফুর্তিতে রাসূলের বিমল চেহারার রেখাগুলো উজ্জ্বল আলোকময় হয়ে উঠল।

তুমি কি জান, এ সৌভাগ্যবান বালকটি কে, যার জন্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতো আনন্দিত হলেন?

তিনি হলেন হযরত উসামা ইবনে যায়েদ।

এ নবজাত শিশুর জন্মে রাসূলের আনন্দের কারণে সাহাবায়ে কেরাম বিস্মিত হলেন না। কারণ রাসূলের নিকট তাঁর পিতামাতার রয়েছে নিখাদ সম্মান ও সুউচ্চ মর্যাদা।

বালকের মাতা হলেন বারাকা। যিনি হাবশার অধিবাসী। যাঁর উপনাম উম্মে আইমান।

তিনি রাসূলের মাতা আমিনা বিনতে ওহাবের বাঁদী ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি রাসূলকে প্রতিপালিত করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি রাসূলকে কোলে-কাঁখে নিয়েছেন। তাই তিনি দুনিয়াতে চোখ মেলে তাঁকে ছাড়া আর কাউকে মা হিসাবে চিনতেন না।

তাই তিনি তাঁকে গভীর ও নির্মল মহব্বত করতেন। প্রায় বলতেন ,

"ইনি আমার মায়ের পর আমার মা, আমার পরিজনের শেষ চিহ্ন"।

ইনি হলেন এ ভাগ্যবান নবজাত শিশুর মাতা আর তাঁর পিতা হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় ব্যক্তিত্ব হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা। ইসলাম পূর্ব যুগে তিনি রাসূলের পালক পুত্র ছিলেন। আর ইসলাম পরবর্তী সময়ে তিনি রাসূলের সাহাবী, রাসূলের গোপন বিষয়ে অবহিত ব্যক্তি, তাঁর পরিবারের সদস্য ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

অন্যান্য নবজাত শিশুর জন্মের চেয়ে উসামা ইবনে যায়েদের জন্মে মুসলমানগণ অধিক আনন্দিত হলেন। কারণ রাসূলকে যা আনন্দিত করে তা সাহাবীদের আনন্দিত করে। আর যা রাসূলকে উল্লসিত করে তা সাহাবীদের উল্লসিত করে।

তাই তাঁরা এ সৌভাগ্যবান বালকের উপাধি দিলেন,

(اَلْحبُّ و ابْنُ الْحبَ)

রাসূলের প্রিয় ও তাঁর প্রিয়ের পুত্র।

*** *** ***

মুসলমানরা ছোট্ট বালক উসামাকে এ উপাধি দিয়ে কিন্তু কোন বাড়াবাড়ি করেননি। কারণ রাসূল তাঁকে এতো ভালবাসতেন যার কারণে গোটা দুনিয়া তাঁকে ঈর্ষা করত। উসামা রাসূলের নাতি হযরত হাসান ইবনে ফাতেমা রাযি. এর সমবয়সী ছিলেন।

হাসান ছিলেন শ্বেত-শুভ্র, উজ্জ্বল,ফর্সা, সুশ্রী ও তাঁর নানা রাসূলের আকৃতিরই মতো।

আর উসামা ছিলেন কালো-কৃষ্ণ, চ্যাপটা নাক ও তাঁর হাবশী মায়েরই মতো।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্নেহ-মমতা আর ভালবাসায় তাঁদের মাঝে কোন পার্থক্য করেন নি। তাই উসামাকে নিয়ে এক উরুর উপর বসাতেন আর হাসানকে নিয়ে আরেক উরুর উপর বসাতেন। তারপর উভয়কে একসাথে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। বলতেন –

اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُما فَأَحِبَّهُمَا، হে আল্লাহ! আমি তাদেরকে ভালবাসি। সুতরাং আপনিও তাদের ভালবাসুন।

উসামার প্রতি রাসূলের ভালবাসা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যে, একদা সে গৃহের চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। ফলে তার কপাল কেটে গেল। ক্ষত স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইংগিতে হযরত আয়েশা রাযি. কে ক্ষত স্থান থেকে রক্ত মুছে ফেলতে বললেন । কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি.-এর নিকট তা ভাল লাগল না ।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট গেলেন এবং ক্ষত স্থানে চুমুক দিয়ে রক্ত নিয়ে তা ফেলে দিতে লাগলেন। মিষ্টি ও মমতায় ভরা কথা দিয়ে মনোরঞ্জন করতে লাগলেন।

*** *** ***

শৈশবের ন্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসামা রাযি. কে যৌবনকালেও ভালবাসতেন।

কুরাইশের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হাকীম ইবনে হিযাম একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মূল্যবান চাদর উপহার দিলেন । তিনি তা পঞ্চাশ দিনার দিয়ে ইয়ামেন থেকে ক্রয় করেছিলেন। চাদরটি ছিল ইয়ামেনের বাদশাহ যি-ইয়াযানের।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা উপহার হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন । কারণ তিনি তখন মুশরিক ছিলেন। তবে তিনি তা তাঁর থেকে মূল্য দিয়ে গ্রহণ করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জুম'আর দিনে একবার পরিধান করলেন। তারপর হযরত উসামা রাযি. কে দিয়ে দিলেন। তাই তিনি তা পরিধান করে সমবয়সী আনসার ও মুহাজির যুবকদের মাঝে চলাফেরা করতেন।

*** *** ***

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. যৌবনের পূর্ণতায় পৌঁছলে তাঁর মাঝে উত্তম স্বভাব ও উন্নত চরিত্র বিকশিত হল। যা তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসার যোগ্য বানিয়ে ফেলল।

তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ম মেধার অধিকারী, অসীম সাহসী বীর ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন। প্রত্যেক বিষয়কে স্বস্থানে রাখতেন। তিনি পবিত্র ছিলেন, তাই নীচুতাকে ঘৃণা করতেন। মিশুক ছিলেন, তাই সবাই তাঁকে ভালবাসত। তাকওয়া ও পরহেযগারীর অধিকারী ছিলেন, তাই আল্লাহ তাঁকে ভালবাসতেন।

উহুদ যুদ্ধে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. একদল বালক সাহাবীর সাথে এলেন। তাঁরা আল্লাহর পথে জিহাদ করবেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের কাউকে গ্রহণ করলেন আবার কাউকে বয়সের স্বল্পতার কারণে ফিরিয়ে দিলেন। হযরত উসামা রাযি. ছিলেন ফিরিয়ে দেয়া বালকদের একজন। রাসূলের পতাকা তলে দাঁড়িয়ে জিহাদ করতে না পারার বেদনায় অশ্রু ছলছল চোখে ফিরে গেলেন।

*** *** ***

খন্দকের যুদ্ধে আবার হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. একদল যুবক সাহাবীর সাথে এলেন। তিনি উঁচু হয়ে দাঁড়াতে লাগলেন, যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দেন। তখন রাসূল তাঁর ব্যাপারে সদয় হলেন এবং তাঁকে অনুমতি দিলেন। তাই মাত্র পনের বৎসর বয়সে তিনি তলোয়ার নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে বেরিয়ে পড়লেন।

*** *** ***

হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হলে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. রাসূলের চাচা হযরত আব্বাস রাযি. ও রাসূলের চাচাত ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারেছ এবং আরো ছয় জন সম্মানিত সাহাবীর সাথে অটল অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহস ও ঈমানে টইটম্বুর এই ছোট দলটি নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের এই পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত করতে ও মুশরিকদের হাত থেকে পলায়নপর মুসলমানদের রক্ষা করতে সক্ষম হলেন।

*** *** ***

আর মূতার যুদ্ধে হযরত উসামা রাযি. তাঁর পিতা যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.-এর পতাকা তলে দাঁড়িয়ে জিহাদ করলেন। তখন তাঁর বয়স আঠারোর চেয়ে কম। তিনি স্বচক্ষে পিতার ভূপতিত হওয়ার দৃশ্য দেখছেন। কিন্তু তিনি দুর্বল হন নি। মনোবল হারান নি। বরং হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি. এর পতাকা তলে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর অদূরেই তিনি ভূপতিত হলেন। তারপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. এর পতাকা তলে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলেন। অবশেষে তিনি তাঁর সাথীদ্বয়ের সাথে গিয়ে মিলিত হলেন। তারপর হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ রাযি. এর পতাকা তলে যুদ্ধ করলেন। আবশেষে তিনি এই ছোট বাহিনীকে রোমের থাবা থেকে রক্ষা করলেন।

*** *** ***

তারপর হযরত উসামা রাযি. তাঁর পিতাকে আল্লাহর নিকট পূণ্য হিসাবে রেখে, তাঁর পবিত্র শরীরকে শামের সীমান্তে দাফন করে, যে অশ্বে তিনি শহীদ হয়েছেন সে অশ্বেই আরোহন করে মদীনায় চলে এলেন।

*** *** ***

একাদশ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একটি বাহিনী তৈরী করতে নির্দেশ দিলেন। সে বাহিনীতে তিনি হযরত আবু বকর রাযি., হযরত উমর রাযি., হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি., হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ রাযি. প্রমুখ মহান সাহাবীদের নিয়োগ করলেন। আর সে বাহিনীর সেনাপতি বানালেন হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. কে। অথচ এখনো তাঁর বয়স বিশ অতিক্রম করেনি। তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন অশ্ব নিয়ে বল্কার সীমান্ত , রোমের গাজার নিকটবর্তী দারূম কিল্লা মাড়িয়ে আসেন। বাহিনী তৈরী হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ব্যাধি তীব্র আকার ধারণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা স্পষ্ট হওয়ার অপেক্ষায় বাহিনী যাত্রা বিরতি করল।

হযরত উসামা রাযি. বলেন, আল্লাহর নবী রোগ-ব্যাধিতে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লে আমি তাঁর নিকট গেলাম। আমার সাথে আরো অনেকে গেল।

তাঁর নিকট প্রবেশ করে দেখি, তিনি নীরব । ব্যাধির যন্ত্রণায় কোন কথা বলছেন না। তখন তিনি আকাশের দিকে হাত উঁচু করে তা আমার উপর রাখতে লাগলেন। আমি তখন বুঝলাম, তিনি আমার জন্য দু'আ করছেন।

*** *** ***

এর কিছুক্ষণ পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবন ত্যাগ করে চলে গেলেন এবং হযরত আবু বকর রাযি.-এর হাতে বাইয়াত পূর্ণ হল। তিনি তখন হযরত উসামা রাযি.-এর বাহিনীকে গমনের নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু আনসারদের ছোট একটি দল বিলম্ব করাকে ভাল মনে করল। তারা হযরত উমর রাযি.-এর নিকট আবেদন করল, তিনি যেন এ ব্যাপারে হযরত আবু বকর রাযি.-এর সাথে কথা বলেন। তারা তাঁকে বলল, তিনি যদি যাওয়ারই নির্দেশ দেন তাহলে আমাদের পক্ষ হতে তাঁকে জানিয়ে দিন, তিনি যেন উসামার চেয়ে বয়সে প্রবীণ কোন ব্যক্তিকে আমাদের সেনাপতি নিয়োগ করেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. হযরত উমর রাযি. থেকে আনসারদের পয়গাম শুনেই বসা থেকে লাফিয়ে উঠলেন। হযরত উমর ফারূক রাযি. এর শ্মশ্রু চেপে ধরে ক্রুদ্ধ অবস্থায় বললেন, হে ইবনে খাত্তাব! তোমার মা পুত্রহারা হোক আর তুমি ধ্বংস হও!... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সেনাপতি বানিয়েছেন আর তুমি বলছো, আমি তাকে বরখাস্ত করব ! আল্লাহর শপথ করে বলছি, তা হবে না।

হযরত উমর রাযি. লোকদের নিকট ফিরে এলে তারা খলীফার মতামত জানতে চাইল। তখন উমর রাযি. বললেন, যাও, তোমরা চলে যাও, তোমাদের মায়েরা সন্তানহারা হোক! তোমাদের জন্য আমি রাসূলের খলীফা থেকে কটু কথা শুনলাম ।

*** *** ***

বাহিনীটি যখন তার যুবক সেনাপতির নেতৃত্বে যাত্রা শুরু করল , তখন খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর রাযি. হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হয়ে তাঁকে

বিদায় জানাচ্ছিলেন, আর হযরত উসামা রাযি. তখন অশ্বে আরোহন করে যাচ্ছিলেন। তাই হযরত উসামা রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা ! আল্লাহর শপথ করে বলছি, হয় আপনি আরোহন করবেন, না হয় আমি অশ্ব থেকে নেমে পড়ব। তখন হযরত আবু বকর রাযি. বললেন,

আল্লাহর শপথ করে বলছি , তুমি নামবে না আর আমি আরোহন করব না।... কিছু সময় আল্লাহর পথে পা কে ধূলিমলিন করলে আমার তো কোন ক্ষতি নেই।

তারপর হযরত উসামা রাযি. কে বললেন, আল্লাহর নিকট আমি তোমার দীনকে, তোমার বিশ্বস্ততাকে এবং তোমার কাজের শেষ পরিণতিকে আমানত রাখছি। আল্লাহর রাসূল যা তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি তা তোমাকে বাস্তবায়ন করতে উপদেশ দিচ্ছি। তারপর তার দিকে ঝুঁকে বললেন, যদি তুমি উমরের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করতে চাও , তাহলে তাকে আমার সাথে থাকার অনুমতি দাও। তখন হযরত উসামা রাযি. হযরত উমর রাযি. কে থাকার অনুমতি দিলেন।

*** *** ***

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. বাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যে সব নির্দেশ দিয়েছেন তিনি তার সব কিছু বাস্তবায়িত করলেন। মুসলিম বাহিনীর অশ্বগুলো বালকার সীমান্ত, ফিলিস্তিনে দারূম কিল্লা মাড়িয়ে এল। মুসলমানদের হৃদয় থেকে রোমের ভয়-ভীতি দূর করে দিলেন এবং মুসলমানদের সামনে শাম, মিসর, আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত গোটা উত্তর আফ্রিকা বিজয়ের পথ উন্মুক্ত করে দিলেন...

তারপর হযরত উসামা রাযি. সেই অশ্বের পিঠে আরোহন করে ফিরে এলেন যার পিঠে তাঁর পিতা শহীদ হয়েছিলেন। সাথে এতো গনীমতের মাল নিয়ে এলেন যা অনুমানকারীদের অনুমানকেও ছাড়িয়ে গেল।

অবশেষে বলা হল, হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি.-এর বাহিনীর চেয়ে অধিক নিরাপদ ও অধিক গনীমতের মাল সংগ্রহকারী বাহিনী আর দেখা যায়নি।

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করা ও তাঁর দেয়া দায়িত্ব যথাযথ পালনের কারণে তিনি সারা জীবন মুসলমানদের মুহব্বত ও সম্মানের পাত্র হয়ে রইলেন।

তাই হযরত উমর ফারূক রাযি. তাঁর জন্য তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের চেয়ে বেশী ভাতা নির্ধারণ করলেন। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর তাঁর পিতাকে বললেন,

"হে পিতা! উসামার জন্য চার হাজার দেরহাম ভাতা নির্ধারণ করেছেন আর আমার জন্য তিন হাজার দেরহাম ভাতা নির্ধারণ করেছেন। অথচ তাঁর পিতার মর্যাদা আপনার চেয়ে বেশী ছিল না, আর তাঁর মর্যাদা আমার চেয়ে বেশী নয়"।

তখন হযরত উমর ফারূক রাযি. বললেন, তুমি কথায় সীমা ছাড়িয়ে গেছো...

তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তোমার পিতার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিলেন আর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তোমার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিলেন।...

তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর তাঁর ভাতার পরিমাণের বিষয়টি সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিলেন।

উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. এর সাথে উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এর সাক্ষাৎ হলে বলতেন, স্বাগতম... হে আমার আমীর! হে আমার সেনাপতি!

তারপর কাউকে বিস্মিত হতে দেখলে বলতেন, আরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামইতো তাঁকে আমার সেনাপতি বানিয়েছেন।

*** *** ***

আল্লাহ তা'আলা এ মহান হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিদের উপর রহম করুন। আল্লাহর রাসূলের সাহাবীদের চেয়েও অধিক সম্ভ্রান্ত, পরিপূর্ণ ও মহান ব্যক্তি ইতিহাস খুঁজে পায়নি।

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি.

اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ حَرَمْتَنِي من هَذَا الْخَيْر فَلاَتَحْرِمْنِي مِنْهُ اِبْنِي سَعِيْدًا

হে আল্লাহ! আমাকে যদি এ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে থাকেন, তাহলে আমার ছেলে সাঈদকে কিন্তু তা থেকে বঞ্চিত করবেন না।

...মৃত্যু শয্যায় সাঈদের পিতা যায়েদের দু'আ

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি.

যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল লোক সমাবেশের ভীড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছেন, কুরাইশরা তাদের একটি আনন্দ-উৎসব পালন করছে। দেখছেন, পুরুষরা মূল্যবান রেশমী পাগড়ী পরিহিত। তারা ইয়ামেনী মূল্যবান চাদর গায়ে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। আর নারী-শিশুদের দেখলেন, তারা ঝলমলে পোষাক আর অনন্য অলংকারে সজ্জিত হয়ে এসেছে। দেখছেন, পশুগুলোকে নানা ধরনের শোভায় সাজিয়ে বিত্তবান লোকেরা টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তারা সে গুলোকে মূর্তির বেদীমূলে উৎসর্গ করবে।

তিনি কা'বার দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায় ! বকরিগুলোকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সেগুলো জন্য আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছেন। তা পান করে তারা তৃপ্ত হয়েছে। তিনিই সেগুলোর জন্য ঘাস উৎপন্ন করেছেন। তা খেয়ে তাদের পেট ভরেছে। তারপর তোমরা সেগুলোকে গাইরুল্লাহর নামে যবাহ করছো। আমি মনে করছি, তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।

তখন হযরত উমর রাযি.-এর পিতা ও তার চাচা খাত্তাব উঠে তার নিকট গেল। গালে চড় মেড়ে বলল, তুই মর। এ বাজে কথা তোর থেকে শুনেই আসছি আর ধৈর্য ধরেই আসছি, এখন ধৈর্যশক্তি শেষ হয়ে গেছে। তারপর তিনি তার গোত্রের নির্বোধদের ক্ষেপিয়ে দিলেন। তারা তাকে কষ্টের পর কষ্ট দিতে লাগল। অবশেষে তিনি হেরা গুহায় আশ্রয় নিলেন। তখন খাত্তাব কুরাইশের একদল যুবককে নিয়োজিত করল। তারা তাকে মক্কায় প্রবেশে বাঁধা দিত। ফলে তিনি গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে মক্কায় প্রবেশ করতেন।

একদা কুরাইশের উদাসকালে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল ওয়ারাকা ইবনে নওফল, আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ, উসমান ইবনে হারেস ও

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু উমাইমা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব একত্রিত হলেন। আরবরা যে ভ্রান্তিতে ডুবে গেছে তার আলোচনা করতে লাগলেন। হযরত যায়েদ তাদের বললেন,

আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা অবশ্যই জান, তোমাদের সম্প্রদায় কোন ধর্মে নেই। তারা ইবরাহীম আ.-এর ধর্মের ব্যাপারে ভুল করেছে, তার বিরোধিতা করেছে। তাই তোমরা নিজেদের জন্য একটি ধর্ম বেছে নাও যার তোমরা অনুসরণ করবে। যদি তোমরা মুক্তি কামনা কর।

তারপর এ চার ব্যক্তি ইহুদী ,খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট গেলেন। তারা ইবরাহীম আ.-এর হানাফী ধর্মের অনুসন্ধান করলেন।

ওয়ারাকা ইবনে নওফল খৃস্টান হয়ে গেলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও উসমান ইবনে হারেস কোন ধর্মমতে পৌঁছতে পারলেন না।

আর যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলের এক চমৎকার কাহিনী রয়েছে। এসো আমরা তাঁকে কিছু সময় দেই। তিনি আমাদের নিকট তা বর্ণনা করবেন ...

হযরত যায়েদ বলেন, আমি ইহুদী ও খৃস্টান ধর্ম সর্ম্পকে জ্ঞান অর্জন করলাম । এর পর আমি এ উভয় ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। কেননা আমি এ ধর্ম দুটিতে এমন কিছু পাইনি যার উপর নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ইবরাহীম আ.-এর ধর্মের অনুসন্ধানে আমি পৃথিবীর দূর প্রান্ত সফর করলাম। অবশেষে আমি শাম দেশে গিয়ে পৌঁছলাম। আমাকে বলা হল , একজন পাদ্রী আছে, তিনি কিতাবের ইলম রাখেন। আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং আমার কাহিনী শুনালাম। তিনি বললেন,

"হে মক্কার ভাই! মনে হচ্ছে, তুমি ইবরাহীম আ.-এর ধর্ম অনুসন্ধান করছো ।"

বললাম হ্যাঁ, আমি তারই অনুসন্ধান করছি।

তিনি বললেন, তুমি এমন এক ধর্মের অনুসন্ধান করছো যা আজ পাওয়া যায় না। তবে তুমি তোমার দেশে চলে যাও। কারণ আল্লাহ তা'আলা তোমার দেশে একজন নবী পাঠাবেন, যিনি ইবরাহীম আ.-এর ধর্মের সংস্কার করবেন। তুমি তাঁকে পেয়ে গেলে তাঁকে আঁকড়ে ধরবে।

হযরত যায়েদ তখন প্রতিশ্রুত ধর্মের সন্ধানে দ্রুত মক্কায় ফিরে এলেন।

তিনি পথে থাকতেই আলাহ তা'আলা সত্য ও হিদায়াতের ধর্মসহ নবী মুহাম্মাদ সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করলেন। তবে হযরত যায়েদ তাঁর সাক্ষাৎ পাননি। মক্কার পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শনে চক্ষু শীতল করার পূর্বেই একদল বেদুইন তাঁর উপর আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করল।

হযরত যায়েদ যখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছিলেন তখন আকাশের দিকে চোখ তুলে বললেন,

اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ حَرَمْتَنِي مِنْ هَذَا الْخَيْرِ فَلاَتَحْرِمْنِي مِنْهُ ابْنِي سَعِيْدًا

"হে আল্লাহ! আমাকে যদি এ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে থাকেন, তাহলে আমার ছেলে সাঈদকে কিন্তু তা থেকে বঞ্চিত করবেন না।"

*** *** ***

আল্লাহ তা'আলা যায়েদের দু'আ কবুল করলেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লোকদের ইসলামের দিকে আহবান শুরু করলেন তখন হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি. ছিলেন তাদের অগ্রগামী যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁর রাসূলের রিসালাতকে বিশ্বাস করেছে।

এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই, কারণ হযরত সাঈদ রাযি. এমন পরিবারে প্রতিপালিত হয়েছেন, যারা কুরাইশের বিভ্রান্তিকে অপছন্দ করত আর এমন পিতার কোলে প্রতিপালিত হয়েছেন, যিনি সারা জীবন সত্যের সন্ধানে কাটিয়েছেন...

পিপাসার্ত ব্যক্তির ন্যায় সত্যের পশ্চাতে ছুটতে ছুটতে তিনি ইন্তিকাল করেছেন...

শুধু হযরত সাঈদই ইসলাম গ্রহণ করেননি বরং তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী উমর ইবনে খাত্তাবের বোন ফাতেমা বিনতে খাত্তাবও ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

কুরাইশি যুবক হযরত সাঈদ রাযি. তাঁর গোত্রের লোকদের এতো নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করলেন, যা তাঁকে তাঁর ধর্ম থেকে ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ঠ ছিল। কুরাইশরা তাঁকে ইসলাম থেকে ফিরাতে পারল না বরং তিনি ও তাঁর স্ত্রী কুরাইশের এমন একজন লোককে অন্ধকার হতে আলোর ভুবনে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন, যিনি ওজনে অত্যন্ত ভারী আর মর্যাদায় অতি মহান...

তাঁরা দু'জনই হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এর ইসলাম গ্রহণের কারণ হলেন।

হযরত সাঈদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল রাযি. তাঁর গোটা যৌবন শক্তিকে ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত করলেন। কারণ বিশ বৎসর অতিক্রম করার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদর ছাড়া প্রত্যেকটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধের দিন তাঁকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করেছিলেন।

কাইসারের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে ফেলা ও কিসরার সিংহাসন ছিনিয়ে আনার ক্ষেত্রে তিনি মুসলমানদের সাথে অংশ গ্রহণ করেছেন। মুসলমানগণ যেসব বিভীষিকাময় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার প্রত্যেকটিতে তাঁর ঐতিহ্যময়, উজ্জ্বল অবদান ও সপ্রশংস দীপ্তিময় কীর্তি রয়েছে।

তিনি তাঁর বিস্ময়কর বীরত্ব ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিবসে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সুতরাং এসো আমরা তাঁকে কথা বলার সুযোগ দেই। তাহলে তিনি আমাদের নিকট সে দিনের কিছু সংবাদ পরিবেশন করবেন।

হযরত সাঈদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল রাযি. বলেন, ইয়ারমুকের যুদ্ধে আমরা পঁচিশ হাজার বা প্রায় পচিশ হাজার যোদ্ধা ছিলাম। বিশ লক্ষ

রোমান সৈন্য আমাদের দিকে এগিয়ে এল। তারা ভারি পদক্ষেপে এগিয়ে এল। যেন তারা একটি পাহাড়, অদৃশ্য হাত তাকে নাড়া দিচ্ছে। তাদের সামনে এগিয়ে আসছে খ্রিস্টান ধর্মযাজক, পাদ্রি আর পুরোহিতরা। তারা ক্রুশ বহন করছে এবং হযরত ঈসা আ.-এর শানে কোরাস গাইছে আর তাদের পশ্চাতে সৈন্যবাহিনী তা বজ্রকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করছে।

মুসলমানগণ এ অবস্থা দেখে তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে আতংকিত হয়ে পড়ল । ভয় ভীতির অবস্থা তাদের হৃদয়ে ছেয়ে গেল।

তখন হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযি. দাঁড়িয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করতে লাগলেন এবং বললেন,

হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। তোমাদের অবস্থানকে মজবুত করবেন।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর।

ধৈর্য ধারণই তোমাদের কুফুরি থেকে মুক্তির কারণ, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়, লাঞ্ছনাকে প্রতিহতকারী। তোমরা তীরগুলো ধনূকে যোজনা করে নাও। ঢাল দ্বারা নিজেদের আবৃত করে নাও। আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া পর্যন্ত মনে মনে আল্লাহর যিকির ছাড়া অন্য কিছু বলবে না। একেবারে নীরব থাকবে।

হযরত সাঈদ রাযি. বলেন, তখন মুসলমানদের সারি থেকে এক লোক বেরিয়ে এসে হযরত আবু উবায়দা রাযি. কে বলল, আমি এখনই শহীদ হতে চাই, সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৌঁছানোর মত কোন পয়গাম কি আপনার আছে?!

হযরত আবু উবায়দা রাযি. বললেন, হ্যাঁ, তুমি তাঁকে আমার ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছাবে আর বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের রব আমাদের সাথে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমরা তা বাস্তবে পেয়েছি।

হযরত সাঈদ রাযি. বলেন, আমি তাঁর কথা শুনে তার দিকে তাকালাম, সে তাঁর তরবারী বের করছে এবং শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে ছুটে

যাচ্ছে। তখন আমি মাটিতে লাফিয়ে পড়লাম। হাঁটু গেড়ে বসলাম ও বর্শা মারতে শুরু করলাম। আমার দিকে এগিয়ে আসা প্রথম অশ্বারোহীকে আমি বর্শা দ্বারা আঘাত করলাম। তারপর শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তর থেকে সব ভয় দূর করে দিলেন। তখন অন্যান্য মুসলমানগণ রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল যুদ্ধ। চলতে লাগল যুদ্ধ। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য বিজয়ের ফয়সালা করলেন।

*** *** ***

তারপর হযরত সাঈদ রাযি. দামেস্ক বিজয়ে অংশ গ্রহণ করলেন। তারপর দামেস্ক মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করলে হযরত আবু উবায়দা রাযি. তাঁকে তার শাসক নিয়োজিত করলেন। তাই তিনি ছিলেন মুসলমানদের মাঝে দামেস্কের সর্ব প্রথম শাসক।

*** *** ***

বনু উমাইয়াদের শাসনামলে হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি. কে নিয়ে একটি ঘটনা ঘটল, যা মদীনার লোকেরা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত আলোচনা করেছে।

ঘটনাটি হল, আরওয়া বিনতে ওয়াইস দাবী করল, হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি. তার কিছু জমি ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং তা তাঁর জমির সাথে মিলিয়ে নিয়েছে। সে তা মুসলমানদের মাঝে বলাবলি করতে লাগল। আলোচনা করতে লাগল। তারপর তা মদীনার শাসক মারওয়ান ইবনে হাকামের নিকট উত্থাপন করল।

তখন মারওয়ান সে ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বলতে কিছু লোক পাঠালেন। ফলে বিষয়টি রাসূলের সাহাবীর উপর অসহনীয় হয়ে উঠল। তিনি বললেন,

"তারা মনে করে, আমি তার উপর যুলুম করেছি!! কিভাবে আমি তার উপর যুলুম করতে পারি ?

আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِن سَبْعِ أَرْضِيْن

অর্থঃ যে ব্যক্তি যুলুম করে এক বিঘত জমি নিয়ে নিবে কিয়ামত দিবসে তার গলায় সপ্ত জমিন ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

তারপর বললেন, হে আল্লাহ! সে দাবী করছে, আমি তার উপর যুলুম করেছি। যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তুমি তাকে অন্ধ বানিয়ে দাও। সে যে কূপ নিয়ে আমার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করেছে তাতে তুমি তাকে নিক্ষেপ কর। আর আমার সত্যতার পক্ষে এমন আলো বিকশিত করে দাও যা মুসলমানদের নিকট স্পষ্ট করে দিবে যে, আমি তার উপর যুলুম করিনি।

এরপর কিছু সময় অতিক্রান্ত হতে না হতেই মদীনার আকীক উপত্যকায় এমন প্রবল ঢল নামল যা ইতিপূর্বে হয়নি। ফলে জমিনের ঐ সীমানা বেরিয়ে এল যা নিয়ে বিরোধ চলছিল। মুসলমানদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হযরত সাঈদ রাযি. সত্যবাদী।

এরপর এক মাস যেতে না যেতেই মহিলাটি অন্ধ হয়ে গেল এবং সেই জমিনে পায়চারী করার সময় সেই কূপে পড়ে মারা গেল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, আমরা তখন কিশোর ছিলাম। আমরা লোকদের বলাবলি করতে শুনতাম,

أَعْمَاكَ اللّٰهُ كَمَا أَعْمى الْأَرْوَى

অর্থঃ আল্লাহ তোমাকে অন্ধ করুন যেমন আরওয়াকে অন্ধ করেছেন।

এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اتَّقُوْا دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْس بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰه حِجَابٌ

অর্থঃ তোমরা মযলুমের বদ দু'আ ভয় করো। কারণ সেই বদ দু'আ আর আল্লাহর মাঝে কোন অন্তরায় নেই।

সুতরাং সেই মযলুম ব্যক্তি যদি জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ ব্যক্তিদের একজন হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি. হন তা হলে অবস্থা কেমন হবে?

হযরত উমাইর ইবনে সা'আদ রাযি.

عُمَيْرُ بن سَعد نَسِيْجُ وحْده

উমাইর ইবনে সা'আদ রাযি. এক অনন্য ব্যক্তিত্ব...

–হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.

হযরত উমাইর ইবনে সা'আদ রাযি.

হযরত উমাইর ইবনে সা'আদ আনসারী রাযি. শৈশবকাল থেকেই দারিদ্রতা ও পিতৃহীনতার দুঃখ-বেদনা সহ্য করেছেন।

তাঁর পিতা কোন সম্পদ বা প্রতিপালনকারী না রেখেই তার রবের নিকট চলে গেছেন।

আর তাঁর মাতা কিছুদিন পরই জুলাস ইবনে সুয়াইদ নামীয় আউস গোত্রের এক সম্পদশালী ব্যক্তিকে বিয়ে করেন। তাই জুলাস উমাইরের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং তাকে তার পরিবারের অর্ন্তভূক্ত করে নেয়।

উমাইর জুলাসের এমন অনুগ্রহ, উত্তম পরিচর্যা ও অনিন্দ মায়া-মমতা পেল যা তাঁকে পিতৃহীনতার কথা ভুলিয়ে দিল।

তাই হযরত উমাইর রাযি. জুলাসকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করতেন তেমনি জুলাস উমাইরকে ছেলের ন্যায় স্নেহ করতেন।

উমাইর যতই বড় হতে লাগলেন আর যুবক হতে লাগলেন জুলাসের স্নেহ-মমতা ও মুগ্ধতা ততোই বৃদ্ধি পেতে লাগল। কারণ তিনি তাঁর প্রতিটি কাজে বুদ্ধিমত্তা ও কৌলীন্যের আলামত দেখছিলেন। তাঁর প্রতিটি কর্মে সততা ও বিশ্বস্ততার নির্দশন অবলোকন করছিলেন।

*** *** ***

বালক উমাইর ইবনে সা'দ শৈশবকালেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র দশ বৎসর হয়েছে। তাই ঈমান তাঁর সজীব হৃদয়ে উম্মুক্ত স্থান পেয়ে মজবুত করে জায়গা নিয়ে নিল। আর ইসলাম তাঁর স্বচ্ছ নির্মল অন্তরে উর্বর ভূমি পেয়ে তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। তাই বয়সের স্বল্পতা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায আদায় করা থেকে কখনো পিছিয়ে থাকতেন না। আর তাঁর মাতাকে আনন্দ ভরে

রাখত যখন তিনি তাঁকে মসজিদে যেতে বা আসতে দেখতেন, কখনো তাঁর পিতার সাথে কখনো একাকী।

*** *** ***

বালক উমাইর ইবনে সা'দের জীবন এমনিভাবে চলতে লাগল। সুখে-স্বাচ্ছন্দে। কোন ক্লেদময় বিষয় তাঁর স্বাচ্ছন্দকে ক্লেদাক্ত করে না। কোন নোংরা বিষয় তাঁর সুখকে বিষাদময় করে না। এমনি অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা এই বালককে একটি অতি কঠিন ও হৃদয় বিদারক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করতে চাইলেন। এমন এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে চাইলেন, যে ধরনের পরীক্ষায় তার সমবয়সী খুব কম বালকই পড়েছে।

হিজরতের নবম বর্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রতিজ্ঞা করলেন এবং মুসলমানদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন যুদ্ধ করতে চাইলে স্পষ্ট ভাবে তা বলতেন না। ইস্পিত দিক ছাড়া অন্য দিকের ইচ্ছে করেছেন, এমন ধারণায় তিনি অন্যদের ফেলে দিতেন। তবে তাবুক যুদ্ধে তিনি তা করলেন না। শত্রুর শক্তিমত্তা, কষ্টের আধিক্য ও পথের দূরবর্তীতার কারণে তিনি তা প্রকাশ করে দিলেন। যেন লোকদের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট থাকে। তাহলে তারা যুদ্ধের জন্য অস্ত্রসামগ্রী সংগ্রহ করবে । যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

তদুপরি গ্রীস্মকাল শুরু হয়ে গেছে। তীব্র গরম পড়ছে। গাছে গাছে ফল পেকেছে। গাছের ছায়া সুখকর হয়েছে। আর অন্তর অলসতা আর বিলম্বের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এসব বিপত্তি সত্ত্বেও মুসলমানগণ তাঁদের নবীর আহবানে সাড়া দিল। তাঁরা অস্ত্র সংগ্রহ করতে ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন।

তবে মুনাফেকদের একটি দল সাহাবায়ে কেরামের প্রতিজ্ঞাকে দুর্বল করতে, মনোবলকে বলহীন করতে আর নানা ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্ম্পকে কুৎসা গাইতে লাগল। তাদের বিশেষ বৈঠকগুলোতে কুফুরীমূলক কথা বলতে লাগল।

*** *** ***

সৈন্যবাহিনী গমনের পূর্বের এই দিনগুলোর একদিনে বালক উমাইর ইবনে সা'দ মসজিদে নামায আদায়ের পর বাড়িতে ফিরে এল। তাঁর হৃদয় তখন ভরে আছে কানে শোনা আর চোখে দেখা মুসলমানদের আত্মোৎসর্গ ও অনুদানের উজ্জ্বল আলোকময় চিত্রসমূহে।

তিনি দেখে এসেছেন, মুহাজির ও আনসার মহিলারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাদের অলংকার খুলে রাসুলের সামনে রাখছে। যেন তিনি তার মূল্য দ্বারা আল্লাহর পথে যুদ্ধে গমণকারী বাহিনীকে প্রস্তুত করেন।

দু'চোখে উসমান ইবনে আফফান রাযি. কে দেখলেন, তিনি এক হাজার দিনারে ভরা একটি মশক নিয়ে এলেন এবং তা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করলেন।

আর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. কাঁধে বহন করে দুই শত উকিয়া স্বর্ণ নিয়ে এলেন এবং তা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রাখলেন।

বরং এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার বিছানাকে বিক্রির জন্য এনেছে। তা বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে একটি তরবারী ক্রয় করে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।

হযরত উমাইর রাযি. এ সব দূর্লভ বিস্ময়কর চিত্রগুলো মনের আরশিতে বার বার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আনছিলেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জুলাসের যুদ্ধে গমনের প্রস্তুতি না নিতে এবং সামর্থ্য ও স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও জিহাদের পথে ব্যয় করা থেকে বিলম্ব ও গড়িমসি করার কারণে বিস্মিত হচ্ছিলেন।

তাই হযরত উমাইর রাযি. জুলাসের হিম্মতকে ও তাঁর আত্মমর্যাদাকে জাগিয়ে তুলতে যেসব কিছু দেখেছেন ও শুনেছেন তা তার নিকট বর্ণনা করতে লাগলেন। বিশেষভাবে ঐসব মুমিনদের ঘটনা, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে অন্তরের দরদসহ আবেদন করল, যেন তিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে জিহাদে গমনকারী সৈন্যদের সাথে নিয়ে নেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ফিরিয়ে

দিলেন। কারণ তাঁর নিকট তাদের বহন করার মত কোন বাহন ছিল না। তাই অশ্রুসজল চোখে তারা ফিরে গেল। তাদের দুঃখ, জিহাদের ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের আশায় পৌঁছতে পারেননি। শাহাদাতের তামান্না পূর্ণ করতে পারেননি।

কিন্তু উমাইরের কথা শুনামাত্রই জুলাসের মুখ থেকে এমন একটি কথা বেরিয়ে গেল যা যুবক উমাইরের বুদ্ধিকে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

সে বলল,

فَنَحْنُ شَرٌّ مِنَ الْحَمِيْرِ إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ صَادِقًا فِيمَا يَدَّعِيْهِ مِنَ النُّبُوَّةِ

অর্থঃ যদি মুহাম্মাদ তার দাবীকৃত নবুয়তের ব্যাপারে সত্যবাদী হন তাহলে আমরা গাধার চেয়ে নিকৃষ্ট।

*** *** ***

তার কথা শুনে উমাইর একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি চিন্তাই করতে পারেন নি। কোন ব্যক্তির জুলাসের মত বুদ্ধি ও বয়স হলে তার মুখ দিয়ে এমন কথা কিভাবে বেরিয়ে যেতে পারে যা একবারেই তার বক্তাকে ঈমান থেকে বের করে কুফুরির প্রশস্ত দরজায় প্রবেশ করিয়ে দেয়। যেমনিভাবে সুক্ষ্ম ক্যালকুলেটর মেশিন তার মাঝে দেয়া হিসাবের দ্রুত সমাধান দিয়ে দেয়।

বালক উমাইর ইবনে সা'দের চিন্তাশক্তি চিন্তা করতে লাগল, এখন কী তাঁর করণীয়। সে ভেবে দেখল, জূলাসের ব্যাপারে সন্দেহ করা ও তার বিষয়টি গোপন রাখা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করা আর ইসলামের ক্ষতি করা, যা নিয়ে মুনাফিকরা ষড়যন্ত্র করছে। যার ব্যাপারে তারা গোপন পরামর্শ করছে।

আর যা শুনেছে তা প্রচার করা ঐ ব্যক্তির অবাধ্য হওয়া যাকে সে পিতার মতো মনে করে আর সদাচারণের পুরস্কার দুর্ব্যবহারের মাধ্যমে দেয়া হয়...

তিনিইতো তাকে এতীম অবস্থায় আশ্রয় দিয়েছেন। দারিদ্রাবস্থায় স্বচ্ছলতা দান করেছেন। পিতাকে হারানোর পর পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

বালক উমাইরের কর্তব্য হয়ে গেল দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করা। তবে তার অধিক মিষ্ট বিষয়টি অধিক তিক্ত। আর দ্রুতই তিনি তা গ্রহণ করলেন।

জুলাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, হে জুলাস! পৃথিবীর বুকে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর পর আপনি ছাড়া আর কেউ আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল না...

সুতরাং আপনি আমার নিকট অধিক প্রিয় ব্যক্তি। আমার উপর অধিক অনুগ্রহকারী ব্যক্তি। অথচ আপনি এমন কথা বলেছেন, যদি আমি তা বলে দেই তা হলে আপনাকে অপমান করলাম। আর যদি তা গোপন করি তাহলে আমি আমানতের খেয়ানত করলাম। আমি আমাকে ও আমার দীনকে ধ্বংস করলাম। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি ,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাব এবং আপনি যা বলেছেন আমি তা বলে দিব। সুতরাং আপনি আপনার দলীল প্রমাণ নিয়ে প্রস্তুত থাকুন।

*** *** ***

বালক উমাইর ইবনে সা'দ রাযি. মসজিদে গেলেন। এবং জুলাস ইবনে সুয়াইদ থেকে যা শুনেছেন তা বর্ণনা করলেন।

রাসূল তাকে তাঁর নিকট বসিয়ে রাখলেন এবং জুলাসকে ডেকে আনতে একজন সাহাবীকে পঠালেন।

অল্প কিছুক্ষণ পরই জুলাস এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বাগত জানাল এবং তাঁর সামনে বসল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

مَا مَقَـــالَةٌ سمعَهَا منْكَ عُمَيْرُ بْنُ سَعْد -

তোমার থেকে উমাইর ইবনে সা'আদ কী শুনেছে?... তারপর উমাইর যা বলেছে তা তাকে বললেন।

জুলাস বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! সে মিথ্যা বলেছে। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। আমি এ ধরনের কোন কথা বলিনি।

*** *** ***

সাহাবায়ে কেরাম জুলাস ও তার ছেলের দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলেন। যেন তাঁরা তাদের অন্তরের গোপন ব্যাপারটি চেহারার পাতা থেকে পড়ে নিতে চান।

তাঁরা ফিসফিস করে কথা বলতে লাগলেন।... যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তাদের একজন বলল, সেতো অবাধ্য সন্তান। যে তার উপর এতো ইহসান করল তার সাথেই এই দুর্ব্যবহার!

আরেক জন বলল, বরং সে তো আল্লাহর আনুগত্যে প্রতিপালিত বালক। তার চেহারার রেখাগুলো তার সত্যতার কথা বলছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমাইরের দিকে ফিরে তাকালেন। দেখলেন, তার চেহারায় রক্ত জমে তা লাল হয়ে গেছে। আর তার চোখ থেকে অশ্রুরধারা গড়িয়ে তার কপোল আর বুকে টপ্‌টপ্ করে পড়ছে। সে বলছে,

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَي نَبِيِّكَ بَيَانَ مَـــا تَكَلَّمْتُ بِهِ

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَي نَبِيِّكَ بَيَانَ مَـــا تَكَلَّمْتُ بِهِ

হে আল্লাহ! আমি যা বলেছি তার বিবরণ আপনি আপনার নবীর উপর নাযিল করুন।

হে আল্লাহ! আমি যা বলেছি তার বিবরণ আপনি আপনার নবীর উপর নাযিল করুন।

জুলাস অগ্রসর হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যা বলেছি তাই সত্য। আপনি চাইলে আমরা উভয়ে আপনার সামনে কসম করবো।

আর আমি কসম করে বলছি, উমাইর আপনার নিকট যা বলেছে আমি তার কিছুই বলিনি।

জুলাসের কসম খাওয়ার পর্ব শেষ হলে সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টি তার থেকে উমাইর ইবনে সা'দের দিকে ফিরতে লাগল। ইতিমধ্যে এক অলৌকিক প্রশান্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সাহাবায়ে কেরাম বুঝলেন, ওহী আসছে। তাঁরা স্ব স্ব স্থানে স্থির হয়ে গেলেন। অঙ্গ-প্রতঙ্গ শান্ত হয়ে গেল। সবাই নীরব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাঁদের দৃষ্টি আটকে গেল।

তখন জুলাসের অবয়বে ভয়-ভীতি প্রতিভাত হল।

আর উমাইরের অবয়বে আগ্রহ-ও স্থীরতা প্রতিভাত হল।

সবার যখন এ অবস্থা ঠিক তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ওহীর আলামত দূর হয়ে গেল। তিনি তখন আল্লাহ তা'আলার এ বাণী তিলাওয়াত করলেন,

يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْراً لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ

অর্থঃ তারা আল্লাহর শপথ করে বলে, তারা বলেনি। অথচ তারা তো কুফুরী কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর কাফের হয়ে গেছে। আর তারা যা অর্জন করেনি তার ইচ্ছে করেছে। আল্লাহ ও রাসূল তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে তাদের স্বচ্ছলতা দান করেছেন তাই তারা দোষারোপ করছে। যদি তারা তাওবা করে তাহলে তাদের জন্য কল্যাণ হবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করবেন। আর পৃথিবীতে তাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। (সূরা তাওবা-৭৪)

আল্লাহর বাণী শুনে জুলাস ভয়ে কাঁপতে লাগল। আতঙ্কে তার জিহবা আটকে যাওয়ার উপক্রম হল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে বলল,

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাওবা করছি ...

আমি তাওবা করছি...

ইয়া রাসূলুল্লাহ! উমাইর সত্য বলেছে আর আমি ছিলাম মিথ্যাবাদীদের অর্ন্তভূক্ত।

ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি প্রার্থনা করুন, আল্লাহ যেন আমার তাওবা কবুল করেন। আর আপনার জন্য আমি উৎসর্গ হয়ে গেলাম।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালক উমাইরের দিকে ফিরে তাকালেন। দেখলেন, আনন্দাশ্রু ঈমানের নূর দ্বারা তাঁর নির্মল চেহারাকে সিক্ত করছে।

রাসূল তাঁর পবিত্র হাতকে তার কানের দিকে প্রসারিত করলেন এবং আলতো ভাবে ধরে বললেন,

وَفَّتْ أُذُنُكَ – يا غُلاَمُ – مَـا سمعَتْ وَصَدَّقَكَ رَبُّكَ

অর্থঃ হে বালক ! তোমার কান যথাযথই শুনেছে। আর তোমার রব তোমাকে সত্যায়ন করেছেন।

*** *** ***

জুলাস ইসলামের গণ্ডিতে ফিরে এলেন আর তার ইসলাম গ্রহণ চমৎকার হল।

উমাইরের উপর তিনি যে উদারতার সাথে অনুগ্রহ করতেন তা দ্বারাই সাহাবায়ে কেরাম তাঁর অবস্থার সংশোধনের বিষয়টি অনুধাবন করলেন।

উমাইরের আলোচনা আসলেই তিনি বলতেন,আল্লাহ তাকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন। সে আমাকে কুফুরী থেকে রক্ষা করেছে ও আমার শিরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেছে।

যাহোক, এটা কিন্তু বালক উমাইর ইবনে সা'দের জীবনের অধিক দ্যুতিময় চিত্র নয় এবং অধিক বেদনাদায়ক চিত্রও নয়।

আর সন্দেহ নেই যে, তাঁর জীবনে এমন চিত্রও রয়েছে যা তার চেয়ে অধিক উজ্জ্বল ও বিস্ময়কর।

তাহলে এসো, আমরা উমাইর ইবনে সা'দের সাথে তাঁর পূর্ণ বয়সে আরেকবার সাক্ষাৎ করি ।

হযরত উমাইর ইবনে সা'দ রাযি.

لَكَمْ وَدِدْتُ أَنَّ لِي رِجَالاً مِثْلَ عُمَيْرِبْنِ سَعْد لأَسْتَعِيْنَ بِهِمْ فِي أَعْمَالِ الْمُسْلِمِيْنَ

আমি কতোই না চেয়েছি , যদি আমি উমাইর ইবনে সা'দের মত কিছু লোক পেতাম তাহলে তাদের মাধ্যমে প্রশাসনিক কাজের সাহায্য-সহযোগিতা নিতাম...।

...উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.

হযরত উমাইর ইবনে সা'দ রাযি.

আমরা ইতিপূর্বে মহান সাহাবী হযরত উমাইর ইবনে সা'দ রাযি.-এর শৈশবকালীন দ্যুতিময় দুর্লভ চিত্র সর্ম্পকে অবহিত হয়েছি। সুতরাং এসো এখন আমরা তাঁর পূর্ণ বয়সের আলোকময় বিস্ময়কর চিত্র সর্ম্পকে অবহিত হই।

তোমরা দেখবে, দ্বিতীয় চিত্রটি প্রথমটির চেয়ে মহানুভবতা ও দ্যুতিময়তায় কোন অংশেই কম নয়।

*** *** ***

হিমসের অধিবাসীরা শাসকদের চরম অবাধ্য ছিল। শাসকদের বিরুদ্ধে অধিক অভিযোগকারী ছিল। তাই তাদের নিকট কোন শাসক এলেই তার মাঝে তারা নানা দোষ খুঁজে পেত, তার পাপ কাজের হিসাব কষত। তারপর তা খলীফাতুল মুসলিমীনের নিকট উত্থাপন করত এবং আবেদন করত, যেন তিনি তাকে পরিবর্তন করে তার চেয়ে ভাল কোন শাসক তাদেরকে প্রদান করেন।

তাই হযরত উমর ফারুক রাযি. ইচ্ছে করলেন, তাদের নিকট এমন একজন শাসক পাঠাবেন, যাঁর মাঝে তারা কোন ধরনের খুঁত খুঁজে পাবে না। কোন দোষ খুঁজে পাবে না।

এ কারণে তিনি তাঁর পছন্দনীয় লোকদের তুনীরটি ঢেলে দিলেন এবং একজন একজন করে বাছাই করলেন। কিন্তু উমাইর ইবনে সা'দের চেয়ে উত্তম আর কাউকে পেলেন না।

সে সময় হযরত উমাইর ইবনে সা'দ রাযি. শামের জাজিরা অঞ্চলে আল্লাহর পথে জিহাদরত বাহিনীর সেনাপতি। একের পর এক শহর স্বাধীন করছেন। দূর্গের পর দূর্গ গুড়িয়ে দিচ্ছেন। গোত্রের পর গোত্রকে অবনমিত করছেন। আর যে অঞ্চলেই পদার্পণ করেছেন সেখানেই মসজিদের পর মসজিদ স্থাপন করছেন।

তা সত্ত্বেও আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে হিমসের প্রশাসনের দায়িত্ব প্রদান করলেন এবং সেখানে গমনের নির্দেশ দিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি তাঁর নির্দেশ মেনে নিলেন। কারণ তিনি আল্লাহর পথে জিহাদের উপর অন্য কোন কিছুকে প্রাধান্য দিতেন না।

*** *** ***

হযরত উমাইর রাযি. হিমসে পৌঁছে লোকদেরকে জামে মসজিদে নামায পড়তে আহবান করলেন।

নামায পড়ে তিনি লোকদের মাঝে বক্তৃতা দিলেন। হামদ ও ছানার পর তিনি রাসূলের শানে দরূদ পাঠ করলেন। তারপর বললেন,

"হে লোক সকল! ইসলাম একটি দূর্ভেদ্য দূর্গ এবং একটি মজবুত শক্তিশালী দরজা। ইসলামের দূর্গ হল ন্যায়পরায়ণতা আর দরজা হল সত্যাশ্রয়িতা

যেদিন তার দূর্গকে চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে, তার দরজাকে ভেঙ্গে ফেলা হবে, সেদিন এ ধর্মের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দেয়া হবে...

মনে রাখবে, ইসলাম ততোদিন দুর্দমনীয় থাকবে যতোদিন শাসক প্রচণ্ড ও কঠিন থাকবে...

কাঠিন্যের অর্থ এই নয় যে, দোররার আঘাতে জর্জরিত করতে থাকবে, তরবারীর আঘাতে হত্যা করতে থাকবে। বরং কাঠিন্যের অর্থ হল, ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচারকার্য পরিচালনা করা আর সত্যকে আঁকড়ে ধরা।

তারপর তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় যে বিধান রচনা করলেন তা বাস্তবায়নের জন্য উঠে চলে গেলেন।

*** *** ***

হযরত উমাইর ইবনে সা'দ রাযি. পূর্ণ এক বৎসর হিমসে কাটিয়ে দিলেন। এর মাঝে তিনি আমীরুল মু'মিনীনের নিকট কোন পত্র লিখলেন না। খেরাজের একটি দিরহাম বা দিনারও বাইতুল মালে পাঠালেন না।

তাই হযরত উমর রাযি. এর মাথায় নানা সন্দেহ ঘুরপাক খেতে লাগল। তিনি তাঁর প্রাদেশিক শাসকদের ব্যাপারে প্রশাসনকার্যে ফিতনায় নিপতিত হওয়ার ব্যাপারে খুব ভয় পেতেন। কারণ তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কেউ মা'সূম নয়।

তাই তিনি তাঁর পত্র লিখককে বললেন, তুমি উমাইর ইবনে সা'দের নিকট পত্র লিখে বলে দাও আমীরুল মু'মিনীনের পত্র তোমার নিকট পৌঁছলে তুমি হিমস ত্যাগ করে চলে এসো আর মুসলমানদের যে খেরাজ তুমি সঞ্চয় করেছো তা সাথে নিয়ে এসো।

*** *** ***

হযরত উমাইর ইবনে সা'দ রাযি. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এর পত্র গ্রহণ করলেন। তারপর তাঁর পাথেয়ের থলেটি নিলেন। কাঁধে থালা, ওজুর বদনা ঝুলিয়ে নিলেন। হাতে বর্শা নিলেন। হিমস ও তার প্রশাসনিক ক্ষমতা পশ্চাতে ফেলে জোর কদমে হাঁটতে হাঁটতে মদীনার পথে রওনা হয়ে গেলেন।

হযরত উমাইর রাযি. যখন মদীনায় পৌঁছলেন তখন তাঁর দেহের রং বিবর্ণ হয়ে গেছে। শরীর দুর্বল হয়ে গেছে। চুল লম্বা হয়ে গেছে। আর তাঁর শরীরে সফরের ক্লান্তির ছাপ পড়ে গেছে।

*** *** ***

হযরত উমাইর রাযি. আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর রাযি. এর নিকট গেলেন। হযরত উমর রাযি. তাঁর অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। বললেন, হে উমাইর! তোমার একী অবস্থা?!

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমার তো কিছু হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ, আমি সুস্থ, রোগমুক্ত। আমি তো আমার সাথে গোটা দুনিয়া বহন করে এনেছি। দুনিয়াকে তার দুই ঝুটি ধরে টেনে এনেছি।

হযরত উমর রাযি. বললেন, তোমার সাথে আবার দুনিয়ার কি আছে? তিনি মনে করছেন, হযরত উমাইর রাযি. সাথে করে বাইতুল মালের সম্পদ নিয়ে এসেছে।

তখন হযরত উমাইর রাযি. বললেন, সাথে একটি থলে আছে। তাতে আমি আমার পাথেয় রেখেছি...

একটি থালা আছে। তাতে আমি আহার করি। তা দ্বারা মাথা ও কাপড় ধৌত করি...

আর ওজু ও পান করার জন্য পানিভরা একটি মশক আছে ...

তারপর বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! গোটা দুনিয়া আমার এই আসবাবের অনুগামী ও অতিরিক্ত। আমার ও আমাকে ছাড়া অন্য কারো তার কোন প্রয়োজন নেই।

হযরত উমর রাযি. বললেন, তুমি কি হেঁটে এসেছো?

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, হ্যাঁ, হে আমীরুল মু'মিনীন!

হযরত উমর রাযি. বললেন, প্রশাসন থেকে কি তোমাকে কোন বাহন দেয়া হয়নি, যাতে তুমি আরোহন করবে?!

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, তারা আমাকে দেয়নি আর আমিও চাইনি।

হযরত উমর রাযি. বললেন, বাইতুল মালের যে সম্পদ তুমি নিয়ে এসেছো তা কোথায়?

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, আমিতো কিছু নিয়ে আসিনি।

হযরত উমর রাযি. বললেন, কেন নিয়ে এসো নি?

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, আমি হিমসে পৌঁছে সেখানের সৎকর্মপরায়ন লোকদের একত্রিত করলাম। তাঁদেরকে খেরাজ জমা করার দায়িত্ব দিলাম। তাই তারা যখনই খেরাজের কিছু জমা করতো আমি সে ব্যাপারে তাঁদের সাথে পরামর্শ করতাম এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে তা ব্যয় করতাম। তাদের হকদারদের মাঝেই তা খরচ করতাম।

তখন হযরত উমর রাযি. তাঁর সচিবকে বললেন, হিমসের প্রশাসনিক পদটি আবার নতুন করে উমাইরের জন্য লিখে দাও।

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, সে তো অসম্ভব... তা এমন একটি পদ যা আমি চাই না। হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনার বা আপনার পর অন্য কারো পক্ষ থেকে সে কাজ করব না।

তারপর মদীনার পাশ্ববর্তী এক পল্লীতে বসবাসরত তাঁর পরিজনের নিকট যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। তখন হযরত উমর রাযি. তাঁকে অনুমতি দিলেন।

*** *** ***

হযরত উমাইর রাযি. তাঁর পল্লীতে ফিরে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ পর হযরত উমর রাযি. তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাঁর ব্যাপারে আরো নিশ্চিত হতে চাইলেন। তাই তাঁর এক বিশ্বস্ত ব্যক্তি হারেসকে বললেন, হে হারেস ! তুমি উমাইর ইবনে সা'দের নিকট যাও । মেহমানের মত তাঁর বাড়িতে ওঠ । যদি প্রাচুর্যের আলামত দেখতে পাও তাহলে যেভাবে গিয়েছিলে সেভাবেই ফিরে আসবে ।

আর যদি অসচ্ছল অবস্থা দেখতে পাও তাহলে এই দিনারগুলো দিয়ে আসবে । তাকে দিনারে ভরা একটি থলে দিয়ে দিলেন।

*** *** ***

হারেস চলতে চলতে হযরত উমাইর ইবনে সা'দের পল্লীতে গিয়ে পৌছল। লোকদের তাঁর কথা জিজ্ঞেস করলে তারা তাঁকে দেখিয়ে দিল । তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ।

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু । আপনি কোথা থেকে এসেছেন ?

হারেস বললেন, মদীনা থেকে।

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, মুসলমানদের কী অবস্থায় রেখে এলেন?

হারেস বললেন, ভাল অবস্থায়।

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, আমীরুল মু'মিনীন কেমন আছেন? হারেছ বললেন, ভাল ও সুস্থ আছেন।

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, তিনি কি হুদূদ কায়েম করেন না?

হারেস বললেন, হ্যাঁ, তিনিতো তাঁর এক ছেলেকে অশ্লীল কাজ করার কারণে বেত্রাঘাত করেছেন। সে আঘাতে সে মারা গেছে।

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, হে আল্লাহ! উমরকে সাহায্য করুন। আর আমিতো জানি হযরত উমর রাযি. তোমাকে খুব ভালবাসেন।

হারেস তিন দিন উমাইর ইবনে সা'দের আতিথেয়তায় রইলেন। প্রত্যহ রাতে তিনি তাঁকে যবের একটি রুটি দিতেন।

তৃতীয় দিনে গোত্রের এক ব্যক্তি হারেসকে বলল, তুমিতো উমাইর ও তাঁর পরিবারের লোকদের বেশ কষ্ট দিয়েছো। এই রুটি ছাড়াতো তাঁদের আর কিছুই নেই যা তাঁরা প্রাধান্য দিয়ে তোমাকে দিয়ে দিয়েছে। ক্ষুধা আর কষ্ট তাঁদের বেশ ক্ষতি করে ফেলেছে।

যদি তুমি তাদের ছেড়ে আমার নিকট আসতে চাও, তাহলে আসতে পার।

*** *** ***

তখন হারেস দিনারগুলো বের করে উমাইরকে দিলেন।

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, এগুলো কী?!!

হারেস বললেন, আমীরুল মু'মিনীন এগুলো আপনার জন্য পাঠিয়েছেন।

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, এগুলো তাঁর নিকট ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং তাঁকে আমার সালাম জানিয়ে বল, উমাইরের এগুলোর কোন প্রয়োজন নেই।

তাঁর স্ত্রী তখন তাঁদের কথা শুনছিলেন। তিনি উঁচু স্বরে বললেন, হে উমাইর! তা নিয়ে নাও। যদি প্রয়োজন হয় খরচ করবে। অন্যথায় তা যথাস্থানে ব্যয় করবে। এখানে তো অনেক মুহতাজ ব্যক্তি রয়েছে।

হারেস তাঁর কথা শুনে দিনারগুলো উমাইরের সামনে রেখে চলে গেলেন। হযরত উমাইর রাযি. তা নিয়ে ছোট ছোট কতগুলো থলেতে রাখলেন এবং সে রাতেই তা মুহতাজ ব্যক্তিদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। তাঁদের মাঝে তিনি শহীদদের সন্তানদের প্রাধান্য দিলেন।

*** *** ***

হারেস মদীনায় ফিরে এলেন। হযরত উমর রাযি. তাঁকে বললেন, হে হারেস! তুমি কী দেখে এলে?

হারেস বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! খুব করুণ অবস্থা দেখে এসেছি।

হযরত উমর রাযি. বললেন, তুমি কি তাঁকে দিনারগুলো দিয়ে এসেছো?

হারেস বললেন, হ্যাঁ, হে আমীরুল মুমিনীন!

হযরত উমর রাযি. বললেন, তিনি তা কী করেছেন?!

হারেস বললেন, জানি না, তবে আমার ধারণা, তিনি নিজের জন্য একটি দেরহামও রাখবেন না।

তখন হযরত উমর ফারুক রাযি. হযরত উমাইর রাযি. এর নিকট পত্র লিখে বললেন, তোমার নিকট আমার এ পত্র পৌঁছা মাত্র পত্রটি হাত থেকে না রেখেই আমার নিকট চলে এসো।

*** *** ***

হযরত উমাইর ইবনে সা'দ রাযি. মদীনার অভিমুখী হলেন এবং আমীরুল মু'মিনীনের নিকট প্রবেশ করলেন। হযরত উমর রাযি. তাঁকে শুভেচ্ছা স্বাগত জানালেন। পাশে বসিয়ে বললেন, হে উমাইর! দিনারগুলো কী করেছো?!

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, হে উমর! আমাকে তা দিয়ে দেয়ার পর তো তোমার বলার কিছু থাকে না !!!

হযরত উমর রাযি. বললেন, আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, তুমি তা কী করছো আমাকে তা বল।

হযরত উমাইর রাযি. বললেন, আমি তা আমার জন্য সঞ্চয় করে রেখেছি। এমন একদিন তা দিয়ে উপকৃত হব; যেদিন ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি উপকার করবে না...

তখন হযরত উমর রাযি. এর দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি তাঁদের অর্ন্তভুক্ত যাঁরা নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়... তারপর তিনি তাঁকে এক ওসাক খাবার ও দু'টি কাপড় দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

তখন হযরত উমাইর রাযি. বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! খাবারের কোন প্রয়োজন আমার নেই। আমি পরিজনের নিকট দু'সা খাবার রেখে এসেছি। সেগুলো খেয়ে শেষ করলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ খাবারের ব্যবস্থা করবেন।...

আর কাপড় দু'টি স্ত্রীর জন্য নিয়ে যাব । তার কাপড় পুরাতন হয়ে গেছে। আর সে প্রায় বিবস্ত্র হয়ে গেছে।

*** *** ***

হযরত উমর ফারুক রাযি. ও তাঁর সাথী উমাইরের সাথে সেই সাক্ষাতের পর বেশী দিন গেল না। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা উমাইর ইবনে সা'দ রাযি. কে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তাঁর নবী ও তাঁর চোখের শীতলতা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হওয়ার অনুমতি দিলেন। হযরত উমাইর রাযি. আখেরাতের পথে প্রশান্ত চিত্তে, মজবুত পদবিক্ষেপে রওনা হলেন। দুনিয়ার কোন বোঝা তাঁর কাঁধকে ভারাক্রান্ত করেনি। দুনিয়ার কোন ভারি বস্তু তাঁর পিঠকে ক্লান্ত করেনি...

তিনি সাথে করে শুধু নূর, হিদায়াত, তাকওয়া ও পরহেযগারী নিয়েই রওনা হলেন

হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর নিকট তাঁর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলে দুঃখ-বেদনা তাঁকে আচ্ছন্ন করল, কষ্ট-যাতনা তাঁর হৃদয়কে নিংড়াল। বললেন,

لَكَمْ وَدِدْتُ أَنَّ لِي رِجَالاً مِثْلَ عُمَيْرِبْنَ سَعْدٍ لأَسْتَعِيْنَ بِهِمْ فِي أَعْمَالِ الْمُسْلِمِيْنَ

আমি কতোই না চেয়েছি , যদি আমি উমাইর ইবনে সা'দের মত কিছু লোক পেতাম তাহলে তাদের মাধ্যমে প্রশাসনিক কাজে সাহায্য-সহযোগিতা নিতাম।

*** *** ***

আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করেছেন...

তিনি লোকদের মাঝে এক অন্যন্য চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ছিলেন...

তিনি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিদ্যাপিঠের এক উঁচু স্তরের ছাত্র ছিলেন...

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيماَ أَعْطَيْتَ

وَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيماَ أَمْسَكْتَ

তুমি যা প্রদান করেছো আল্লাহ তাতে বরকত দান করুন।

আর তুমি যা প্রদান করনি আল্লাহ তাতেও বরকত দান করুন।

...রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.

তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অগ্রগামী আট ব্যক্তির একজন ...

তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন...

হযরত উমর ফারুক রাযি. এর শাহাদাতের পর খলীফা নির্বাচনের দিবসে মজলিসে শূরার ছয় জনের তিনি একজন...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের মাঝে জীবিত থাকা সত্ত্বেও মদীনায় যাঁরা ফতোয়া দিতেন সেই ক্ষুদ্র দলের তিনি একজন...

জাহেলী যুগে তাঁর নাম ছিল আবদে আমর। ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাম রাখলেন আব্দুর রহমান।

তিনিই হলেন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরকামের গৃহে প্রবেশের পূর্বে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. ইসলাম গ্রহণ করেন। আর তা ছিল হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণের দু'দিন পরের ঘটনা।

ইসলামের সূচনালগ্নের মুসলমানগণ যে নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করেছেন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.ও আল্লাহর পথে তা সহ্য করেছেন। তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন। যেমন তাঁরা ধৈর্য ধারণ করেছেন। তিনি অবিচল থেকেছেন। যেমন তাঁরা অবিচল থেকেছেন। তিনি সত্যিকারে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যেমন তারা সত্যিকারে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অবশেষে তিনি তাঁর দীন নিয়ে হাবশায় পালিয়ে গেছেন যেমনিভাবে তাঁদের অনেকে দীন নিয়ে পালিয়ে গেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দেয়া হলে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ

রাযি. মুহাজিরদের অগ্রগামী দলের সাথে ছিলেন যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য হিজরত করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করলে তাঁর মাঝে ও সা'আদ ইবনে রবী আনসারী রাযি. এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করেন। তখন সা'দ তাঁর ভাই হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. কে বললেন,

"হে ভাই! আমি মদীনাবাসীদের মাঝে অধিক সম্পদের অধিকারী। আমার দু'টি বাগান আছে। দু'জন স্ত্রী আছে। সুতরাং দেখ কোন্ বাগানটি তোমার অধিক পসন্ধ, আমি তা তোমাকে দিয়ে দিব। আমার কোন স্ত্রী তোমার নিকট অধিক পছন্দনীয়া আমি তাকে তোমার জন্য তালাক দিয়ে দিব।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. তাঁর আনসারী ভাইকে বললেন, আল্লাহ তোমার ধনসম্পদ ও পরিজনে বরকত দান করুন...

তুমি শুধু আমাকে বাজার দেখিয়ে দাও। তখন তিনি তাঁকে বাজার দেখিয়ে দিলেন। আর তিনি ব্যবসা করতে লাগলেন। ক্রয় করেন। বিক্রয় করেন। লাভবান হন। এভাবে ব্যবসা করতে লাগলেন।

এভাবে কিছুদিন যেতে না যেতেই তাঁর নিকট মহরের টাকা জমা হল। তিনি তখন বিয়ে করলেন। গায়ে সুগন্ধি মেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আব্দুর রহমান! কী হল?

তিনি বললেন, আমি বিয়ে করেছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে কী মহর দিয়েছো?

তিনি বললেন, এক নাওয়াত পরিমাণ স্বর্ণ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,একটি বকরি দিয়ে হলেও ওয়ালিমা করে নাও। আল্লাহ তা'আলা তোমার ধনসম্পদে বরকত দান করুন...

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. বলেন, তখন থেকে দুনিয়া আমার অভিমুখী হল। আমি দেখলাম, যদি আমি পাথর তুলি তাহলে আশা করি, তার নিচে স্বর্ণ অথবা চাঁদি পাব।

*** *** ***

বদরের যুদ্ধে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. আল্লাহর জন্য যথাযথ যুদ্ধ করলেন। তিনি আল্লাহর শত্রু উমাইর ইবনে উসমানকে হত্যা করলেন।

উহুদের যুদ্ধে তিনি অবিচল রইলেন যখন পা সমূহ প্রকম্পিত হয়েছিল। তিনি অটল দাঁড়িয়ে রইলেন যখন পরাজিতরা পালিয়ে গেল। বিশের অধিক ক্ষত নিয়ে তিনি রণাঙ্গন থেকে বেরিয়ে এলেন। কিছু ক্ষত এতো গভীর যে তাতে হাত ঢুকে যায়।

কিন্তু হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-এর স্বশরীরে জিহাদে অংশ গ্রহণকে তুচ্ছ মনে করা হয় যখন তাকে তাঁর মালের জিহাদের সাথে তা তুলনা করা হয়।

ঐতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সাহাবীকে জিহাদে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করছেন, তাই তিনি সাহাবীদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর, আমি একদল মুজাহিদকে জিহাদে পাঠানোর ইচ্ছে করেছি।

তখন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. বাড়িতে গেলেন এবং দ্রুত ফিরে এলেন। বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমার চার হাজার দেরহাম আছে।

আমি তা থেকে দু'হাজার আমার রবকে দিচ্ছি আর দু'হাজার আমার পরিজনের জন্য রেখে এসেছি।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيمَا أَعْطَيْتَ

وَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيمَا أَمْسَكْتَ

তুমি যা প্রদান করেছো আল্লাহ তাতে বরকত দান করুন। আর তুমি যা প্রদান করনি আল্লাহ তাতেও বরকত দান করুন।

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবূক যুদ্ধের ইচ্ছে করলেন, আর এটা ছিল তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধ, তখন অর্থ বলের চেয়ে লোক বলের প্রয়োজন কম ছিল না। কারণ রোমান বাহিনীর লোকসংখ্যা অগণিত আর অস্ত্র অপরিসীম। মদীনায় এবৎসরটি ছিল দুর্ভিক্ষের বৎসর। দীর্ঘ সফর। পাথেয় স্বল্প। বাহনজন্তু একেবারেই স্বল্প। পরিস্থিতি এমন যে, একদল মু'মিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বেদনাবিধুর কণ্ঠে তাদেরকে তাঁর সাথে নেয়ার জন্য আবেদন করল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ফিরিয়ে দিলেন। কারণ তিনি তাদের বহন করে নেয়ার জন্য কোন বাহন পাননি। তাই তারা অশ্রুসজল চোখে ফিরে গেল। তাদের দুঃখ, তারা তাদের বহন করে নেয়ার কিছু পায়নি। তাই তাঁদেরকে "অধিক ক্রন্দনকারী"নামে অভিহিত করা হয়। আর বাহিনীর নাম রাখা হয়

جيش العسرة অর্থাৎ দূর্দশাকালীন সময়ের বাহিনী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের আল্লাহর পথে ব্যয় করতে ও আল্লাহর নিকট তার পূণ্যের আশা করতে নির্দেশ দিলেন। তখন মুসলমানগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহবানে সাড়া দিতে শুরু করলেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. আল্লাহর পথে ব্যয়কারীদের অগ্রগামী ছিলেন। তিনি দুই শত উকিয়া দান করলেন। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমি মনে করছি, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ পাপই করছে। পরিবারের জন্য কিছুই রেখে আসেনি...

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আব্দুর রহমান! তুমি কি তোমার পরিজনের জন্য কিছু রেখে এসেছো?

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. বললেন, হ্যাঁ...আমি যা খরচ করেছি তার চেয়ে অধিক ও পবিত্র সম্পদ তাদের জন্য রেখে এসেছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কত রেখে এসেছো?

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে রিযিক, কল্যাণ ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা রেখে এসেছি।

*** *** ***

মুজাহিদ বাহিনী তাবূকের পথে রওনা হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. কে এমন এক বিষয় দ্বারা সম্মানিত করলেন যা দ্বারা মুসলমানদের কাউকে সম্মানিত করেন নি। নামাযের সময় হয়ে গেছে, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুপস্থিত। তখন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. ইমাম হয়ে মুসলমানদের নামায পড়াতে লাগলেন। প্রথম রাকাত শেষ করবেন করবেন অবস্থা ঠিক তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে মুসুল্লিদের সাথে মিলিত হলেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-এর ইকতেদা করে তাঁর পিছনে নামায পড়লেন...

এরচে' বড় মর্যাদা আর অধিক শ্রেষ্ঠত্ব কী হতে পারে যে, কেউ সৃষ্টির সর্দার ইমামুল আম্বিয়া মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইমাম হবে!

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. উম্মাহাতুল মু'মিনীন রাযি.-এর কল্যাণকর বিষয়সমূহ আঞ্জাম দিতে লাগলেন। তিনি তাঁদের প্রয়োজনসমূহ

পূরণ করতেন। তাঁরা বাইরে গেলে তিনি তাঁদের সাথে যেতেন। তাঁরা হজ্জ করলে তিনি তাঁদের সাথে হজ্জ করতেন। তাঁদের হাওদার উপর চাদর বিছিয়ে দিতেন। তাঁদেরকে আনন্দ দেয় এমন স্থানসমূহে তাঁদের নিয়ে যাত্রা বিরতি করতেন। এটা হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-এর এমন একটি গর্বের বিষয় আর তাঁর প্রতি উম্মাহাতুল ম'মিনীনের এমন একটি আস্থার বিষয় যা নিয়ে তিনি গর্ব ও অহংকার করতে পারেন।

*** *** ***

মুসলমানদের প্রতি ও উম্মাহাতুল মুমিনীনের প্রতি হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-এর সদাচরণ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছল যে, একদা তিনি তাঁর একটি জমি চল্লিশ হাজার দিনারে বিক্রয় করলেন। তারপর তা বনু জুহরা, দরিদ্র মুসলমান ও মুহাজির এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-এর নিকট সেই অর্থ থেকে তাঁর জন্য নির্ধারিত অংশটুকু পৌঁছলে তিনি বললেন,

কে এ অর্থ প্রেরণ করেছেন ?

উত্তরে বলা হল, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ

তখন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاَ يَحْنُو عَلَيْكُنَّ مِنْ بَعْدِي إِلا الصَّابِرُونَ

আমার পর শুধুমাত্র ধৈর্যশীল ব্যক্তিরাই তোমাদের সাথে সদাচরণ করবে।

*** *** ***

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ কবুল হল। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-এর সম্পদে বরকত হল। তাঁর ব্যবসা বৃদ্ধি পেতে লাগল। উৎকর্ষ পেতে লাগল। তাঁর ব্যবসার কাফেলা মদীনাবাসীদের জন্য গম, আটা, তেল, কাপড়, পাত্র, সুগন্ধি ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্তুসমূহ বহন করে মদীনায় নিয়ে আসতে লাগল।

আর মদীনাবাসীদের উৎপাদিত বস্তুসমূহ তাদের প্রয়োজন পূরণের পর যা বেশী হত তা তাঁর কাফেলা বহন করে নিয়ে যেত।

*** *** ***

একদা মদীনায় হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-এর ব্যবসায়িক এক কাফেলা এল। পণ্যদ্রব্য বোঝাই সাতশত বাহন ছিল সেই কাফেলায়...

হ্যাঁ, সাতশত বাহন... পিঠে বহন করে আনছে খাদ্যদ্রব্য, আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় আরো অনে-ক কিছু।

কাফেলাটি মদীনায় প্রবেশ করতেই প্রবলভাবে মাটি কেঁপে উঠল। ডাক-চিৎকার ও গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। তখন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন,

এটা কীসের প্রকম্পন?

বলা হল, আবদুর রহমান ইবনে আউফের ব্যবসায়িক কাফেলা এসেছে ...সাতশত উট গম, আটা, ও খাবার নিয়ে এসেছে।

তখন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন,

بَارَكَ اللّٰهُ فِيمَا أَعْطَاهُ فِي الدُّنْيَا، وَلَثَوَابُ الأَخِرَةِ أَعْظَمُ

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুনিয়াতে যা দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন। আর পরকালের সওয়াবতো অতি মহান।

*** *** ***

উটগুলো বসার পূর্বেই সংবাদটি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-এর নিকট পৌঁছল। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযি.এর কথাটি শুনা মাত্র তিনি দ্রুত হযরত আয়েশা রাযি.-এর নিকট ছুটে এলেন। বললেন,

أُشْهِدُكَ يَا أُمَّه أَنَّ هذه الْعِير جَمِيعَهَا بِأَحْمَالِهَا وَأَقْتَابِهَا وَأَحْلَاسِها فِي سَبِيلِ اللّٰه

হে আম্মা ! আমি আপনাকে স্বাক্ষী করে বলছি, এই পুরো কাফেলাটি তার বোঝা, হাওদা ও হাওদার নিচে বিছানো কাপড়সহ আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম।

*** *** ***

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-এর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতের দু'আ আজীবন তাঁকে ছায়াপাত করল। এমনকি তিনি সাহাবীদের মাঝে সবচেয়ে ধনী হয়ে গেলেন। সবচেয়ে বেশী সম্পদশালী হয়ে গেলেন... কিন্তু হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. সে সব সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে ব্যয় করলেন। তাই তিনি তা দু'হাতে ডানে-বামে, গোপনে-প্রকাশ্যে খরচ করতেন... একদা চল্লিশ হাজার দেরহাম দান করলেন। তারপর চল্লিশ হাজার দিনার দান করলেন...

তারপর দু'শত উকিয়া স্বর্ণ দান করলেন

তারপর আল্লাহর পথে জিহাদে রত মুজাহিদদেরকে পাঁচশত অশ্ব দান করলেন। তারপর আরেক দল মুজাহিদকে দেড় হাজার বাহন দান করলেন।

মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. তাঁর দাসদাসীদের মধ্য হতে অনেককে মুক্ত করে দিলেন।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জীবিত সাহাবীদের প্রত্যেকে চারশত দিনার প্রদানের অসীয়ত করেন। সবাই তা গ্রহণ করেন আর তখন তাঁদের সংখ্যা একশত ছিল।

উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের প্রত্যেকের জন্য প্রচুর সম্পদের অসীয়ত করেন। ফলে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযি. প্রায় দু'আ করে বলতেন,

سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ مَاءِ السَّلْسَبِيْلِ

আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের সালসাবিল ঝরণার পানি পান করান...

এসব কিছুর পরও তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য এতো সম্পদ রেখে গেছেন যা গণনা করা প্রায় অসম্ভব...

তিনি এক হাজার উট, একশত ঘোড়া, তিন হাজার বকরী রেখে গেছেন। তাঁর চারজন স্ত্রী ছিল। তাই তাঁদের প্রত্যেকের আট ভাগের এক চতুর্থাংশের পরিমাণ হয়েছিল আশি হাজার।

আর তিনি যে স্বর্ণ ও চাঁদি রেখে গেছেন তা উত্তরাধিকারীদের মাঝে কুঠার দ্বারা কেটে ভাগ করা হয়েছে। ফলে তা কাটতে গিয়ে লোকদের হাতে দাগ পড়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যে দু'আ করেছিলেন তার বরকতেই এ সব কিছু হয়েছে।

*** *** ***

এ সব সম্পদ কিন্তু হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. কে ফেতনায় ফেলতে পারে নি। তাঁকে পরিবর্তন করতে পারল না। তাই লোকেরা তাঁর গোলাম-বাদীদের মাঝে দেখলে তাঁকে পার্থক্য করতে পারত না।

একদা তিনি রোযা রেখেছিলেন। তখন তাঁর নিকট খাবার আনা হলে তিনি বললেন,

হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর রাযি. শহীদ হলেন আর তিনি আমার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আমরা তাঁর জন্য এমন একটি কাফন খুঁজে পেলাম তা দ্বারা তাঁর মাথা যদি ডাকা হয় তাহলে পা উন্মুক্ত হয়ে যায়, আর পা ডাকা হলে মাথা উন্মুক্ত হয়ে যায়।

তারপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য দুনিয়াকে অত্যন্ত প্রশস্ত করলেন।

তাই আমাদের পূণ্যের সওয়াব সত্বর দিয়ে দেয়া হল কি না, আমি তার ভয় পাচ্ছি ...

তারপর তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। অবশেষে খাবার ত্যাগ করলেন।

*** *** ***

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-এর জন্য সৌভাগ্য ও হাজারো ঈর্ষা...

চির সত্যবাদী ও সত্যায়িত মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

তাঁর মৃতদেহকে তাঁর শেষ শয্যায় বহন করে নিয়ে গেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মামা হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.

আর তাঁর জানাযার নামায পড়িয়েছেন যূননুরাইন হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযি.।

আর তাঁর শবদেহের পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়েছেন হযরত আলী ইবনে আবু তালেব কার্‌রামাল্লাহু ওজ্‌হাহু। আর বলেছেন,

اذْهَبْ فَقَدْ أَدْرَكْتَ صَفْوَهَا وَسَبَقْتَ زَيْفَهَا يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

আপনি নিশ্চিন্তে পরপারে চলে যান, কারণ আপনি এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের পেয়েছেন, আর এ উম্মতের দোষযুক্ত মানুষদের অগ্রগামী হয়েছেন। আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন।

হযরত জা‘ফর ইবনে আবু তালেব রাযি.

لَقَدْ رَأَيْتُ جَعْفَرًا فِي الجَنَّــةِ لَهُ جَنَاحَانَ مُضَرَّجَان بالدِّمَـــاء

وَهُوَ مَصبُوغُ القَوَادِمِ

আমি জা‘ফর ইবনে আবু তালেবকে জান্নাতে দেখেছি ,তাঁর ডানা দু‘টি রক্তে রঞ্জিত আর তাঁর পালকগুলো রক্তে লাল।

আল হাদীস...

হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি.

আবদে মানাফের সন্তানদের মাঝে পাঁচজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক সাদৃশ্যময় ছিল। এমনকি দুর্বল দৃষ্টির লোকেরা প্রায়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাদের মাঝে পার্থক্য করতে ভুল করত।

এবার সন্দেহ নেই যে, তুমি সেই পাঁচজন ব্যক্তিকে চিনতে চাইবে যারা তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাদৃশ্য রাখত। এসো আমরা তাদের চিনিয়ে দেই।

তারা হলেন আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই এবং তাঁর দুধভাই।

কুসাম ইবনে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। তিনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই।

সায়েব ইবনে ওবায়েদ ইবনে আবদে ইয়াযিদ ইবনে হাশেম। তিনি ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দাদা।

হাসান ইবনে আলী রাযি.। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র। পাঁচজনের মাঝে তিনি ছিলেন রাসূলের সাথে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্যময়।

পঞ্চম জন হলেন জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি.। আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবু তালেব রাযি.-এর আপন ভাই।

এসো, আমরা তোমাদের নিকট হযরত জা'ফর রাযি.-এর জীবনের কিছু চিত্র বর্ণনা করি।

*** *** ***

আবু তালেব কুরাইশের মাঝে উঁচু মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অধিক সন্তানের অধিকারী ও অভাবী ছিলেন।

কুরাইশের উপর আপতিত সেই দুর্ভিক্ষের কারণে তাঁর অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে গেল। যে দুর্ভিক্ষে ফসল আর গবাদিপশু ধ্বংস হয়ে গেল। মানুষকে জীর্ণ হাড় খেতে বাধ্য করল।

সে সময়ে বনু হাশেমের মাঝে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর চাচা আব্বাসের চেয়ে সচ্ছল আর কেউ ছিল না।

তাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আব্বাসকে বললেন, হে চাচা! আপনার ভাই আবু তালেবের সন্তান সন্ততি অনেক। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা ও ক্ষুধার জ্বালা যা লোকদের পেয়ে বসেছে তা আপনি দেখছেন। সুতরাং চলুন আমরা তার নিকট যাই। আমরা তাঁর কয়েকজন সন্তানের দায়িত্ব নেব। আমি তাঁর এক ছেলেকে নিব আর আপনি তাঁর আরেক ছেলেকে নিবেন। আমরা এ দু'জনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব।

আব্বাস রাযি. বললেন, তুমিতো আমাকে কল্যাণের দিকে আহবান করলে। পূণ্যের কাজে উৎসাহিত করলে।

তারপর তাঁরা আবু তালেবের নিকট গেলেন। তাঁকে বললেন, পরিবার পরিজনের প্রতিপালনের যে বোঝা আপনি বহন করছেন আমরা তা কিছুটা লাঘব করতে চাচ্ছি। মারাত্মক এ দুর্ভিক্ষ দূর হওয়া পর্যন্ত আমরা তা বহন করব।

তিনি তাঁদের বললেন, তোমরা আকীলকে আমার জন্য রেখে যা ইচ্ছে তা কর...

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে গ্রহণ করলেন। তাকে তাঁর পরিজনের সাথে মিশিয়ে নিলেন। আর হযরত আব্বাস রাযি. হযরত জা'ফরকে নিলেন। তাকে তাঁর পরিজনের অন্তর্ভূক্ত করে নিলেন।

এরপর হযরত আলী রাযি. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রইলেন। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সত্য ও হিদায়াতের দীনসহ প্রেরণ করলেন। তাই যুবকদের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম ঈমান আনলেন।

হযরত জা'ফর তার চাচা হযরত আব্বাস রাযি.-এর সাথে রইলেন। ইতিমধ্যে যুবক হলেন, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেন।

*** *** ***

হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব ও তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস পথের শুরু থেকেই নূরের কাফেলায় মিলিত হলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরকামের গৃহে প্রবেশের পূর্বেই তাঁরা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রথমে ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানগণ কুরাইশের যে নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন হাশেমী যুবক ও তাঁর স্ত্রীর তা হল। ফলে তাঁরা সেই নির্যাতন সহ্য করলেন। কারণ তাঁরা জানতেন, জান্নাতের পথ কন্টকাকীর্ণ পথ, বিপদাপদে ঘেরা পথ। কিন্তু যে বিষয়টি তাঁদের কষ্ট দিত ও তাঁদের মুসলিম ভাইদের ব্যথিত করত তা হল, ইসলামী বিধান আদায়ের ক্ষেত্রে তাঁদের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করা আর ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন করা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা। কুরাইশরা সব ক্ষেত্রেই ওঁৎ পেতে থাকত এবং তাঁদের নির্যাতনের জন্য শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় অপেক্ষা করত।

তখন হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিজ স্ত্রী ও একদল সাহাবীকে নিয়ে হাবশায় হিজরতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি তাঁদের অনুমতি প্রদান করলেন।

'আমাদের রব আল্লাহ' এ কথা বলা ব্যতীত অন্য কোন অপরাধ ছাড়াই পূণ্যময় পবিত্র সাহাবীদের স্বদেশ ত্যাগে এবং যৌবন ও শৈশবের বিচরণক্ষেত্র ত্যাগে উৎসাহিত করা রাসূলের নিকট বড়ই কষ্টদায়ক ছিল।

কিন্তু তাঁর নিকট এতো শক্তি ও সামর্থ ছিল না যা দ্বারা তিনি কুরাইশের নির্যাতন ও নিপীড়নকে প্রতিহত করবেন।

*** *** ***

প্রথম মুহাজিরদের দলটি হাবশায় চলে গেলেন। তাঁদের নেতৃত্বে রয়েছেন হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি.। হাবশার ন্যায়পরায়ন ও সৎকর্মপরায়ন বাদশা নাজ্জাশীর আশ্রয়ে তাঁরা অবস্থান করলেন।

ইসলাম গ্রহণ করার পর প্রথমবার তাঁরা নিরাপত্তার স্বাদ উপভোগ করলেন। তাঁদের সৌভাগ্যের সচ্ছলতাকে কোন কিছু মলিন করা ছাড়া, তাঁদের ইবাদতের স্বাদকে কোন কিছু বিস্বাদ করা ছাড়া তাঁরা ইবাদতের স্বাদ উপভোগ করলেন।

কিন্তু কুরাইশের লোকেরা যখনই হাবশায় মুসলমানদের একটি দলের চলে যাওয়ার বিষয়টি জানতে পারল এবং সেখানের বাদশার আশ্রয়ে তাঁদের ধর্ম ও বিশ্বাসের নিরাপত্তার ও প্রশান্ত থাকার বিষয়টি অবহিত হল, তখনই তারা তাঁদের হত্যার বা মহা জেলখানায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগল।

এসো আমরা হযরত উম্মে সালামা রাযি. কে কথা বলার সুযোগ দেই তিনি আমাদের নিকট বিষয়টি বর্ণনা করবেন যেমন তাঁর দু'চোখ দেখেছে এবং তাঁর দু'কান শুনেছে।

*** *** ***

হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলেন,

আমরা হাবশায় অবস্থান করলে সেখানে উত্তম প্রতিবেশী পেলাম। তাই আমরা আমাদের ধর্মের ব্যাপারে নিরাপত্তা পেলাম। আমরা অপছন্দনীয় কোন কিছু শোনা বা নিপীড়িত হওয়া ছাড়া আমাদের রব আল্লাহ তা'লার ইবাদত করতে লাগলাম। কুরাইশের লোকেরা তা শুনতে পেয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। তারা দু'জন শক্তিশালী ব্যক্তিকে নাজ্জাশীর নিকট পাঠাল। তারা হল, আমর ইবনে আস ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবু রবি'আ। কুরাইশরা নাজ্জাশী ও নাজ্জাশীর ঐ সব পাদ্রীদের জন্য হিজাযের

বহু উপঢৌকন পাঠাল যা তারা পছন্দ করে। তারপর তাদের প্রতিনিধিদ্বয়কে বলে দিল, তারা যেন হাবশার বাদশার সাথে কথা বলার পূর্বেই প্রত্যেক পাদ্রীকে তার উপঢৌকন দিয়ে দেয়।

*** *** ***

হাবশায় পৌঁছে তারা নাজ্জাশীর পাদ্রীদের সাথে সাক্ষাৎ করল। তাদের প্রত্যেককে তাদের উপঢৌকন পৌঁছে দিল। বলল, আমাদের দেশের কিছু নির্বোধ বালক বাদশাহর রাজত্বে এসে অবস্থান করছে। তারা তাদের পিতা ও পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করেছে। গোত্রের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করেছে। সুতরাং আমরা বাদশার সাথে কথা বলার সময় আপনারা তাঁকে পরামর্শ দিবেন, তিনি যেন তাদের ধর্ম সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করার পূর্বেই তাদেরকে আমাদের নিকট হস্তান্তর করেন। কারণ তাদের গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিরা তাদের সম্পর্কে অধিক অবহিত। তাদের আকীদা-বিশ্বাস সম্পকে অধিক জ্ঞাত। পাদ্রিরা বলল, হ্যাঁ... তাই হবে।

হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলেন, সেখানে আমর ও তার সাথীর নিকট সবচে' অপছন্দনীয় বিষয় ছিল, নাজ্জাসী আমাদের কাউকে ডেকে আমাদের কথা শ্রবণ করা।

*** *** ***

তারপর তারা নাজ্জাশীর নিকট তার উপঢৌকন পেশ করল। নাজ্জাশী উপঢৌকন দেখে বিস্মিত হলেন। হতবাক হলেন। তারপর তাদের সাথে কথা বললেন। তখন তারা বলল,

হে বাদশাহ! আপনার রাজ্যে আমাদের একদল দুষ্ট যুবক আশ্রয় নিয়েছে। তারা এমন এক ধর্ম নিয়ে এসেছে যা আমরা চিনি না , আপনারাও চিনেন না। তারা আমাদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে আর আপনাদের ধর্মেও প্রবেশ করেনি...

তাদের গোত্রের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্য হতে তাদের পিতারা, চাচারা ও গোত্রের অন্যান্য ব্যক্তিরা আমাদেরকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন যেন আপনি তাদের ফেরত পাঠিয়ে দেন। আর তারা যে ফিৎনা সৃষ্টি করেছে সে সম্পর্কে তারা সমধিক জ্ঞাত।

নাজ্জাশী তখন পাদ্রীদের দিকে ফিরে তাকালেন। পাদ্রীরা বলল,

বাদশাহ মহোদয়! তারা সত্য বলেছে... তাদের গোত্রের লোকেরাই তাদের সম্পর্কে অধিক অবহিত। তাদের কর্ম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। সুতরাং আপনি তাদেরকে তাদের গোত্রের নিকট পাঠিয়ে দিন। তারাই তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবে। বাদশাহ পাদ্রীদের কথা শুনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন এবং বললেন,

আল্লাহর শপথ করে বলছি, তাদেরকে ডেকে তাদের সম্পর্কে যা বলা হল তা জিজ্ঞেস করার পূর্বে আমি কাউকে তাদের নিকট সমর্পণ করব না। এ দু'জন যা বলছে যদি তারা তেমনই হয় তা হলে আমি তাদেরকে তাদের নিকট সমর্পণ করব। আর যদি তার বিপরীত হয় তাহলে আমি তাদের হেফাজত করব এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমার পাশে থেকে আমার সাথে সদাচরণ করবে আমি তাদের সাথে সদাচরণ করব।

*** *** ***

হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলেন, তারপর নাজ্জাশী তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আমাদের ডেকে পাঠালেন। তাঁর নিকট যাওয়ার পূর্বে আমরা একত্রিত হলাম। আমাদের একজন বলল,

নিশ্চয় বাদশাহ তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। তখন তোমরা যা বিশ্বাস কর তা সুস্পষ্ট বলে দাও। আর তোমাদের পক্ষ থেকে হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব কথা বলবে। তিনি ছাড়া আর কেউ কথা বলবে না।

হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলেন, তারপর আমরা নাজ্জাশীর নিকট গেলাম। আমরা গিয়ে দেখলাম, তিনি পাদ্রীদের ডেকেছেন। তারা তাঁর ডানে ও বামে বসেছে। তারা তাদের সবুজ চাদর পরেছে। মাথায় পাগড়ী বেঁধেছে। আর তারা তাদের সামনে তাদের কিতাবসমূহ খুলে রেখেছে ...

আর আমরা তাঁর পাশে আমর ইবনে আস ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবু রবী'আকে দেখতে পেলাম।

আমরা শান্ত হয়ে বসলে নাজ্জাশী আমাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন,

এ আবার কোন ধর্ম যা তোমরা নিজেদের জন্য সৃষ্টি করেছো আর তার কারণে তোমরা তোমাদের গোত্রের ধর্ম ত্যাগ করেছো। অথচ আমার ধর্মে প্রবেশ করনি বা অন্য কোন ধর্মেও প্রবেশ করনি ?

তখন তখন জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি. অগ্রসর হয়ে বললেন,

হে বাদশাহ মহোদয়! আমরা ছিলাম অজ্ঞ জাতি। মূর্তি পূজা করতাম। মৃত পশু খেতাম। নিলর্জ্জ কাজ করতাম। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতাম। প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করতাম। আমাদের শক্তিশালী ব্যক্তি দুর্বলের সম্পদ লুটেপুটে খেত। এমনি অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্য থেকে আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করলেন। আমরা তাঁর বংশ মর্যাদা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পর্কে জানি...

তিনি আমাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকলেন, আমরা যেন তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস করি, তাঁর ইবাদত করি আর আমরা ও আমাদের পিতারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে মূর্তি ও পাথরের পূজা করছি তা ত্যাগ করি

তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলতে, আমানত আদায় করে দিতে, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে, প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করতে, হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকতে, রক্তের হিফাজত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমাদেরকে নিলর্জ্জতা, মিথ্যা বলা, এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা, সতীসাধ্বী নারীদের অপবাদ দিতে নিষেধ করেছেন।

আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি। তার সাথে কাউকে শরীক না করি। নামায কায়েম করি। যাকাত আদায় করি। রমযান মাসে রোযা রাখি... তখন আমরা তাকে বিশ্বাস করেছি। তাঁর উপর ঈমান এনেছি। আল্লাহর নিকট থেকে তিনি যা নিয়ে এসেছেন আমরা তার অনুসরণ করেছি। তিনি আমাদের জন্য যা হালাল করেছেন আমরা তা হালাল করেছি। তিনি আমাদের জন্য যা হারাম করেছেন আমরা তা হারাম করেছি।

হে বাদশাহ মহোদয়! তখন আমাদের গোত্রের প্রত্যেকে আমাদের উপর জুলুম করেছে। আমাদেরকে আমাদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে আনতে এবং আমাদেরকে মূর্তি পূজায় ফিরিয়ে আনতে কঠিন শাস্তি দিয়েছে ...

তারা যখন আমাদের উপর জুলুম করল, নির্যাতন করল,আমাদের উপর চারদিক সংকীর্ণ করে ফেলল আর আমাদের মাঝে ও আমাদের ধর্মের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করল তখন আমরা আপনার রাজ্যে চলে এসেছি। অন্যান্যদের বাদ দিয়ে আপনাকে নির্বাচন করেছি। আপনার পাশে থাকতে আগ্রহী হয়েছি। আর আমরা আশা করছি, আপনার নিকট আমাদের উপর কোন জুলুম করা হবে না।

*** *** ***

হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলেন,

তখন নাজ্জাশী হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি.-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার কিছু কি তোমাদের নিকট আছে?

হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি.বললেন, হ্যাঁ আছে।

নাজ্জাশী বললেন, তাহলে তা আমার নিকট পাঠ কর। তখন হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি. পাঠ করলেন,

كٓهيعص * ذِكْرُ رحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا * إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيًّا * قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْس شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقيا

কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ এটা তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ ০ যখন তিনি নীরবে তাঁর রবকে আহবান করলেন ০ তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা ! আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে । বার্ধক্যে আমার চুল শুভ্র হয়ে গেছে। হে আমার রব ! আপনাকে ডেকে আমি কখনো বিফল মনোরথ হইনি।... এভাবে পাঠ করে তিনি সূরার শুরুর অংশ শেষ করলেন। (সূরা মারইয়াম-১-৪)

হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলেন, আল্লাহর কালাম শুনে নাজ্জাশী কাঁদতে কাঁদতে অশ্রুতে দাড়ি ভিজিয়ে ফেললেন আর পাদ্রীরা কাঁদতে কাঁদতে তাদের কিতাব ভিজিয়ে ফেলল

তখন নাজ্জাশী বললেন, নিশ্চয় তোমাদের নবী যা নিয়ে এসেছেন আর ঈসা আ. যা নিয়ে এসেছেন তা একই দীপাধার থেকে বেরিয়ে আসছে... তারপর আমর ও তাঁর সাথীর দিকে তাকিয়ে বললেন, যাও তোমরা চলে যাও, আল্লাহর শপথ করে বলছি, তাদেরকে আমি কখনো তোমাদের নিকট সমর্পণ করব না।

*** *** ***

হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলেন,

আমরা নাজ্জাশীর নিকট থেকে বেরিয়ে গেলে আমর ইবনে আস আমাদেরকে ধমক দিয়ে তার সাথীকে বলল, আল্লাহর কসম করে বলছি,আমরা অবশ্যই আগামী কাল বাদশাহর নিকট আসব এবং তার নিকট তাদের এমন কিছু কথা বলব যা তার হৃদয়কে ক্রোধে ভরে দিবে, তার অন্তরকে ঘৃনায় পরিপূর্ণ করে দিবে আর আমি তাকে এমনভাবে উৎসাহিত করব যে তিনি তাদেরকে মূল থেকে উপড়ে ফেলবেন।

তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আবু রবী'আ তাকে বলল, হে আমর! তুমি তা করো না। কারণ তারাতো আমাদের নিকটাত্মীয়, যদিও তারা আমাদের বিরুদ্ধাচারণ করছে।

আমর ইবনে আ'স বলল, এ ধরনের কথা বলো না। আল্লাহর কসম করে বলছি, অবশ্যই আমি তাকে এমন কথা বলব যা তাদের পা কে স্থানচ্যুত করে ফেলবে

আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তাকে বলে দিব, তারা বিশ্বাস করে যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম একজন দাস

*** *** ***

পরদিন আমর ইবনে আ'স নাজ্জাশীর নিকট গিয়ে বলল,

হে বাদশাহ! আপনি যাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন। হেফাজত করেছেন তারা হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম সম্পর্কে খারাপ কথা বলে। আপনি তাদেরকে ডেকে আনুন এবং তারা তাঁর ব্যাপারে কী বলে তা জিজ্ঞেস করুন।

হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলেন,

আমরা তা জানার পর এতো পেরেশান ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলাম যা ইতিপূর্বে হইনি। আমাদের একে অপরকে বলল, তোমরা ঈসা ইবনে মরিয়াম সম্পর্কে কী বলবে যখন বাদশাহ তোমাদেরকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন?

আমরা তখন বললাম, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহ তার সম্পর্কে যা বলেছেন আমরা তাই বলব। আমাদের নবী তার ব্যাপারে আমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছেন আমরা তা থেকে একবিন্দুও সরে যাব না। তার কারণে যা হওয়ার হোক, আমরা তাতে পরোয়া করব না।

তারপর আমরা একথায় একমত হলাম যে, আমাদের মধ্য থেকে জা'ফর ইবনে আবু তালেব কথা বলার দায়িত্ব পালন করবে।

নাজ্জাশী আমাদেরকে ডাকলে আমরা তার নিকট গেলাম। দেখলাম, তার নিকট পাদ্রীরা তেমনিভাবে বসে আছে যেমনিভাবে তাদেরকে ইতিপূর্বে দেখেছি।

আর তার নিকট আমরা আমর ইবনে আ'স ও তার সাথীকে দেখতে পেলাম।

আমরা তার সামনে উপস্থিত হলে তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা ঈসা ইবনে মরিয়াম সম্পর্কে কী বল?

হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি. বললেন, আমরা তাঁর সম্পর্কে তাই বলি যা আমাদের নবী নিয়ে এসেছেন।

নাজ্জাশী বললেন, তিনি তার সম্পর্কে কী বলেন?

হযরত জা'ফর রাযি. বললেন, তিনি বলেন, তিনি আল্লাহর বান্দা। তাঁর রাসূল। তাঁর রূহ ও তাঁর কালিমা। তাকে তিনি পূতপবিত্রা কুমারী

মরিয়ামের নিকট অর্পণ করেছিলেন। নাজ্জাশী হযরত জা'ফর রাযি. এর কথা শুনেই হাত দ্বারা মাটিতে আঘাত করে বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমাদের নবী হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে এক চুল পরিমাণও কমবেশী বলেন নি।

নাজ্জাশীর পাশে বসা পাদ্রীরা তাঁর কথা শুনে ঘৃণায় নাক সিটকালো...

তখন নাজ্জাশী বললেন, যদিও তোমরা নাক সিটকাও

তারপর ফিরে তাকিয়ে বললেন, যাও তোমরা ফিরে যাও, তোমরা নিরাপদ

কেউ তোমাদের গালি দিলে তাকে জরিমানা করা হবে, আর কেউ তোমাদের পিছু নিলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে...

আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমাদের কারো কিছু হবে আর আমি তার বিনিময়ে এক পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ পাব তা আমি পছন্দ করি না... তারপর আমর ও তার সাথীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এই লোক দু'টিকে তাদের উপঢৌকন ফিরিয়ে দাও; আমার তার কোন প্রয়োজন নেই।

হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলেন,

ব্যর্থতার চাদর টানতে টানতে পরাজিত ও ভগ্ন হৃদয়ে আমর ও তার সাথী বেরিয়ে গেল...

আর আমরা নাজ্জাশীর নিকট উত্তম প্রতিবেশীর সাথে উত্তম নিবাসে বসবাস করতে লাগলাম।

*** *** ***

হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি. ও তাঁর স্ত্রী দশটি বৎসর নাজ্জাশীর আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে নিরাপদে কাটিয়ে দিলেন।

সপ্তম হিজরীতে তাঁরা হাবশা ত্যাগ করলেন এবং একদল মুসলমানের সাথে মদীনার অভিমুখে রওনা হলেন। যখন তাঁরা সেখানে পৌঁছলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর বিজয়ের পর ফিরে আসছিলেন।

তিনি হযরত জা'ফর রাযি.-এর সাক্ষাতে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। বললেন,

مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أَشَدُّ فَرَحًا !!... أَبِفَتْحِ خَيْبَرَ أَمْ بِقُدُوْمِ جَعْفَرَ؟

আমি জানি না, কিসে আজ আমি বেশি আনন্দিত !!.. খায়বর বিজয়ের কারণে, না জা'ফরের আগমনে?

হযরত জা'ফর রাযি.-এর আগমনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনন্দের চেয়ে সাধারণ মুসলমানদের বিশেষ করে দরিদ্র মুসলমানদের আনন্দ কম ছিল না।

কারণ হযরত জা'ফর রাযি. দরিদ্রদের প্রতি অধিক খেয়াল রাখতেন। তাদের সাথে অধিক সদাচরণ করতেন। এমনকি তাঁকে أَبُوالْمَسَاكِيْن অর্থাৎ বিত্তহীন লোকদের পিতা নামে ডাকা হত।

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. তাঁর সম্পর্কে বলেন, আমাদের সাথে অর্থাৎ বিত্তহীনদের সাথে যারা সদাচরণ করত তিনি ছিলেন তাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি আমাদেরকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতেন। তারপর যা থাকত তাই খাওয়াতেন। খাবার শেষ হয়ে গেলে ঘিয়ের চামড়ার কৌটা বের করতেন। তাতে কিছু না থাকলে আমরা তা দু'টুকরা করতাম ও তাতে লেগে থাকা ঘি চেটে খেতাম

*** *** ***

জা'ফর ইবনে আবু তালেব মদীনায় বেশী দিন থাকলেন না।

হিজরতের অষ্টম বৎসরের শুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শামে গিয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে একটি বাহিনী তৈরী করলেন এবং হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাযি. কে তার সেনাপতি নিয়োগ করলেন। আর বললেন, যায়েদ নিহত বা আক্রান্ত হলে জা'ফর ইবনে আবু তালেব সেনাপতি হবে। জা'ফর নিহত বা আক্রান্ত হলে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সেনাপতি হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা নিহত বা আক্রান্ত হলে মুসলমানগণ তাদের মধ্য থেকে সেনাপতি নির্বাচন করে নিবে।

জর্দানে শামের নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম মূতা। মুসলমানরা মূতায় পৌঁছল। তাঁরা দেখল, রোমানরা এক লক্ষ সৈন্য তৈরী করে রেখেছে। আর লাখম, জুযাম, কুসাআ ও অন্যান্য আরব খৃস্টান গোত্রের আরো এক লক্ষ সৈন্য তাদের সহায়তা করবে। অথচ মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা মাত্র তিন হাজার

উভয় বাহিনী মুখোমুখী হয়ে যুদ্ধের চাকা ঘুরতে শুরু করতে না করতেই সম্মুখ অগ্রসরমান হযরত জায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. লুটিয়ে পড়লেন।

সাথে সাথে হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি. তাঁর হলুদাভ লাল রঙের ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লেন। তারপর সে ঘোড়াকে নিজ তরবারী দ্বারা যবাহ্ করে ফেললেন যেন শত্রুরা তা থেকে উপকৃত হতে না পারে। তারপর পতাকা তুলে ধরে রোমান বাহিনীর ব্যূহে প্রবেশ করলেন। তিনি তখন আবৃত্তি করছিলেন,

يا حَبَّذَا الْجَنَّـــةُ وَ اقْتِرَابُهَا　　　طَيِّبَـــة وَبَـــاردَةٌ شَرَابُـــهَا

و الُّرْومُ رُوْمٌ قَدْ دَنَا عَذَابُها　　　كـــَافِرَةُ بَعيْـــدَةٌ أَنْســـابُها

عَلَيَّ إِنْ لاَقَيْـــتُها ضرَابَهَا

জান্নাত আর তার নিকটবর্তী হওয়া কতোই না মজার বিষয়। তার পানীয় কতো পবিত্র আর কতো শীতল স্নিগ্ধ। আর রোমানরা তো রোমানই,তাদের শাস্তি নিকটবর্তী হয়ে গেছে। তারা কাফের, তাদের নৈকট্য কতোই না দূরবর্তী। যদি আমি তাদের মুখোমুখী হই তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমার কর্তব্য।

তিনি শত্রুদের ব্যূহসমূহে তরবারী নিয়ে ঘুরতে লাগলেন আর আক্রমণ করতে লাগলেন। অবশেষে একটি প্রচণ্ড আঘাত তাঁর ডান হাত কেটে ফেলল। তখন তিনি বাম হাতে পতাকা তুলে ধরলেন। ইতিমধ্যে আরেকটি প্রচন্ড আঘাত তাঁর বাম হাত কেটে ফেলল। তখন তিনি বাম হাত ও বাহু দ্বারা পতাকাটি আকড়ে ধরলেন। ইতিমধ্যে তৃতীয় আরেকটি আঘাত তাঁকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. তাঁর

থেকে তরবারীটি নিয়ে নিলেন। তারপর যুদ্ধ করতে করতে তাঁর সাথীর সাথে মিলিত হলেন।

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর তিন সেনাপতির ভূপতিত হওয়ার সংবাদ পৌঁছল। তিনি তাঁদের বিরহে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। ব্যথিত হলেন।

তিনি পিতৃব্যপুত্র হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেবের বাড়িতে গেলেন। দেখলেন, তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস স্বামীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তত হচ্ছেন। আটা খামির করেছেন। ছেলেদের গা ধুইয়ে দিয়েছেন। তাদের শরীরে তেল দিয়েছেন। তাদেরকে কাপড় পরিয়েছেন...

*** *** ***

হযরত আসমা বিনতে উমাইস রাযি. বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এলেন। আমি দেখলাম, বেদনার একটি সুক্ষ্ম আবরণ তাঁর পবিত্র চেহারাকে আচ্ছন্ন করে আছে। তখন আমার অন্তরে বিভিন্ন ধরনের ভয় ছড়িয়ে পড়ল। তবে আমি অশুভ কিছু শোনার ভয়ে জা'ফর সম্পর্কে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করলাম না।

তিনি সালাম দিয়ে বললেন, আমার নিকট জা'ফরের সন্তানদের নিয়ে এসো... আমি তখন তাদেরকে ডাকলাম। তারা আনন্দিত ও হৈ-হুল্লুড় করতে করতে তাঁর নিকট ছুটে এল এবং চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ধরল। প্রত্যেকে চায়, যেন রাসূল তাকে প্রাধান্য দেয়।

রাসূল তাদের উপর ঝুঁকে পড়ে তাদের ঘ্রাণ নিতে লাগলেন। আর তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা ও মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ! আপনি কাঁদছেন কেন?

জা'ফর ও তাঁর দুই সঙ্গীর কোন সংবাদ কি আপনার নিকট পৌঁছেছে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ আজ তাঁরা শহীদ হয়েছে।

ছোট ছোট ছেলেরা যখন তাদের মাকে ডুকরে কাঁদতে দেখল, তখন তাদের চেহারা থেকে হাসির রেখা অদৃশ্য হয়ে গেল। তারা তাদের স্থানে জমে গেল যেন তারা স্থাণু।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্রু মুছতে মুছতে ফিরে গেলেন আর বললেন,

اَللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي وَلَده   اَللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْله...

হে আল্লাহ! জা'ফরের সন্তানদের জন্য তুমি তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাও... হে আল্লাহ! জা'ফরের পরিজনদের জন্য তুমি তার স্থলাভিষিত্ত হয়ে যাও...

তারপর বললেন,

لَقَدْ رَأَيْتُ جَعْفَرًا فِي الجَنَّــــة لَهُ جَنَاحَان مُضَرَّجَانِ بِالدِّمــــَاء وَهُوَ مَصْبُوغ القَوَادِمِ

আমি জা'ফর ইবনে আবু তালেবকে জান্নাতে দেখেছি, তাঁর ডানা দু'টি রক্তে রঞ্জিত আর তাঁর পালকগুলো রক্তে লাল।

হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস রাযি.

أَبُو سُفْيَانُ بنُ الحَارِث سَيِّدُ فتيَـــان الْجَنَّة

আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস জান্নাতের যুবকদের সরদার।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস রাযি.

খুব কমই এমন হয় যে, দু'ব্যক্তির মাঝে একই ধরণের বেশ কিছু অবস্থার সমাবেশ ঘটে, সম্পর্কের এমন বন্ধন মজবুত হয়ে যায় যেমন হয়েছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু সুফিয়ান ইবনে হারেসের মাঝে

আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমবয়সী ছিলেন এবং শৈশবের খেলার সাথী ছিলেন

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচার ছেলে ছিলেন। তাঁর পিতা হারেস ও রাসূলের পিতা আব্দুল্লাহ আব্দুল মুত্তালিবের ঔরসজাত সন্তান ছিলেন

তারপর তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধভাই । হালীমা সাদিয়া তাঁদের দু'জনকে একই সাথে দুগ্ধ দান করেছেন...

এসব কিছুর পরও তিনি নবুয়তের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আর লোকদের মাঝে তিনি রাসূলের অত্যন্ত সাদৃশ্যময় ব্যক্তি ছিলেন।

*** *** ***

তুমি কি এর চেয়ে অধিক নিকটতর আত্মীয়তার ও এর চেয়ে অধিক মজবুত সর্ম্পক দেখেছো বা সম্পর্কের কথা শুনেছো যা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস রাযি. এর মাঝে ছিল?...

তাই আবু সুফিয়ান সর্ম্পকে লোকদের ধারণা ছিল, তিনি রাসূলের ডাকে সাড়া দান করার ক্ষেত্রে সবচে' অগ্রগামী হবেন এবং রাসূলের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাকারীদের মাঝে সবচে' দ্রুতগামী হবেন।

কিন্তু আশাবাদীদের সকল আশা ভঙ্গ করে বিষয়টি তার বিপরীত হল।

কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন ও গোত্রের লোকদের সতর্ক করতে শুরু করলেন তখনই আবু সুফিয়ান রাযি. এর অন্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

ফলে বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিণত হল।

আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ভ্রাতৃত্ব বিরোধিতায় ও বিমুখতায় পরিণত হল।

*** *** ***

যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের নির্দেশ স্পষ্টভাবে শুনিয়ে দিলেন সেদিন আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস কুরাইশের অশ্বারোহীদের মাঝে খ্যাতিতে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন আর

তাদের কবিদের মাঝে সবচেয়ে মর্যাদাবান কবি ছিলেন

তাই তিনি তাঁর বর্শা আর জিহবাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ও তাঁর দাওয়াতের শত্রুতায় নিয়োজিত করল

সে তার সমস্ত শক্তিকে ইসলামের বিরোধিতায় আর মুসলমানদের শাস্তি প্রদানে নিয়োজিত করল।

তাই কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেই তিনি হতেন তাতে ইন্ধনদাতা

কুরাইশরা মুসলমানদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন করলেই তাতে থাকত তার একটি বৃহৎ অংশ

*** *** ***

আবু সুফিয়ান তার কবিতার শয়তানকে জাগ্রত করলেন। আর তার জবানকে রাসূলের নিন্দায় বন্ধনহীন করে দিলেন। তাই সে রাসূলের শানে বেদনাদায়ক, অশ্লীল ও অশালীন কথা বলতে লাগলো।

*** *** ***

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে আবু সুফিয়ানের শত্রুতা দীর্ঘ হল। প্রায় বিশ বৎসর হয়ে গেল। এ বিশ বৎসরে সে রাসূলের বিরুদ্ধে কোন প্রকারের ষড়যন্ত্র বাকি রাখল না। মুসলমানদের নির্যাতন আর নিপীড়নের কোন পন্থা অবলম্বনে বিরত রইল না। সে তার পাপের বোঝা বহন করে চললো।

*** *** ***

মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে আবু সুফিয়ান রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণের তাওফীক হল। তার ইসলাম গ্রহণের চমৎকার কাহিনী রয়েছে। জীবন চরিতমূলত কিতাবসমূহ তা হেফাজত করেছে। ইতিহাসের কিতাবসমূহ তা বর্ণনা করেছে।

আমরা এখন হযরত আবু সুফিয়ান রাযি. কেই তার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বলার সুযোগ দেই...

কারণ তাঁর অনুভূতি অত্যন্ত গভীর, তার বর্ণনা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও সত্যাশ্রয়ী।

তিনি বলেন, যখন ইসলামের বিষয়টি মজবুত হয়ে গেল। তার অবস্থানটি শক্তিশালী হয়ে গেল। আর মক্কা বিজয় করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কাভিমুখী হওয়ার সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন প্রশস্ত পৃথিবী আমার নিকট সংকীর্ণ মনে হতে লাগল। আমি বললাম, এখন আমি কোথায় যাব? কার সাহচর্য আবলম্বন করব? কার সাথে থাকব?

তারপর আমি আমার স্ত্রী ও ছেলেদের নিকট গেলাম। বললাম, তোমরা মক্কা থেকে বের হতে প্রস্তুত হয়ে যাও। মুহাম্মাদের মক্কায় পৌঁছা নিকটবর্তী হয়ে গেছে। মুসলমানরা আমাকে পেলে নিঃসন্দেহে হত্যা করে ফেলবে। তারা আমাকে বলল, এখনো কি আপনার এ বিষয়টি দেখার সময় আসেনি, আরব-আজম সবাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য মেনে নিয়েছে। তাঁর ধর্মকে গ্রহণ করেছে। আর এখনো আপনি তাঁর শত্রুতায় লেগে আছেন। অথচ আপনিই ছিলেন তাঁর সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অধিক নিকটতম ব্যক্তি!

তারা মুহাম্মাদের ধর্মের ব্যাপারে আমাকে আকৃষ্ট করতে লাগল, আমাকে উৎসাহিত করতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমার হৃদয়কে ইসলামের জন্য উন্মোচিত করে দিলেন।

*** *** ***

আমি তখনই দাঁড়িয়ে আমার গোলাম মাযকুরকে বললাম, আমাদের জন্য একটি উট ও একটি ঘোড়া তৈরী কর। আমার সাথে আমার ছেলে জা'ফরকে নিলাম। তারপর আমরা মক্কা ও মদীনার মাঝে অবস্থিত আবওয়া নামক স্থানের দিকে ছুটলাম। আমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে অবস্থান করছেন।

আমি আবওয়ার নিকটবর্তী হয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করলাম, যেন কেউ আমাকে চিনতে না পারে। তাহলে তো আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে তাঁর সামনে আমার ইসলামের ঘোষণা দেয়ার পূর্বেই আমাকে হত্যা করা হবে।

আমি পদব্রজে প্রায় এক মাইল হাটলাম। তখন মুসলমানদের অগ্রগামী দলগুলো একের পর এক মক্কার দিকে যাচ্ছে। আমাকে মুহাম্মাদের সাথীদের কেউ চিনে ফেলবে এ ভয়ে আমি তাদের পথ থেকে দূরে থাকতাম।

*** *** ***

এমনি অবস্থায় সহসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সঙ্গীদের মাঝে দেখা গেল। তখন আমি তাঁর পিছু নিয়ে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং আমার চেহারা থেকে আবরণ সরিয়ে ফেললাম। তিনি চোখ ভরে আমাকে দেখেই আমাকে চিনে ফেললেন। আর তখনই আমার থেকে চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। আমি তাঁর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি তাঁর চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। আমি আবার তাঁর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি এভাবে কয়েকবার করলেন।

*** *** ***

আমি যখন রাসূলের মুখোমুখী হচ্ছিলাম তখন আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হবেন আর তাঁর সাথীরাও তাঁর আনন্দে আনন্দিত হবেন।

কিন্তু তাঁরা যখন দেখল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন তখন তাঁরা মুখ মলিন করে ফেলল। সবাই আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

আবু বকরের সাথে দেখা হল। সে আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। আমি উমর ইবনে খাত্তাবের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকালাম। আমার আশা ছিল, আমি তা দ্বারা তার হৃদয়কে আকৃষ্ট করব। নরম করব। আমি দেখলাম, সে তাঁর সাথীর চেয়ে আরো প্রচণ্ডভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ...

বরং সে আমার ব্যাপারে এক আনসারীকে ক্ষেপিয়ে দিল। আনসারী আমাকে বলল,

হে আল্লাহর শত্রু! তুমিইতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিতে। তাঁর সাথীদের কষ্ট দিতে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুতায় তুমি উদয়াচল ও অস্তাচলে পৌঁছে গেছো...

আনসারী লোকটি আমাকে গালমন্দ করতে লাগল। আমার বিরুদ্ধে কণ্ঠ উচুঁ করতে লাগল। আর মুসলমানরা চোখ রাঙিয়ে আমার দিকে তাকাতে লাগল। আমার সাথে যে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে আনন্দিত হতে লাগল।

তখন আমি আমার চাচা আব্বাসকে দেখতে পেলাম। আমি তাঁর নিকট আশ্রয় নিয়ে বললাম,

হে চাচা! আমি আশা করেছিলাম, রাসূলের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে ও গোত্রের মাঝে আমার মর্যাদার কারণে আমি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হবেন।

তখন আমার চাচা বললেন, না ,আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমার ব্যাপারে আমি রাসূলের যে বিমুখতা দেখেছি এর পর আর আমি তাঁর সাথে

কোন কথা বলব না। তবে সময় এলে তখন দেখা যাবে। আর আমিতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করি ও ভয় করি।

আমি তখন বললাম, হে চাচা! তাহলে আপনি আমাকে কার নিকট সমর্পণ করছেন?

তিনি বললেন, তুমি যা শুনেছো তা ছাড়া আমার বলার আর কিছু নেই...

আমি তখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। দুঃখ-বেদনায় আক্রান্ত হলাম। ইতিমধ্যে আমি আমার পিতৃব্যপুত্র আলী ইবনে আবু তালেবকে দেখতে পেলাম। তার সাথে আমার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম। সেও আমাকে আমার চাচা আব্বাসের কথার মত কথা বলে দিল।

তখন আমি আমার চাচা আব্বাসের নিকট এসে বললাম,

হে চাচা! যদি আমার প্রতি রাসূলের হৃদয়কে আকৃষ্ট করতে না পারেন তাহলে আমার থেকে ঐ লোকটিকে প্রতিহত করুন যে আমাকে গালমন্দ করছে, লোকদেরকে গালমন্দ করতে উৎসাহিত করছে। তিনি বললেন, আমার নিকট তার দৈহিক আকৃতির বিবরণ দাও। আমি তাঁর নিকট তার দৈহিক আকৃতির বিবরণ দিলাম। তিনি তখন বললেন,

সে হল নু'মান ইবনে হারেস নাজ্জারী... তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন,

হে নু'মান! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই এবং আমার ভাইয়ের ছেলে। যদি আজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর অসন্তুষ্ট হন, তাহলে অবশ্যই একদিন সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। সুতরাং তার ব্যাপারে তুমি বিরত থাক...

তিনি বার বার তাকে এ কথা বললেন। অবশেষে সে আমার ব্যাপারে বিরত থাকতে রাজি হল। আর বলল, এখন থেকে আমি আর তার পিছু নিব না।

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুহ্ফায় যাত্রা বিরতি করলে আমি তাঁর তাবুর দরজায় বসে পড়লাম আর আমার ছেলে জা'ফর আমার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি তাবু থেকে বের হওয়ার সময় আমাকে দেখে চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। তবে আমি নিরাশ হলাম না । যখনই তিনি কোন মনজিলে যাত্রাবিরতি করতেন আমি তাঁর তাবুর দরজায় বসে থাকতাম আর জা'ফরকে আমার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখতাম। আর রাসূল আমাকে দেখলেই মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

এভাবে কয়েকদিন কেটে গেল। তারপর বিষয়টি কঠিন ও সংকীর্ণ হয়ে গেলে আমি আমার স্ত্রীকে বললাম,

আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবেন, না হয় আমি আমার এই ছেলের হাত ধরে ক্ষুধা পিয়াসায় মৃত্যু পযর্ন্ত পৃথিবীতে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকব। এ সংবাদটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছলে আমার ব্যাপারে তিনি নরম হলেন। এরপর তিনি তাঁর তাবু থেকে বের হলে আমার দিকে পূর্বের থেকে অধিক কোমল দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি আশা করছিলাম, তিনি মৃদু হাসবেন।

*** *** ***

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করলেন। আমি তাঁর পিছে পিছে প্রবেশ করলাম। তিনি মসজিদে গেলেন। আমি তাঁর সামনে সামনে ছুটতে লাগলাম। কোন অবস্থায় আমি তাঁকে ছেড়ে যাই না।

হুনাইনের দিবসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আরবরা সবচে' বেশী অস্ত্রশস্ত্র জমা করল যা কখনো করেনি। এমন প্রস্তুতি গ্রহণ করল যা ইতিপূর্বে করেনি। তারা প্রতিজ্ঞা করল, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তা হবে চূড়ান্ত যুদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বেশ কিছু দল নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হলেন। আমি তাঁর সাথে বের হলাম। মুশরিকদের বিশাল দল দেখে বললাম,

আল্লাহর শপথ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুতা করে আমি যে পাপ করেছি আজ আমি অবশ্যই তা মোচন করব। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এমন কীর্তি দেখবেন যা আল্লাহকে ও তাঁকে সন্তুষ্ট করবে।

উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে মুসলমানদের উপর মুশরিকদের আক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করল। তাদের মাঝে দুর্বলতা ও ব্যর্থতা ছড়িয়ে পড়ল। লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ থেকে সরে পড়তে লাগল। আর আমাদের উপর ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসার উপক্রম হল।

সহসা আমি রাসূলকে দেখলাম,"আমার পিতামাতা তাঁর উপর কুরবান" রণক্ষেত্রের মাঝে তিনি তাঁর ধূসর রঙের উষ্ট্রির উপর অটল অবিচল হয়ে বসে আছেন। যেন তিনি একটি বিশাল পাহাড়। তিনি তাঁর তরবারীকে কোষমুক্ত করছেন। আঘাতের পর আঘাত করে নিজেকে ও অন্যদেরকে হেফাজত করছেন। যেন তিনি একজন আক্রমণরত সিংহ। তখন আমি আমার ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লাম। আমার তরবারীর খাপ ভেঙ্গে ফেললাম· আল্লাহ জানেন, আমি তখন রাসূলের আগে মৃত্যু কামনা করছিলাম।

আমার চাচা আব্বাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খচ্চরের লাগাম ধরলেন এবং তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন

আর আমি অপর পাশে অবস্থান গ্রহণ করলাম। আমার ডান হাতে আমার তরবারী। আমি তা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিফাজত করছি। আর বাম হাত দ্বারা রাসূলের রিকাব ধরে আছি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বিস্ময়কর আক্রমণ দেখে চাচা আব্বাসকে বললেন,

এ কে?

তিনি বললেন, এ আপনার ভাই, আপনার পিতৃব্যপুত্র আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। তিনি

তখন বললেন, আমি তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম; সে যত শত্রুতা করেছে আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টির কারণে আনন্দে আমার হৃদয় ভরে গেল। রিকাবে রাখা তাঁর পায়ে চুমু খেলাম। তখন তিনি আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, আমার জীবনের শপথ হে ভাই! তুমি অগ্রসর হও। রাসূলের কথাগুলো আমার সাহসিকতায় আগুন লাগিয়ে দিল। আমি মুশরিকদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিলাম। আমার সাথে মুসলমানগণ আক্রমণ করল। ফলে আমরা তাদেরকে তিন মাইল পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম এবং তাদেরকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দিলাম।

*** *** ***

হুনাইনের যুদ্ধের পর থেকে হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্মল সন্তুষ্টি উপভোগ করতে লাগলেন। তাঁর অমূল্য সাহচর্যে সৌভাগ্যবান হতে লাগলেন। কিন্তু তিনি কখনো তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকান নি। অতীতের কৃতকর্মের লজ্জায় ও আক্ষেপে তাঁর চেহারার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাননি।

*** *** ***

আল্লাহর নূর থেকে দূরে থেকে, আল্লাহর কিতাব থেকে বঞ্চিত থেকে জাহেলী যুগে তিনি যে অন্ধকার দিনগুলো কাটিয়েছেন তার আক্ষেপে তিনি আঙ্গুলের মাথা কামড়াতে লাগলেন। তাই তিনি রাতদিন কুরআনে নিমগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি তার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন। তার বিধি-বিধানের সূক্ষ্মজ্ঞান অর্জন করেন। তার উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণতা লাভ করেন।

তিনি দুনিয়া ও তার শোভা-সৌন্দর্য থেকে বিরত রইলেন। সর্বাঙ্গ দিয়ে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেখে হযরত আয়েশা রাযি.কে বললেন, হে আয়েশা ! তুমি কি জান, সে কে?

হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তাকে চিনি না।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে আমার পিতৃব্যপুত্র আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস। দেখ, সে সবার আগে মসজিদে প্রবেশ করে আবার সবার শেষে মসজিদ থেকে বের হয়। আর তার দৃষ্টি জুতার ফিতা ছেড়ে উপরে উঠে না।

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতেকাল করলে একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে মাতা যেমন দুঃখিত হয় হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস রাযি. তেমনই দুঃখিত হলেন। প্রিয়জনের বিচ্ছেদে প্রিয়জনের কান্নার ন্যায় তিনি কাঁদলেন। তিনি তাঁর মৃত্যুশোকে একটি দ্যুতিময় শোকগাঁথা আবৃতি করলেন, যা থেকে বেদনা আর অন্তর-জ্বালা উপচে পড়ে, যা থেকে আক্ষেপ আর কান্না গলে গলে পড়ে। তিনি আবৃত্তি করলেন,

أَرِقْتُ فَبَاتَ لَيلِي لا يَزُولُ وَلَيلُ أَخي المُصِيبةِ فيه طُولُ

وأَسْعَدَنِي البُكَاءُ وذَاك فِيمَا أُصيبَ المُسلمونَ فيه قَليلُ

لقد عَظُمتْ مُصِيبتُنَا وجَلَّتْ عَشِيَّةَ قِيْلَ قد قُبِض الرَّسُولُ

وأَضْحَتْ أرضُنَا ممَّا عَرَاها تَكادُ بِهَا جَـوَانِبُها تَميْلُ

فَقَدْنا الوَحْيَ و التَّنْزِيلَ فِيْنَا يَرُوحُ بِهِ و يَغْدُو جبْرِئِيلُ

وَذاك أَحَقُّ مَا سَالَتْ عَليه نفوسُ النَّاسِ أَوْكَربتْ تَسيلُ

نَبيٌّ كَان يَجْلُو الشَّكَّ عَنَّا بِمَا يُوحي إليه و مَا يَقُولُ

ويَهْدِينَا فلَا نَخْشى ضَلَالًا عَلَينا الَّرسُولُ لنـَـا دَلِيْلٌ

أَفَاطمُ إِنْ جَزِعْت فذَاكَ عُذْرٌ وإِنْ لَمْ تَجْزَعِي ذاكَ السَّبِيْلُ

فَقَبْر أَبِـيْك سَيِّدُ كُلِّ قَبْرٍ وَفِيه سَيِّدُ النَّاسِ الرَّسُــولُ

আমি রাত জেগে রইলাম আর আমার রাত শেষ হচ্ছে না। আমার ভাইয়ের বিপদের রাত দীর্ঘ হল।

ক্রন্দন আমাকে সৌভাগ্যবান করল। আর মুসলমানরা যে দুঃখ-বেদনায় আক্রান্ত হল তা স্বল্প।

আমাদের বিপদটি বিশাল ও দুঃসহ হল ঐ দিন বিকালে যখন বলা হল রাসূল ইনতিকাল করেছেন।

বিপদে আক্রান্ত হয়ে আমাদের জমিন বিভিন্ন দিকে হেলে পড়ার উপক্রম হল।

আমরা আমাদের মাঝে ওহী ও কুরআনকে হারিয়েছি। জিব্রাইল যা নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা আসা-যাওয়া করত।

মানুষের হৃদয় তাঁর দিকে ধাবিত হওয়া বা ধাবিত হওয়ার নিকটবর্তী হওয়ার চেয়ে তা অধিক সত্য।

তিনি এমন নবী যিনি তার নিকট প্রেরিত ওহী ও কথা দ্বারা আমাদের থেকে সন্দেহ দূর করেন।

তিনি আমাদের সত্যের পথ দেখান। সুতরাং আমরা ভ্রান্তির ভয় করি না আর রাসূল তো আমাদের পথপ্রদর্শক।

হে ফাতেমা! যদি তুমি ব্যাকুল হও তাহলে তাতে উযর আছে। আর যদি ব্যাকুল না হও তাহলে তারও পথ রয়েছে।

তোমার পিতার কবরতো সকল কবরের সরদার আর সেখানে রয়েছেন সকল মানুষের সরদার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

*** *** ***

হযরত উমর রাযি. এর খেলাফতকালে হযরত আবু সুফিয়ান রাযি. অনুভব করলেন, তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসছে। তাই তিনি স্বহস্তে নিজের জন্য কবর তৈরী করলেন।

এর পর মাত্র তিন দিন অতিক্রম করতে না করতেই তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হল। যেন তিনি মৃত্যুর সাথে একটি প্রতিশ্রুত সময়ের অপেক্ষা

করছিলেন। তাই তিনি তাঁর স্ত্রী, সন্তান ও পরিজনদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন,

তোমরা আমার বিচ্ছেদ বেদনায় কেঁদো না। আল্লাহর শপথ করে বলছি, ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি কোন পাপ কাজ করিনি

তারপর তাঁর পবিত্র আত্মা উড়ে গেল। হযরত উমর ফারুক রাযি. তাঁর জানাযার নামায আদায় করলেন। তাঁকে হারিয়ে হযরত উমর রাযি. ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম দুঃখিত হলেন।

তাঁরা সবাই তাঁর মৃত্যুকে একটি বেদনাদায়ক কঠিন বিপদ মনে করলেন যা ইসলাম ও মুসলমানের উপর আপতিত হয়েছে।

হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.

ارْمِ سَعْدُ ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي

হে সা'আদ ! তুমি তীর ছুঁড়ে মার... আমার পিতা মাতা তোমার জন্য উৎসর্গ হোক, তুমি তীর ছুঁড়ে মার।

... সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি. কে উহুদের দিবসে যুদ্ধে উৎসাহ দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন।

হযরত সা‘আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم الله الرحمن الرحيم

وَوَصَّيْنَا الانسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً حَمَلَتْه أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِيْ عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْس لَكَ بِه عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا و صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَ اتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

আর মানুষকে আমি তার পিতামাতার ব্যাপারে সদাচরণের উপদেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের উপর সহ্য করে গর্ভধারণ করেছে। আর দু‘বৎসরে তার দুধ ছাড়ানো হয়। তুমি আমার ও তোমার পিতামাতার কৃতজ্ঞতা আদায় কর। প্রত্যাবর্তনতো আমার নিকটেই রয়েছে। যদি তারা আমার সাথে এমন বিষয়ের শরিক করার জন্য বল প্রয়োগ করে যার জ্ঞান তোমার নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না, আর দুনিয়াতে তাদের সাথে সৎভাবে থাকো। যারা আমার নিকট ফিরে আসে তাদের পথ অবলম্বন কর। তারপর তোমাদের প্রত্যাবর্তনতো আমার নিকটই রয়েছে। তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের সংবাদ দিব।

(সূরা লুকমান-১৪, ১৫)

এ আয়াতগুলোর একটি চমৎকার ও বিস্ময়কর কাহিনী রয়েছে। যেখানে টগবগে এক যুবকের অন্তরে ভিন্নধর্মী কিছু অনুভূতি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। পরিশেষে অকল্যাণের উপর কল্যাণের বিজয় হয়েছে, কুফরীর উপর ঈমানের বিজয় হয়েছে।

আর কাহিনীর বীর পুরুষ হলেন বংশীয় মর্যাদায় মক্কার যুবকদের মধ্যে সবচে' বেশী মর্যদাবান। আর পিতামাতার ক্ষেত্রে সবচে' বেশী সম্মানী।

সেই বীর যুবক হলেন হযরত সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি.।

*** *** ***

মক্কায় যখন নবুয়তের নূর প্রজ্জ্বোল হয়ে প্রতিভাত হল তখন হযরত সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি. টগবগে যুবক। সজীব ত্বক আর কোমল অনুভূতির অধিকারী। পিতামাতার অধিক অনুগত, বিশেষত মায়ের প্রতি তার প্রচণ্ড ভালবাসা।

সা'আদ তখন তাঁর জীবনের সপ্তদশ বসন্তকে স্বাগত জানালেও তাঁর মাঝে ছিল প্রৌঢ়দের বহু বুদ্ধিমত্তা আর বৃদ্ধদের অনেক কর্মকুশলতা।

তাই তাঁর সমবয়সীরা যেসব খেলাধুলায় আত্মমগ্ন হয়ে থাকত তিনি তাতে প্রশান্তি পেতেন না। বরং তিনি তীর তৈরী, তুনীর বানানো আর তীরান্দাজিতেই তাঁর চিন্তা ফিকিরকে ব্যয় করতেন। মনে হত, যেন তিনি নিজেকে এক বিশাল কাজের জন্য তৈরী করছেন।

তিনি তাঁর গোত্রের লোকদেরকে যে ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও দূরাবস্থায় পেয়েছেন তাতেও প্রশান্ত ছিলেন না। মনে হচ্ছিল, তিনি অপেক্ষা করছেন একটি শক্তিশালী সুদৃঢ় দয়াময় হস্তের যা তাদের দিকে প্রসারিত হবে এবং তারা যে অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছে তা থেকে তাদের উদ্ধার করবে।

*** *** ***

ঠিক তখন আল্লাহ তা'আলা গোটা মানবতাকে নির্মাণকারী, দয়াময় এক হাত দ্বারা অনুগ্রহ করতে চাইলেন।

সহসা দেখা গেল তা সৃষ্টির সেরা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত

আল্লাহর পবিত্র কিতাব

তাই অতি দ্রুত হযরত সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি. হিদায়াত ও সত্যের আহবানে সাড়া দিলেন এবং পুরুষদের মাঝে যে তিনজন

সর্বাগ্রে ঈমান এনেছিলেন তিনি তাঁদের তৃতীয়জন হলেন, অথবা যে চারজন সর্বাগ্রে ঈমান এনেছিলেন তিনি তাঁদের চতুর্থজন হলেন।

একারণে তিনি প্রায়ই গর্ব করে বলতেন, আমি সাত দিন কাটিয়েছি আর আমি তখন ইসলামের তিনজনের একজন।

*** *** ***

হযরত সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি. ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক আনন্দিত হলেন। কারণ হযরত সা'আদের মাঝে ছিল আভিজাত্যের আভা, পৌরষত্বের বিকাশ যা সুসংবাদ দিচ্ছিল যে, এই চিকন চাঁদটি শীঘ্রই কয়েকদিনের মধ্যে পূর্ণিমার চাঁদে রূপান্তরিত হবে।

আর হযরত সা'দের এতো উঁচু বংশমর্যাদা ও ইজ্জত রয়েছে যা মক্কার যুবকদেরকে তার পথে চলতে এবং চলতে চলতে ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

তদুপরি হযরত সা'আদ রাযি. রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মামা ছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন বনু জুহরা বংশের আর বনু জুহরা হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতা আমেনা বিনতে ওহাবের বংশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই মামাকে নিয়ে গর্ব করতেন।

বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে ছিলেন। তখন হযরত সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি. কে আসতে দেখে সাহাবীদের বললেন, ইনি হলেন আমার মামা। সুতরাং কেউ পারলে তার এমন মামা দেখাক।

*** *** ***

কিন্তু হযরত সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের ইসলাম গ্রহণ সহজ সরলভাবে অতিবাহিত হল না। মুমিন যুবক অত্যন্ত কঠিন ও নিষ্ঠুর নির্যাতন-নিপীড়নের সম্মুখীন হলেন। অবশেষে তার প্রতি নিষ্ঠুরতা ও

কাঠিণ্য এমন এক পর্যায়ে পৌঁছল যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর শানে কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ করলেন...

আমরা এখন হযরত সা'আদ রাযি. কে কথা বলার সুয়োগ দিব। তিনি আমাদেরকে এ অভাবনীয় পরীক্ষার খবর শুনাবেন।

হযরত সা'আদ রাযি. বলেন, ইসলাম গ্রহণ করার তিন দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছি। আমি যখন তার ঢেউগুলোর মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম, তখন সহসা আমার সামনে একটি চাঁদ আলোকময় হয়ে উঠল। আমি দেখলাম, আমার সামনে কিছু লোক আমাকে অতিক্রম করে সেই চাঁদের দিকে এগিয়ে গেছে ...

আমি যায়েদ ইবনে হারেছা, আলী ইবনে আবু তালেব এবং আবু বকর সিদ্দীককে দেখতে পেলাম।

আমি তাঁদের বললাম, আপনারা কখন থেকে এখানে? তারা বললেন, এইতো সবে মাত্র পৌঁছেছি। পরদিন বেশ বেলা হয়ে যাওয়ার পর জানতে পারলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে ইসলামের দিকে আহবান করছেন। তখন অনুধাবন করলাম, আল্লাহ আমার কল্যাণ কামনা করেন এবং আমাকে তাঁর মাধ্যমে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করেছেন।

আমি দ্রুত তাঁর নিকট গেলাম এবং জিয়াদ উপত্যকায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি তখন সবেমাত্র আসরের নামায পড়েছেন। আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। স্বপ্নে আমি যাদেরকে দেখেছি তাঁরা ছাড়া আর কেউ আমার আগে ইসলাম গ্রহণ করনি।

তারপর হযরত সা'আদ রাযি. তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনীটি বর্ণনা করে বলেন,

আমার মা আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শুনে খুব ক্রুদ্ধ হলেন। আর আমি ছিলাম মায়ের অনুগত এক যুবক। মা কে খুব ভালবাসতাম। তিনি আমাকে বলতে লাগলেন,

হে সা'আদ ! তুমি এটা আবার কোন ধর্ম গ্রহণ করলে? তোমাকে তো তা তোমার পিতা-মাতার ধর্ম থেকে ফিরিয়ে দিচ্ছে... আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তুমি তোমার নতুন ধর্ম ছেড়ে দাও, না হয় আমি পানাহার না করে মরে যাব। আর লোকেরা এ কারণে চিরকাল তোমাকে লাঞ্ছনা দিবে।

আমি তখন বললাম, হে মা! আপনি তা করবেন না। আমি আমার ধর্মকে কোন কারণেই ত্যাগ করব না।

কিন্তু তিনি আমাকে ধমকাতেই লাগলেন। তিনি পানাহার ত্যাগ করলেন। কয়েকদিন এমনি অবস্থায় কাটিয়ে দিলেন। ফলে তার শরীর শুকিয়ে গেল। হাড় দুর্বল হয়ে গেল । শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল।

আমি কিছুক্ষণ পর পর তার নিকট আসতে লাগলাম। তাকে কিছু খাবার বা পানীয় গ্রহণের আবেদন করতে লাগলাম। আর তিনি তা কঠিন ভাবে অস্বীকার করতে লাগলেন এবং শপথ করতে লাগলেন, আমি আমার ধর্ম ত্যাগ না করলে তিনি আমরণ পানাহার করবেন না।

আমি তখন তাকে বললাম, হে মা ! আমি আপনাকে অধিক ভালবাসা সত্ত্বেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে তার চেয়েও অধিক ভালবাসি... আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনার যদি এক হাজার প্রাণ হয় আর তা একের পর এক বেরিয়ে যায় তাহলেও আমি আমার এই ধর্মকে কিছুতেই ত্যাগ করব না।

আমার প্রচণ্ড মনোবল দেখে তিনি নরম হলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পানাহার করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْس لَكَ بِه عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

যদি তারা আমার সাথে এমন বিষয়ের শরিক করার জন্য বল প্রয়োগ করে যার তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না আর দুনিয়াতে তাদের সাথে সৎভাবে সাহচর্য অবলম্বন কর। (সূরা লুকমান)

হযরত সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি. এর ইসলাম গ্রহণের দিবসটি মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহের এক মহান দিবস ছিল। ইসলামের জন্য এক অধিক কল্যাণময় দিবস ছিল।

বদরের দিবসে হযরত সা'আদ রাযি. ও তাঁর ভাইয়ের এক ঐতিহাসিক অবস্থান ছিল। সে দিন হযরত উমাইর রাযি. ছিলেন কিশোর। যুদ্ধের পূর্বে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম যোদ্ধাদের পরিদর্শন করছিলেন তখন হযরত উমাইর রাযি. এ ভয়ে লুকাচ্ছিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে বয়সের স্বল্পতার কারণে ফিরিয়ে দিবেন। সত্যিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে ফিরিয়ে দিলেন। তখন হযরত উমাইর রাযি. কাঁদতে লাগলেন। ফলে রাসূলের হৃদয় সিক্ত হল এবং তিনি তাকে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলেন।

হযরত সা'আদ রাযি. তখন আনন্দে এগিয়ে এলেন এবং তরবারীর খাপটি তার কাঁধে বেঁধে দিলেন। তারপর দুই ভাই আল্লাহর পথে জিহাদে বেরিয়ে পড়লেন।

যুদ্ধ শেষে হযরত সা'আদ রাযি. একা মদীনায় ফিরে এলেন। আর হযরত উমাইর রাযি. কে বদরে শহীদ অবস্থায় রেখে এলেন। আল্লাহর নিকট তাঁর বিচ্ছেদের পূণ্য কামনা করলেন।

*** *** ***

উহুদের যুদ্ধে যখন পদসমূহ প্রকম্পিত হয়ে গিয়েছিল আর মুসলমানগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এমনকি দশ জনের চেয়ে কম লোক রাসূলের পাশে রইল তখন সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি. তুনীর নিয়ে রাসূলকে রক্ষা করতে লাগলেন। প্রত্যেকটি তীরের আঘাতে তিনি এককে জন কাফেরকে হত্যা করতে লাগলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এমনি ভাবে তীর নিক্ষেপ করতে দেখে উৎসাহ দিয়ে বললেন,

ارْمِ سَعْدُ ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي

সা'আদ! তুমি তীর ছুঁড়ে মার আমার পিতা ও মাতা তোমার জন্য উৎসর্গ হোক, তুমি তীর ছুঁড়ে মার।

*** *** ***

কিন্তু হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি. মর্যাদার শীর্ষে পৌঁছলেন যখন হযরত উমর ফারুক রাযি. পারসিকদের সাথে এমন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করলেন যা তাদের সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দিবে, তাদের সিংহাসনকে নিঃশ্চিহ্ন করে দিবে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে পৌত্তলিকতার শিকড় উপড়ে ফেলবে। তাই দিকদিগন্তের প্রাদেশিক গভর্ণরদের নিকট এ মর্মে পত্র পাঠালেন যে, যার অস্ত্র আছে, যার ঘোড়া আছে, যার মাঝে বীরত্ব আছে, বুদ্ধিমত্তা আছে, বক্তৃতা বা কবিতা আবৃত্তির বৈশিষ্ট্য আছে অথবা অন্য কিছু আছে যা দ্বারা সে যুদ্ধে সাহায্য করতে পারে তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও।

তাই সব দিক থেকে আগত মদীনায় মুজাহিদদের দল মদীনায় উপচে পড়তে লাগল। মুজাহিদদের দল পরিপূর্ণ হয়ে গেলে হযরত উমর ফরুক রাযি. আহলে শুরা সাহাবীদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করতে লাগলেন। "কাকে এ বিশাল বাহিনীর সেনাপতি বানাবেন, কার নিকট নেতৃত্ব অর্পণ করবেন"। তখন তারা সমকণ্ঠে বললেন,

الأَسَدُ عَادِياً سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ

আক্রমণকালে যিনি সিংহ ... সেই সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসই এর যোগ্য। তখন হযরত উমর রাযি. তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে বাহিনীর পতাকা অর্পণ করলেন।

*** *** ***

এ বিশাল বাহিনী মদীনা থেকে রওয়ানা দেয়ার ইচ্ছে করলে হযরত উমর রাযি. দাঁড়িয়ে তাদের বিদায় জানালেন ও সেনাপতিকে উপদেশ দিয়ে বললেন,

হে সা'আদ! এ কথা যেন তোমাকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকায় না ফেলে যে, "তুমি রাসূলের মামা, রাসূলের সাহাবী" কারণ আল্লাহ তা'আলা পূণ্যকে পূণ্য দ্বারা ধ্বংস করেন না। বরং তিনি পূণ্য দ্বারা পাপকে ধ্বংস করেন।

হে সা'আদ! আনুগত্য ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে আল্লাহর ও অন্য কারো মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় না। সুতরাং আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান ও মর্যাদাহীন সবাই সমান। আল্লাহ তাদের রব আর তারা তাদের বান্দা । তাকওয়ার মাধ্যমেই তারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে আর আনুগত্যের মাধ্যমেই আল্লাহর করুণা অর্জন করে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যা করতে দেখেছো তা আঁকড়ে ধর, তা-ই নির্দেশ।

মুবারক বাহিনী যাত্রা শুরু করল। তাতে রয়েছেন নিরানব্বই জন বদরী সাহাবী, তিন শতের বেশি এমন সাহাবী যাঁরা বাইয়াতে রিযওয়ানের পর রাসূলের সাহচর্য অবলম্বন করেছেন, আর তিন শত এমন সাহাবী যাঁরা মক্কা বিজয়ে রাসূলের সাথে উপস্থিত ছিলেন, আর সাত শত সাহাবায়ে কেরামের পুত্র।

*** *** ***

হযরত সা'আদ রাযি., ছুটে গেলেন এবং কাদেসিয়ায় সৈন্য সমাবেশ করলেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধের শেষ দিবসে মুসলমানগণ প্রতিজ্ঞা করলেন, এ দিনের যুদ্ধই হবে চূড়ান্ত যুদ্ধ। তাই তারা শত্রুদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল যেমনি ভাবে বাহুবন্ধের কড়া বাহুকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। তাঁরা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আল্লাহু আকবার" এর তাকবীর দিতে দিতে সব দিক থেকে শত্রুদের সারিসমূহের মাঝে ঢুকে পড়ল।

সহসা সবাই দেখল, পারস্য বাহিনীর সেনাপতি রুস্তমের মাথা মুসলমানদের বর্শার উপরে দুলছে। আর সাথে সাথেই শত্রুদের অন্তরে ভয়-ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। অবস্থা এমন হল যে, মুসলমান পারস্য সৈন্যের দিকে ইংগিত করত । তারপর তার নিকট এসে তাকে হত্যা করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে তার অস্ত্র দিয়েই হত্যা করেছে।

আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পরিমাণের ব্যাপারে তুমি যা ইচ্ছে তাই বলতে পার , তবে নিহতদের ব্যাপারে তোমার এতটুকু জানলেই যথেষ্ট যে, যারা পানি নিমজ্জিত হয়ে মরেছে তাদের সংখ্যাই ত্রিশ হাজারে পৌঁছেছে।

*** *** ***

হযরত সা'আদ রাযি. দীর্ঘ আয়ু পেয়েছিলেন। আর আল্লাহ তাঁকে প্রচুর সম্পদ দিয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি একটি পুরাতন পশমের জুব্বা নিয়ে আসতে বললেন। তারপর বললেন, আমাকে তা দ্বারা কাফন দিবে, কারণ বদরের যুদ্ধে আমি তা পরিধান করে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি ...

তাই আমি তা পরিধান করে আল্লাহর সাথেও সাক্ষাৎ করতে চাই।

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.

صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّيَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّم

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত গোপন বিষয়সমূহ যিনি জানতেন।

مَا حَدَّثَكُمْ حُذَيْفَةُ فَصَدِّقُوْهُ وَ مَا أَقْرَأَكُمْ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ فَاقْرَؤُوهُ

হুযাইফা তোমাদের যা বলে তোমরা তা বিশ্বাস কর, আর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ তোমাদের যা শিখায় তোমরা তা শিখ।

... মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.

"যদি তুমি চাও তাহলে মুহাজিরদের মাঝে গণ্য হবে আর যদি চাও তাহলে আনসারদের মাঝে গণ্য হবে"।

মক্কায় সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.এর সাক্ষাৎ হলে রাসূল তাঁকে সম্বোধন করে এ কথাগুলো বলেছিলেন।

মুসলমানদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও অধিক সম্মানী দুই দলের মাঝে যে কোন একটি দলকে গ্রহণের অধিকার দেয়ার মাঝে একটি কাহিনী রয়েছে।

হযরত হুযাইফা রাযি.-এর পিতা ইয়ামান-বনু আবস বংশোদ্ভূত মক্কার অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি তার বংশের জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করার কারণে মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় চলে যেতে বাধ্য হন। সেখানে গিয়ে বনু আব্দুল আশহাল গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং তাদের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। ফলে তার ছেলে হুযাইফা জন্ম গ্রহণ করেন।

তারপর মক্কায় প্রবেশের সকল বাঁধা ইয়ামেনের সামনে থেকে বিদূরিত হয়ে গেল। তাই তিনি মক্কা ও মদীনায় যাতায়াত করতে লাগলেন। তবে মদীনায়ই তার অবস্থান অধিক ও ঘনিষ্ট ছিল।

ইসলামের সূর্য আরব উপদ্বীপে স্বনূরে উদ্ভাসিত হলে হযরত হুযাইফা রাযি. এর পিতা ইয়ামান ছিলেন বনু আবস গোত্রের দশ জনের একজন, যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁদের সামনে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। আর তা মদীনায় হিজরত করার পূর্বে ঘটেছিল। এভাবেই হযরত হুযাইফা রাযি. ছিলেন মক্কার অধিবাসী আর মদীনায় প্রতিপালিত।

*** *** ***

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী পিতামাতার কোলে প্রতিপালিত হন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

*** *** ***

রাসূলের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ তাঁর অন্তরকে পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। তাই ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই তিনি সংবাদের তালাশে থাকতেন। রাসূলের গুণাবলী সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতেন। ফলে তা তাঁর আগ্রহ আর উৎসাহকে বৃদ্ধি করত।

তাই তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য তিনি মক্কায় আগমন করলেন। রাসূলকে দেখেই তিনি প্রশ্ন করলেন,

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মুহাজির, না আনসার?

রাসূল বললেন, "যদি তুমি চাও তাহলে মুহাজিরদের মাঝে গণ্য হবে আর যদি চাও তাহলে আনসারদের মাঝে গণ্য হবে"।

তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে আমি আনসারী।

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় এলে দেহের সাথে চোখ লেগে থাকার ন্যায় তিনি রাসূলের সাথে লেগে রইলেন এবং বদরের যুদ্ধ ছাড়া সব যুদ্ধে রাসূলের সাথে থাকলেন।

বদরের যুদ্ধে তার অনুপস্থির একটি কাহিনী রয়েছে ,যা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

আমি ও আমার পিতা মদীনার বাইরে ছিলাম। একারণেই আমরা বদরের যুদ্ধে উপস্থিত হতে পারিনি। মক্কার কুরাইশরা আমাদের ধরে বলল, তোমরা কোথায় যাচ্ছো? আমরা বললাম, আমরা মদীনায় যাচ্ছি। তারা বলল, তোমরা মুহাম্মাদের নিকট যাচ্ছো। আমর বললাম, আমরা মদীনায়ই যাচ্ছি। তখন তারা আমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিল, আমরা

তাদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদকে সাহায্য করব না এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করব না। তারপর তারা আমাদের ছেড়ে দিল।

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে কুরাইশদের সাথে আমাদের কৃত প্রতিশ্রুতির সংবাদ দিলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এখন আমরা কী করব?

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

نفِي بِعَهْدهمْ وَنَستَعِينُ عَلَيهِمْ بِاللَّه

আমরা তাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণ করব এবং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করব।

*** *** ***

উহুদের যুদ্ধে হযরত হুযাইফা রাযি. তাঁর পিতার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হুযাইফা তাতে মরণপণ যুদ্ধ করলেন এবং নিরাপদে তা থেকে বেরিয়ে এলেন আর তাঁর পিতা সেখানে শহীদ হলেন। তবে তাঁর শাহাদাত বরণ মুসলমানদের তরবারী দ্বারাই হল , মুশরিকদের তরবারী দ্বারা নয়। তার একটি কাহিনী আছে, যা আমি উপস্থাপন করছি।

উহুদের দিবসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইয়ামান ও হযরত সাবেত ইবনে ওয়াক্স রাযি. কে দুর্গে মহিলা ও শিশুদের সাথে রেখে গেলেন। কারণ তাঁরা অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করলে ইয়ামান রাযি. তাঁর সাথীকে বললেন, ছি, আমরা কিসের অপেক্ষা করছি!? আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমাদের জীবনের তো এতোটুকু সময় বাকি আছে যে সময়ে গাধা তৃপ্তির সাথে পানি পান করে। আর আমরাতো আজ বা কাল মরে যাব। তাই এসো আমরা তরবারী নিয়ে রাসূলের সাথে মিলিত হই এবং যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর রাসূলের সাথে শাহাদাত দান করবেন।... তারপর তাঁরা তাদের তরবারী নিয়ে লোকদের মাঝে ঢুকে পড়লেন। যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

হযরত সাবেত ইবনে ওয়াক্স রাযি.কে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের হাতে শাহাদাত দান করলেন। আর হযরত হুযাইফা রাযি. এর পিতা হযরত ইয়ামান রাযি.-এর উপর মুসলমানদের তরবারী একের পর এক আঘাত হানতে লাগল। কারণ তাঁরা তাকে চিনতে পারেনি। আর হযরত হুযাইফা রাযি."আমার পিতা, আমার পিতা" বলে চিৎকার করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর কথা কেউ শুনল না। আর বৃদ্ধ তাঁর সাথীদের তরবারীর আঘাতে লুটিয়ে পড়লেন। হযরত হুযাইফা রাযি. তখন এতটুকই বললেন, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন, তিনি সর্বাধিক দয়ালু।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তাঁর পিতার রক্তের বিনিময় দিতে চাইলেন। হযরত হুযাইফা রাযি. বললেন, তিনিতো শাহাদাতের প্রত্যাশী ছিলেন।

তিনি তা অর্জন করেছেন। হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি তাঁর রক্তের বিনিময় মুসলমানদের জন্য দান করলাম। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পেল।

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.-এর গভীরে অনুপ্রবেশ করলেন। তখন তাঁর নিকট তিনটি চরিত্র ফুটে উঠল।

অসাধারণ মেধাশক্তি, যা তাঁকে কঠিন বিষয় সমাধান করতে সহায়তা করে...

তীক্ষ্ণ অনুগত বুঝশক্তি, যা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় যখনই তিনি ডাকেন...

গোপন বিষয়কে লুকিয়ে রাখার অসাধারণ শক্তি, যার গভীরে কেউ পৌঁছতে পারে না

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি তাঁর সাথীদের বৈশিষ্ট্য উৎঘাটন ও তাঁদের মাঝে লুকায়িত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পরিচালিত হত। তা হত যোগ্য ব্যক্তিকে তার যোগ্যস্থানে ব্যবহার করে।

*** *** ***

মদীনায় মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল ইহুদী ও তাদের সহযোগী মুনাফেকদের উপস্থিতি এবং মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র।

তাই মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. এর নিকট মুনাফিকদের নাম বলে দিলেন। এটা এমন এক গোপন বিষয় যা তাকে ছাড়া আর কাউকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তাদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে, তাদের উদ্যোগের খবরাখবর রাখতে, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে...

সেদিন থেকে হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. কে صَاحِبُ سِرِ رَسُوْلِ اللهِ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন বিষয় সর্ম্পকে অবহিত ব্যক্তি) নামে ডাকা হত।

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. এর যোগ্যতাকে কাজে লাগালেন সবচেয়ে কঠিন সময়ে এবং তাঁর অসাধারণ মেধাশক্তি ও তীক্ষ্ণ বুঝশক্তিকে কাজে লাগালেন অত্যন্ত প্রয়োজনের সময়ে। আর তা ছিল খন্দকের যুদ্ধের সময়, যখন শত্রুরা মুসলমানদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে অবরোধ দীর্ঘ হয়েছিল। বিপদ প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল। বিপদ আর কষ্ট চূড়ান্তে পৌঁছেছিল। এমনকি চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল। হৃদয় কণ্ঠনালীতে পৌঁছেছিল। মুসলমানদের কেউ কেউ আল্লাহর ব্যাপারে খারাপ ধারণা করেছিল।

কুরাইশ ও তাদের মিত্র মুশরিকরা এ কঠিন মুহূর্তে মুসলমানদের চেয়ে ভাল অবস্থায় ছিল না।

আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন গযব নাযিল করলেন যা তাদের শক্তিকে দুর্বল করে দিল, তাদের মনোবলকে প্রকম্পিত করে দিল। তিনি তাদের উপর এমন ঝঞ্জাবায়ু প্রেরণ করলেন যা তাবুকে উপড়ে ফেলে দিল। পাতিলকে উল্টে দিল। আগুন নিভিয়ে দিল। তাদের চোখে মুখে কঙ্কর নিক্ষেপ করল। মাটি দিয়ে চোখ ও নাকের ছিদ্র বন্ধ করে দিল।

*** *** ***

যুদ্ধ-ইতিহাসের এ কঠিন সময়ে পরাজিত দল প্রথম আহাজারী করে আর বিজয়ী দল চোখের পলকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করে নেয়।

যখন যুদ্ধের শেষপরিণতি লিপিবদ্ধ হয় সেই মুহূর্তগুলোতে অবস্থার মূল্যায়নের জন্য এবং পরামর্শের জন্য বাহিনীর খবরাখবর সংগ্রহ করাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে যায় ।

একারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. এর শক্তি ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন অনুভব করলেন এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে শত্রুবাহিনীর সংবাদ সংগ্রহের জন্য রাতের অন্ধকারে তাঁকে শত্রুবাহিনীর মাঝে প্রেরণের ইচ্ছে করলেন।

এসো আমরা তাঁকে এ মৃত্যু যাত্রার ঘটনা বলার অবকাশ দেই।

হযরত হুয়াইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. বলেন,

আমরা সে রাতে সারিবদ্ধভাবে বসেছিলাম। আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গী মক্কার মুশরিকরা আমাদের উপরে ছিল। আর ইহুদীদের বনু কুরাইজার লোকেরা আমাদের নিচে ছিল। আমরা আমাদের নারী ও সন্তানদের ব্যাপারে শঙ্কিত ছিলাম। ইতিপূর্বে আমাদের উপর এতো মারাত্মক অন্ধকার রজনী আসেনি। এতো প্রবল বায়ুময় রজনী আসেনি। বজ্রের ন্যায় তার বায়ুর আওয়াজ। অন্ধকারের প্রচণ্ডতার কারণে আমাদের কেউ তার আঙ্গুল পর্যন্ত দেখছিল না ...

ফলে মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চেয়ে বলতে লাগল, আমাদের বাড়িতো শত্রুদের জন্য উন্মুক্ত। অথচ তা উন্মুক্ত নয়। তাই তাদের যারাই অনুমতি চাইল রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অনুমতি দিলেন। আর তারা সন্তর্পণে পালিয়ে গেল। অবশেষে আমরা তিনশ বা অনুরূপ সংখ্যক বাকি রইলাম।

*** *** ***

তখন মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমাদের একেক জনের পার্শ্ব অতিক্রম করতে লাগলেন। অবশেষে আমার নিকট এলেন। আমার গায়ে তখন আমার স্ত্রীর চাদর ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যা আমার হাটু পর্যন্ত অতিক্রম করছে না।

তিনি আমার নিকটে এলেন। আমি তখন মাটিতে বুক চেপে শুয়ে আছি। বললেন, এ কে?

আমি বললাম, আমি হুযাইফা। হযরত হুযাইফা রাযি. বলেন, আমি তখন প্রচণ্ড ক্ষুধা আর শীতের কারণে দাঁড়ানোকে ভাল মনে না করে মাটির সাথে কুচকে রইলাম। বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ!

রাসূল বললেন, নিশ্চয় আমাদের বিজয় হবে। সুতরাং তুমি সন্তর্পণে তাদের বাহিনীর নিকট যাও এবং তাদের সংবাদ নিয়ে আস...

আমি বেরিয়ে পড়লাম। অথচ আমি তখন অত্যন্ত আতঙ্কিত, শীতার্ত। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! সামনে, পিছনে, ডানে, বামে, উপরে নিচে সব দিক থেকে তাকে হিফাজত কর।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, রাসূলের দু'আ শেষ হতে না হতেই আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরের সব ভয় ও আতঙ্ক তুলে নিলেন। আমার শরীর থেকে সব শীত দূর করে দিলেন।

আমি যখন রওনা দিচ্ছি তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন, হে হুযাইফা! আমার নিকট ফিরে আসার আগে কোন কিছু ঘটাবে না। আমি বললাম, হ্যাঁ, তাই হবে। আমি রাতের অন্ধকারে সন্তর্পণে বেরিয়ে পড়লাম এবং মুশরিকদের বাহিনীর মাঝে প্রবেশ করলাম। আমি তাদের একজন হয়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ পরই আবু সুফিয়ান বক্তৃতা দিতে দাঁড়াল। বলল,

হে কুরাইশের লোকেরা ! আমি তোমাদের একটি কথা বলব। তবে আমি ভয় পাচ্ছি, তা মুহাম্মাদের নিকট পৌঁছে যাবে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে তার পাশে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে পরখ করে নাও। তাই আমি সাথে সাথে আমার পাশে উপবিষ্ট ব্যক্তির হাত ধরে বললাম, তুমি কে? সে বলল, আমি অমুকের ছেলে অমুক।

তখন আবু সুফিয়ান বলল, হে কুরাইশের লোকেরা ! আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা কোন স্থির অবস্থান ক্ষেত্রে সকাল করছি না। আমাদের বাহনগুলো মরে গেছে। বনু কুরাইজা আমাদের থেকে দূরে সরে গেছে। আর বায়ুর প্রচণ্ডতায় আমরা যা পেয়েছি তা তোমরা দেখছো। সুতরাং ফিরে চল। আমি ফিরে চলছি। তারপর সে তার উটের নিকট গিয়ে তার রশি খুলল। তাতে উঠে বসল। তারপর প্রহার করতেই তা উঠে দাঁড়াল... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোন কিছু ঘটাতে নিষেধ না করলে আমি তীরের আঘাতে তাকে হত্যা করে তবেই ফিরে আসতাম।

আমি তখন মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এলাম। দেখলাম, তিনি তাঁর এক স্ত্রীর চাদর গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। আমাকে দেখেই তিনি তাঁর পায়ের নিকট আমাকে টেনে নিলেন এবং চাদরের অংশ আমার উপর ছুঁড়ে দিলেন। আমি তাঁকে সংবাদ দিলাম। তিনি তাতে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন।

*** *** ***

সারা জীবন হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. মুনাফিকদের গোপন বিষয়সমূহ আমানত রাখলেন আর খলীফারা মুনাফিকদের বিষয়ে তাঁর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করতেন। এমনকি কোন মুসলমান ইনতেকাল করলে হযরত উমর ইবনে খাত্তার রাযি. জিজ্ঞেস করতেন,

হুযাইফা কি তার জানাযার নামাযে উপস্থিত হয়েছে ?... যদি বলত, হ্যাঁ। তাহলে জানাযার নামায পড়তেন। আর যদি বলত, না। তাহলে সন্দেহ করতেন এবং নামায পড়া থেকে বিরত থাকতেন।

একদা তাঁকে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. বললেন, আমার প্রাদেশিক গভর্ণরদের মাঝে কি কোন মুনাফিক আছে? হযরত হুযাইফা রাযি. বললেন, হ্যাঁ একজন আছে। হযরত উমর রাযি. বললেন, আমাকে তার সন্ধান দিন। হযরত হুযাইফা রাযি. বললেন, না, আমি তা করব না।

হযরত হুযাইফা রাযি. বলেন, কিন্তু উমর রাযি. তাকে সাথে সাথে বরখাস্ত করে দিলেন। যেন তাঁকে তার সংবাদ দেয়া হয়েছে।

কম মানুষই জানে যে, হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. মুসলমানদের জন্য নাহাওয়ান্দ, দাইনাওয়ার, হামদান ও রায় শহর জয় করেছেন ...

আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে মুসলমানরা প্রায় দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পর তিনিই তাদেরকে এক মাসহাফে একত্রিত করেছেন।

এ সব কিছুর পর হযরত হুজাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. নিজের ব্যাপারে আল্লাহকে খুব ভয় করতেন। আল্লাহর শাস্তির ভয়ে খুব আতঙ্কিত থাকতেন।

মৃত্যু-ব্যাধি প্রচণ্ড আকার ধারণ করলে মধ্য রাতে কতিপয় সাহাবী তাঁর নিকট এলেন। তিনি তখন বললেন, এটা কোন সময় ?

তাঁরা বললেন, সকাল অতি নিকটে।

তারপর তিনি বললেন,

أَعُوذ بِاللَّه من صَبَاحٍ يُفْضِي بِي إِلي النَّار...... أَعُوذ باللَّه مِن صَبَاحٍ يُفْضِي بِي إِلي النَّار

আমি আল্লাহর নিকট এমন সকাল থেকে পানাহ চাচ্ছি যা আমাকে জাহান্নামে পৌছাবে... আমি আল্লাহর নিকট এমন সকাল থেকে পানাহ চাচ্ছি যা আমাকে জাহান্নামে পৌছাবে।

তারপর বললেন, তোমরা কি কাফন এনেছো?

তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, এনেছি।

তিনি বললেন, কাফনের ব্যাপারে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। যদি আল্লাহর নিকট আমার কোন কল্যাণ থাকে তাহলে তিনি তার বিনিময়ে আমাকে কল্যাণ দান করবেন। আর যদি তা না হয় তাহলে আমার থেকে তা ছিনিয়ে নেয়া হবে...

তারপর বলতে লাগলেন,

اَللّٰهُمَّ إِنَّك تَعْلَمُ أَنِّيْ كُنْتُ أُحِبُّ الْفقْرَ علي الغنىَ وَ أُحِبُّ الذِّلَةَ على العِزِّ و أُحِبُّ المَوْتَ على الْحَيَاة

হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আমি সচ্ছলতার চেয়ে অসচ্ছলতাকে বেশী ভালবাসি। ইজ্জতের চেয়ে লাঞ্ছনাকে বেশী ভালবাসি। জীবনের চেয়ে মৃত্যু কে বেশী ভালবাসি।

তারপর যখন তার রূহ বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি বললেন,

حَبِيْبٌ جَاءَ على حَبِيْبٍ ' لاَ أَفْلحَ مَنْ نَدِمَ

বন্ধু বন্ধুর নিকট এসেছে, লজ্জিত বন্ধু সফল হয় না

আল্লাহ তা'আলা হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. এর উপর দয়া করুন। তিনি একজন অনন্য প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী রাযি.

لَقَدْ جَعَلَ عُقْبَةُ بنَ عَامرٍ هَمَّهُ فِي أمْرَينِ اثْنَينِ: العلمِ و الجهَاد

ইলম আর জিহাদ, এ দুটি বিষয়ে উকবা ইবনে আমের জুহানী রাযি.
তাঁর চিন্তা-চেতনাকে নিবেদিত করেছেন।

হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী রাযি.

ঐতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ প্রতীক্ষা আর উচ্ছাসের পর মদীনা তাইয়্যেবার নিকটবর্তী উঁচু ভূমিতে এসে পৌঁছেছেন।

আর ঐতো মদীনা তাইয়্যেবার লোকেরা রহমতের নবী ও তাঁর সিদ্দীক সাথীর আগমন-আনন্দে পথে পথে ভীড় করছে। তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আর 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছে।

ঐতো মদীনার পর্দানসীন নারীরা আর তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘরবাড়ির ছাদে উঠে দূর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার চেষ্টা করছে আর বলছে,

তাদের কোন ব্যক্তি তিনি ?   তাদের কোন ব্যক্তি তিনি ?...

আর এইতো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাত্রীদলটি ধীর গতিতে সারিবদ্ধ মানুষের মাঝ দিয়ে এগিয়ে আসছে। আগ্রহী প্রাণগুলো তাঁকে ঘিরে আছে। উৎসাহী হৃদয়গুলো তাঁকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর তাঁর চার পাশে ছড়ানো হচ্ছে আনন্দাশ্রু আর উল্লাসের মৃদু হাসি।

*** *** ***

কিন্তু হযরত আমের ইবনে জুহানী রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাত্রীদলটি দেখেননি। শুভেচ্ছা আর স্বাগতম জ্ঞাপনকারীদের সাথে তিনি তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে সৌভগ্যবান হননি।

তার কারণ, তিনি তাঁর ছাগলের পাল চড়ানোর জন্য পল্লীতে গিয়েছিলেন। ছাগলগুলো ছিল খুব ক্ষুধায় আক্রান্ত। খুব আশঙ্কা করছিলেন, ছাগলগুলো হয়তো মারা যাবে। আর এগুলোই ছিল দুনিয়ায় তাঁর একমাত্র সম্বল।

কিন্তু যে আনন্দ মদীনা মুনাওয়ারাকে প্লাবিত করেছে তা মদীনার নিকট ও দূরবর্তী সব পল্লীতে গিয়ে পৌঁছল।

মদীনা তাইয়্যেবার সকল অঞ্চলকে আলোকিত করে তুলল। অবশেষে তার সংবাদ দূরে জনহীন প্রান্তরে ছাগল পালের সাথে অবস্থিত উকবা ইবনে আমের জুহানীর নিকট গিয়ে পৌছল।

এসো আমরা হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি.কে কথা বলার অবকাশ দেই। তিনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর সাক্ষাতের কাহিনীটি বর্ণনা করবেন। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করলেন। আমি তখন আমার বকরীগুলো চড়াচ্ছিলাম। আমার নিকট তাঁর আগমন-সংবাদ পৌছলেই আমি ছাগলগুলো ফেলে তাঁর নিকট ছুটে এলাম। কোন দিকে ফিরে তাকালাম না। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে আমি বললাম,হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কি বাইয়াত করবেন? তিনি বললেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি উকবা ইবনে আমের জুহানী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার নিকট কোনটি অধিক প্রিয়? তুমি কি গ্রাম্য ব্যক্তির ন্যায় বাইয়াত গ্রহণ করবে, না হিজরতের বাইয়াত গ্রহণ করবে। আমি বললাম, বরং আমি হিজরতের বাইয়াত গ্রহণ করব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরদের ন্যায় বাইয়াত গ্রহণ করলেন। আমি তাঁর সাথে এক রাত কাটিয়ে আবার আমার ছাগলগুলোর নিকট ফিরে এলাম।

*** *** ***

আমরা ইসলাম গ্রহণকারী বার জন লোক ছিলাম। আমরা মদীনা থেকে দূরে পল্লীতে থেকে আমাদের ছাগল চড়াতাম।

আমরা একে অপরকে বললাম, আমাদের মাঝে কোন কল্যাণ নেই যদি আমরা একদিন পর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে না যাই। তিনি আমাদেরকে আমাদের ধর্মের শিক্ষা দিবেন ও তাঁর উপর আকাশের যে ওহী অবতীর্ণ হয় তা আমাদের শুনাবেন। সুতরাং প্রত্যহ আমাদের একজন মদীনায় যাবে আর তার ছাগলগুলো আমাদের নিকট রেখে যাবে আমরা তা চড়াব।

আমি বললাম, তোমরা একের পর এক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও আর গমনকারী তার ছাগলগুলো আমার নিকট রেখে যাও; কারণ আমি আমার ছাগলগুলো অন্যের নিকট রেখে যাওয়ার ব্যাপারেও অধিক শঙ্কিত ছিলাম।

*** *** ***

তারপর আমাদের সাথীরা একজনের পর আরেকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যেতে লাগল। আর তার ছাগল আমার নিকট রেখে যেতে লাগল। আর আমি তা চড়াতে লাগলাম। সে ফিরে এলে আমি তার থেকে তা গ্রহণ করতাম যা সে শুনেছে, যা সে অর্জন করেছে। কিন্তু কিছু দিন পরই আমি আত্মচেতনায় ফিরে এলাম। নিজকে ধিক্কার দিয়ে বললাম, ছি ছি !! তুমি একি করছো!! কয়েকটি ছাগল মোটা হবে না, অর্থকরী হবে না এ কারণে তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচার্য ত্যাগ করবে, কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি তাঁর থেকে ইলম গ্রহণ করা ত্যাগ করবে!...

তারপর আমি আমার ছাগলগুলোর চিন্তামুক্ত হলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে মসজিদে অবস্থান করার জন্য মদীনায় চলে এলাম।

*** *** ***

হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী রাযি. যখন এই দৃঢ় অনড় প্রতিজ্ঞা করলেন, তখন তাঁর অন্তরে এ কথা উদয় হয়নি যে, এক দশক পরই তিনি আলেম সাহাবায়ে কেরামের মাঝে একজন বিশিষ্ট সাহাবী হবেন, বর্ষীয়ান কারীদের মধ্য হতে একজন কারী হবেন, বিজয়ী মর্যাদাবান সেনাপতিদের মধ্যে একজন সেনাপতি হবেন, ইসলামের হাতেগোনা শাসকদের মধ্য হতে একজন শাসক হবেন।

তিনি যখন ছাগলগুলো থেকে চিন্তামুক্ত হলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট গমন করলেন তখন একটুও ধারণা করেননি যে, সত্ত্বর তিনি সেই বাহিনীর অগ্রসৈনিক হবেন যারা পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু দামেস্ক

পদানত করবে এবং তার সবুজ বিথীকাকুঞ্জের মাঝে তূমা ফটকের নিকট নিজের জন্য বাড়ি তৈরী করবেন।

তিনি একটুও ভাবেননি, তিনি ঐ সেনাপতিদের একজন হবেন যাঁরা বিশ্বের গাঢ় সবুজ পান্না মিসরকে পদানত করবে। আর তিনি তার একজন শাসক হবেন ও মুকাত্তাম পাহাড়ের চূড়ায় নিজের জন্য বাড়ি তৈরী করবেন। এসব কিছূই অদৃশ্যের অন্তরে লুকায়িত এমন কিছু বিষয় যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না।

*** *** ***

হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. ছায়ার ন্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে সাথে লেগে রইলেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও গেলেই তিনি তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে সামনে সামনে এগিয়ে যেতেন। আর প্রায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বাহনের পশ্চাতে তুলে নিতেন। তাই তাঁকে رديف - رسول الله রাসূলের পশ্চাতারোহী নামে ডাকা হতো। মাঝে মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খচ্চর থেকে নেমে যেতেন যেন হযরত উকবা রাযি. তাতে আরোহন করেন আর মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে হাটতেন।

হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. বর্ণনা করে বলেন,

আমি মদীনার একটি বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে উকবা! তুমি কি আরোহণ করবে না?! আমি 'না' বলার কল্পনা করছিলাম। তবে আমি তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যতার আশঙ্কা করছিলাম। তাই বললাম, হ্যাঁ, ইয়া নবী আল্লাহ! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খচ্চর থেকে নেমে গেলেন এবং তাঁর আদেশ পালনে আমি তাতে আরোহন করলাম। ...আর তিনি হাঁটতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরই আমি তা থেকে নেমে পড়লাম এবং মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে আরোহন করলেন। তারপর আমাকে বললেন, "হে উকবা! আমি কি তোমাকে এমন দু'টি সূরা শিখাব

না, যার মত কোন সূরাকে মনে করা হয় না। আমি বললাম, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি আমাকে قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ও قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ এ সূরা দু'টি পড়ালেন। তারপর নামায আদায় করা হল। তিনি অগ্রসর হয়ে এ সূরা দুটি দিয়ে নামায পড়ালেন। এবং বললেন, যখনই তুমি ঘুমাবে ও যখনই ঘুম থেকে উঠবে এ সূরা দুটি পাঠ করবে।

হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী রাযি. বলেন, আমি সারা জীবন তা তিলাওয়াত করে আসছি।

*** *** ***

হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী রাযি. তাঁর চিন্তা-চেতনাকে দুটি বিষয়ে নিবেদিত করেছেন, ইলম আর জিহাদে। শরীর ও মন দিয়ে তিনি তাতে ধাবিত হয়েছেন এবং এর জন্য তিনি অকাতরে দান করেছেন।

ইলমের ময়দানে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলমের ফোয়ারা থেকে প্রচুর সুমিষ্ট ইলম অর্জন করেছেন। ফলে তিনি ক্বারী, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ইলমুল ফরায়েযে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সাহিত্যিক, সুস্পষ্ট ভাষী ও কবি হলেন।

তিনি অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। রাত যখন নীরব হয়ে যেত, পৃথিবী যখন প্রশান্ত হয়ে যেত তখন তিনি কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত শুরু করতেন। তাঁর সাবলীল পাঠের কারণে সাহাবায়ে কেরামের হৃদয় আকর্ষিত হত। তাঁদের হৃদয় ভয়াতুর হত। আল্লাহর ভয়ে তাঁদের চোখ থেকে অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হত।

একদা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. তাঁকে ডেকে বললেন, হে উকবা ! আমাকে আল্লাহর কিতাবের কিছু পাঠ করে শুনাও। তিনি বললেন, অবশ্যই হে আমীরুল মুমিনীন! তারপর তিনি কুরআনে হাকীমের আয়াত থেকে তিলাওয়াত শুরু করলেন। আর হযরত উমর রাযি.অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। এমনকি অশ্রু-ধারা তাঁর শ্মশ্রু সিক্ত করে ফেলল।

হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. স্বহস্তে লিপিবদ্ধ কুরআনের একটি নুসখা রেখে যান। তাঁর লিখিত এই নুসখাটি মিসরের উকবা ইবনে আমের

বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু কাল বিদ্যমান ছিল। সেই নুসখার শেষে লেখা ছিল, كَتَبه عُقْبَةُ بن عَامر اَلْجُهَنِيُّ এই নুসখাটি উকবা ইবনে আমের জুহানী লিখেছেন।

উকবা ইবনে আমের জুহানীর এই নুসখাটি পৃথিবীতে পাওয়া সবচেয়ে প্রাচীন নুসখা। কিন্তু আমাদের অমূল্য ঐতিহ্য যা হারিয়ে গেছে তার মধ্যে তাও হারিয়ে গেছে। অথচ আমরা গাফেল।

*** *** ***

আর জিহাদের ক্ষেত্রে আমাদের এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উহুদের যুদ্ধে ও পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বর্ম ও শিরস্ত্রাণ সজ্জিত, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সেনাপতিদের অন্যতম ছিলেন, যাঁরা দামেস্ক বিজয়ে মরণপণ যুদ্ধ করেছিলেন। তাই সেনাপ্রধান হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযি. তাঁর অবদানের পুরস্কার এভাবে দিলেন যে, তাঁকে মদীনায় হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এর নিকট বিজয়ের সুসংবাদসহ প্রেরণ করলেন। ফলে তিনি বিরামহীনভাবে এক জুমআ থেকে আরেক জুম্‌আ পর্যন্ত দিবারাত্র আট দিন দ্রুত ছুটতে লাগলেন। তারপর হযরত উমর ফারুক রাযি. কে মহা বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন।

তারপর তিনি ঐ মুসলিম বাহিনীর এক অনন্য সেনাপতি ছিলেন যাঁরা মিসর বিজয় করেছিলেন। ফলে আমীরুল মু'মিনীন হযরত মুয়াবিয়া রাযি. তাঁকে পুরস্কার হিসেবে তিন বৎসর মিসরের শাসক বানালেন। তারপর তাঁকে যুদ্ধ করার জন্য ভূমধ্য সাগরের মাঝে বিদ্যমান রোডস্ দ্বীপে প্রেরণ করলেন।

জিহাদের প্রতি হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী রাযি.-এর আগ্রহ এমন পর্যায়ে পৌঁছল, যে তিনি জিহাদের হাদীসসমূহ মুখস্থ করে নিলেন। এবং তিনি তা মুসলমানদের নিকট বর্ণনা করতেন।তিনি তীর নিক্ষেপে অত্যন্ত পারদর্শী ও অভ্যস্থ ছিলেন। কখনো বিনোদন করতে চাইলে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে বিনোদন করতেন।

*** *** ***

মিসরে যখন মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন তিনি তাঁর সন্তানদের একত্রিত করলেন। তাদের অসীয়ত করে বললেন...

يَابَنِيَّ ، أَنْهَاكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ فَاحْتَفظُوا بِهِن ، لا تَقْبَلُوا الحَدِيْث عَنْ رَسُولِ الله إلا عَنْ ثقَةٍ ، وَلا تَسْتَدِيْنُوا وَلَوْ لَبِسْتُمْ الْعَبَاء ، وَلا تَكْتُبُوا شعْرًا فَتَشْغَلُوا به قُلُوبُكُم عَنِ القُرآن

হে আমার ছেলেরা! আমি তোমাদেরকে তিন কাজ করতে নিষেধ করছি। তোমরা তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পালন করবে।

তোমরা বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছাড়া কারো নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস গ্রহণ করো না।

তোমরা কারো থেকে ঋণ গ্রহণ করো না, যদিও তোমরা আবা পরিধান কর।

তোমরা কবিতা লিখো না, তাহলে তোমাদের হৃদয় কুরআনকে বাদ দিয়ে কবিতায় মশগুল হয়ে পড়বে।

ইনতেকালের পর তাঁকে মুকাত্তাম পাহাড়ের চূড়ায় সমাধিস্থ করে সবাই তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির সন্ধানে ফিরে গেল। দেখতে পেল তিনি সত্তুরের অধিক ধনুক রেখে গেছেন। প্রত্যেক ধনুকের সাথে রয়েছে কিছু তূনীর ও তীর। তিনি অসীয়ত করে গেছেন যেন তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহার করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা ক্বারী, আলেম, গাজী হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি.-এর চেহারাকে সজীব করুন। ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ রাযি.

أَبُو بَكْرٍ سَــيِّدُنَا وَ أَعْتَقَ سَــيِّدَنَا (يعني بِلالا)

আবু বকর আমাদের মনীব , তিনি আমাদের মনীবকে আযাদ করেছেন। (অর্থাৎ বিলালকে)

...হযরত উমর ফারুক রাযি.

হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ রাযি.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়ায্যিন হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ রাযি.-এর জীবনে আকীদা ও বিশ্বাসের পথে লড়াইয়ের এক বিস্ময়কর ইতিহাস রয়েছে ...

এমন একটি কাহিনী রয়েছে, কালপরিক্রমা যা বারবার বর্ণনা করে নিস্পৃহ হয় না

যার বর্ণনার যাদুময়তা থেকে কান পরিতৃপ্ত হয় না

হিজরতের প্রায় তেতাল্লিশ বৎসর পূর্বে "সারাত" নামক স্থানে হযরত বেলাল রাযি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতাকে রাবাহ নামে ডাকা হত আর তাঁর মাতাকে হামামা নামে ডাকা হত

তিনি মক্কার বাদীদের মাঝে এক কৃষ্ণকায়া বাদী ছিলেন

তাই কেউ কেউ হযরত বেলাল রাযি.-কে কৃষ্ণকায়া বাদীর সন্তান বলে ডাকত।

*** *** ***

হযরত বেলাল রাযি. মক্কা মুকাররামায় প্রতিপালিত হন। তিনি 'বনু আব্দুদ দার'-এর কয়েকজন এতীম বালকের দাস ছিলেন। তাদের পিতা তাদের ব্যাপারে তার অসীয়তকে কার্যকর করার জন্য কুফুরী মতবাদের সরদার উমাইয়া ইবনে খল্‌ফকে নিযুক্ত করে।

নতুন ধর্মের আলোকমালায় যখন মক্কা আলোকিত হয়ে উঠল...

আর রাসূলে আ'যম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদের কালিমার আহবান করলেন...

তখন হযরত বেলাল রাযি. ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন পৃথিবীতে তিনি ও ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী কয়েকজন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ মুসলমান ছিল না।

তাঁদের শীর্ষে ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ রাযি., হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি., হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযি., হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি., তাঁর মাতা হযরত সুমাইয়া রাযি., সুহাইব রুমী রাযি., মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাযি.।

হযরত বেলাল রাযি.মুশরিকদের এতো নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করেন যা অন্য কেউ করে নি ...

তিনি তাদের এতো নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা ও নির্মমতা বরদাশত করেন যা অন্য কেউ করে নি... তিনি এবং তার সঙ্গী দুর্বল মুসলমানগণ আল্লাহর পথের পরীক্ষায় এমন ধৈর্য ধারণ করেছেন যা অন্য কেউ করে নি...

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. ও হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযি. এর স্বজন ছিল, যারা তাঁদেরকে রক্ষা করত। গোত্রের লোকেরা ছিল, যারা তাঁদেরকে হেফাজত করত। আর এই দুর্বল গোলাম-বাদীদেরকে কুরাইশের লোকেরা নির্মমভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়েছে ...

তারা তাদেরকে তাদের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চাইলো যাঁরা তাদের ইলাহগুলোকে ত্যাগ করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করার চিন্তা ভাবনা করছে।

এদেরকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করল কুরাইশের কাফেরদের একদল অতি নিষ্ঠুর ও পাষাণ ব্যক্তি আর এদের মধ্যে আবু জাহেল [তার উপর আল্লাহর লানত হোক] হযরত সুমাইয়া রাযি. কে হত্যার পাপ নিয়ে ফিরে এল। সে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করল। তারপর বর্শা দিয়ে এতো প্রচণ্ডভাবে আঘাত করল যে,বর্শাটি তাঁর উদরের নিচ দিয়ে প্রবেশ করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল

তাই তিনি ইসলামের ইতিহাসে সর্ব প্রথম শহীদ নারী।

আল্লাহর পথে নিপীড়িত তাঁর অন্যান্য ভাইদের মাঝে হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ রাযি. ছিলেন সবার শীর্ষে। কুরাইশরা তাঁকে দীর্ঘ শাস্তি দিয়েছে ...

সূর্য যখন আকাশের কোলে এসে মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করত আর মক্কার বালুকারাশি সূর্যের তাপে এমন হতো যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে ...তখন (কাফেররা এ সকল অসহায় গোলাম-বাদীদের) তাঁদের গায়ের পোষাক খুলে ফেলত। তাঁদেরকে লোহার বর্ম পরিধান করাত এবং তাদেরকে জ্বলন্ত সূর্যের উত্তাপে দগ্ধ করতো ...

দোররার আঘাতে আঘাতে তারা তাঁদের পিঠ ঝলসে দিত আর তাঁদেরকে নির্দেশ দিত যেন তাঁরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালমন্দ করে।

তাই শাস্তি যখন কঠিন আকার ধারণ করত আর তাঁরা তা বরদাশত করার শক্তি হারিয়ে ফেলতেন তখন তারা যা চাইতো তাই তাঁরা করতেন কিন্তু তাঁদের হৃদয় তখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে লেগে থাকত। কিন্তু হযরত বেলাল রাযি. ছিলেন তাদের ব্যতিক্রম। আল্লাহ তা'আলার পথে তাঁর প্রাণ তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হত।

উমাইয়া ইবনে খলফ ও তার নিষ্ঠুর সাথীরা তাঁকে শাস্তি প্রদানের অধিক দায়িত্ব পালন করেছে।

দোররার আঘাতে আঘাতে তাঁর পিঠকে ঝলসে দিত, আর তিনি বলতেন, আহাদ, আহাদ... আল্লাহ এক, আল্লাহ এক ...

তারা তাঁর বুকের উপর বিশাল পাথর চাপা দিত আর তিনি ডেকে ডেকে বলতেন, আহাদ, আহাদ... আল্লাহ এক, আল্লাহ এক

তারা তাঁকে অত্যন্ত কঠিন শাস্তি দিত আর তিনি চিৎকার করে বলতেন, আহাদ, আহাদ... আল্লাহ এক, আল্লাহ এক

তারা তাঁকে লাত ও উয্যার নাম নিতে উৎসাহিত করত আর তিনি আল্লাহ ও রাসূলের যিকির করতেন ...

তারা তাকে বলত, আমরা যেমন বলি তুমি তেমন বল

উত্তরে তিনি বলতেন, আমার জিহবা তা ভাল মনে করে না

তখন তারা শাস্তি প্রদানে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি প্রদান করত

শক্তিধর নাফরমান উমাইয়া ইবনে খল্‌ফ শাস্তি দিতে দিতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লে, মজবুত রশি তাঁর গলায় বাঁধত। তারপর তাঁকে নির্বোধ বালকদের নিকট সমর্পণ করত। তাদের নির্দেশ দিত ,তারা যেন তাঁকে নিয়ে মক্কার অলিতে গলিতে ঘুরে। বালি আর কংকরে ভরা উপত্যকায় টেনে নিয়ে যায়।

হযরত বেলাল রাযি. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে এ নির্যাতন নিপীড়নকে মধুময় মনে করতেন। আর অবিরাম উর্ধ্ব জগতের সঙ্গীত আবৃত্তি করতে থাকতেন। বলতেন, আহাদ... আহাদ... আহাদ আহাদ...

তিনি বারবার তা বলে নিস্পৃহ হতেন না। তিনি বারবার তা পাঠ করে পরিতৃপ্ত হতেন না।

*** *** ***

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. উমাইয়া ইবনে খলফের নিকট তাঁকে ক্রয় করার প্রস্তাব দিলেন। তখন উমাইয়া তাঁর দাম বাড়িয়ে দিল। সে ধারণা করেছিল যে, আবু বকর রাযি. তাকে এত মূল্য দিয়ে ক্রয় করবেন না...

ফলে তিনি তাঁকে নয় উকিয়া স্বর্ণ দ্বারা ক্রয় করলেন...

ক্রয়চুক্তি পরিপূর্ণ হয়ে গেলে উমাইয়া তাঁকে বলল, তুমি যদি তাকে শুধুমাত্র এক উকিয়ায় ক্রয় করতে তাহলে আমি তাকে বিক্রয় করে দিতাম।

তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বললেন, যদি তুমি তাঁকে একশত উকিয়া ছাড়া বিক্রয় না করতে, তাহলে আমি তাঁকে একশত উকিয়া দ্বারাই ক্রয় করতাম...

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি হযরত বেলাল রাযি. কে ক্রয়

করেছেন এবং নির্যাতনকারীদের হাত থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু বকর! আমাকেও শরীক করে নাও।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাঁকে আযাদ করে দিয়েছি।

*** *** ***

আল্লাহ তা'আলা মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করলে যাঁরা হিজরত করেছেন তাদের সাথে হযরত বেলাল রাযি.ও হিজরত করলেন...

হযরত বেলাল রাযি. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. ও হযরত আমের ইবনে ফিহির রাযি. একই গৃহে অবস্থান করেন। তাঁরা সবাই জ্বরে আক্রান্ত হন। হযরত বেলাল রাযি.-এর জ্বর একটু পড়লেই কণ্ঠ উঁচু করতেন এবং মিষ্টি স্বরে গেয়ে উঠতেন,

أَلا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَـــةً

بِفَخٍّ وَ حَوْلِي إِذْخَرٌ وَ جَلِيْلٌ

وَهَلْ أَرِدْنَ يَوْمــًا مــِيَاهَ مجَنَّـــة

وَهَلْ يَبْدُوْنَ لِي شَـــامَة وَ طَفِيْلٌ

হায় ! আমি যদি মক্কার বাইরে অবস্থিত ফাখ নামক স্থানে একটি রাত কাটাতাম। আর আমার পাশে থাকত ইযখির ও জালীল ঘাস।

হায়! যদি মক্কার অদূরে অবস্থিত মিজান্না জলাশয়ে যদি একদিন নামতে পারতাম। আমার সামনে কি আবার মক্কার শামাহ্ ও তাফীল পাহাড় উদ্ভাসিত হবে।

হযরত বেলাল রাযি. যদি মক্কা ও তার অলি-গলি আর মক্কার উপত্যকা ও পর্বতমালার প্রতি আকৃষ্ট হন, আবেগ তাড়িত হন তাহলে তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই ...

কারণ তিনি সেখানে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছেন...

সেখানে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নির্যাতনের স্বাদকে মধু রূপে উপভোগ করেছেন

সেখানে তিনি শয়তানের উপরে ও স্বীয় নফসের উপর বিজয় লাভ করেছেন ...

*** *** ***

হযরত বেলাল রাযি. মদীনায় কুরাইশদের নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে অবস্থান করলেন। তিনি তাঁর নবী ও হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অবসর হয়ে গেলেন।

তাই সকালে তিনি বেরিয়ে গেলে তাঁর সাথে বেরিয়ে যেতেন, সন্ধ্যায় তিনি ফিরে এলে তাঁর সাথে ফিরে আসতেন ...

তিনি নামায আদায় করলে তাঁর সাথে নামায আদায় করতেন, তিনি যুদ্ধ করলে তাঁর সাথে যুদ্ধ করতেন ...

এমনকি তিনি ছায়ার চেয়ে অধিক তার সাথে লেগে রইলেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় মসজিদ স্থাপন করলে যখন আযানের প্রচলন শুরু হল

তখন হযরত বেলাল রাযি. ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন হলেন। তিনি আযান দেয়া শেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে বলতেন,

حي على الصلوة ، حي على الفلاح

নামাযের দিকে এসো, সফলতার দিকে এসো

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর কামরা থেকে বেরিয়ে আসতেন আর হযরত বেলাল রাযি. তাঁকে আসতে দেখতেন তখন ইকামত শুরু করতেন।

*** *** ***

রাজা বাদশাহরা যে মহামূল্যবান বস্তুসমূহ সংরক্ষণ করেন তার থেকে তিনটি ছোট নেজা যখন হাবশার বাদশাহ রাসূলে আ'যম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপহার দিলেন, তখন রাসূল তার একটি নিজের জন্য রাখলেন। আরেকটি হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযি.কে দিলেন। আরেকটি হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.কে দিলেন

অতঃপর তিনি তাঁর নেজাটি হযরত বলাল রাযি.কে দিলেন। আর হযরত বেলাল রাযি. তা নিয়ে সারা জীবন রাসূলের সামনে সামনে চলতেন...

দুই ঈদে ও ইস্‌তেসকার নামাযে তিনি তা বহন করে নিয়ে যেতেন। খোলা প্রান্তরে নামায হলে তিনি তা রাসূলের সামনে (সোতরা হিসেবে) প্রোথিত করতেন।

*** *** ***

হযরত বেলাল রাযি. মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বচোখে দেখেছেন, কীভাবে আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন এবং তাঁর বাহিনীকে সাহায্য করেছেন। তিনি সেই নাফরমানদের ধরাশায়ী হতে দেখেছেন যারা তাঁকে নির্মম ভাবে নির্যাতন ও নিপীড়ন করত

আবু জাহেল আর উমাইয়া ইবনে খলফকে ধরাশায়ী হতে দেখলেন। দেখলেন, মুসলমানদের তরবারী তাদেরকে আঘাতের পর আঘাত করছে আর নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানদের বর্শা তাদের রক্ত পান করছে।

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সবুজ অশ্বারোহী বাহিনীর শীর্ষে অবস্থান করে বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন তাঁর সাথে ছিলেন হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ রাযি.।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাবা মুয়ায্যমায় প্রবেশ করলেন তখন তিনজন ব্যক্তিই তাঁর সাথে ছিলেন।

তাঁরা হলেন হযরত উসমান ইবনে ত্বলহা রাযি., তিনি কাবা মুয়ায্যমার চাবি বহন করছিলেন।

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি., যিনি রাসূলুল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রিয় ব্যক্তিত্বের পুত্র।

হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ রাযি., যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়ায্যিন।

যখন যোহরের নামাযের সময় ঘনিয়ে এল তখন সমবেত হাজার হাজার মানুষ রাসূলে আ'যম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে রেখেছিল।

স্বেচ্ছায় বা অপারগ হয়ে কুরাইশের কাফেরদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েছে তারা সেই বিশাল জনসমাবেশকে দেখছিল

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ রাযি. কে ডাকলেন এবং কাবার উপরে উঠে তাওহীদের বাণীর ঘোষণা দিতে নির্দেশ দিলেন। হযরত বেলাল রাযি. তখন ঘোষণা দিলেন...

তাঁর সুউচ্চ আযানের ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল।

হাজার হাজার শির প্রসারিত হয়ে তাঁকে অবলোকন করতে লাগল। হাজার হাজার কণ্ঠ বিনয়-নম্রতার সাথে তাঁর পশ্চাতে পুণঃপুণঃ উচ্চারণ করতে লাগল।

আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে হিংসা তাদের অন্তরকে ছিড়ে ছিড়ে খাচ্ছিল। বিদ্বেষ তাদের হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করছিল।

হযরত বেলাল রাযি. যখন আযান দিতে দিতে এ কথায় পৌঁছলেন

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

তখন আবু জাহেলের মেয়ে জুয়ায়রা বলল, আমার আয়ুর শপথ! নিশ্চয় আল্লাহ আপনার আলোচনাকে সমুন্নত করেছেন

নামায আমরা আদায় করব, তবে আল্লাহর শপথ করে বলছি, যে আমাদের প্রিয়জনদের হত্যা করেছে আমরা তাকে মহব্বত করতে পারি না। তার পিতা বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল

খালেদ ইবনে উসাইদ বলল, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার পিতার প্রতি দয়া করেছেন। তাই তিনি এ দিনে উপস্থিত হননি। তার পিতা মক্কা বিজয়ের একদিন পূর্বে মরেছিল ...

হারেস ইবনে হিশাম বলল, হায় হায়! আমার এ কী হল!! আমি যদি বেলালকে কাবার উপর দেখার আগেই মরে যেতাম।

হাকাম ইবনে আবুল আস বলল, আল্লাহর শপথ করে বলছি, কাবার উপর দাঁড়িয়ে বনু জুমাহের গোলাম গাধার ন্যায় চিৎকার করছে, এটাতো ভয়াবহ বিপর্যয়!

তাদের সাথে আবু সুফিয়ান ইবনে হরব ছিল। সে বলল, তবে আমি কিছু বলব না

কারণ আমি যদি একটি শব্দও বলি তাহলে এই পাথর কণাটি তা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর নিকট পৌঁছে দিবে।

*** *** ***

সারা জীবন হযরত বেলাল রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আযান দিলেন।

আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কণ্ঠকে অনেক ভালবাসতেন যা আল্লাহর পথে নির্মমভাবে নিপীড়িত হয়েছে আর অবিরাম বলেছে, আহাদ... আহাদ...

রাসূলে আ'যম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইনতেকাল করলেন আর নামাযের সময় ঘনিয়ে এল, তখন হযরত বেলাল রাযি. আযানের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদরে আবৃত। তাঁকে তখনো দাফন করা হয়নি। আযান দিতে দিতে তিনি যখন–

أشهد أنَّ محمداًرَّسُـــولُ الله

পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন অশ্রুধারা তাঁর কণ্ঠ রোধ করে ফেলল... কণ্ঠস্বর গলায় আটকে গেল

মুসলমানগণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন।

এরপর হযরত বলাল রাযি. তিন দিন আযান দিলেন। আযান দিতে দিতে যখনই তিনি أشهد أنَّ محمداًرَّسُـــولُ الله -পর্যন্ত পৌঁছতেন অঝোরধারায় কাঁদতে থাকতেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর আযান দেয়ার যাতনা সহ্য করতে না পেরে তিনি খলীফা হযরত আবু বকর রাযি. এর নিকট আবেদন করলেন, যেন তাঁকে আযান দেয়ার দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয়া হয়।

তিনি আল্লাহর পথে জিহাদে বের হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং শামের সীমান্তে নিয়োজিত থাকতে চাইলেন।

তখন হযরত আবু বকর রাযি. তাঁর আবেদনে সাড়া দিলেন। তবে মদীনা ত্যাগের অনুমতি প্রদান করতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন... তখন হযরত বেলাল রাযি. বললেন, যদি আমাকে আপনি নিজের জন্য ক্রয় করে থাকেন তাহলে আটকে রাখুন...

আর যদি আমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আযাদ করে থাকেন তাহলে যার জন্য আমাকে আযাদ করেছেন তাঁর জন্য আমার পথ মুক্ত করে দিন।

হযরত আবু বকর রাযি. বললেন,আল্লাহর শপথ করে বলছি,আমি তোমাকে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ক্রয় করেছি...

আর তোমাকে শুধুমাত্র আল্লাহর পথেই আযাদ করে দিয়েছি।

তখন হযরত বেলাল রাযি. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর কারো জন্য আযান দিব না।

হযরত আবু বকর রাযি. বললেন, সেটা তোমার ইচ্ছে।

*** *** ***

মুসলমান মুজাহিদ বাহিনীর সাথে হযরত বেলাল রাযি. মদীনা থেকে চলে গেলেন এবং দামেস্কের নিকটবর্তী দারাইয়া নামক স্থানে অবস্থান করলেন।

হযরত উমর রাযি. শাম দেশে আসা পর্যন্ত তিনি আযান দেয়া থেকে বিরত রইলেন ...

দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর তিনি হযরত বেলাল রাযি.-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন।

হযরত উমর রাযি. তাঁকে খুব মহব্বত করতেন, অত্যন্ত সম্মান করতেন। এমনকি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর কথা তাঁর নিকট আলোচিত হলে তিনি বলতেন,

أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَ أَعْتَقَ سَيِّدَنَا (يعني بِلالا)

আবু বকর আমাদের মনিব, তিনি আমাদের মনিবকে আযাদ করেছেন। (অর্থাৎ বেলালকে)

হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ রাযি. দামেস্কে বসবাস করতে থাকলেন। অবশেষে তাঁর মৃত্যুর নির্ধারিত সময়টি ঘনিয়ে এল। তখন তাঁর সহধর্মীণী তাঁর পাশে বসে কাঁদতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন,

وَا حُزْناه ...

হায় দুঃখ-বেদনা !...

আর হযরত বেলাল রাযি. প্রত্যেক বার চোখ মেলে তাকাতেন আর উত্তরে বলতেন,

وَا فَرَحَاهَ...

হায় আনন্দ-উল্লাস!...

তারপর এ কথা বলতে বলতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

غَداً نَلْقى الأَحبَــةَ . . . مُحَمَّداً و صَحْبَه

غَداً نَلْقى الأَحِبَــة . . . مُحَمَّداً و صحْبَه

আগমীকাল প্রিয়জনদের সাথে... মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদের সাথে গিয়ে মিলিত হব।

আগমীকাল প্রিয়জনদের সাথে... মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদের সাথে গিয়ে মিলিত হব।

হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ আনসারী রাযি.

بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ أهلِ الَبْيت ، رحمَكُمُ اللهُ من أهْلِ البَيْت

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আহলে বাইতের পক্ষ থেকে
বরকত দান করুন এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাকে
আহলে বাইতের পক্ষ থেকে রহম করুন।

**হযরত হাবীব রাযি. ও তাঁর পরিজনের প্রশংসায়
রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম...**

হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ আনসারী রাযি.

যে গৃহের প্রতিটি খুঁটি থেকে ঈমানের সুবাস উত্থিত হয়...

যে গৃহের প্রত্যেক অধিবাসীর ললাট থেকে আত্মত্যাগ আর আত্মোৎসর্গের আভা প্রতিফলিত হয়

সেই গৃহে হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ আনসারী রাযি. জন্মলাভ করেন ও প্রতিপালিত হন।

*** *** ***

তাঁর পিতা হলেন হযরত যায়েদ ইবনে আসেম রাযি.। তিনি মদীনায় মুসলমানদের মাঝে অগ্রগামী ব্যক্তি ছিলেন। বাইআতে আকাবায় উপস্থিত সত্তরজন সাহাবীর একজন ছিলেন, যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'হাত ধরে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন আর তাঁর সাথে ছিলেন তার স্ত্রী ও দু' ছেলে।

তাঁর মাতা হলেন হযরত উম্মে উমারা রাযি.। তিনি সর্ব প্রথম মহিলা যিনি আল্লাহর দীনকে রক্ষার জন্যে, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষার জন্যে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন।

তাঁর ভাই হলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাযি.। তিনি উহুদের দিবসে তাঁর গর্দানকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গর্দানের সামনে, তাঁর বুককে রাসূলের বুকের সামনে রেখেছিলেন

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের ব্যাপারে বলেছেন,

بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ أهلِ الَبْيت ، رحمَكُمُ اللهُ من أهْلِ البَيْت

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আহলে বাইতের পক্ষ থেকে বরকত দান করুন এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আহলে বাইতের পক্ষ থেকে রহম করুন।

*** *** ***

যখন আল্লাহর নূর হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ আনসারী রাযি.-এর হৃদয়ে প্রবেশ করল তখন তিনি ছিলেন কোমল,সতেজ। তাই ঈমান তাঁর মাঝে আসন গেড়ে বসল।

তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল, তাই তিনি তাঁর পিতা-মাতা, খালা ও ভাইয়ের সাথে ইসলামের ইতিহাস সৃষ্টির জন্য সম্মানিত ও মর্যাদাবান সত্তর জনের অভিযাত্রী দলের সাথে মক্কায় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর ছোট হাতটি প্রসারিত করেছিলেন এবং রাতের অন্ধকারে আকাবার বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন।

সে দিন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট তাঁর পিতা মাতার চেয়েও অধিক প্রিয় হয়ে গেলেন ...

ইসলাম তাঁর নিকট তাঁর অন্তরের চেয়ে অধিক মূল্যবান হয়ে গেল।

*** *** ***

হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রাযি. বদরের যুদ্ধে উপস্থিত হতে পারেননি; কারণ তিনি তখন একেবারে ছোট ছিলেন।

উহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের মর্যাদাও তিনি অর্জন করতে পারেননি। কারণ তিনি তখনো অস্ত্র বহনের বয়সে পৌঁছেননি ...

তবে তিনি তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর সকল যুদ্ধে তাঁর ছিল পতাকা ও ইজ্জত

ছিল সম্মান ও মর্যাদা

ছিল আত্মোত্যাগ ও জীবনোৎসর্গ

তবে এ যুদ্ধগুলো বিশাল ও বিস্ময়কর হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে আরো বিশাল অবস্থানের জন্য কঠিন প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যার

আলোচনা তোমার নিকট করতে যাচ্ছি। যা তোমার হৃদয়কে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করবে যেমন নবুয়তের যুগ থেকে আমাদের এই যুগ পর্যন্ত কোটি কোটি মুসলমানের হৃদয়কে আলোড়িত করেছে।

যাঁর কাহিনী তোমাকে বিস্ময়াভিভূত করবে যেমন যুগের পর যুগ মুসলমানদের বিস্ময়াভিভূত করেছে।

তাহলে এসো আমরা তাঁর কঠিন ও অবিশ্বাস্য কাহিনীটি শুরু থেকেই শুনি।

*** *** ***

নবম হিজরীর কথা। ইসলাম তখন বেশ শক্তিশালী। তার ক্ষমতা তখন প্রচণ্ড। তার স্তম্ভ তখন প্রোথিত। তাই আরবদের প্রতিনিধি দলগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর সামনে ইসলামের ঘোষণা দিতে ও তাঁর নিকট আনুগত্যের বইয়াত গ্রহণ করতে জাযিরাতুল আরবের বিভিন্ন প্রান্ত হতে মদীনায় আসতে লাগল।

এ প্রতিনিধি দলগুলোর মাঝে বনু হানীফার প্রতিনিধি দলটি নজদের উঁচু অঞ্চল থেকে এসেছে।

*** *** ***

প্রতিনিধি দলটি মদীনার বাইরে তাদের উটগুলো বসিয়ে রাখল এবং তাদের একজনকে কাজাওয়ায় রেখে এল। তাকে মুসাইলামা ইবনে হাবীব হানাফী নামে ডাকা হয়। দলটি মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেল এবং তাঁর সামনে তার ও তার গোত্রের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্মান করলেন এবং তাদের সকলকে উপঢৌকন দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তাদের যে সাথীকে হাওদায় রেখে এসেছে তাকেও অনুরূপ দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

*** *** ***

প্রতিনিধি দলটি নজদে তাদের আবাসভূমিতে পৌঁছার পরপরই মুসাইলামা ইবনে হাবীব মুরতাদ হয়ে গেল। মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে লাগল, সে একজন প্রেরিত নবী, আল্লাহ তাকে বনু

হানীফার নিকট প্রেরণ করেছেন যেমনিভাবে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহকে কুরাইশের নিকট প্রেরণ করেছেন

বিভিন্ন কারণে তার গোত্রের লোকেরা তার পাশে এসে সমেবেত হতে লাগল। তার মাঝে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ছিল সাম্প্রদায়িকতা। এমনকি তাদের একজন বলল,

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا لَصادق وَ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ لَكَذَّابٌ ؛وَلكنَّ كَذَّابَ رَبِيْعَــةَ أَحَبُّ إِلَيَّ منْ صَادق مُضَرَ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সত্যবাদী আর মুসায়লামা মিথ্যাবাদী। কিন্তু রবীয়া গোত্রের মিথ্যাবাদী মুযার গোত্রের সত্যবাদীর চেয়ে অধিক উত্তম।

*** *** ***

মুসায়লামার বাহু মজবুত হয়ে গেলে ও তার নবুয়তের দাবীর বিষয়টি শক্তিশালী হয়ে গেলে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি পত্র লিখে পাঠাল। পত্রটি হল

من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله ، سلام عليك

أما بعد... فإني قد أشركت في الأمر معك ، و إن لنا نصف الأرض

ولقريش نصف الإرض ولكن قريشا قوم يعتدون.

আল্লাহর রাসূল মুসায়লামার পক্ষ হতে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের নিকট, তোমার উপর রহমত বর্ষিত হোক...

সালামের পর বলছি, তোমার সাথে আমাকে নবুওয়াতিতে শরীক করা হয়েছে। আমাদের জন্য অর্ধ-ভূমি আর কুরাইশের জন্য অর্ধ-ভূমি। তবে কুরাইশরা একটি সীমালজ্ঘলকারী সম্প্রদায়।

সে তার অনুগত ব্যক্তিদের মধ্য হতে দুজনের মাধ্যমে পত্রটি পাঠিয়ে দিল। মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পত্রটি পাঠ করা হলে তিনি লোক দু'জনকে বললেন, তোমরা কী বল?

তারা উত্তরে বলল, তিনি যেমন বলেছেন আমরাও তাই বলি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি দূতদের হত্যা করা হত তাহলে আমি তোমাদের শিরোচ্ছেদ করতাম।

তারপর তিনি মুসায়লামার নিকট একটি পত্র লিখলেন, পত্রটি হল...

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله إلي مسيلمة الكذاب...

السلام على من اتبع الهدى ، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হতে মিথ্যাবাদী মুসায়লামার নিকট...

যারা হিদায়াতের অনুসরণ করে তাদের উপর রহমত বর্ষিত হোক। সালামের পর বলছি... পৃথিবী আল্লাহর, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাঁকে ইচ্ছা তাকে তার উত্তরাধিকারী বানান। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য...

তারপর সেই লোক দু'জনের মাধ্যমে তিনি পত্রটি পাঠিয়ে দিলেন।

*** *** ***

মিথ্যাবাদী মুসায়লামার বাঁদরামি বৃদ্ধি পেল। অনিষ্টাচরণ ছড়িয়ে পড়ল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট একটি পত্র পাঠিয়ে তাকে তার ভ্রষ্টতা থেকে বিরত রাখতে ইচ্ছে করলেন। পত্র বয়ে নেয়ার জন্য আমাদের কাহিনীর বীর পুরুষ হযরত হাবীব ইবনে যায়েদকে আহবান করলেন।

তখন তিনি ছিলেন সজীব স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পরিপূর্ণ যুবক। মাথার তালু থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত তিনি একজন মু'মিন ব্যক্তি।

*** *** ***

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি অবিরাম চলতে লাগলেন। কোথাও বিশ্রাম নিলেন না। চড়াই-উতরাই পেরিয়ে তিনি ছুটে চললেন। অবশেষে নজদের উঁচু এলাকায় বনু হানীফার বস্তিতে গিয়ে পৌঁছলেন এবং মুসায়লামাকে পত্রটি দিলেন।

পত্রের বক্তব্য বুঝা মাত্রই হিংসা আর বিদ্বেষে মুসায়লামার বুক ফুলে উঠল। তার কুৎসিত হলুদ চেহারার রেখায় রেখায় বিশ্বাসঘাতকতা আর কুচিন্তা ফুটে উঠল। সে হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রাযি. কে বন্দী করার ও পরদিন সকালে তার নিকট নিয়ে আসার নির্দেশ দিল।

পরদিন সকালে মুসায়লামা তার মজলিসের মাঝে গিয়ে বসল। তার ডানে বামে তার বিভ্রান্ত অনুসারীদের শীর্ষ ব্যক্তিরা বসল। সে সাধারণ লোকদেরকেও প্রবেশের আনুমতি প্রদান করল। তারপর হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রাযি.-কে আনার হুকুম দিল। তিনি শিকলাবদ্ধ অবস্থায় ধীরে ধীরে এলেন।

*** *** ***

হিংসায় ভরা সমেবেত লোকগুলোর মাঝে হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রাযি.আত্মমর্যাদা নিয়ে শির উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। দক্ষ কারিগরের হাতে তৈরী মজবুত নিখুঁত সামহারী বর্শার ন্যায় সবার মাঝে সটান দাঁড়িয়ে রইলেন।

মুসায়লামা তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল?

তিনি বললেন, হ্যাঁ...আমি সাক্ষ্য দেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

তখন মুসায়লামা ক্রোধে ফেঁটে পড়ে বলল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও, আমি আল্লাহর রাসূল?

তখন হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রাযি. কঠিনভাবে তিরস্কার করে বললেন, আমার দু'কানে বধিরতা রয়েছে। আমি তোমার কথা শুনি না।

মুসায়লামার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। ক্রোধে ঠোট দু'টি কেঁপে উঠল। জল্লাদকে বলল, তার শরীরের একটি অংশ কেটে ফেল।

তখন জল্লাদ তরবারী দ্বারা আঘাত করল এবং তার শরীরের একঠি অংশ কেটে ফেলল। আর তা মাটিতে গড়িয়ে পড়ল

তারপর মুসায়লামা তাঁকে সেই প্রশ্নই করল। বলল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল?

তিনি বললেন, হ্যাঁ...আমি সাক্ষ্য দেই ,মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

মুসায়লামা বলল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও , আমি আল্লাহর রাসূল?

হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রাযি. বললেন, আমি তোমাকে বলেছি, আমার দু'কানে বধিরতা রয়েছে । আমি তোমার কথা শুনি না।

তখন মুসায়লামা তাঁর শরীর থেকে আরেকটি অংশ কেটে ফেলতে নির্দেশ দিল। তাঁর শরীর থেকে আরেকটি অংশ কাটা হল। তা মাটিতে গড়িয়ে পূর্বের কাটা অংশটির পাশ গিয়ে স্থির হল। সমবেত লোকেরা বিস্ফোরিত নেত্রে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে। তারা তাঁর প্রতিজ্ঞা ও জেদি মনোভাবের কারণে অবাক, হতবুদ্ধি।

এভাবেই মুসায়লামা জিজ্ঞেস করছে, জল্লাদ কাটছে আর হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রাযি. বলছেন,

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

অবশেষে তাঁর শরীরের প্রায় অর্ধেক অংশ কর্তিত অবস্থায় মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইল আর অর্ধেক অংশ একটি বড় টুকরার আকার ধারণ করে তার সাথে কথা বলতে থাকল

তারপর তাঁর প্রাণবায়ু উড়ে গেল আর তার পবিত্র ওষ্ঠাধরে লেগে রইল নবীর নাম, যাঁর হাতে তিনি আকাবার রাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন ...

লেগে রইল আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম।

*** *** ***

হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রাযি. এর শাহাদাতের সংবাদ তাঁর মায়ের নিকট পৌঁছল। তিনি তাঁর দুঃখ-বেদনাকে বক্ষেই ধারণ করলেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট তার বিনিময় কামনা করলেন।

ইয়ামামার যুদ্ধের দিবসে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. মিথ্যাবাদী মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একটি বাহিনী তৈরী করলেন ও তার পতাকা হযরত খালেদ সাইফুল্লাহ রাযি.-এর হাতে তুলে দিলেন।

এ বীর যোদ্ধা বাহিনীর সাথে মিলিত হলেন হযরত হাবীব ইবনে যায়েদের মাতা ও তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ তাঁরা আল্লাহর রাহে জিহাদের ইচ্ছে করে বের হয়েছেন।

তাঁদের ইচ্ছা, তাঁরা আল্লাহর শত্রু ও হযরত হাবীব ইবনে যায়েদের শত্রু থেকে প্রতিশোধ নিবেন।

*** *** ***

ইয়ামামার প্রচণ্ড উত্তাপের দিবসে হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ আনসারী রাযি. এর মাতাকে দেখা গেল, তিনি ক্ষিপ্ত বাঘিনীর ন্যায় ব্যূহ ভেদ করে চিৎকার করতে করতে ছুটে যাচ্ছেন

আল্লাহর শত্রু কোথায় ?

আল্লাহর শত্রুকে আমায় দেখিয়ে দাও

তিনি তার নিকট পৌঁছে তাকে মাটিতে ধরাশায়ী দেখতে পেলেন।

দেখতে পেলেন, তার রক্ত পান করে মুসলমানদের তরবারী আগেই তৃষ্ণা দূর করেছে।

ফলে তাঁর হৃদয় মুগ্ধ হল

তাঁর চোখ শীতল হল

আর কেনইবা মুগ্ধ ও শীতল হবে না?

আল্লাহ তা'আলা কি তাঁর মুত্তাকী-পরহেযগার পূণ্যবান ছেলের হতভাগ্য যালিম হন্তা থেকে প্রতিশোধ নেননি ?

হ্যাঁ, অবশ্যই নিয়েছেন

তাদের প্রত্যেকেই তাদের রবের নিকট ফিরে গেছে কিন্তু

একদল জান্নাতে ফিরে গেছে ...

আরেকদল জাহান্নামে ফিরে গেছে ...

সমাপ্ত

যে সকল সাহাবায়ে কেরামের বিরল বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী নিয়ে এই কিতাব

- হযরত ওসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি.
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.
- হযরত নু'মান ইবনে মুকাররিন রাযি.
- হযরত সুহাইব রুমী রাযি.
- হযরত আবু দারদা রাযি.
- হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাযি.
- হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি.
- হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি.
- হযরত উমাইর ইবনে সা'দ রাযি.
- হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.
- হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি.
- হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস রাযি.
- হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.
- হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.
- হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী রাযি.
- হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ রাযি.
- হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ আনসারী রাযি.

ISBN : 984-70250-0005-6
9 847025 000056

প্রকাশনায়
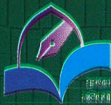
মুমতায লাইব্রেরী
মাকতাবাতুল আশরাফ-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পরিবেশনায়

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

صور من حياة الصحابة

সাহাবা জীবনের বিরল বিচিত্র
বিস্ময়কর ঘটনাবলী

আলোর কাফেলা

তৃতীয় খণ্ড

ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ.

সাহাবা জীবনের বিরল বিচিত্র বিস্ময়কর ঘটনাবলী

আলোর কাফেলা

তৃতীয় খণ্ড

সাহাবা জীবনের বিরল বিচিত্র বিস্ময়কর ঘটনাবলী

আলোর কাফেলা

তৃতীয় খণ্ড

মূল

ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা রহ.

বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ

অনুবাদ

মাওলানা নাসীম আরাফাত

শিক্ষক, জামিয়া শারইয়্যাহ, মালিবাগ, ঢাকা

মাওলানা মাসঊদুয যামান শহীদ

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৮৮-০২-৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net

ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.net

আলোর কাফেলা তৃতীয় খণ্ড

মূল ঃ ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ.

অনুবাদ ঃ মাওলানা নাসীম আরাফাত
মাওলানা মাসউদুয যামান শহীদ

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

প্রকাশকাল
শাবান ১৪৩৪ হিজরী
জুন ২০১৩ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN :978-984-8950-30-2

মূল্য ঃ একশত ষাট টাকা মাত্র

ALOR KAFELA - 3rd Part
By: Dr. Abdur Rahman Rafat Pasha Rh.
Translated by: Mawlana Nasim Arafat
Mawlana Masuduz Zaman Shahid
Price: Tk. 160.00 US$ 10.00

ইনতিসাব

যুগ যুগ ধরে সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যে সকল আত্মত্যাগী মর্দে মুমিন নিজে আল্লাহর পথে চলেছেন এবং অন্যান্য সকল মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে সর্বাত্মক আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি।

- প্রকাশক

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

হজ্জের সময় বাইতুল্লাহ শরীফের দক্ষিণে অবস্থিত ছোট একটি লাইব্রেরী থেকে 'সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবাহ' নামক একটি চমৎকার কিতাব ক্রয় করি। নামায, তাওয়াফ, তিলাওযাত ও হজ্জের অন্যান্য কার্যাদির ফাঁকে ফাঁকে যখনই একটু অবসর পেতাম কিতাবটি নিয়ে বসে যেতাম, এমনকি মিনা, আরাফাহ ও মুজদালিফার ব্যস্ততম দিনগুলোতেও কিতাবটি সাথে রেখেছি এবং সামান্য সুযোগেও সেটা পড়ার চেষ্টা করেছি।

কিতাবটি আমার এতই পছন্দ হয়েছে যে, মদীনা শরীফে যখন এই একই কিতাব মক্কা শরীফের চেয়ে দশ রিয়াল কমে পেলাম, তখন এক স্নেহাস্পদকে হাদীয়া দেয়ার জন্য এর আরেকটি কপি ক্রয় করলাম। এই পবিত্র সফরে অনেক মুরুব্বীকেও এর বিভন্নি জায়গা থেকে অনুবাদ করে শুনিয়েছি। তাঁরা সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন এবং বঙ্গানুবাদের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু নিজের অযোগ্যতার দরুন কখনোই এ দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেয়ার হিম্মত হয়নি।

পরবর্তীতে যখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও অনুবাদক বন্ধুবর মাওলানা নাসীম আরাফাতের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা হলো তখন তিনি অনুবাদ করার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং বললেন, এই কিতাবটি অনেক আগেই আমি পড়েছি, এর কিছু কিছু অংশের অনুবাদ করে বিভিন্ন পত্রিকায়ও ছাপিয়েছি; এ কিতাবের প্রতি আমারও খুবই আগ্রহ আছে। তিনি অনুবাদের দায়িত্ব নিলেন এবং মূল কিতাবের এক তৃতীয়াংশের অনুবাদ করে আমাকে পৌঁছালেন। আমি তা অনেকটা যাদুগ্রস্তের মতোই খুব অল্প সময়ে পড়ে ফেললাম। আমার মনে হলো অনুবাদ মূলের মত সাবলিল ও সুন্দর হয়েছে। তাই খুবই যত্নের সাথে এর প্রচ্ছদ ও মুদ্রণের কাজ শুরু করলাম। পাঠকমাত্রই এই যত্নের ছাপ অনুভব করবেন ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য মূল আরবী কিতাবটি মোট সাত খণ্ড কিন্তু বড় এক ভলিউমে বাধাই করা। আমরা আমাদের পাঠকদের সামর্থ্য ও রুচিবোধ বিবেচনা করে অনুবাদকে তিন খণ্ডে প্রকাশ করার পরিকল্পনা নিয়েছি। যাতে বহন ও পাঠ করা সহজ হয়। অবশ্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড একত্রে সমগ্র আকারেও আমরা কিতাবটি প্রকাশ করেছি।

ছাব্বিশজন সাহাবীর জীবনের বিরল, বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী নিয়ে আলোর কাফেলা-এর তৃতীয় খণ্ড এখন আপনাদের হাতে।

প্রথম খণ্ড প্রকাশের দীর্ঘদিন পর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের ইচ্ছা ছিল তৃতীয় খণ্ডের জন্য পাঠককে অপেক্ষার কষ্ট করতে হবে না। কিন্তু তৃতীয় খণ্ডের জন্য আরো দীর্ঘদিন অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে, যা আমাদের কোনভাবেই কাম্য ছিলো না। এজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

তৃতীয় খণ্ডের প্রায় এক তৃতীয়াংশের অনুবাদ করেছেন তরুণ আলেম জনাব মাওলানা মাসউদুয যামান শহীদ। আল্লাহপাক সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

প্রচ্ছদ, অঙ্গসজ্জা সুন্দর ও বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিবো ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ পাক আমাদের জীবনকেও তাঁর প্রিয়নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রিয় সাহাবীদের জীবনের ছাঁচে ঢেলে সাজানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

যেসকল সাহাবায়ে কেরামের ঘটনাবলী নিয়ে
আলোর কাফেলা-এর প্রথম খণ্ড

হযরত সাঈদ ইবনে আমের জুমাহী রাযি.
হযরত তুফাইল ইবনে আমর দাউসী রাযি.
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী রাযি.
হযরত উমাইর ইবনে ওহাব রাযি.
হযরত বারা ইবনে মালেক আনসারী রাযি.
হযরত উম্মে সালামা রাযি.
হযরত সুমামা ইবনে উসাল রাযি.
হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাযি.
হযরত আমর ইবনে জমূহ রাযি.
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাস রাযি.
হযরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ রাযি.
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.
হযরত সালমান ফারসী রাযি.
হযরত ইকরামা ইবনে আবু জাহেল রাযি.
হযরত যায়দুল খাইর রাযি.
হযরত আদী ইবনে হাতেম তাঈ রাযি.
হযরত আবুযর গিফারী রাযি.
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাযি.
হযরত মাজযাআ ইবনে সাউর রাযি.

যেসকল সাহাবায়ে কেরামের ঘটনাবলী নিয়ে **আলোর কাফেলা**-এর দ্বিতীয় খণ্ড

হযরত ওসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.

হযরত নু'মান ইবনে মুকাররিন রাযি.

হযরত সুহাইব রুমী রাযি.

হযরতআবু দারদা রাযি.

হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাযি.

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি.

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি.

হযরত উমাইর ইবনে সা'আদ রাযি.

হযরত উমাইর ইবনে সা'দ রাযি.

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.

হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি.

হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস রাযি.

হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.

হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী রাযি.

হযরত বেলাল ইবনে বারাহ রাযি.

হযরত হাবীব ইবনে যয়েদ আনসারী রাযি.

লেখকের দু'আ

হে আল্লাহ!

আমি আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে গভীরভাবে সততার সাথে ভালবেসেছি। সুতরাং কিয়ামত দিবসে তাদের যে কোন একজনের নিকট আপনি আমাকে সমর্পণ করুন।

হে আরহামুর রাহেমীন!

আপনি জানেন, আমি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্যই তাদেরকে ভালবেসেছি।

- আবদুর রহমান রাফাত পাশা

সূচীপত্র

হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত রাযি.

رَحِمَ اللّٰهُ خَبَّابًا فَقَدْ أَسْلَمَ رَاغِبًا،

وَهَاجَرَ طَائِعًا وَعَاشَ مُجَاهِدًا

_علی بن أبی طالب

হে আল্লাহ! খাব্বাবের প্রতি রহম করুন।

তিনি আগ্রহভরা হৃদয় নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

অনুগত হয়ে হিজরত করেছেন।

জিহাদ করে জীবন কাটিয়েছেন।

– আলী ইবনে আবু তালেব রাযি.

হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত রাযি.

খুজাই বংশের মহিলা উম্মে আনমার মক্কায় অবস্থিত দাস-দাসী বিক্রয়কারীদের বাজারে গেল।

কারণ সে নিজের জন্য একটি গোলাম ক্রয় করতে ইচ্ছে করেছে, যার খিদমত দ্বারা উপকৃত হবে আর তার কর্মের ফলাফল সে ভোগ করবে। বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত গোলামদের চেহারায় অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। ফলে সে একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালককে নির্বাচন করল। সে তার শারীরিক সুস্থতার মাঝে ও চেহারায় বিকশিত সম্ভ্রান্তের আলামত সমূহের মাঝে এমন কিছু দেখতে পেল যা তাকে ক্রয় করতে উৎসাহিত করল। তাই সে মূল্য পরিশোধ করে তাকে নিয়ে চলে এল...

পথে উম্মে আনমার বালকটির দিকে তাকিয়ে বলল,

হে বালক! তোমার নাম কি?

বালক বলল, খাব্বাব।

উম্মে আনমার বলল, তোমার পিতার নাম কি?

বালক বলল, আরাত

উম্মে আনমার বলল, তুমি কোত্থেকে এসেছো?

বালক বলল, নজদ থেকে।

উম্মে আনমার বলল, তাহলে তুমি আরব?

বালক বলল, হ্যাঁ... আমি বনু তামীম গোত্রের।

উম্মে আনমার বলল, কে তোমাকে মক্কায় গোলাম বিক্রয়কারীদের হাতে পৌঁছে দিয়েছে?!!

বালক বলল, আরবের এক কবিলা আমাদের পল্লীতে আক্রমণ করেছে। তারা গৃহপালিত পশু নিয়ে গেছে। নারীদের বন্দী করেছে। ছেলে সন্তানদের ধরে নিয়ে গেছে। যেসব বালকদের ধরে নিয়ে গেছে আমি ছিলাম তাদের একজন। তারপর হাত বদল হতে লাগল। অবশেষে

আমাকে মক্কায় নিয়ে আসা হল। আর আমি আপনার হাতে এসে পৌঁছলাম।

* * *

উম্মে আনমার তার গোলামকে মক্কার এক কর্মকারের নিকট পাঠিয়ে দিল যেন সে তাকে তরবারী তৈরী করা শিখিয়ে দেয়। গোলামটি অতি দ্রুত তরবারী তৈরী করতে দক্ষ হয়ে গেল। এবং চমৎকার পারদর্শী হয়ে গেল।

খাব্বাবের বাহু শক্তিশালী হলে, তার দেহ মজবুত হলে উম্মে আনমার তার জন্য একটি দোকান ভাড়া করল এবং তার জন্য কিছু আসবাব পত্র ক্রয় করে দিল এবং তরবারী তৈরী করার ক্ষেত্রে তার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ফল লাভ করতে লাগল।

* * *

কিছুদিন যেতে না যেতেই মক্কায় খাব্বাব প্রসিদ্ধি লাভ করল। লোকেরা তার তরবারী ক্রয় করতে আসতে লাগল। কারণ সে মজবুত করে তরবারী তৈরী করা, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার গুণে সজ্জিত ছিল।

* * *

বয়সের স্বল্পতা সত্ত্বেও খাব্বাব জ্ঞানী ব্যক্তিদের জ্ঞান ও বৃদ্ধদের প্রজ্ঞায় সুষমামণ্ডিত ছিল।...

কাজ থেকে অবসর হয়ে একাকী হলে প্রায়ই সে এই জাহেলী সমাজকে নিয়ে চিন্তা করতো যা পায়ের তলা থেকে মাথার তালু পর্যন্ত ফিৎনা-ফাসাদে ডুবে গেছে।

আরবদের জীবনকে যে অন্ধ বিভ্রান্তি ও ঘোর অজ্ঞতা আচ্ছন্ন করেছে তা তাকে শঙ্কিত করত। আর তিনি নিজেই তার নিপীড়নের শিকার।...

আর বলত, নিশ্চয় এ রাতের শেষ রয়েছে।...

আর দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা করত যেন স্বচোখে অন্ধকারের অবসান আর আলোর উত্থান দেখতে পায়।

* * *

খাব্বাবের অপেক্ষা বেশী দীর্ঘ হল না। তার নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, বনু হাশেমের এক যুবকের মুখ থেকে নূরের রেখা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাকে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ নামে ডাকা হয়।

সে তার নিকট গেল। তাঁর কথা শুনল। তাঁর আলোকময়তা তাকে বিমোহিত করল। তাঁর ঔজ্জ্বল্য তাকে আচ্ছন্ন করল। তাই সে তাঁর নিকট হাত প্রসারিত করল এবং সাক্ষ্য দিল,

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রাসূল।

ফলে তিনি ছয়জনের ষষ্ঠ ব্যক্তি হলেন যাঁর পৃথিবীর বুকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাই বলা হয়, হযরত খাব্বাবের (রাযি.)-এর জীবনে এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে যে তখন তিনি ছিলেন ইসলামের এক ষষ্ঠাংশ।...

* * *

খাব্বাব রাযি. তাঁর ইসলাম গ্রহণ করাকে কারো থেকে লুকিয়ে রাখলেন না। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর সংবাদ উম্মে আনমারের নিকট পৌঁছল। উম্মে আনমার ক্রোধে জ্বলে উঠল। আক্রোশে ফেটে পড়ল। তার ভাই সিবা ইবনে আব্দুল উযযাকে সাথে নিল। আর তাদের সাথে খুজাআ গোত্রের একদল যুবক এসে মিলিত হল। তারপর তারা সবাই খাব্বাবের নিকট গেল। তারা তাঁকে নিজ কাজে ব্যস্ত পেল। তখন সিবা তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। বলল, আমাদের নিকট তোমার ব্যাপারে একটি সংবাদ পৌঁছেছে আমরা তা সত্য মনে করিনি।

খাব্বাব রাযি. বললেন, তা কি?

সিবা বলল, একথা প্রচার করা হচ্ছে যে, তুমি বেদ্বীন হয়ে গেছো এবং বনু হাশেমের যুবকের অনুসরণ করছো।

খাব্বাব রাযি. শান্তকণ্ঠে বললেন, আমি তো বেদ্বীন হইনি। আমি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। তাঁর কোন শরীক নেই।... আর আমি তোমাদের মূর্তিগুলোকে ত্যাগ করেছি। আর সাক্ষ্য দিয়েছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল...

খাব্বাবের কথাগুলো সিবা ও তার সাথীদের কর্ণ স্পর্শ করতে না করতেই তারা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা তাকে হাত দিয়ে মারতে লাগল। পা দিয়ে আঘাত করতে লাগল। হাতুড়ি লোহার টুকরা যা পেল তাই তাঁর দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগল...

ফলে তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আর তাঁর শরীর থেকে রক্ত ঝড়তে লাগল।

* * *

শুষ্ক তৃর্ণলতায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার ন্যায় দ্রুত খাব্বাব রাযি. ও তার মনিবের মাঝে ঘটে যাওয়া ঘটনার সংবাদ মক্কায় ছড়িয়ে পড়ল।

খাব্বাব রাযি. এর সাহসিকতায় লোকেরা হতবাক হল। কারণ তারা ইতিপূর্বে শুনেনি যে, কেউ মুহাম্মাদের অনুসারী হয়ে এ ধরণের স্পষ্টতা আর চ্যালেঞ্জের সাথে তার ইসলামের কথা মানুষের মাঝে ঘোষণা করেছে।

খাব্বাব রাযি. এর ব্যাপারটিতে কুরাইশের বর্ষীয়ানরা আন্দোলিত হল... কারণ তাদের অন্তরে একথা উদয় হলো যে, উম্মে আনমারের গোলামের মত কোন গোলাম যার কোন আত্মীয় নেই যারা তাকে হেফাজত করবে। যার কোন বংশ নেই যারা তাকে রক্ষা করবে ও আশ্রয় দিবে। সে এতটুকু সাহস পাবে যে, মনিবের অবাধ্য হবে। তার উপাস্যদের উচ্চ কণ্ঠে গালমন্দ করবে। তার পিতামহ আর পূর্বপুরুষদের নির্বোধ বলবে।... আর তারা নিশ্চিত হয়ে গেল যে, এ দিনের পর আরো দিন রয়েছে...

কুরাইশরা তাদের আশঙ্কায় ভুলে ছিল না। খাব্বাব রাযি. এর দু:সাহসিকতা তাঁর অনেক সাথীকে উদ্বুদ্ধ করল যেন তারা তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথাও প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। ফলে তাঁরা একের পর এক সত্যের কালিমা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে লাগলেন।

* * *

কুরাইশের সরদাররা কাবার নিকটে সমবেত হল। তাদের নেতৃত্বে রয়েছে আবু সুফিয়ান ইবনে হরব, ওলীদ ইবনে মুগীরা, আবু জাহেল ইবনে

হিশাম। তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করল। তারা দেখল, দিনের পর দিন, মুহূর্তের পর মুর্হূত তার বিষয়টি বেড়েই চলছে...

তাই তারা ফোঁড়াটিকে বড় হওয়ার আগেই কেটে ফেলতে ইচ্ছে করল। তারা সিদ্ধান্ত করল, প্রত্যেক কবিলা তাদের মাঝে বিদ্যমান তার অনুসারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদেরকে নির্মম শাস্তি দিবে। যেন তারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করে অথবা মৃত্যু বরণ করে।

* * *

সিবা ইবনে আব্দুল উযযা ও তার গোত্রের উপর খাব্বাব রাযি. কে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব নিপতিত হল...

তাই দুপুরে তাপের তীব্রতা বেড়ে গেলে, সূর্যের আলো মাটিকে জ্বালিয়ে তুললে তারা তাকে নিয়ে মক্কার পাথুরে অঞ্চল বাত্হায় যেত, তার শরীর থেকে কাপড় খুলে ফেলত, তাকে লৌহ্ বর্ম পড়াত আর তাকে পানি দিত না। অত:পর কষ্ট যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছত তখন তারা তাঁর নিকট এসে বলত।

মুহাম্মাদের ব্যাপারে তুমি কী বল?

তিনি বলতেন, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তিনি সত্য ও হিদায়াতের ধর্ম নিয়ে আমাদের মাঝে এসেছেন, আমাদেরকে ঘোর অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য...

তখন তারা তাকে কঠিনভাবে প্রহার ও মুষ্ট্যাঘাত করত তারপর বলত, লাত আর উযযার ব্যাপারে তুমি কী বল?

তিনি বলতেন, তারা দু'টি মূর্তি। মূক, বধির। কোন ক্ষতি করতে পারে না। কোন উপকারও করতে পারে না।

তখন তারা জ্বলন্ত পাথর নিয়ে আসত এবং তার পিঠে চেপে ধরত এবং পিঠের চর্বি প্রবাহিত হওয়া পর্যন্ত তা এ অবস্থায়ই থাকত।

* * *

খাব্বাবের ব্যাপারে উম্মে আনমার তার ভাই সিবার চেয়ে কম নিষ্ঠুর

ছিল না। একদা সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার দোকানের পাশ দিয়ে যেতে ও তাঁর সাথে কথা বলতে দেখল। তখন সে তা দেখে একেবারে পাগল হয়ে গেল।

একদিন পরপর সে খাব্বাবের নিকট আসত। তার ভাটা থেকে জ্বলন্ত লোহা তুলে নিত এবং তা তার মাথায় রাখত। ফলে তার তাঁর মাথা পুড়ে ধোঁয়া বের হত আর তিনি অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়তেন। আর তিনি তখন তার ও তার ভাইয়ের জন্য বদ দু'আ করতেন।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবীদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন তখন খাব্বার (রাযি) হিজরতের জন্য প্রস্তুতি নিলেন।

তবে উম্মে আনমারের ব্যাপারে তার বদদু'আ কবুল করার পরই তিনি মক্কা ত্যাগ করলেন...

উম্মে আনমার এমন ভয়াবহ মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হল যার ব্যথার মত ব্যথার কথা কখনো শুনা যায়নি। তাই সে মাথার ব্যথার কারণে কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করত...

তার সন্তানরা সব জায়গায় তার জন্য চিকিৎসকের সন্ধান করল। তখন তাদের বলা হল, যদি তার মাথায় আগুনে উত্তপ্ত লৌহ খণ্ড দ্বারা বারবার দাগ দেয়া যায়, তাহলেই সে তার মাথা ব্যথা থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারবে ...

তাই সে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা তার মাথায় দাগ দিতে লাগল; তখন সে দাগ দেয়ার মাধ্যমে এমন কষ্ট পেত যা তাকে তার মাথা ব্যথার বেদনার কথা ভুলিয়ে দিত...

* * *

মদীনায় খাব্বাব রাযি. আনসারদের আতিথেয়তায় প্রশান্তির স্বাদ উপলব্ধি করলেন যা থেকে তিনি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত বঞ্চিত ছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈকট্যে তার চোখ শীতল হল। কোন কিছু তা মলিন করল না। কোন কিছু তার স্বচ্ছতাকে কলুষিত করল না।

তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। তার পতাকাতলে যুদ্ধ করলেন...

তিনি তার সাথে উহুদ যুদ্ধে গেলেন আল্লাহ তাঁর চোখকে সিক্ত করলেন। তিনি উম্মে আনমারের ভাই সিবা ইবনে আব্দুল উয্যাকে দেখতে পেলেন, সে আসাদুল্লাহ হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের হাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে...

তার জীবন দীর্ঘ হল। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চার খলীফার শাসনামল পেলেন। তিনি তাদের তত্ত্বাবধানে ইজ্জত-সম্মান ও সুখ্যাতির সাথে জীবন কাটালেন।

* * *

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.-এর শাসনামলে একদিন তিনি তার নিকট গেলেন। হযরত উমর রাযি. তাকে উঁচু স্থানে আসন দিলেন। অত্যন্ত নিকটে তাকে বসালেন। তারপর তাঁকে বললেন, এ মজলিসে বিকালের পর আপনি ছাড়া আর কেউ বসার অধিকার রাখে না।

অতঃপর মুশরিকদের দেয়া নির্যাতনের নির্মমতা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি তার উত্তর দিতে লজ্জা বোধ করলেন...

তারপর পীড়াপীড়ি করলে তিনি তার পিঠ থেকে কাপড় সরালেন। ফলে হযরত উমর রাযি. যা দেখলেন তাতে চমকে উঠলেন। বললেন, তা কীভাবে হয়েছে? খাব্বাব রাযি. বললেন, মুশরিকরা আমার জন্য লাকড়ি জ্বালিয়েছে তারপর তা যখন জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত হয়েছে আমার দেহ থেকে কাপড় খুলে ফেলেছে এবং আমাকে তার উপর দিয়ে টেনেছে। এভাবে আমার পিঠের হাড় থেকে গোশত খসে পড়েছে। আমার শরীর থেকে ঝরে পড়া রক্তই সেই আগুনকে নিভিয়েছে।

* * *

হযরত খাব্বাব রাযি. তার জীবনের শেষ অধ্যায়ে দারিদ্রের জীবন যাপন করার পর স্বচ্ছল হলেন। যে স্বর্ণ ও চাঁদি তিনি স্বপ্নেও দেখতেন না তার মালিক হলেন...

তবে তিনি তার সম্পদ এমনভাবে খরচ করলেন যা কারো হৃদয়ে উদয় হয়নি

তিনি তাঁর দিরহাম ও দিনারগুলো ঘরের এমন এক স্থানে রেখে দিলেন যে স্থানটি ফকীর-মিসকিন আর মুহতাজ ব্যক্তিরা চিনে।

তা লুকিয়ে রাখলেন না। তাতে কোন তালাও লাগালেন না। তাই তারা তার বাড়িতে আসত এবং চাওয়া বা অনুমতি নেয়া ছাড়াই তা থেকে ইচ্ছেমতো নিয়ে যেত।

এতদসত্ত্বেও তিনি এ সম্পদের হিসাবের ভয় করতেন এর এর কারণে শাস্তির ভয় করতেন।

* * *

তাঁর একদল সঙ্গী বলেছেন–

তিনি মৃতরোগে আক্রান্ত হলে আমরা তার নিকট গেলাম তখন তিনি বললেন,

এ স্থানে আশি হাজার দেরহাম রয়েছে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি কখনো তা (অর্থের থলিটি) দাড়ি দিয়ে বেঁধে রাখনি। কখনো তা থেকে কোন প্রার্থনাকারীকে ফিরিয়ে দেইনি। তারপর তিনি কেঁদে ফেললেন।...

তখন সঙ্গীরা তাঁকে বললেন, আপনি কাঁদছেন কেন?

তিনি বললেন, আমার কান্নার কারণ হল, আমার সঙ্গী সাথীরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয় চলে গেছে আর তারা এ দুনিয়ায় তাদের বিনিময়ের কিছুই পায়নি। আর আমি তাদের পশ্চাতে রয়ে গেছি আর এ সম্পদ অর্জন করেছি যা আমার সেই আমলসমূহের বিনিময় হওয়ার ভয় করছি...

* * *

হযরত খাব্বাব রাযি. তাঁর রবের সান্নিধ্যে চলে গেলে আমীরুল মু'মিনীন আলী ইবনে আবু তালেব রাযি. তাঁর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন,

আল্লাহ তা'আলা খাব্বাবের প্রতি রহম করুন। তিনি আগ্রহভরা হৃদয় নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অনুগত হয়ে হিজরত করেছেন। জিহাদ করে করে জীবন কাটিয়েছেন।

হযরত রবী ইবনে যিয়াদ হারেসী রাযি.

مَاصَدَقَنِيْ أَحَدٌ مُنْذُ اسْتُخْلِفْتُ

كَمَا صَدَقَنِيْ الرَّبِيْعُ بْنُ زِيَادٍ

-عمر بن الخطاب رضى الله عنه

খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর রবী ইবনে যিয়াদ
আমার সাথে যেভাবে সত্য কথা বলেছে
সেভাবে আর কেউ বলেনি।

–হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.)

হযরত রবী ইবনে যিয়াদ হারেসী রাযি.

এ হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শহর মদীনা। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এর বিয়োগ বেদনা এখনো প্রশমিত হয়নি...

আর ঐ তো বিভিন্ন শহরের প্রতিনিধি দলেরা প্রত্যেক দিন ইয়াসরীবে আসছে। সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় খলীফা উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এর আনুগত্যের বাইয়াত গ্রহণ করছে...

একদিন সকালে অন্যান্য প্রতনিধি দলের সাথে বাহরাইনের প্রতিনিধিদল আমীরুল মু'মিনীনের নিকট এল।

আর হযরত উমর ফারুক রাযি. তাঁর নিকট আগমনকারী প্রতিনিধিদলের কথা শুনতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। হয়তো তিনি তাদের কথায় কোন মূল্যবান উপদেশ, উপকারী চিন্তা বা আল্লাহ, তাঁর কিতাব ও সাধারণ মুসলমানদের কল্যাণকামিতার কোন নসীহত পাবেন।

তাই তিনি উপস্থিত লোকদের কথা বলতে আহ্বান করলেন। কিন্তু তারা কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলল না।

অবশেষে তিনি কল্যাণের আশা করে এক ব্যক্তির দিকে তাকালেন। ইঙ্গিত করে তাকে বললেন, তোমার বলার কিছু আছে কী? লোকটি তখন আল্লাহর স্তুতি ও প্রশংসা করে বলল,

হে আমীরুল মুমিনীন! এই উম্মাহর যে দায়িত্ব আপনাকে অর্পণ করা হয়েছে তা শুধুমাত্র এ কারণেই যে আল্লাহ আপনাকে তা দ্বারা পরীক্ষা করবেন...

সুতরাং, আপনাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে সে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। আর জেনে রাখুন যদি ফোরাত নদীর তীরে কোন একটি বকরীও হারিয়ে যায় তাহলে কিয়ামত দিবসে সে ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে।

তখন হযরত উমর রাযি. কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং বললেন, খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তুমি আমার সাথে যেভাবে সত্য কথা বললে সেভাবে কেউ সত্য কথা বলেনি। সুতরাং বলো কে তুমি?

লোকটি বলল, আমি রবী ইবনে যিয়াদ হারেসী। তখন হযরত উমর রাযি. বললেন, তুমি কি মুহাজির ইবনে যিয়াদের ভাই? রবী বললেন, হ্যাঁ।

মজলিস শেষ হলে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযি.)-কে ডাকলেন। বললেন, রবী ইবনে যিয়াদের খোঁজ খবর নাও। যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে নিশ্চয় তার মাঝে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে। আর খেলাফতের কাজে আমরা তার সাহায্য নিতে পারব।...

তাকে শাসক বানিয়ে দাও এবং তার খবরা খবর আমার কাছে লিখে পাঠাও।

* * *

এরপর কয়েকদিন বিগত হল আর হযরত আবু মূসা আশআরী রাযি. খলীফার নির্দেশক্রমে আহওয়াজের 'মানাযের' বিজয় করতে একটি বাহিনী তৈরী করলেন। এবং মুজাহিদ বাহিনীর সাথে রবী ইবনে যিয়াদ ও তার ভাই মুহাজিরকে নিয়ে নিলেন।

হযরত আবু মূসা আশআরী রাযি. মানাযির আবরোধ করলেন এবং তার অধিবাসীদের সাথে এমন ভয়াবহ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যার উপমা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

মুসলমানরাও প্রচণ্ড শক্তি ও অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করল যা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। আর মুসলমানদের মাঝে সকল হিসাব-নিকাশ ছাড়িয়ে মৃত্যুর সংখ্যা প্রচণ্ড আকার ধারণ করল।

মুসলমানরা সেদিন রমযান মাসের রোযা রেখে যুদ্ধ করছিল। রবী ইবনে যিয়াদের ভাই মুহাজির যখন দেখল, মুসলমানদের সারিতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে গেছে তখন তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির বিনিময়ে নিজেকে বিক্রয় করে দিতে ইচ্ছে করলেন। সুগন্ধি ব্যবহার করলেন। কাফন পরিধান করলেন। তার ভাইকে অন্তিম উপদেশ দিলেন...

তখন রবী হযরত আবু মূসা (রা.) এর নিকট গিয়ে বললেন, মুহাজির তো রোযা রাখা অবস্থায়ই নিজেকে আল্লাহর রাস্তায় বিকিয়ে দিতে প্রতিজ্ঞা করছে। আর মুসলমানদের উপর যুদ্ধের ক্লেশও ক্লান্তি আর রোযার কষ্ট একত্রিত হয়ে তাদের মনোবলকে দুর্বল করে দিয়েছে। আর তারা রোযা ভাঙতে চাচ্ছে না। সুতরাং ভেবে দেখুন আপনি কী করবেন?

তখন হযরত আবু মূসা আশআরী রাযি. মুজাহিদ বাহিনীর মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন,

হে মুসলিম যোদ্ধারা! আমি সকল রোযাদারকে রোযা ভঙ্গের অথবা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার কসম দিচ্ছি... তারপর তিনি তার সাথে রাখা একটি জগ থেকে পানি পান করলেন যেন মুজাহিদগণ তার পানি পান করা দেখে পানি পান করে।

মুহাজির এ কথা শুনেই এক ঘোট পানি পান করে বলল, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তা তৃষ্ণার কারণে পান করি নাই। তবে আমি আমার আমীরের শপথকে রক্ষা করেছি...

তারপর তিনি তার তরবারী কোষমুক্ত করলেন ও বূহ্য ভেদ করে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং ভয়ভীতি ছাড়াই শক্ত যোদ্ধাদের ধরাশায়ী করতে লাগলেন।

তিনি শত্রু বাহিনীর মাঝে পৌঁছে গেলে তারা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল এবং অগ্র পশ্চাৎ সবদিক থেকে তাদের তরবারী তাকে আঘাত করতে লাগল। অবশেষে তিনি লুটিয়ে পড়লেন... তারপর তারা তার শির ছিন্ন করল এবং রণাঙ্গনমুখী একটি বেলকনিতে তা রেখে দিল। রবী তা দেখে বললেন, তুমি কতোই না সৌভাগ্যবান। কতো চমৎকারই না তোমার প্রত্যাবর্তন।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, ইন্‌শাআল্লাহ– আমি অবশ্যই তোমার ও নিহত মুসলমানদের প্রতিশোধ নিব। হযরত আবু মূসা আশাআরী রাযি. যখন ভাইয়ের বিয়োগ বেদনায় রবীর অস্থিরতা দেখলেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তার অন্তরে যে প্রতিশোধ স্পৃহা আন্দোলিত হয়েছে তা অনুধাবন

করলেন তখন তিনি মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃত্বের পদ থেকে সরে এলেন এবং 'সূস' বিজয়ের জন্য রওনা হয়ে গেলেন।

* * *

রবী ও তার বাহিনী ঝড়ের বেগে মুশরিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাদের দুর্গের উপর পাথরের ন্যায় ছিটকে পড়লেন যখন ঢল তাকে উপর থেকে ফেলে দেয়। ফলে তারা তাদের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। তাদের শক্তিকে দুর্বল করে ফেলল। আর আল্লাহ তাআলা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই রবী ইবনে যিয়াদের জন্য মানাযিরকে বিজিত করলেন...

তখন তিনি যোদ্ধাদের হত্যা করলেন, শিশুদের বন্দী করলেন এবং প্রচুর ধন-সম্পদ গণীমতের মাল হিসাবে অর্জন করলেন।

* * *

মানাযিরে যুদ্ধের পর রবী ইবনে যিয়াদের ভাগ্য তারকা ঝলমল করে উঠল এবং সবার মুখে মুখে তার নাম ছড়িয়ে পড়ল এবং তিনি ঐ সব শীর্ষ নেতাদের একজন হয়ে গেলেন যাদের থেকে মহান কাজের আশা করা যায়।...

মুসলমানগণ সিজিস্তান বিজয়ের ইচ্ছে করলে তাঁর নিকট মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃত্ব অর্পণ করলেন এবং আল্লাহর অনুমতিতে তার হাতেই বিজয়ের আশা করলেন।

* * *

রবী ইবনে যিয়াদ মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে সিজিস্তানের পথে ছুটে চললেন। পথে তিনি অতিক্রম করলেন এক বিশাল জনমানবহীন মরুপ্রান্তর যার দৈর্ঘ্য দেড়শ' মাইল যা অতিক্রম করতে মরুভূমির হিংস্রপ্রাণীও ক্লান্ত হয়ে যায়।

সর্বপ্রথম তার সামনে দেখা দিল সিজিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত 'রুস্তাক যালেক' শহর। মনোরম প্রাসাদসমূহে তা পরিপূর্ণ, সুউচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত প্রচুর ফলমূল আর বহু সম্পদে ঐশ্বর্যবান।

* * *

চতুর সেনাপতি রুসতাক যালেকে পৌঁছার পূর্বে তার চরদের ছড়িয়ে দিলেন। তিনি জানতে পারলেন, শহরের লোকেরা কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের এক উৎসবে সমবেত হবে। তাই তিনি অপেক্ষা করলেন। অবশেষে উৎসবের রাতে তিনি তাদের অপ্রস্তুত ও উদাস পেলেন এবং তাদের গর্দানে তরবারীকে কাজে লাগালেন ও শক্তি প্রয়োগে তিনি তাদের ধরে ফেললেন। তাদের বিশ হাজারকে ধরে বন্দী করলেন আর তাদের শাসক তার হাতে বন্দী হল...

বন্দীদের মাঝে শাসকের একজন গোলাম ছিল। সে তার মনিবের নিকট তিন লাখ দিনার নিয়ে যাওয়া অবস্থায় ধরা পড়লো। রবী রাযি. তখন তাকে বললেন, এ সম্পদ তুমি কোথা থেকে এনেছো?

গোলাম বলল, আমার মনিবের এক গ্রাম থেকে তা এনেছি।

হযরত রবী রাযি. বললেন, একটি গ্রাম প্রত্যেক বৎসর কি এ পরিমাণ সম্পদ প্রদান করে?

গোলাম বলল, হ্যাঁ,

হযরত রবী রাযি. বললেন, কীভাবে?

গোলাম বলল, আমাদের কুঠার, কাস্তে আর ঘামের দ্বারা। যুদ্ধ শেষ হলে শাসক রবী রাযি.-এর নিকট অগ্রসর হল এবং নিজের ও তার পরিজনের মুক্তিপণ দিতে চাইল। তখন হযরত রবী রাযি. বললেন, আমি তোমার মুক্তিপণ গ্রহণ করব যদি তুমি মুসলমানদের অধিক পরিমাণে তা দাও।

শাসক বলল, আপনি কত চান :

হযরত রবী রাযি. বললেন, আমি এই নেজাটি মাটিতে গেঁথে দিব। তারপর তুমি তাতে স্বর্ণ ও চাঁদি ঢালতে থাকবে এমনকি তা ঢেকে ফেলবে।

শাসক বলল, ঠিক আছে। আমি তাতে রাজি। এরপর সে তার ধনভাণ্ডারে যে সব স্বর্ণ-চাঁদি আছে তা নেজার উপর ঢালতে লাগল এবং তা ঢেকে ফেলল...

* * *

হযরত রবী ইবনে যিয়াদ রাযি. তার বিজয়ী বাহিনী নিয়ে সিজিস্তানের গভীরে প্রবেশ করলেন। তার ঘোড়ার খুড়ের তলে একের পর এক দুর্গের পতন হতে লাগল যেমন শরতের ঝড়ো বাতাসের ধাক্কায় গাছের পাতা-পল্লব ঝরে পড়ে। শহর আর গ্রামের লোকেরা নিরাপত্তার প্রত্যাশী হয়ে অবনত শিরে তাঁকে স্বাগত জানাতে লাগল। তারা তাদের চেহারায় তরবারী উত্তোলিত হওয়ার আগেই তা করল। অবশেষে সিজিস্তানের রাজধানী 'যারাঞ্জ' শহরে গিয়ে পৌঁছলেন।

তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, শত্রু বাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুত করে আছে। তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আছে। তাঁর সাথে মুখোমুখি হওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীদেরকে একত্রিত করেছে। এবং বিশাল শহর থেকে তাকে প্রতিহত করার জন্য ও সিজিস্তানে তার বিজয় যাত্রাকে থামিয়ে দেয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। সে জন্য যত চড়া মূল্যই দিতে হোক তারা দেবে।

তারপর হযরত রবী রাযি. ও তার শত্রুদের মাঝে ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হল। দুই বাহিনীর কেউ তাতে প্রাণ উৎসর্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করল না।

তারপর যখন মুসলমানদের বিজয়ের প্রথম আলামত প্রকাশ পেল তখন পারভেজ নামের গোত্রপতি রবী রাযি.-এর সাথে সন্ধির জন্য ইচ্ছে করল আর তখনো তার কিছু শক্তি অবশিষ্ট ছিল। তার আশা ছিল হয়তো সে তার ও তার সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য কিছু ভাল শর্ত আরোপ করতে পারবে।... তাই সে তার পক্ষ থেকে রবী ইবনে যিয়াদের নিকট সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য সাক্ষাতের সময় চেয়ে একজন দূত প্রেরণ করল। তখন তিনি তার আহ্বানে সাড়া দিলেন।

রবী রাযি. তার লোকদের পারভেজকে স্বাগত জানানোর স্থান তৈরী করতে নির্দেশ দিলেন এবং তাদের হুকুম দিলেন যেন তারা মজলিসের চারপাশে নিহত পারসিকদের লাশের স্তূপ দিয়ে রাখে...

আর পারভেজ যে পথ দিয়ে আসবে তার উভয় পাশে বিক্ষিপ্তভাবে লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখে।

হযরত রবী রাযি. দীর্ঘ দেহের অধিকারী। বড় মাথা বিশিষ্ট, অত্যন্ত গৌরবর্ণের অধিকারী ছিলেন। দর্শকের হৃদয়ে তা প্রভাব সৃষ্টি করত।

পারভেজ তার নিকট প্রবেশ করলে আতঙ্কে তার শরীর কেঁপে উঠল এবং নিহতদের পতিত লাশের স্তুপ দেখে ভয়ে তার হৃদস্পন্দন বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো তাই তার সাথে করমর্দন করতে সামনে অগ্রসর হল না।...

তিনি তার সাথে সিংহের ন্যায় গর্জন করে কথা বললেন, এবং এ শর্তে সন্ধি করলেন যে সে এক হাজার গোলাম প্রদান করবে আর প্রত্যেক গোলামের মাথায় একটি করে স্বর্ণের পানিপাত্র দিবে। রবী তা কবুল করলেন আর পারভেজ এ শর্তে সন্ধি করল।

পরদিন রবী ইবনে যিয়াদ গোলামদের শোভাযাত্রায় পরিবেষ্টিত হয়ে মুসলমানদের লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার ধ্বনির মাঝে শহরে প্রবেশ করলেন। ফলে সে দিবসটি একটি ঐতিহাসিক দিবস হল।

* * *

হযরত রবী ইবনে যিয়াদ রাযি. মুসলমানদের হাতে একটি খাপমুক্ত তরবারী হয়ে গেল যাকে নিয়ে তারা দুশমনদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য বহু শহর বিজিত করলেন এবং তারা বহু দেশের শাসন ক্ষমতার অধিকারী হল। অবশেষে বনু উমাইয়ার নিকট খেলাফতের দায়িত্ব এল। তখন মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযি. তাকে খোরাসানের শাসক নিযুক্ত করলেন.... তবে এ শাসন ক্ষমতার ব্যাপারে তার অন্তর প্রশান্ত ছিল না....

তার অপ্রসন্নতা ও অপছন্দনিয়তাকে আরো বৃদ্ধি করল বনী উমাইয়াদের এক নামকরা শাসক যিয়াদের একটি পত্র যাতে সে এ কথা লিখে পাঠাল–

"আমীরুল মু'মিনীন মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযি. আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন, যুদ্ধের গনীমতের সম্পদের মধ্য হতে বাইতুল মালের জন্য স্বর্ণ ও চাঁদি রেখে দিবেন। এ ছাড়া আর সবকিছু মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করে দিবেন।

তখন তিনি তাঁর নিকট লিখে পাঠালেন,

"আমীরুল মু'মিনীনের কণ্ঠে তুমি আমাকে যে নির্দেশ দিয়েছো আমি তা আল্লাহর কিতাবের খেলাফ পেয়েছি।"

তারপর তিনি মুজাহিদদের ডেকে বললেন, তোমরা তোমাদের গণীমতের মাল নিয়ে নাও...

তারপর তার এক পঞ্চমাংশ দামেস্কের দারুল খেলাফতে পাঠিয়ে দিলেন...

এ পত্র পৌঁছার পরের জুমআর দিন হযরত রবী ইবনে যিয়াদ রাযি. সাদা কাপড় পরে নামাযে গেলেন। লোকদের মাঝে জুমুআর খুতবা পাঠ করলেন। তারপর বললেন,

"হে লোক সকল! আমি জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছি। আর আমি এখন দুআ করব। তোমরা আমার দুআয় আমীন বলবে।" অতঃপর বললেন,

"হে আল্লাহ! যদি আপনি আমার দ্বারা কোন কল্যাণ কামনা করেন তাহলে আমাকে অতি দ্রুত আপনার নিকট তুলে নিন"। লোকেরা তখন তার দুআয় আমীন বলল

সেদিনের সূর্য অস্তমিত হতে না হতেই রবী ইবনে যিয়াদ আল্লাহ পাকের সাক্ষাতে গিয়ে মিলিত হলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি.

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلٰى رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ

فَلْيَنْظُرْ إِلٰى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ

যদি কেউ কোন জান্নাতীকে দেখতে চায় তাহলে সে যেন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম কে দেখে নেয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি.

ইয়াসরিবে ইহুদীদের ধর্মীয় জ্ঞানে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মাঝে সবচেয়ে শীর্ষ ব্যক্তি ছিলেন হুসাইন ইবনে সালাম।

মদীনার লোকেরা ধর্মের ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁকে সম্মান করত। তাজীম করত। আর তিনি মানুষের মাঝে তাকওয়া-পরহেজগারী, সততা ও সত্যবাদিতা আর দৃঢ়চিত্ততার গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

* * *

হুসাইন উদ্বেহীন এক শান্ত জীবন যাপন করছিলেন; তবে সে জীবন ছিল সাধনাপূর্ণ ও ফলদায়ক।... তিনি তার জীবনকে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন।

একটি অংশ গির্জায় ইবাদত-বন্দেগী ও উপদেশদানে কাটিয়ে দিতেন...

একটি অংশ বাগানে খেজুর গাছের পরিচর্যা করে, ডালপালা ছেঁটে তার যত্ন নিতেন...

আরেকটি অংশ দ্বীনের সুগভীর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে তাওরাতের সাথে কাটিয়ে দিতেন...

তাওরাত পাঠকালে ঐসব সংবাদ পর্যন্ত পৌঁছে দীর্ঘক্ষণ থেমে থাকতেন যা মক্কায় এক নবীর আত্মপ্রকাশের সুসংবাদ দিত, যিনি পূর্ববর্তী নবীদের রিসালাতকে পরিপূর্ণতা দেবেন এবং তার ধারাবাহিকতা শেষ করবেন।

তিনি এই প্রতীক্ষিত নবীর গুণাবলী ও আলামতসমূহ অনুসন্ধান করে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠতেন। কারণ তিনি যে শহরে প্রেরিত হয়েছেন তা সত্ত্বর ত্যাগ করবেন এবং ইয়াসরিবকে তার হিজরত ও অবস্থান ক্ষেত্র বানাবেন।

যখনই তিনি এ সংবাদসমূহ পড়তেন বা তার অন্তরে এ চিন্তা উদয় হত; তিনি আল্লাহর নিকট আশা করতেন যেন আল্লাহ তার আয়ু বাড়িয়ে দেন। যাতে তিনি প্রত্যাশিত এ নবীর আত্মপ্রকাশ দেখতে পান। তাঁর সাক্ষাত লাভে ধন্য হন এবং প্রথম মু'মিন হতে পারেন।

* * *

আল্লাহ তাআলা হুসাইন ইবনে সালামের দু'আ কবুল করলেন। তাঁর আয়ু দীর্ঘ করলেন এবং হিদায়াত ও রহমতের নবী প্রেরিত হলেন।

আর তার সৌভাগ্য হল, তিনি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করলেন। তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করলেন আর তাঁর উপর যে সত্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সে কুরআনের প্রতি ঈমান আনলেন ...

সুতরাং এখন হুসাইনকে কথা বলার অবকাশ দেয়া হোক যেন তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনীটি আমাদের নিকট বর্ণনা করতে পারেন। কারণ তিনিই সবচেয়ে ভাল করে বর্ণনা করতে পারবেন এবং সবচেয়ে সুন্দর করে উপস্থাপন করতে সক্ষম। হোসাইন ইবনে সালাম রাযি. বলেন...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মপ্রকাশের সংবাদ শুনে আমি তাঁর নাম, তাঁর বংশ পরিচয়, গুণাবলী, সময় ও স্থান সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করতে লাগলাম, এবং তার মাঝে ও আমাদের কিতাবে যা লিপিবদ্ধ রয়েছে তা মিলাতে লাগলাম। পরিশেষে আমি তার নবুয়তের ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম। তাঁর দাওয়াতের সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলাম। তারপর আমি তা ইহুদীদের থেকে গোপন করে রাখলাম, এবং এ ব্যাপারে কথা বলতে আমি আমার জিহ্বাকে সংযত করলাম ...

এভাবে চলতে চলতে সে দিনটি ঘনিয়ে এল যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এলেন।

ইয়াসরীবে পৌঁছে তিনি কোবায় যাত্রা বিরতি করলেন। তখন এক লোক আমাদের নিকট এসে লোকদের আহ্বান করে তাঁর আগমনের কথা ঘোষণা করতে লাগল...

আমি তখন আমার এক খেজুর গাছের মাথায় ছিলাম সেখানে কাজ করছিলাম। আমার ফুফু খালেদা বিনতে হারেস গাছের নিচে বসা ছিলেন। আমি সংবাদটি শুনেই আল্লাহু আকবার.....আল্লাহু আকবার বলে চিৎকার দিয়ে উঠলাম।

আমার ফুফু আমার তাকবীর ধ্বনি শুনে বললেন, আল্লাহ তোমাকে ব্যর্থ করুন ... আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি তুমি মূসা ইবনে ইমরানের আগমনের কথা শুনতে তাহলে এর চেয়ে একটুও বেশী করতে না...

আমি তখন তাকে বললাম, হে ফুফু। আল্লাহর শপথ করে বলছি তিনি তো মূসা ইবনে ইমরানের ভাই এবং সেই একই ধর্মের উপর তিনি প্রতিষ্ঠিত...

মূসা ইবনে ইমরান যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনিও তা নিয়েই প্রেরিত হয়েছেন...

তখন তিনি নিরব হয়ে গেলেন আর বললেন, তাহলে কি তিনি সেই নবী যাঁর সম্পর্কে তোমরা বলতে যে, তিনি প্রেরিত হয়ে পূর্ববর্তীদের সত্যায়ন করবেন এবং তাঁর রবের রিসালাতে পরিপূর্ণতা দান করবেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ...

তিনি বললেন, তা হলে তা ঠিক আছে...

তারপর আমি সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গেলাম। আমি লোকদেরকে তাঁর দরজায় ভিড় করতে দেখলাম, এবং সেই ভিড় ঠেলে তার নিকটে পৌঁছলাম।

আমি সর্বপ্রথম তার যে কথা শুনতে পেলাম তা হল–

أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ ...

وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ...

وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ... تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

হে লোক সকল... তোমরা সবাই একে অপরকে সালাম দাও...

লোকদের আহার করাও...

মানুষ যখন ঘুমায় তখন তোমরা উঠে নামায পড়...

এবং নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ কর...

আমি তখন তাঁকে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম এবং চোখ ভরে তাকে দেখতে লাগলাম। আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে তার চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়।

তারপর তাঁর নিকটবর্তী হলাম ও সাক্ষ্য দিলাম

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল।

তখন তিনি আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন... তোমার নাম কি?

আমি বললাম, হুসাইন ইবনে সালাম

তিনি বললেন, না, বরং তোমার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম।

আমি বললাম, হ্যাঁ, আমার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম। যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আজকের পর থেকে এছাড়া আমার কোন নাম হোক আমি তা পছন্দ করি না।

তারপর আমি রাসূলুল্লাহর নিকট থেকে বাড়িতে ফিরে এলাম। আমি আমার স্ত্রীকে আমার সন্তানদেরকে ও পরিজনদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালাম। তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করল। তাদের সাথে আমার ফুফু খালেদাও ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধা ছিলেন...তারপর আমি তাদের বললাম, আমি তোমাদের অনুমতি দেয়া পর্যন্ত তোমরা তোমাদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি ইহুদীদের থেকে গোপন রাখ!

তারা বলল, ঠিক আছে, তাই হবে।

তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ফিরে এলাম ও তাকে বললাম,

“ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয় ইহুদীরা ভ্রান্ত ও মিথ্যা বলায় পারদর্শী এক জাতি...

আমি পছন্দ করছি, আপনি তাদের নেতৃস্থানীয়দের আপনার নিকট ডেকে আনুন।

আর আমাকে আপনার কোন কামরায় লুকিয়ে রাখুন তারপর তাদেরকে আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ না জানিয়ে আমার মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। তারপর তাদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিন।

কারণ তারা যদি জানে, আমি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছি তাহলে তারা আমার নিন্দা করবে। আমার ব্যাপারে সবধরণের দোষের অপবাদ দিবে। আর আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলবে।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তার একটি কামরায় প্রবেশ করালেন তারপর তাদের ডেকে পাঠালেন এবং তাদের ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করতে লাগলেন। তাদের ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। আর তারা তাদের কিতাবসমূহে যা জেনেছে তা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন...

তখন তারা তাঁর সাথে অন্যায়ভাবে তর্কে লিপ্ত হল এবং সত্য নিয়ে বাগবিতণ্ডা করতে লাগল আর আমি শুনতে থাকলাম। তারপর রাসূল তাদের ঈমান আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলে বললেন, আচ্ছা বল তো তোমাদের মাঝে হুসাইন ইবনে সালামের মর্যাদা কেমন?

তারা বলল, তিনি আমাদের নেতা, আমাদের নেতার পুত্র, আমাদের মাঝে ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী ও বিজ্ঞ ব্যক্তির পুত্র।

রাসূল বললেন, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে কি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করবে?

তারা বলল, আমরা আল্লাহর কসম করে বলছি, তাঁর জন্য ইসলাম গ্রহণ করা সম্ভব নয়... আর আল্লাহ তাকে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে হেফাজতে রাখুন।

তখন আমি বেরিয়ে এসে তাদের বললাম,

হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর মুহাম্মাদ যা নিয়ে এসেছেন তা কবুল করে নাও।

আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা অবশ্যই জান, তিনি আল্লাহর রাসূল। আর তার নাম ও গুণাবলীসহ তাওরাতে তোমাদের কাছে তার পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে...

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর রাসূল আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনছি। তাকে সত্যবাদী মনে করছি আর স্বীকার করছি যে, আমি তাকে চিনেছি।

তখন তারা বলল, তুমি মিথ্যে বলেছো, আল্লাহর কসম করে বলছি তুমি আমাদের মাঝে দুষ্ট লোক, দুষ্ট লোকের ছেলে। মূর্খ লোক। মূর্খ লোকের ছেলে। সব ধরনের দোষেই তারা আমাকে দোষারোপ করল।

তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম,

আমি কি আপনাকে বলি নি, নিশ্চয় ইহুদীরা মিথ্যা বলায় পারদর্শী ও ভ্রান্ত এক জাতি। তারা বিশ্বাসঘাতক ও পাপাচারে সিদ্ধহস্ত।

* * *

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি. পিপাসার্ত ব্যক্তির ন্যায় ইসলাম গ্রহণে এগিয়ে এলেন, যাকে মুগ্ধ করেছে স্বচ্ছ পানির ঘাট...

তিনি কুরআনের আশেক হয়ে গেলেন; তাই সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের তিলাওয়াতে তার জিহ্বা সর্বদা সিক্ত হয়ে থাকত...

তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে লেগে রইলেন এমন কি তিনি ছায়ার চেয়েও বেশী তাঁর সঙ্গী হয়ে থাকলেন...

আর তিনি জান্নাতের জন্য আমলে নিজেকে উৎসর্গ করলেন। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এমন সুসংবাদ দিলেন যা সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। প্রচারিত হয়ে গেল।

এ সুসংবাদের পশ্চাতে একটি ঘটনা আছে যা কাইস ইবনে আব্বাদ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন :

আমি মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে এক ইলমের মজলিসে বসা ছিলাম।

মজলিসে এমন একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিল যাকে পেয়ে প্রতিটি লোক প্রীতি লাভ করে এবং তাঁর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠে। যার সংস্পর্শে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।

তিনি লোকদের সামনে হৃদয়গ্রাহী চমৎকার হাদীস বর্ণনা করতে লাগলেন ...

তারপর তিনি উঠে গেলে লোকেরা বলল, **কেউ যদি কোন জান্নাতী মানুষ দেখতে চায় তাহলে সে যেন এই লোকটিকে দেখে।**

আমি বললাম, ইনি কে?

লোকেরা বলল, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম

আমি তখন মনে মনে বললাম, তাহলে তো আল্লাহর কসম করে বলছি,

আমি তাকে অনুসরণ করেই ছাড়ব এবং আমি তার পিছু নিলাম... তিনি চলতে চলতে মদীনা থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন। অতঃপর তিনি তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন... আমি প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন।

তিনি বললেন, হে ভ্রাতুস্পুত্র! তোমার কী প্রয়োজন?

আমি তাকে বললাম, আপনি যখন মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন তখন লোকদের বলতে শুনলাম, কেউ যদি কোন জান্নাতী মানুষ দেখতে চায় তাহলে সে যেন এই লোকটিকে দেখে।

তাই আমি আপনার পদচিহ্ন ধরে এসেছি আপনার খবরাখবর জানার জন্য আর এ বিষয়টি অবহিত হওয়ার জন্য যে, লোকেরা কিভাবে জানল যে আপনি জান্নাতী মানুষ।

তিনি বললেন, হে বৎস! জান্নাতীদের ব্যাপারে আল্লাহই সমধিক জ্ঞাত।

আমি বললাম, তা সত্য... কিন্তু লোকেরা যা বলেছে নিশ্চয় তার কোন কারণ আছেন।

তিনি বললেন, তাহলে আমি তোমাকে সে কথা বলছি।

আমি বললাম, হ্যাঁ... বলুন! আর আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক রাতে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন আমার নিকট এক লোক এসে বলল, উঠে পড়ুন। আমি উঠে পড়লাম। তখন সে আমার হাত ধরল। সহসা আমি আমার বাম পাশে একটি পথ দেখতে পেলাম। আমি সে পথে চলতে ইচ্ছে করলাম...

তখন লোকটি আমাকে বলল, তুমি এ পথে যেয়োনা; কারণ এটা তোমার পথ নয়...

এরপর আমি তাকিয়ে আমার ডান পাশে একটি সুস্পষ্ট পথ দেখতে পেলাম। তখন লোকটি আমাকে বলল,

তুমি এ পথে চলে যাও...

আমি এ পথে চলতে চলতে একটি সঙ্গীতময় বাগানে এসে পৌঁছলাম, যা সুদূর বিস্তৃত, গাঢ় সজীবতায় সমাচ্ছন্ন, অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত। তার মাঝে একটি লোহার স্তম্ভ; যার মূল মাটিতে আর তার শেষপ্রান্ত আকাশে গিয়ে মিশেছে।

তার উঁচুতে রয়েছে একটি স্বর্ণের আংটা

লোকটি আমাকে বলল, তুমি তাতে আরোহণ কর

আমি বললাম, আমি তা পারব না।

তখন একজন খাদেম এসে আমাকে তুলে ধরল। আমি উঠতে উঠতে স্তম্ভের একেবারে উঁচুতে পৌঁছে গেলাম এবং আমি দুহাতে আংটাটি মজবুত করে ধরলাম। সকাল পর্যন্ত আমি আংটাটিতে ঝুলে রইলাম।

পরদিন সকালে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলাম। তার কাছে আমার স্বপ্নের কাহিনী বর্ণনা করলাম। তখন

তিনি বললেন...

তুমি তোমার বাম পাশে যে পথটি দেখেছো তা হল জাহান্নামীদের মধ্য হতে বামপন্থীদের পথ...

আর তুমি তোমার ডান পাশে যে পথটি দেখেছো তা হল জান্নাতীদের মধ্য হতে ডানপন্থীদের পথ...।

আর যে বাগান তার সজীবতা ও সৌন্দর্যে তোমাকে মুগ্ধ করেছে তা হল ইসলাম।

আর বাগানের মাঝে বিদ্যমান স্তম্ভটি হল দ্বীনের স্তম্ভ...

আর আংটাটি হল উরওয়াতুল উস্‌কা, জান্নাতের মজবুত আংটা,

আমরণ তুমি তা মজবুত করে আঁকড়ে ধরে থাকবে...

হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রাযি.

كَانَ أَبِيْ خَامِسًا ..... وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলাম গ্রহণে আমার পিতা পঞ্চম ব্যক্তি ছিলেন...

তিনি সর্ব প্রথম ব্যক্তি যিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখেছেন।

—খালিদের মেয়ে

হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রাযি.

নিবিড় শান্ত সমাহিত এক বিকালে সাঈদ ইবনে আস ইবনে উমাইয়া যার উপনাম আবু উহাইহা-হাজুনের শীর্ষে অবস্থিত তার বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এলেন। তিনি হারামে যাওয়ার ইচ্ছে করেছেন...

লাল রঙের মূল্যবান চমৎকার আমামাটি তিনি মাথায় বেঁধে নিয়েছেন। আর স্বর্ণসূত্রে সজ্জিত ইয়ামানের রাজা-বাদশাহদের চাদরটি কাঁধে ফেলে নিয়েছেন...

তার সামনে সামনে হাটছে তলোয়ারে সজ্জিত ক্রীত দাস। তাঁর ডান পাশে তাঁর কয়েকজন সন্তান। তাদের শীর্ষে তার ছেলে খালিদ।

আর তার বামপাশে স্বীয় গোত্র আবদে শামসের কিছু লোক। তারা রেশমী পোষাকে সজ্জিত হয়ে গর্বভরে হাটছে...

আবু উহাইহা হারামে পৌঁছতেই লোকেরা বলল,

"মুকুটধারী" লোকটি এসে গেছে... লোকেরা তাকে এ উপাধিতে আহ্বান করত; কারণ তিনি মাথায় আমামা পরলে তা খোলার আগ পর্যন্ত কুরাইশের কেউ সে রঙের আমামা পরত না। তখন লোকেরা তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য পথ করে দিল। তিনি কা'বা চত্বরে তার নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বসলেন।

ইতিমধ্যে আবু সুফিয়ান, উৎবা ইবনে রবীআ, আবু জাহেল ইবনে হিশাম ও আরো অনেকে তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য এগিয়ে এল। তিনি তখন তাদের বললেন, কী খবর; শুনলাম সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস মুহাম্মাদের অনুসরণ করছে?!...

আরো শুনলাম সে কুরাইশের এক ব্যক্তির উপর দুঃসাহসিকতা দেখিয়ে তার মাথা ফাঁটিয়ে দিয়েছে, রক্ত প্রবাহিত করেছে। কারণ সে তাকে আমাদের ইলাহ ছাড়া অন্য ইলাহের জন্য নামায পড়তে নিষেধ করেছে... তারপর বললেন, লাত ও উযযার কসম করে বলছি, তোমরা বনু হাশেমের

তোষামোদ করে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর সাথে যদি এ ধরনের উদাস আচরণ করতে থাক তাহলে কিন্তু আমি একাই তার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াব...

আর মক্কার আবু কাবশার পুত্রের ইলাহের পূজা অবশ্যই প্রতিহত করব...

তারপর তিনি তার শোভাযাত্রা নিয়ে ফিরে এলেন; একমাত্র তার ছেলে খালিদই পশ্চাতে রয়ে গেল।

* * *

হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রাযি. হারামে থেকে মানুষের বিভিন্ন মজমায় যেতে লাগল এবং মুহাম্মাদের সংবাদসমূহ সংগ্রহ করতে লাগল ও তাঁর দাওয়াতী কাজ সম্পর্কে কী বলা হচ্ছে তা শুনতে লাগল।

কিন্তু সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যা কিছু শুনলো তাতে মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের প্রতি তার বাবাকে যেমন ক্ষিপ্ত হতে দেখেছে এবং কুরাইশ নেতাদের অন্তরে এদের প্রতি যেমন বিদ্বেষ আর ঘৃণা সে প্রত্যক্ষ করেছে তার কোন কারণ বা যুক্তি খুঁজে পেলো না। রাত ঘনিয়ে এলে খালিদ ইবনে সাঈদ বাড়িতে ফিরে এল এবং তার শয্যায় চলে গেল। অন্যান্য দিনের মত সন্ধ্যার শুভেচ্ছা জানানোর জন্য তার পিতার কামরার পাশ দিয়ে গেল না, ঘরে ঢুকে সে তার কোমল বিছানায় ঘুমানোর ইচ্ছায় শুয়ে পড়ল।

কিন্তু খালিদ ঘুমাতে পারলো না। ঘুমের সুরমা মেখে চোখ দু'টো তার বুজে এলো না। অনিদ্রা তাকে পেয়ে বসল যা তার চোখ থেকে ঘুমকে উড়িয়ে দিল।

মুহাম্মাদ, তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম এবং ইসলাম গ্রহণ করলে তার পিতা তাকে পরাক্রমশালী ব্যক্তিদের ন্যায় যেভাবে পাকড়াও করবে সে ভয় তার হৃদয়কে আচ্ছন্ন ও ব্যতিব্যস্ত করে রাখল। রাতের শেষ প্রহরে তন্দ্রা তাকে দুর্বল করে ফেলল। তাই সে তার দু'চোখকে ঘুমের জন্য সমর্পণ করে দিল।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই বিবর্ণ চেহারায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুম থেকে

লাফিয়ে উঠল। স্বপ্নে যা দেখেছে তার ভয়াবহতায় সে কাঁপছে ... যা সে প্রত্যক্ষ করেছে তার প্রচণ্ডতায় সে হাঁপাচ্ছে। সে বলল,

আল্লাহর কসম! নিশ্চয় এ স্বপ্ন একটি সত্য স্বপ্ন... নিঃসন্দেহে আমি মিথ্যা কিছু দেখি নাই।

* * *

খালিদ দেখল, জাহান্নামের এক গভীর বিস্তৃত উপত্যকায় দাঁড়িয়ে আছে। চোখ তার প্রান্ত দেখতে পায় না। মানুষ তার গভীরতার কথা জানে না...

এ উপত্যকায় দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন; যার গর্জন আর চিৎকার হৃদয়কে নিঃশেষ করে দেয় আর প্রাণকে নিষ্পেষিত করে।

যখনই সে উপত্যকার তীর থেকে দূরবর্তী হতে চাইল তখন তার পিতা বেরিয়ে এল এবং প্রচণ্ড শক্তিতে তাকে জাহান্নামের দিকে টানতে লাগল। তখন সে তার পিতার সাথে প্রচণ্ডভাবে ধস্তাধস্তি শুরু করল...

সর্বশক্তি দিয়ে মল্ল যুদ্ধ শুরু করল। অবশেষে যখন তার প্রতিজ্ঞা দুর্বল হয়ে এল আর সে জাহান্নামে নিপতিত হওয়ার উপক্রম হল...

এমন সময় দেখতে পেল মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ তার দিকে এগিয়ে আসছেন এবং দু'হাতে তার কোমড়বন্ধ আঁকড়ে ধরছেন এবং তাঁর নিকট টেনে নিচ্ছেন আর তাঁকে জাহান্নামের উপত্যকায় নিপতিত হওয়া থেকে উদ্ধার করছেন।

* * *

ঊষার আলো ছড়িয়ে পড়তে না পড়তেই খালিদ ইবনে সাঈদ আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এর বাড়িতে গেল... কারণ, সে তাঁর সংস্পর্শে অন্তরঙ্গতা অনুভব করত ও প্রশান্ত হত।

তারপর তার স্বপ্নের কথা বলল। তখন আবু বকর রাযি. বললেন...

হে খালিদ, আল্লাহ তোমার কল্যাণ কামনা করেছেন...

আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য ও হিদায়াতের ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন...

সত্বর এ ধর্ম সকল ধর্মের উপর বিজয় লাভ করবে যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে ...

হে খালিদ তুমি অনুসরণ কর।

যদি তুমি তার অনুসারী হও তাহলে তোমার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে আর তোমার ও জাহান্নামের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেয়া হবে...

আর তোমার পিতা জাহান্নামে নিপতিত হবে যেখানে সে তোমাকে ফেলে দেয়ার ইচ্ছে করেছিল...

* * *

খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন...

সেদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে মক্কার এক উপত্যকায় ইবাদত করছিলেন। খালিদ তাকে সালাম দিয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ তুমি আমাদেরকে কিসের দিকে আহবান করছো?

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের একথার দিকে আহবান করছি যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপর ঈমান আনবে, যার কোন শরীক নেই। আর আমি তাঁর বান্দা ও রাসূল... আর তোমরা যে পাথর পূজায় লিপ্ত রয়েছো তা থেকে সরে আসো...

যা দেখে না, শুনে না...

যা ক্ষতি করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না...

যে পার্থক্য করতে পারে না, কে তার পূজা করল আর কে তার থেকে বিমুখ হয়ে রইল...

তখন খালিদের চেহারার রেখাগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

তাই খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রাযি. ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী পাঁচজনের মধ্যে পঞ্চম ব্যক্তি অথবা ছয় জনের মধ্যে ষষ্ঠ ব্যক্তি... যেহেতু

খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ, যায়েদ ইবনে হারেসা, আলী ইবনে আবু তালেব, আবু বকর সিদ্দীক, সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি. ছাড়া কেউ এ মহা অনুগ্রহের দিকে তাঁর আগে ধাবিত হয়নি।

* * *

হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রাযি. হাজুনের শীর্ষে অবস্থিত তার পিতার উচুঁ প্রাসাদে অবস্থান করলেন। তিনি তাঁর সজীবতা আর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা জীবন ত্যাগ করলেন।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হলেন। তিনি তাঁর সাথে ও তার সঙ্গীদের সাথে মক্কার উপত্যকায় উপত্যকায় চলাফেরা করতে লাগলেন। আর ঈমানের অনুভূতি ও শক্তিসমূহ থেকে উপকৃত হতে লাগলেন...

তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ আয়াতসমূহ মুখস্থ করতে লাগলেন আর কুরাইশদের নির্যাতনের ভয়ে গোপনে ইবাদত করতে লাগলেন...

বাড়িতে খালিদের অনুপস্থিতি দীর্ঘ হলে তার পিতা তাঁকে খুঁজলেন; কিন্তু পেলেন না। তখন তার পশ্চাতে গুপ্তচর লাগিয়ে দিলেন।... সংবাদ এল, সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে ও মুহাম্মাদের অনুসরণ করেছে।

* * *

মক্কার সরদারকে প্রচণ্ড পাগলামীতে পেয়ে বসল। সে কখনো ধারণা করেনি, তার ছেলেদের কেউ এতো দুঃসাহসী হয়ে যাবে যে সে তার ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। লাত-উযযার কুফুরী করবে আর মুহাম্মাদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে।

সে নিজের গোলাম রাফে তার দু ভাই আবান ও উমরকে তার নিকট পাঠাল। তারা তাকে এক উপত্যকায় এমনভাবে নামায আদায় করতে দেখল যা তাদের হৃদয়ে কাঁপন ধরিয়ে দিল...

তাদের অন্তরকে স্থিরতা আর প্রশান্তিতে ভরে দিল...

তাদের মনকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিপূর্ণ করে দিল...

তারা তাঁকে বলল, তোমার পিতা তোমাকে সাক্ষাতের জন্য ডাকছে। তার অনুমতি ছাড়া গৃহ ত্যাগ করার কারণে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

খালিদ রাযি. তাদের সাথে গেলেন। পিতার নিকট পৌঁছে তিনি তাকে ইসলামী তরীকায় সালাম দিলেন।

পিতা বললেন, তোর ধ্বংস হোক। পিতামাতা, পূর্বপুরুষ আর নিজের ধর্ম ত্যাগ করেছো আর মুহাম্মাদকে অনুসরণ করেছো?

খালিদ বললেন, আমি কোন ধর্ম ত্যাগ করিনি। আমি শুধুমাত্র এক আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি আর তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তকে সত্যায়িত করেছি।....

আল্লাহকে বাদ দিয়ে আপনারা যে মূর্তিগুলোর পূজা করছেন আমি সেগুলোকে ত্যাগ করেছি...

তখন তার পিতা বলল: ছি, ছি, তুমি একি কথা বললে যে, তুমি এ নবুয়তের মিথ্যা দাবীদারকে সত্যায়িত করেছো?

খালিদ বললেন, তিনি তো নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার নন...

নিশ্চয় তিনি সত্যবাদী; তিনি তার রবের রিসালাত প্রচার করেন...

আমার আপনার ও সকল মানুষের কল্যাণ কামনা করেন।

তার পিতা বলল, অবশ্যই তোমাকে তা থেকে বিমুখ হতে হবে এবং তাকে মিথ্যাবাদী বলতে হবে।

খালিদ বললেন, যতদিন পর্যন্ত আমার শিরা স্পন্দিত হবে আমি তা করব না...

পিতা বলল, তাহলে আমি তোমাকে আমার অর্থসম্পদ থেকে বঞ্চিত করব।

খালিদ রাযি. বললেন, আমি আপনার থেকে যার অপেক্ষা করছিলাম তা তার চেয়ে অনেক সহজ, অনেক তুচ্ছ...

যে আল্লাহ আপনাকে অর্থসম্পদ দান করেছেন তিনি আমাকে তা দান করবেন।

বনু আবদে শামসের সরদার তখন ক্রোধে ফেটে পড়ল...(নিজ হাতে) তৈরী মজবুত লাঠি নিয়ে তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়ল। তার মাথা ফাটিয়ে দিল ও রক্ত প্রবাহিত করল...

তাকে এমনভাবে মারতে লাগল যে, তার মাথা ও শরীর থেকে রক্ত ঝরতে লাগল।

তারপর তাকে মজবুত করে বাধা হল এবং একটি অন্ধকার কামরায় বন্দী করে রাখা হল...

তিন দিন পর্যন্ত তাকে খাবার ও পানীয় দেয়া হল না...

চতুর্থ দিনে তার পরিবারের লোকেরা এসে বলল,

হে খালিদ, তুমি কেমন আছো?

তিনি বললেন, আমি তো আল্লাহর নেয়ামতে পরম সুখে আছি। তারা বলল, এখনো কি তেমার সময় আসেনি যে, তুমি তোমার বুদ্ধিমত্তায় ফিরে আসবে ও তোমার পিতাকে অনুসরণ করবে।

তিনি বললেন, আমার বুদ্ধিমত্তার কথা বলছো; তা তো কখনো আমার থেকে দূরীভূত হয়নি আর আমিও কখনো তা থেকে দূরীভূত হইনি...

আর পিতার কথা বলছো; আমি তো আল্লাহর অবাধ্যতায় তার আনুগত্য করব না...

তারা বলল, তুমি তোমার পিতাকে একটি কথা শুনিয়ে দাও যা লাত ও উযযার ব্যাপারে তাকে সন্তুষ্ট করবে তাহলে তিনি তোমাকে মুক্ত করে দিবেন...

তিনি বললেন, নিশ্চয় লাত ও উযযা অন্ধ বধির দু'টি পাথর...

আর আমি তো তাদের ব্যাপারে এমন কথাই বলব যা আল্লাহ ও তার রাসূলকে সন্তুষ্ট করবে... আর তিনি আমার সাথে যা ইচ্ছে তা করুন।

* * *

আবু উহাইহা খালিদ রাযি. কে মজবুত করে বাঁধলেন।

অনুসারীদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন প্রত্যেক দিন দ্বিপ্রহরে তাকে

নিয়ে মক্কার অঞ্চলে যায়... আর তাকে পাথরের মাঝে ফেলে রাখে যেন সূর্যতাপ তাকে দগ্ধ করে।

তাই যখনই তারা তাকে নিয়ে যেত এবং দ্বিপ্রহরে তাকে ফেলে আসত তখন তিনি বলতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَكْرَمَنِىْ بِالْاِيْمَانِ وَاَعَزَّنِىْ بِالْاِسْلَامِ

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি আমাকে ঈমান দ্বারা সম্মানিত করেছেন ও ইসলাম দ্বারা ইজ্জত দান করেছেন...

আবু উহাইহা আমাকে যে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে চাচ্ছে তার এক মুহূর্তের শাস্তির চেয়ে তা আমার নিকট অনেক সহজ....

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী ও বন্ধুকে আমার পক্ষ ও মুসলমানদের পক্ষ হতে উত্তম বিনিময় দান করুন।

তারপর খালিদ রাযি. এর জন্য একটি সুযোগ ঘনিয়ে এল। তিনি তার পিতার কারাগার থেকে পালিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চলে গেলেন...

এর কিছুদিন পরই তাঁর দুই ভাই উমর ও আবান তাঁর সাথে এসে মিলিত হলেন এবং তার সাথে কল্যাণ ও আলোর মিছিলে যোগ দিলেন... তখন আবু উহাইহা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। বললেন,

লাত ও উযযার শপথ করে বলছি, আমি আমার সম্পদ নিয়ে মক্কা থেকে দূরে চলে যাব। তাই আমার জন্য শ্রেয়...

আর ঐসব ধর্মত্যাগীদের ত্যাগ করব যারা আমার ইলাহ ও আমার রবকে দোষারোপ করে।

অতঃপর সে তায়েফের নিকটবর্তী এক গ্রামে চলে গেল এবং সেখানে মুশরিক অবস্থায় আক্ষেপ নিয়ে মৃত্যুবরণ করল।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের হাবশায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করলে খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রাযি. সেখানে চলে গেলেন। তার সাথে ছিল তার স্ত্রী আমীনা বিনতে খালফ খুজায়ী (রাযি.)... সেখানে তিনি দশ বৎসরের অধিককাল অবস্থান করে

লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করতে থাকলেন। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য খায়বর বিজয় দান করার পরই তিনি হাবশা ত্যাগ করে মদীনায় আসলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং যোদ্ধা সাহাবীদের মত তাকেও গণীমতের সম্পদ থেকে অংশ প্রদান করলেন...

তারপর তাঁকে ইয়েমেনের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকাল পর্যন্ত তিনি সেখানেই গর্ভনর হয়ে রইলেন।

* * *

খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর খিলাফত কালে খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রাযি. রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য শামে গমনকারী মুজাহিদ বাহিনীর পতাকাতলে এসে সমবেত হলেন। তারপর তিনি জিহাদের ময়দানগুলোতে এমন বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করলেন যা তার মত বীর অশ্বারোহী যোদ্ধার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দামেস্কের অনতিদূরে সংগঠিত মারজুস সুফরের যুদ্ধের আগে খালিদ রাযি. উম্মে হাকীম বিনতে হারেস রাযি. কে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তার সাথে বিয়ের আকদ সম্পন্ন হল। অতঃপর খালিদ রাযি. মধু যামিনী করতে চাইলে উম্মে হাকীম রাযি. বললেন,

হে খালিদ! এটা কী ভাল হত না যদি রণাঙ্গনে সমাগত লোকেরা রণাঙ্গন থেকে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করতে।

তখন খালিদ রাযি. তাঁকে বললেন, আমার মন বলছে আমি এ যুদ্ধে আক্রান্ত (শহীদ) হব।

তারপর তিনি তার সাথে মধুযামিনী করলেন...

তার পরদিন সকালে সাথীদের জন্য ওলীমার আয়োজন করলেন। খাবার শেষ হতে না হতেই রোমান সৈন্যরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল...

রোমান বাহিনীর এক অশ্বারোহী বেরিয়ে মল্লযুদ্ধ আহবান করল। হাবীব ইবনে সালামা বেরিয়ে এলেন এবং তাকে হত্যা করলেন...

আরেকজন অশ্বারোহী বেরিয়ে এসে মল্লযুদ্ধ আহবান করল। তখন খালিদ ইবনে সাঈদ বেরিয়ে এলেন...

তারা একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আক্রমণ করল...

তারপর প্রত্যেকে একে অপরের উপর মরণ আঘাত করল।

রোমান যোদ্ধার তরবারী আঘাত করতে সক্ষম হল আর খালিদ রাযি. এর তরবারী ভুল করল। ফলে তিনি শাহাদত বরণ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

তারপর উভয় বাহিনী ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নির্মম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে লাগল। মাথায় তরবারীর আঘাত নিপতিত হওয়ার শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না।

তখন উম্মে হাকীম রাযি. সন্তানহারা বাঘিনীর ন্যায় লাফিয়ে উঠলেন। বাসর রাতের কাপড় মজবুত করে বাঁধলেন...

টেনে তাবুর খুটি তুলে ফেললেন যা তাদের বাসর রাত অবলোকন করেছে এবং যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন...

সাতজন অশ্বারোহী রোমান যোদ্ধাকে হত্যা করলেন।

তারপরও তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয়ের ঘোষণা করে রণাঙ্গন খালি হয়ে গেল।

* * *

এ বিজয়ের মূল্য ছিল কিছু পূত পবিত্র প্রাণ যারা তাদের রবকে সন্তুষ্ট করে ও তারা সন্তোষভাজন হয়ে তাদের রবের নিকট চলে গেছেন...

আর খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রাযি.-এর রূহ তখন তাদের মাঝে আনন্দ আর উল্লাসে ডানা ঝাপটাচ্ছিল।

আর তার হত্যাকারী স্বচোখে দেখতে পেল একটি নূর আকাশের কোলে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তারপর তা খালিদ রাযি. এর উপর ও তার সামনে ঝলমল করতে লাগল...

ফলে সে তাঁকে হত্যা করার কারণে খুব লজ্জিত হল...

আর এটাই আল্লাহর ধর্মে প্রবেশকারীদের সাথে তার প্রবেশ করার কারণ হল।

হযরত উৎবা ইবনে গাযওয়ান রাযি.

إِنَّ لِعُتْبَةَ بنِ غَزْوَانَ

مِنَ الْإِسْلَامِ مَكَانًا

- عمر بن الخطاب

নিশ্চয় ইসলামে উৎবা ইবনে গাযওয়ানের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে।

—উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.

হযরত উৎবা ইবনে গাযওয়ান রাযি.

ইশার নামাযের পর আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. তার শয্যায় গেলেন। রাতের পরিভ্রমণে সহায়তার জন্য একটু বিশ্রাম নেয়ার ইচ্ছে করছিলেন। কিন্তু খলীফার দু'চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে গেছে। কারণ দূত তাঁর নিকট সংবাদ নিয়ে এসেছে যে, যখনই মুসলিম বাহিনী পরাজিত প্রায় পারস্য বাহিনীকে নিঃশেষ করে দিতে উপক্রম হচ্ছে তখনই এদিক সেদিক থেকে তাদের নিকট সাহায্য আসছে। তাই মুসলিম বাহিনী তার শক্তিকে ফিরিয়ে আনতে পারছে না। নব উদ্যমে যুদ্ধ করতে পারছে না।

তাকে বলা হল, 'উবুল্লা' শহরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস মনে করা হয় যা পরাজিত পারস্য বাহিনীকে অর্থ ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করছে।

তাই 'উবুল্লা' শহর বিজয়ের জন্য এবং পারস্য বাহিনীকে সাহায্য বন্ধের জন্য তিনি একটি মুজাহিদ বাহিনী পাঠানোর প্রতিজ্ঞা করলেন। কিন্তু যোদ্ধার স্বল্পতার কারণে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হলেন।

কারণ মুসলমানদের যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধ সবাই পৃথিবীর দূর-দূরান্তে আল্লাহর পথে জিহাদে বেরিয়ে গেছে। তাই মদীনায় অল্প কিছু মানুষই বাকি আছে।

তাই তিনি তার পরিচিত পন্থাই অবলম্বন করলেন

তা হল সেনাপতির শক্তির মাধ্যমে যোদ্ধার স্বল্পতাকে পুষিয়ে নেয়া...

তাই তিনি তাঁর সামনে তাঁর লোকদের তুনীর ছড়িয়ে দিলেন এবং একের পর একজনকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। সহসা তিনি চিৎকার করে উঠলেন,

পেয়ে গেছি...

হ্যাঁ... পেয়ে গেছি...

অতঃপর একথা বলতে বলতে বিছানায় গেলেন,

নিশ্চয় তিনি একজন মুজাহিদ বটে; বদর, উহুদ, খন্দক ও অন্যান্য রণক্ষেত্রগুলো তাকে চিনেছে...

ইয়ামামা ও তার রণক্ষেত্র তাকে প্রত্যক্ষ করেছে কোন তরবারী তাকে আঘাত করতে পারেনি। তার কোন আঘাত ব্যর্থ হয়নি...

তদুপরি তিনি হাবশা ও মদীনায় হিজরত করেছেন আর পৃথিবীতে ইসলাম গ্রহণকারীদের মাঝে তিনি সপ্তম ব্যক্তি ছিলেন...

সকালে তিনি বললেন, উৎবা ইবনে গাযওয়ানকে ডেকে আন।

তিনি তাঁকে তিন শত দশের চেয়ে কিছু বেশী লোকের সেনাপতি বানিয়ে পতাকা বেঁধে দিলেন...

আর তিনি তাকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, অতিরিক্ত যোদ্ধা পেলেই তিনি পর্যায়ক্রমে তাঁকে সাহায্য করতে থাকবেন।

* * *

ছোট বাহিনীটি যাত্রা করতে ইচ্ছে করলে হযরত উমর ফারুক রাযি. তার সেনাপতি উৎবাকে বিদায় জানাতে ও অন্তিম উপদেশ দিতে দাঁড়িয়ে বললেন,

'হে উৎবা, আমি তোমাকে 'উবুল্লা' শহরে পাঠাচ্ছি আর তা শত্রুদের একটি মজবুত দুর্গ। সুতরাং আমি আল্লাহর নিকট আশা করি তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন।

সুতরাং তুমি সেখানে গিয়ে পৌঁছলে তার অধিবাসীদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করবে। যে তোমার আহবানে সাড়া দিবে তুমি তাকে গ্রহণ করে নিবে। আর যে অস্বীকার করবে তুমি তার থেকে লাঞ্ছনা ও তুচ্ছতার জিযিয়া কর গ্রহণ করবে ....

আর তা না হলে তুমি নির্মমভাবে তাদের গর্দানে তরবারী চালাও

আর হে উৎবা! তোমাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় কর...

সাবধান! তোমার নফস যেন তোমাকে অহংকারের দিকে আহ্বান না করে যা তোমাকে ধ্বংস করে দিবে। আর মনে রেখো তুমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য অবলম্বন করেছো। তাই আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছনার পর ইজ্জত দান করেছেন। দুর্বলতার পর শক্তি দান করেছেন। ফলে তুমি ক্ষমতাবান আমীর হয়েছো। অনুসৃত নেতা হয়েছো। তুমি কথা বললে তা শ্রবণ করা হয়। তুমি নির্দেশ দিলে তোমার নির্দেশকে মানা হয়... সুতরাং তা কত বড় নেয়ামত যদি তা তোমাকে অহংকারে না ফেলে, প্রবঞ্চিত না করে, আর তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ না করে। আল্লাহ তোমাকে ও আমাকে তা থেকে রক্ষা করুন।

* * *

হযরত উৎবা ইবনে গাযওয়ান রাযি. তার বাহিনী নিয়ে ছুটে চললেন। তাঁর সাথে রয়েছে তাঁর স্ত্রী ও পাঁচজন নারী যারা অন্যান্য মুজাহিদদের বোন ও স্ত্রী। অবশেষে তারা 'উবুল্লা' শহরের অনতিদূরে অবস্থিত একটি আখ ক্ষেতের নিকটে যাত্রা বিরতি করলেন।

তাদের সথে খাবারের কোন কিছু ছিল না...

ক্ষুধা প্রচণ্ড আকার ধারণ করলে হযরত উৎবা রাযি. তাঁদের কয়েকজনকে বললেন, আমাদের জন্য এ অঞ্চল থেকে খাবারের কিছু নিয়ে এস।

তারা তখন ক্ষুধা নিবারণের জন্য কিছু তালাশ করতে লাগলেন। খাবারকে কেন্দ্র করে তাদের একটি ঘটনা ঘটল যা তাদের একজন বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

আমরা যখন খাওয়ার কিছু খুঁজছিলাম তখন ঘনপাতা বিশিষ্ট বৃক্ষরাজির মাঝে প্রবেশ করলাম। সহসা আমরা সেখানে দুটি থলে পেলাম। তার একটিতে কিছু খেজুর আছে আর অপরটিতে হলুদ আবরণে আচ্ছাদিত সাদা ছোট ছোট শস্য। আমরা সেগুলো টেনে সেনাবাহিনীর নিকটে নিয়ে এলাম। আমাদের একজন শস্যদানায় ভরা থলেটি দেখে বলল, এটা বিষ। শত্রুরা তোমাদের জন্য তা প্রস্তুত করে রেখেছে। তাই কিছুতেই তার নিকটবর্তী হয়ো না..

তখন আমরা খেজুরের দিকে মনোযোগী হলাম ও তা থেকে খেলাম...

আমরা যখন খাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ একটি ঘোড়া তার বন্ধন ছিঁড়ে শস্যের থলেটির দিকে গেল এবং তা থেকে খেতে লাগল। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা তখন ঘোড়াটিকে মৃত্যুর পূর্বে তার গোশত দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য জবাহ করতে ইচ্ছে করলাম।

তখন তার মালিক এসে বলল, তাকে ছেড়ে দাও। আজ রাত আমরা তাকে পাহারা দেব। তার মৃত্যুর বিষয়টি টের পেলেই তাকে যবাহ করে ফেলব... সকালে আমরা ঘোড়াটি সুস্থ পেলাম। তার কোন ক্ষতি হয়নি।

তখন আমার বোন বলল,

ভাই! আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, বিষকে যদি আগুনে রেখে পাক করা হয় তাহলে তা কোন ক্ষতি করে না।

তারপর আমি কিছু শস্য নিলাম। তা পাতিলে রাখলাম এবং তার নিচে আগুন জ্বালালাম

তার কিছুক্ষণ পরই সে বলে উঠল, এস... দেখে যাও তার রং কিভাবে লাল হয়েছে। তারপর তার আবরণ ফেটে যেতে লাগল ও তার থেকে তার সাদা দানাগুলো বেড়িয়ে পড়তে লাগল।

তারপর আমরা তা খাওয়ার জন্য পাত্রে রাখলাম। তখন হযরত উৎবা রাযি. আমাদের বললেন,

তোমরা খাওয়ার পূর্বে আল্লাহর নাম স্মরণ কর ও খাও...

তারপর আমরা তা খেলাম ও অত্যন্ত স্বাদ পেলাম।

তারপর আমরা জানতে পারলাম, তার নাম চাল।

* * *

হযরত উৎবা ইবনে গাযওয়ান রাযি. তার ছোট বাহিনী নিয়ে যে 'উবুল্লা শহরের' অভিমুখী হয়েছেন তা দাজলা নদীর তীরে অবস্থিত একটি দুর্গবেষ্টিত শহর ছিল...

পারসিকরা তাকে তাদের অস্ত্রের গুদাম বানিয়েছিল।

তারা তার দুর্গের বুরুজগুলোকে শত্রুদের পর্যবেক্ষণ করার স্থান বানিয়েছিলো।

কিন্তু যোদ্ধার স্বল্পতা ও অস্ত্রের অল্পতা সত্ত্বেও উৎবা ইবনে গাযওয়ান রাযি. কে তা আক্রমণ করতে বাধা দিল না...

কারণ তার সাথে ছয়শত যোদ্ধা ছিল আর তাদের সঙ্গী ছিল অল্প কয়েকজন নারী।

তরবারী আর বর্শা ছাড়া তার নিকট অন্য কোন অস্ত্র ছিল না। তাই বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করা ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না।

*　　*　　*

উৎবা ইবনে গাযওয়ান রাযি. মহিলাদের জন্য কিছু পতাকা তৈরী করে তা বর্শার মাথায় উঁচু করে দিলেন....

তাদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন বাহিনীর পশ্চাতে চলতে থাকে আর তাদের বলে দিলেন–

আমরা যখন শহরের নিকটবর্তী হব তখন তোমরা আমাদের পশ্চাতে থেকে ধূলি উড়াতে থাকবে এমনকি ধূলিতে চারদিক ভরে ফেলবে।

তারা উবুল্লার নিকটবর্তী হলে পারসিক সৈন্যরা বেরিয়ে এল। তারা তাদের অগ্রবাহিনীকে দেখতে পেল। আর ঐ পতাকাগুলোকে দেখতে পেল যা তাদের পশ্চাতে পত পত করে উড়ছে।

তার ধূলি বালি দেখতে পেল যা তাদের পশ্চাতে চারদিক আচ্ছন্ন করে আছে...

তখন তারা একে অপরকে বলল, নিশ্চয় এরা অগ্রগামী বাহিনী। এদের পশ্চাতে বিশাল বাহিনী রয়েছে যা ধূলি উড়িয়ে আসছে। আর আমরা তো অল্প কয়েকজন....

অতঃপর তাদের অন্তরে ভয় সঞ্চারিত হল। আতঙ্ক তাদের পেয়ে বসল। তারা যে সব বস্তু হালকা অথচ মূল্যবান তা বহন করে নিল এবং দাজলায় ভিড়ানো জাহাজে আরোহণ করার জন্য ছুটে চলল।

উৎবা ইবনে গাযওয়ান রাযি. কোন যোদ্ধাকে না হারিয়েই ‘উবুল্লা’ শহরে প্রবেশ করলেন...

অতঃপর তার পার্শ্ববর্তী শহর ও গ্রামগুলো বিজয় করলেন। তা থেকে এতো গণীমতের মাল পেলেন যা গণনা করা কঠিন। যা সকল অনুমান ছাড়িয়ে গেল। এমনকি তাদের একজন মদীনায় ফিরে গেলে লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল,

মুসলমানগণ 'উবুল্লা শহরে' কেমন আছে?

তখন সে বলল, তোমরা কিসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছো?...

আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তাদের ছেড়ে এসেছি যখন তারা সোনা আর চাঁদি পাত্র দিয়ে মাপছিল।... তখন লোকেরা উবুল্লার দিকে যেতে লাগল।

* * *

তখন উৎবা ইবনে গাযওয়ান রাযি. দেখলেন, বিজিত শহরে মুজাহিদ বাহিনী বসে থাকলে তা তাদেরকে আরামদায়ক জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তুলবে। সে শহরের অধিবাসীদের আচার-আচরণে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। আর অবিরাম যুদ্ধের ব্যাপারে তাদের প্রতিজ্ঞার ধার কমে যাবে। তাই তিনি হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এর নিকট বসরা শহরের পত্তন ঘটানোর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি নির্বাচিত স্থানটির বিবরণ দিলেন। তখন হযরত উমর রাযি. তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন।

* * *

হযরত উৎবা ইবনে গাযওয়ান রাযি. নতুন শহরের নকসা তৈরী করলেন...

তিনি সর্বপ্রথম তার বিশাল মসজিদটি তৈরী করলেন...

আর এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই...

মসজিদের জন্যই তো তিনি নিজে ও তার সঙ্গী সাথীরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছেন...

তারপর সৈন্যবাহিনী জমিন গ্রহণ করতে ও বাড়ি বানাতে অগ্রসর হলেন...

কিন্তু উৎবা ইবনে গাযওয়ান নিজের জন্য একটি ঘরও তৈরী করলেন না। তিনি কাপড়ের তৈরী একটি তাবুতেই বসবাস করতে থাকলেন...

তা এ কারণে যে তিনি তার অন্তরে একটি বিষয়কে গোপন করে রেখেছিলেন...

* * *

উৎবা ইবনে গাযওয়ান রাযি. দেখলেন, বসরায় মুসলমানদের দিকে দুনিয়া এভাবে ধাবিত হয়েছে যে তা তাদেরকে বিমোহিত করে ফেলছে।

কিছুদিন পূর্বে তাঁর সঙ্গী সাথীরা সিদ্ধ করা ধানের চেয়ে উত্তম খাবার চিনত না। অথচ তারা আজ খুব স্বাদ করে পারসিকদের খাবার ফালুদা আর কলায় তৈরী মিষ্ঠান্ন দ্রব্য ও অন্যান্য খাবার মজা করে খাচ্ছে এবং তারা তা ভাল মনে করছে।

তাই তিনি দুনিয়ার কারণে দ্বীনের ব্যাপারে আশংকা বোধ করলেন...

দুনিয়ার কারণে আখেরাতের ব্যাপারে তিনি শঙ্কিত হলেন...

তাই তিনি কুফার মসজিদে লোকদের সমেবেত করলেন এবং বক্তৃতা দিয়ে বললেন,

হে লোকসকল! নিশ্চয় দুনিয়া তার ধ্বংসের কথা ঘোষণা করে দিয়েছে। আর তোমরা দুনিয়া ছেড়ে এমন নিবাসে যাবে যেখান থেকে কখনো প্রস্থান করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা সেখানে তোমাদের উত্তম আমল নিয়ে যাও....

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সপ্তম ব্যক্তি ছিলাম। গাছের পাতা ছাড়া আমাদের খাওয়ার কিছু ছিল না। এমনকি তা খেয়ে আমাদের মাড়ি ক্ষত বিক্ষত হয়ে যেত...

একদিন আমি একটি চাদর কুড়িয়ে পেলাম। তারপর তা আমি ও সা'আদ ইবনে আবি ওয়াককাস দু'ভাগে ভাগ করে নিলাম। তার অর্ধেক দিয়ে আমি লুঙ্গি বানালাম আর সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস তার অন্য অর্ধেক দিয়ে লুঙ্গি বানালেন..

আর এখন আমাদের প্রত্যেকে কোন না কোন শহরের শাসক...

আর আমি আল্লাহর নিকট এ বিষয় থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যে, আমি

আমার নিকট একজন মহান ব্যক্তি হব অথচ আল্লাহর নিকট হব একজন তুচ্ছ মানুষ...

তারপর তিনি তাদের মধ্যে থেকে একজনকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করলেন এবং তাদের বিদায় জানিয়ে মদীনায় চলে এলেন।

খলীফা হযরত উমর ফারুক রাযি. এর নিকট পৌঁছে তিনি শাসনকর্তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করলেন না। তিনি বার বার তার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করলেন আর খলীফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. বার বার তাকে দায়িত্ব নিতে জেদ করলেন এবং তাকে বসরায় ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন... তখন তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও হযরত উমর রাযি. এর নির্দেশ মেনে নিলেন ও উটে আরোহণ করতে করতে বললেন,

اَللّٰهُمَّ لَا تُرَدَّنِيْ إِلَيْهَا

اَللّٰهُمَّ لَا تُرَدَّنِيْ إِلَيْهَا

হে আল্লাহ! আমাকে সেখানে ফিরিয়ে নিবেন না...

হে আল্লাহ! আমাকে সেখানে ফিরিয়ে নিবেন না...

আল্লাহ তাআলা তার দুআ কবুল করলেন। ফলে তিনি মদীনা থেকে অনতিদূরে যেতে না যেতেই তার উষ্ট্রী হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। আর তিনি উট থেকে পড়ে গেলেন...

এবং দুনিয়া ত্যাগ করে পরপারের পথে রওনা হলেন...

হযরত নুয়াইম ইবনে মাসউদ রাযি.

نُعَيْمِ بنِ مَسْعُوْدٍ

رَجُلٌ يَعْرِفُ

اَنَّ الْحَرْبَ خدْعَةٌ

নুয়াইম ইবনে মাসউদ এমন একজন মানুষ

যিনি জানেন,

যুদ্ধ হল ধোঁকা।

হযরত নুয়াইম ইবনে মাসউদ রাযি.

হযরত নুয়াইম ইবনে মাসউদ রাযি. জাগ্রত হৃদয়ের অধিকারী, ঝলমলে মেধাসম্পন্ন বুদ্ধিমান এক যুবক। কোন বাধা তাঁকে রোধ করতে পারে না। কোন জটিল বিষয় তাঁকে অক্ষম করে না।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে সঠিক বুদ্ধিমত্তা, উপস্থিত বুদ্ধি ও প্রচণ্ড ধী-শক্তি দান করেছেন ফলে তাঁকে মরু-সন্তানের উপমা দেয়া যায়। তবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আমোদপ্রিয়, খুব বন্ধুবৎসল। এ দু'টিকে তিনি আরবের ইহুদীদের মাঝেই সবচেয়ে বেশী খুঁজে পেয়েছিলেন।

তাই যখনই তার মন কোন গায়িকার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠত অথবা তার শ্রবণেন্দ্রীয় বাদ্যের রিনিঝিনি আওয়াজ শুনতে অধীর-অস্থির হয়ে উঠত, তখনই তিনি নজদে অবস্থিত তার গোত্রের আবাসভূমি থেকে যাত্রা শুরু করতেন এবং মদীনার অভিমুখে রওনা হয়ে যেতেন। সেখানে অকাতরে ইহুদীদের জন্য অর্থ ব্যয় করতেন যেন তারাও তার জন্য অকাতরে আনন্দ ও বিনোদনের আয়োজন করে...

এ কারণে নুয়াইম প্রায়ই ইয়াসরিবে আসতেন। আর তার সাথে ও ইহুদীদের সাথে বিশেষ করে বনু কুরাইজার সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল।

* * *

আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত ও সত্য ধর্মসহ তাঁর রাসূলকে পাঠিয়ে যখন মানবতাকে সম্মানিত করলেন। আর মক্কার মরু-উপত্যকাগুলো ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তখন নুয়াইম ইবনে মাসউদ জীবনের লাগামকে বাধাহীনভাবে ছেড়ে দিয়ে জীবন কাটাচ্ছিলেন।

তাই তিনি আনন্দ-উল্লাসের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টির ভয়ে নতুন ধর্ম থেকে কঠিনভাবে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন। তারপর তিনি অনুভব করলেন যে, তাকে ইসলামের ঘোরতর দুশমনদের সাথে মিলিত হতে টেনে নেয়া হচ্ছে এবং ইসলামের সম্মুখ যাত্রায় তলোয়ার উঁচিয়ে তুলতে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

* * *

কিন্তু হযরত নুয়াইম ইবনে মাসউদ রাযি. আহযাবের যুদ্ধের দিবসে ইসলামী দাওয়াতের ইতিহাসে নিজের জন্য একটি নতুন পৃষ্ঠা খুললেন এবং এই পৃষ্ঠায় তিনি যুদ্ধ-কৌশলের বিস্ময়কর কাহিনীসমূহের মধ্য হতে একটি কাহিনী রচনা করলেন...

তা এমন একটি ঘটনা ইতিহাস যার মজবুত অধ্যায়সমূহসহ চরম বিস্ময়তার সাথে বর্ণনা করে, চরম হতবুদ্ধিতার সাথে তার বুদ্ধিমান, চৌকান্না নায়কের কথা আলোচনা করে।

* * *

নুয়াইম ইবনে মাসউদের ঘটনাটি জানার জন্য আমাদের একটু পশ্চাতে ফিরে যেতে হবে।

আহযাবের যুদ্ধের কিছু পূর্বে বনু নাজীরের একদল ইহুদী উৎসাহিত হয়ে উঠল। তাদের নেতারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও তার ধর্মকে মিটিয়ে দিতে বিভিন্ন দলকে সংঘবদ্ধ করতে লাগল...

তাই তারা মক্কায় কুরাইশদের নিকট এল। তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করল এবং তাদের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল যে, মদীনায় পৌঁছলে তারা তাদের সাথে এসে মিলিত হবে। এ জন্য একটি সময় নির্ধারিত করল যার খেলাফ তারা করবে না।

তারপর নজদের গাতফান গোত্রের নিকট গেল। তাদেরকে ইসলাম ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলল। তারা সমূলে নতুন ধর্মকে উৎপাটিত করতে তাদেরকে আহবান জানাল এবং গোপনে তারা তাদের ও কুরাইশদের মাঝে যে চুক্তি হয়েছে তার কথা বর্ণনা করল। তারা কুরাইশের সাথে কৃত চুক্তি মুতাবিক তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হল এবং চূড়ান্ত সময়ের কথা তাদের জানাল।

* * *

অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীসহ কুরাইশরা সকলে আবু সুফিয়ান ইবনে হরবের নেতৃত্বে মক্কা থেকে মদীনার অভিমুখে বেরিয়ে পড়ল।

যেমনিভাবে অস্ত্রশস্ত্র ও যোদ্ধাবাহিনী নিয়ে গাতফানের লোকেরা উয়ায়না ইবনে হিসন গাতফানীর নেতৃত্বে নজদ থেকে বেরিয়ে পড়ল।

আর গাতফানের যোদ্ধাদের অগ্রগামী বাহিনীতে ছিলেন আমাদের কাহিনীর বীর পুরুষ নুয়াইম ইবনে মাসউদ (রাযি.)...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাদের বেরিয়ে পড়ার সংবাদ পৌঁছলে তিনি সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করলেন। তাঁদের সাথে পরামর্শ করলেন। তাদের পরামর্শে সিদ্ধান্ত হল, তারা মদীনার চারপাশে একটি পরিখা খনন করবেন যেন তাঁরা এ বিশাল বাহিনীকে রোধ করতে পারেন; যার মোকাবেলার শক্তি তাদের নেই। যেন পরিখা এই বিশাল যোদ্ধা বাহিনীর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

* * *

মক্কা ও নজদ থেকে সমবেত বাহিনী দু'টি মদীনার উঁচুভূমির নিকটবর্তী হতেই বনু নাজীরের ইহুদীদের নেতারা মদীনায় বসবাসকারী ইহুদী গোত্র বনু কুরায়যার নেতাদের কাছে গেলো। উদ্দেশ্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়ে মক্কা ও নজদ থেকে আগত বাহিনীকে উৎসাহিত করা, তাদেরকে প্ররোচিত করে তোলা, জবাবে বনু কুরায়যার নেতারা বললো তোমরা আমাদের এমন কিছুর দাওয়াতই দিয়েছো যা আমরা পছন্দ করি এবং আন্তরিকভাবে চাই। কিন্তু তোমরা তো জানো, মুহাম্মাদ ও আমাদের মাঝে এ মর্মে চুক্তি রয়েছে যে, আমরা তার সাথে আপোস বজায় রাখবো তার বিপক্ষে অবস্থান নেবো না। বিপরীতে আমরা লাভ করবো মদীনায় নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবন আর তোমরা অবগত আছো যে তার সঙ্গে কৃত চুক্তির মেয়াদ এখনো শেষ হয়নি।

তদুপরি আমরা আশঙ্কা করছি, এই যুদ্ধে যদি মুহাম্মাদ জিতে যায় তাহলে আমাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করবে। চুক্তি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার বদলা স্বরূপ মদীনা থেকে চিরতরে আমাদের নির্মূল করবে...

কিন্তু বনু নাযীরের নেতারা ক্রমাগত তাদের উসকানী দিতে লাগলো। চুক্তি ভঙ্গ করে মুহাম্মাদের পক্ষ ত্যাগের বিষয়টিকে তাদের কাছে মনোহর করে তুলতে চটকদার সব যুক্তি পেশ করতে থাকলো। এমনকি অত্যন্ত জোরের সাথে তাদের আশ্বস্ত করলো যে এইবারে মুহাম্মাদের ললাটে নিস্তার নেই। শোচনীয় পরাজয় অবধারিত...

তারা এদের মনোবলকে আরো চাঙ্গা করে তুলতে মক্কা ও নজদের বিশাল বাহিনীর আগমনের খবরটিকে কাজে লাগালো এবং এতে অবিশ্বাস্য ফল হলো মুহূর্তে মধ্যেই বনু কুরায়যার ইহুদীরা সিদ্ধান্ত বদলে ফেললো। সত্যি সত্যি তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাদের কৃত চুক্তি ভঙ্গ করলো, শুধু তাই নয় দু পক্ষের মাঝে লিখিত চুক্তি পত্রটি ছিঁড়ে টুকরো করে ফেললো। এবং প্রকাশ্য হানাদার বাহিনীর পক্ষে যোগদানের কথা ঘোষণা করলো...

এই ঘটনায় মুসলমানদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো...

* * *

সম্মিলিত বাহিনী মদীনা অবরোধ করলো মদীনার অভ্যন্তরে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দিলো। ফলে মুসলমানদের উপরে নেমে এলো অসহনীয় দুর্ভোগ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন শত্রুর দ্বিমুখী ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে গেছেন, ষড়যন্ত্রে ফেঁসে গেছেন।

রণসরঞ্জামে হাজির হয়েছে

বাইরে থেকে আক্রমণের জন্য মুসলমানদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কুরায়শ ও গাতফান আর মদীনার ভিতরে সুযোগের অপেক্ষায় মুসলমানদের পিছনে উঁৎ পেতে আছে বনু কুরায়যা...

তদুপরি মুনাফিক ও ব্যধিগ্রস্ত অন্তরের লোকেরা এতদিনে মনের গহীনে লুকানো সমস্ত কথা-বার্তা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। তারা বলছে মুহাম্মাদ আমাদেরকে রোম-পারস্যের ধনভাণ্ডার লাভের স্বপ্ন দেখাতো আর আজকে দেখো আমাদের কারো এতটুকু জানের নিরাপত্তা *নেই যে, প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে নির্জনে যাবো।*

এরপর তারা একেরপর এক দলধরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশ থেকে সটকে পড়তে লাগলো। এই যুক্তিতে তাদের স্ত্রী সন্তান ও বাড়ী ঘর নিরাপদ নয়। কারণ যুদ্ধ বেধে গেলে বনু কুরায়যা তাদের উপর হামলা করে বসতে পারে। অবস্থা এই দাঁড়ালো যে কেবল সত্যবাদী কয়েকশ' মু'মিন ছাড়া আর কেউই রইলো না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে।

প্রায় বিশ দিন স্থায়ী ঐ অবরোধ চলাকালে এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের সমীপে আশ্রয় নিলেন এবং নিরুপায় দিশাহীন ব্যক্তির প্রার্থনার মতো বেদনাভরা আকুতি নিয়ে তার কাছে হাত উঠালেন তিনি তাঁর দুয়ায় একটি কথাই শুধু বলে চললেন, হে আল্লাহ তোমার সেই ওয়াদা সেই প্রতিশ্রুতির দোহাই হে আল্লাহ তোমার সেই ওয়াদা সেই প্রতিশ্রুতির কোথায়...।

* * *

নুয়াইম ইবনে মাসউদ সে রাতে অনিদ্রায় ছটফট করছিলেন। বিছানায় শুয়ে আছেন অথচ ঘুম নেই। দু' চোখে যেন গাঢ় সুরমার প্রলেপ তাই পাতা দুটি একত্র হতে পারছে না। ফলে তিনি দৃষ্টি মেলে স্বচ্ছ আকাশের বুকে ছুটে চলা নক্ষত্রের দিকে তাকালেন...

এবং তাকিয়েই থাকলেন, মন ভরে সর্বদা আকাশ দেখলেন আর ভাবলেন... দীর্ঘ ভাবনা ...। হঠাৎ খেয়াল করলেন তার ভিতরে একটি প্রশ্নের সুর উপস্থিত।

তার মন তাকে শুধাচ্ছে,

ঠিক তোমাকে হে নুয়াইম!

সেই দূরবর্তী নজদ অঞ্চল থেকে কেন কী জন্য তুমি এসেছো? এই লোক ও তার অনুসারীদের সাথে লড়তে!!..

ভেবে দেখো, তুমি কোন হৃত অধিকার পুনরুদ্ধার কিংবা কোন লুণ্ঠিত মর্যাদা ও গৌরব ফিরে পেতে যুদ্ধে বের হওনি। বরং তুমি তার বিরুদ্ধে যৌক্তিক ও সুনির্দিষ্ট কোন কারণ ছাড়াই যুদ্ধে নেমেছো

ঠিক তোমাকে নুয়াইম!!

কী করবে তুমি? এই সৎ ও সদাচারী ব্যক্তির সম্মুখে তোমার তরবারী উঠিয়ে ধরছো যিনি তার অনুসারীদেরকে? আদেশ দেন, ন্যায় ইনসাফ সদাচারণ ও নিকট আত্মীয়দের হক রক্ষার!!

কী সেই প্রাপ্তি যার জন্যে তোমার বর্শাকে তুমি তার সঙ্গীদের রক্তে রঞ্জিত করতে চাও যারা অনুসরণ করেছে তাঁর কাছে আগত সত্য ও হেদায়াতের পথ?!

নিজের সঙ্গে এই আলাপ যতক্ষণ শেষ হলো ততক্ষণ নুয়াইম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন তিনি কী করবেন অতএব তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে গেলেন তা বাস্তবায়নের জন্য।

* * *

রাতের অন্ধকারে নুয়াইম ইবনে মাসউদ তার কওমের সেনাছাউনি থেকে গোপনে বেরিয়ে পড়লেন এবং দ্রুত পায়ে ছুটলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে...

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাঁর সামনে বিনীতভাবে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, নুয়াইম ইবনে মাসউদ? তিনি বললেন, জ্বী! হে আল্লাহর রাসূল। বললেন, এরকম সময়ে তুমি কেন এখানে এলে?!! তিনি বললেন, এসেছি একথার সাক্ষ্য দিতে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর আপনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা হক, সত্য...

তারপর বললেন, আমি যে ইসলাম গ্রহণ করেছি ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিন্তু আমার কওম সেটা জানে না অতএব আপনি আমাকে আদেশ করুন যা ইচ্ছা...

তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তো আমাদের পক্ষে মাত্র একজন ঠিক আছে যাও তোমার কওমের মাঝে গিয়ে চেষ্টা করো তাদের শক্তি কিছুটা খর্ব করতে, কারণ যুদ্ধ হলো ধোঁকা...

জবাবে তিনি বললেন, জী তাই করছি ইয়া রাসূলুল্লাহ... আর অচিরেই আপনি এমন কিছু দেখবেন ইনশা আল্লাহ যা আপনাকে আনন্দিত করবে।

* * *

নুয়াইম ইবনে মাসউদ সেই মুহূর্তে বনু কুরায়যার কাছে গেলেন। আর আগে থেকেই তিনি ছিলেন তাদের বন্ধু ও ঘনিষ্ট ব্যক্তি। তিনি বললেন, হে বনু কুরায়যা। আমি যে তোমাদের প্রতি কেমন আন্তরিক এবং তোমাদের কতটা হিতাকাঙ্খী তা তোমরা জানো। জবাবে তারা বললো, হ্যাঁ নিশ্চয়ই... তোমার প্রতি আমাদের অবিশ্বাস নেই... এবার নুয়াইম বলতে শুরু করলেন, শোন এই যুদ্ধে কুরায়শ ও গাতফানের অবস্থা আর তোমাদের অবস্থা এক না।

তারা বললো, সেটা কী রকম?

তিনি বললেন, দেখো তোমরা হলে এখানকার বাসিন্দা, এটাই তোমাদের দেশ। তোমাদের সম্পদ সন্তান ও স্ত্রী সবকিছু এখানে। এই জায়গা ত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়া তোমাদের পক্ষে সম্ভব না...

কিন্তু কুরায়শ ও গাতফান, তারা বহিরাগত তাদের আলাদা দেশ আছে, সম্পদ, সন্তান ও স্ত্রী পরিজন সব সেখানে...

তারা এখন এসেছে মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। আর তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছে মুহাম্মাদের সঙ্গে কৃতচুক্তি ভঙ্গ করে তার বিপক্ষে অবস্থান নিতে। তোমরা সে ডাকে সাড়া দিয়েছো।

এখন যদি তারা এই যুদ্ধে জয়ী হয় তাহলে তো গণীমত। এই সুযোগের তারা পুরো সদ্ব্যবহার করবে আর যদি তাকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয় তাহলেও ভয় নেই, কারণ নিজ দেশে তারা ফিরে যাবে নিশ্চিন্তে। কিন্তু তোমরা একা পড়ে যাবে তখন মুহাম্মাদ তোমাদের চরম প্রতিশোধ নেবে... আর এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে, তোমাদেরকে একাকী পেলে তোমাদের আর রক্ষা নেই...

সব শুনে তারা বললো ঠিকই বলছো, এখন তোমার মত কী? নুয়াইম বললেন, আমার মত হচ্ছে তোমরা ততক্ষণ যুদ্ধে জড়াবে না যতক্ষণ না কুরায়শ ও গাতফানের অভিজাতদের একদলকে তারা তোমাদের কাছে সোপর্দ করবে যারা তোমাদের কাছে জামানত স্বরূপ থাকবে।

এর মাধ্যমে তোমরা তাদেরকে বাধ্য করতে সক্ষম হবে এ দুয়ের কোন একটিতে হয় মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হবে আর না হয় যুদ্ধ

করতে করতে তোমাদেরও তাদের সর্বশেষ ব্যক্তিটিও নিঃশেষ হয়ে যাবে...

জবাবে তারা বললো, তুমি আমাদের হিতাকাঙ্খী তাই এমন সুন্দর পরামর্শ দিয়েছো...।

এরপর নুয়াইম তাদের থেকে বিদায় নিয়ে কুরায়শ সেনাপতি আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের কাছে গেলেন। এবং আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গে যারা ছিলো তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে কুরায়শ! তোমাদের সাথে আমার হৃদ্যতা আর মুহাম্মাদের প্রতি বিদ্বেষ পরিষ্কার সকলেই জানো।

একটা কথা আমি শুনলাম তোমাদের কে সেটা অবগত করা আমার কর্তব্য মনে করি। তাই বন্ধুত্বের খাতিরে বলছি, কিন্তু তোমাদের স্বার্থেই সেটা গোপন রাখতে হবে, কাউকে জানাতে পারবে না...

তারা বললো, এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, নুয়াইম বললেন, বনু কুরায়যা মুহাম্মাদের বিপক্ষে যাওয়ার জন্য অনুতপ্ত হয়েছে। তারা এখন তাঁর কাছে এই মর্মে বার্তা পাঠিয়েছে, আমরা আমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত... আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগের চুক্তি ও সন্ধিতে ফিরে যাবো...

তো আপনি কি এটা পছন্দ করবেন যে, আমরা কুরায়শ ও গাতফানের বেশ কিছু অভিজাত লোককে এনে আপনার সোর্পদ করব আপনি তাদের শিরচ্ছেদ করেন? তারপর আমরা আপনার সঙ্গে মিলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেই এবং এভাবে আপনি তাদের সমূলে বিনাশ করেন? তাদের লীলা সঙ্গ করেন?

এই প্রস্তাবের উত্তরে মুহাম্মাদ বলেছে হ্যাঁ...

অতএব ইহুদীরা যদি তোমাদের কাছে জামানতের জন্য তোমাদের পুরুষদের চাইতে আসে তাহলে খবরদার একজন মানুষও দেবে না...

এ পর্যায়ে আবু সুফিয়ান বললো,

কত না উত্তম মিত্র তুমি। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।

এরপর নুয়াইম ইবনে মাসউদ আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে উঠে তার কওম গাতফানের কাছে গেলেন এবং আবু সুফিয়ানের সাথে যেমন আলাপ হয়েছে হুবহু সেই কথাগুলোই এদেরকে শোনালেন এবং তাদেরকে সতর্ক করলেন যেভাবে সতর্ক করেছিলেন আবু সুফিয়ানকে।

* * *

আবু সুফিয়ান চাইলো বনু কুরায়যাকে যাচাই করে দেখবে, তাই সে তার ছেলেকে পাঠালো তাদের কাছে। সে গিয়ে বললো, আমার বাবা তোমাদের সালাম দিয়েছেন আর বলেছেন, মুহাম্মাদের ও তার লোকদের বিরুদ্ধে আমাদের অবরোধ এতটা দীর্ঘ হয়েছে যে আমরা বিরক্ত হয়ে গেছি...। এখন আমরা সংকল্প করেছি তার সঙ্গে যুদ্ধ করে তার থেকে নিস্তার লাভ করবো...। আর বাবা আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন কালই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার জন্য তোমাদের দাওয়াত দিতে।

জবাবে তারা বললো কাল তো শনিবার। এদিন আমরা কোন কাজ করি না। তাছাড়া আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের পক্ষে লড়াই করবো না যতক্ষণ না তোমাদের ও গাতফানের নেতৃস্থানীয় সত্তরজন লোককে আমাদের হাতে না দাও, যেন তারা আমাদের কাছে বন্ধক থাকে। কারণ আমাদের আশঙ্কা, যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ নিলে তোমরা তড়িঘড়ি তোমাদের দেশে চলে যাবে আর একা আমরা পড়বো মুহাম্মাদের কবলে...

আর তোমরা তো জানো, তাদের মোকাবেলা করার মতো সামর্থ নেই আমাদের...।

আবু সুফিয়ান পুত্র যখন নিজ কওমের মাঝে এসে বনু কুরায়যার এসব কথাবার্তা উদ্ধৃত করলো তখন সবাই এক বাক্যে বলে উঠলো, লাঞ্ছিত হোক বানর শুকরের সন্তানেরা...। আল্লাহর কসম, যদি তারা একটি বকরিও বন্ধক চায় আমরা তা দেবো না...।

* * *

হযরত নুয়াইম ইবনে মাসউদ রাযি. সম্মিলিত বাহিনীর ঐক্যে ফাটল ধরাতে ও তাদেরকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দিতে কামিয়াব হলেন...

এদিকে আল্লাহ কুরায়শ ও তার গোত্রদের উপর প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করলেন, যা তাদের তাঁবুকে লণ্ডভণ্ড করে দিলো, পাতিল উল্টে দিলো, আগুন নিভিয়ে দিলো। বাতাস তাদের চেহারা ক্রমাগত চপোটাঘাত করলো আর অজস্র ধুলাবালিতে তাদের চোখ বোঝাই হয়ে গেলো। ফলে প্রস্থান করা ছাড়া তাদের কোন গত্যান্তর থাকলো না।

অতএব সেই অন্ধকার রাতেই তারা মদীনা ত্যাগ করলো...

মুসলমানরা সকালে উঠে যখন দেখলো, আল্লাহর শত্রুরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়েছে তখন তারা চিৎকার করে বলে উঠলেন, প্রশংসা সকল সেই আল্লাহর যিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তার সৈন্যদের বিজয়ী করেছেন আর সম্মিলিত বাহিনীকে একান্ত পরাজিত করেছেন।

* * *

সে দিনের পর থেকে নুয়াইম ইবনে মাসউদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। নবীজীর তরফ থেকে বিভিন্ন কাজের ভার গ্রহণ করেন বহু দায়িত্ব পালন করেন এবং তার পতাকা বহন করেছেন।

মক্কা বিজয়ের দিন আবু সুফিয়ান যখন মুসলিম বাহিনীকে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করছিলো, যোদ্ধাদলগুলোকে তখন হঠাৎ দেখলো এক ব্যক্তি গাতফানীদের পতাকা বহন করছে তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলো। এ কে?! তারা বললো নুয়াইম ইবনে মাসউদ। আবু সুফিয়ান বললো, কী খারাপ ভাবেই না আমাদের ধোঁকা দিয়েছে খন্দকের দিন...

আল্লাহর কসম, সে ছিলো মুহাম্মাদের ঘোরতর শত্রু... আর আজ সেই তার সম্মুখে নিজ কওমের পতাকা বহন করছে এবং তার নেতৃত্বে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছে...।

হযরত ওয়াহশী ইবনে হর্‌ব রাযি.

قَتَلَ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ...

وَقَتَلَ شَرَّ النَّاسِ أَيْضًا

– المؤرخون

তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন ...এবং সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিকেও হত্যা করেছেন।

–ঐতিহাসিকগণ

হযরত ওয়াহশী ইবনে হর্ব রাযি.

কে এই লোক , যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয়কে রক্তাক্ত করেছেন?... যখন তিনি রাসূলের চাচা হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে উহুদের দিবসে হত্যা করেছেন!

তারপর মুসলমানদের হৃদয়কে বেদনামুক্ত করেছেন;

যখন তিনি ইয়ামামার দিবসে মুসাইলামাতুল কায্যাবকে হত্যা করেছেন।

নিশ্চয় তিনি হলেন ওয়াহশী ইবনে হর্ব রাযি. যাঁর উপনাম আবু দাসমা।

নিশ্চয় তাঁর কঠিন বেদনাময় রক্তাক্ত কাহিনী রয়েছে।

তুমি তাঁকে তোমার কানটি দাও , তিনি তোমাকে স্বয়ং তাঁর বেদনাময় কাহিনী শুনাবেন...

ওয়াহশী রাযি. বলেন, আমি কুরাইশের এক সরদার জুবাইর ইবনে মুত'আমের এক অল্প বয়সী দাস ছিলাম।

তার চাচা 'তুয়াইমা' বদরের দিবসে হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের হাতে নিহত হয়েছিল। তাই সে তার মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাহত হল এবং লাত ও উজ্জার শপথ করে বলল, অবশ্যই সে তার চাচার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিবে এবং তার হত্যাকারীকে হত্যা করবে... তারপর থেকে সে হামযাকে হত্যার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

* * *

এর পর বেশী দিন যায়নি। ইতিমধ্যে কুরাইশরা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহকে ধ্বংস করার জন্য এবং বদরে নিহতদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উহুদে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করল। তাই তারা তাদের বাহিনীকে সজ্জিত করল। তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কবীলাদের একত্রিত করল। যুদ্ধ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করল। তারপর তার নেতৃত্ব আবু সুফিয়ান ইবনে হরবের হাতে অর্পণ করল।

আবু সুফিয়ান বাহিনীর সাথে কুরাইশের একদল সম্মানিত নারীকেও নেয়ার চিন্তা করল, যাদের পিতা, পুত্র, ভাই বা আত্মীয় স্বজনের কেউ বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে। তারা যোদ্ধাদের যুদ্ধে উৎসাহিত করবে। পলায়নে বাধা প্রদান করবে। সুতরাং যেসব নারী তার সাথে বেরিয়েছিল তাদের সর্বাগ্রে ছিলেন তার স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবা।

তার পিতা , চাচা, ভাই সকলে বদরে নিহত হয়েছিল।

বাহিনী যখন যাত্রার উপক্রম হল, তখন জুবাইর ইবনে মুতআম আমার দিকে তাকিয়ে বলল, হে আবু দাসমা ! তোমার কি আগ্রহ আছে যে তুমি তোমাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করবে ?

আমি বললাম, তা কী করে সম্ভব?

তিনি বললেন, আমি তার ব্যবস্থা করব।

আমি বললাম, তা কীভাবে?

তিনি বললেন, যদি তুমি আমার চাচা তুয়াইমা ইবনে আদী এর মুকাবিলায় মুহাম্মাদের চাচা হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে হত্যা করতে পার, তাহলে তুমি স্বাধীন মুক্ত।

আমি বললাম, সে প্রতিশ্রুতি পূরণে কে আমাকে নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

তিনি বললেন, কাকে চাও, সে ব্যাপারে আমি সবাইকে সাক্ষ্য বানাতে চাই।

আমি বললাম, আমি তা করব। আমি তা করতে সক্ষম।

ওয়াহ্শী রাযি. বলেন, আমি একজন হাবসী ছিলাম। হাবসার অধিবাসীদের মতই বর্শা নিক্ষেপ করতে পারতাম। সুতরাং যা লক্ষ্য করে বর্শা ছুড়তাম তা বিদ্ধ করতে ভুল করতাম না।

তাই আমি আমার বর্শা নিয়ে বাহিনীর সাথে রওনা হলাম। আমি বাহিনীর পশ্চাতে নারীদের কাছাকাছি চলতে লাগলাম। কারণ যুদ্ধের প্রতি আমার কোন আগ্রহ ছিল না।

আমি যখনই আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দের পাশ দিয়ে গিয়েছি বা সে আমার পাশ দিয়ে গেছে আর সূর্যের আলোয় আমার হাতে বর্শাটি চকমক

করতে দেখেছে তখনই সে বলেছে, হে আবু দাসমা! আমাদের হৃদয়ের জ্বালাকে তুমি প্রশমিত কর।

তারপর আমরা যখন উহুদে পৌঁছলাম আর উভয় বাহিনী মুখোমুখি হল আমি হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে তালাশ করতে লাগলাম। আমি তাকে আগে থেকেই চিনতাম। আর হামযা কারো কাছে অজানা থাকত না। আরবের বীর যোদ্ধাদের মতো তাই। কারণ তিনি তাঁর মাথায় নুয়ামা পাখির পর স্থাপন করতেন। ফলে প্রতিপক্ষের যোদ্ধারা তাঁকে চিনতে পারত।

অল্প কিছুক্ষণ পরই আমি হামযাকে দেখতে পেলাম, সে সমবেত যোদ্ধাদের মাঝে বজ্রনির্ঘোষ আওয়াজে চিৎকার করছে। যেন সে একজন ধূসর রঙের উষ্ট্র। সে তার তরবারী দ্বারা লোকদের শাসাচ্ছে। কেউ তার অভিমুখী হচ্ছে না। কেউ তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

আমি যখন তাকে হত্যা করতে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম এবং কোন পাথর বা গাছের পশ্চাতে থেকে তার থেকে আত্মরক্ষা করে সে আমার নিকটবর্তী হওয়ার অপেক্ষা করছিলাম, ঠিক তখনই কুরাইশের এক অশ্বারোহী তার দিকে এগিয়ে গেল। তাকে সিবা ইবনে আব্দুল উজ্জা নামে ডাকা হয়। সে বলছে, হে হামযা ! আমার সাথে যুদ্ধে এগিয়ে এসো... আমার সাথে যুদ্ধে এগিয়ে এসো.....

হামযা তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, হে মুশরিকের বাচ্চা! এগিয়ে আয়... এগিয়ে আয়...

তারপর হামযা দ্রুত তার দিকে ছুটে গিয়ে তার তরবারী দ্বারা আঘাত করল। তারপর সে তার সামনে লুটিয়ে পরে রক্তের মাঝে ছটফট করতে লাগল।

ঠিক তখন আমি হামযার অদূরে আমার মনের মত স্থানে দাঁড়াতে পারলাম। আমি আমার বর্শাকে লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাক করতে লাগলাম। তারপর নিশ্চিত হলে তার দিকে ছুঁড়ে মারলাম। বর্শাটি তার পেটের নিচে গিয়ে বিদ্ধ হল এবং সামনে দিকে বেরিয়ে গেল।

তারপর ভারাক্রান্ত অবস্থায় সে আমার দিকে দু'কদম এগিয়ে এল। তারপরই সে বর্শাটিসহ লুটিয়ে পড়ল। আমি তাকে সে অবস্থায় ছেড়ে

দিলাম। অবশেষে নিশ্চিত হলাম যে, সে মৃত্যুবরণ করেছে। তারপর আমি তার নিকট এগিয়ে গিয়ে বর্শাটি তুলে আনলাম এবং তাবুতে ফিরে এলাম এবং সেখানেই বসে রইলাম। কারণ তাকে হত্যা করা ছাড়া আমার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। আর আমি তো তাকে আমার মুক্তির জন্য হত্যা করেছি।

* * *

তারপর যুদ্ধের শিখা ভয়াবহ আকার ধারণ করল। সম্মুখ অগ্রসর আর পশ্চাদ্ধাবন অনেক হল। তবে দ্রুতই মুহাম্মাদের সাথীদের উপর পরাজয়ের বিপর্যয় ঘুরে এল এবং তাদের অনেকেই নিহত হল।

তখন হিন্দ বিনতে উৎবা নিহত মুসলমানদের নিকট ছুটে গেল। আর তার পশ্চাতে পশ্চাতে গেল একদল নারী। তারপর তারা তাদের বিকৃত করতে লাগল। তারা তাদের পেট চিরতে লাগল, চোখ ফুঁড়ে দিল। নাক আর কান কেটে ফেলতে লাগল।

তারপর সে নাক আর কান দিয়ে মালা বানিয়ে তা দ্বারা সজ্জিত হল আর তার মালা ও স্বর্ণের দুল দুটি আমাকে দিয়ে বলল, হে আবু দাসমা! এ দু'টি তোমার... এ দু'টি তোমার...

এ দু'টি হেফাজত কর, কেননা তা মূল্যবান। উহুদ যুদ্ধ শেষ হলে আমি মক্কায় ফিরে এলাম। আর জুবাইর ইবনে মুত'আম তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করল। আমাকে আযাদ করে দিল। আমি মুক্ত স্বাধীন হয়ে গেলাম।

* * *

কিন্তু মুহাম্মাদের ধর্মমত দিনের পর দিন বাড়তে লাগল এবং ক্ষণে ক্ষণে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। তাই মুহাম্মাদের ধর্মমত যতই বাড়তে লাগল বিপদ আর সঙ্কট আমার তেমনি বেড়ে চলল। ভয়-ভীতি আর আতঙ্ক আমাকে পেয়ে বসল।

এমনি অবস্থা চলতে চলতে একদিন মুহাম্মাদ এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করল। তখন আমি নিরাপত্তার তালাশে তায়েফে পালিয়ে গেলাম।

কিন্তু তায়েফের অধিবাসীরা কিছুদিনের মধ্যেই ইসলামের ব্যাপারে

নরম হয়ে গেল। তারা মুহাম্মাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য এবং তার ধর্মে প্রবেশের ঘোষণা দেয়ার জন্য একটি প্রতিনিধি দল প্রস্তুত করল।

তখন আমার অনুশোচনা তীব্র আকার ধারণ করল এবং প্রশস্ত দুনিয়া সংকীর্ণ হয়ে গেল। আমার সামনে সব পথ বন্ধ হয়ে গেল। তখন আমি বললাম, শামে অথবা ইয়ামেনে অথবা দূরবর্তী কোন দেশে আমি চলে যাব।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যখন আমার এই দুশ্চিন্তায় বেচাইন তখন এক কল্যাণকামী আমার ব্যাপারে কোমল হল। বলল, ছিঃ হে ওয়াহশী! আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি কেউ তার ধর্মে প্রবেশ করে ও আল্লাহর একত্ববাদের ও মুহাম্মাদের রিসালাতের সাক্ষ্য দেয় তাহলে তিনি তাকে হত্যা করেন না।

আমি তার কথা শুনে মুহাম্মাদের তালাশে ইয়াসরাবের দিকে রওনা হয়ে গেলাম। যখন আমি সেখানে পৌঁছলাম এবং তাকে তালাশ করলাম, জানতে পারলাম, তিনি মসজিদে অবস্থান করছেন।

ক্ষীপ্রতা ও সতর্কতার সাথে আমি তার নিকট প্রবেশ করলাম ও তার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি তার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলাম,

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

তিনি আমার সাক্ষ্য প্রদানের আওয়াজ শুনে আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। আমাকে চিনেই আমার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। বললেন, ধিক তোমাকে ওয়াহশী ! তোমার চেহারা আমার থেকে দূরে সরিয়ে নাও। আজকের পর যেন আর কখনো তোমাকে না দেখি।...

তাই সেই দিন থেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি যেন আমার উপর না পরে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতাম। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সামনে বসলে আমি তাঁর পশ্চাতে গিয়ে বসতাম।

এমনি অবস্থায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইনতেকাল করলেন।

* * *

ওয়াহশী রাযি. বলে চললেন, আমি জানতাম, ইসলাম গ্রহণ করলে পূর্ববর্তী সকল গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। তবে আমি যা করেছি তার নির্মমতা অনুভব করতাম। ইসলাম ও মুসলমানদের উপর আমি যে মুসিবত চাপিয়ে দিয়েছি তার ভয়াবহতা অনুধাবন করতাম। তাই আমি এমন সুযোগের সন্ধানে ছিলাম, যা দ্বারা আমি বিগত দিনের পাপ মোচন করব।

* * *

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইনতেকাল করলে মুসলমানদের খেলাফতের দায়িত্ব হযরত আবু বকর রাযি.-এর নিকট এল আর হযরত মুসাইলামাতুল কায্যাবের অনুসারী বনু হানীফার লোকেরা মুরতাদ হয়ে গেল। তখন খলীফা আবু বকর রাযি. মুসাইলামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে এবং তার গোত্র বনু হানীফাকে আল্লাহর দ্বীনে ফিরিয়ে আনার জন্য একটি বাহিনী প্রস্তুত করলেন।

তখন আমি মনে মনে বললাম, হে ওয়াহশী! আল্লাহর শপথ করে বলছি, এটা তোমার সুযোগ। সুতরাং তুমি তা লুফে নাও। তোমার হাত থেকে তা ফসকে যেতে দিও না।

তারপর আমি মুসলমানদের বাহিনীর সাথে বেরিয়ে পড়লাম এবং আমি আমার সাথে আমার ঐ বর্শাটি নিয়ে নিলাম যা দ্বারা আমি হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে হত্যা করেছি। আমি শপথ করলাম, হয় তা দ্বারা মুসাইলামকে হত্যা করব, না হয় শাহাদাত বরণের মাধ্যমে সফল হয়ে যাব।

তারপর যখন মুসলমানগণ হাদীকাতুল মওতে মুসাইলামা ও তার বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হল, তখন আমি মুসাইলামাকে খুজঁতে লাগলাম। আমি তাকে দেখলাম সে হাতে তরবারী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । আমি এক আনসারীকে দেখলাম, সেও আমার মত তাকে খুঁজছে। আমরা উভয়ে তাকে হত্যা করতে চাচ্ছি।

আমি আমার পছন্দমত স্থানে দাঁড়িয়ে বর্শাটি নাড়াচ্ছিলাম। অবশেষে তা আমার হাতে সোজা হয়ে গেলে আমি তা তার দিকে ছুঁড়ে মারলাম। তারপর তা তার উপর গিয়ে পড়ল।

আমি যে মুহূর্তে আমার বর্শাটি মুসাইলামার উপর ছুঁড়ে মারছি ঠিক তখন আনসারী সাহাবী তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তরবারীর এক আঘাতে তাকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলল।

সুতরাং এখন তোমার রবই ভাল জানেন, আমাদের মাঝে কে তাকে হত্যা করেছে।

যদি আমিই তাকে হত্যা করে থাকি তাহলে আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে হত্যা করেছি .....এবং সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিকেও হত্যা করেছি।

হযরত হাকীম ইবনে হাযাম রাযি.

إِنَّ بِمَكَّةَ لَأَرْبَعَةَ نَفَرٍ

أَرْبَأُ بِهِمْ عَنِ الشِّرْكِ

وَأَرْغَبُ لَهُمْ فِي الإِسْلامِ ...

أَحَدُهُمْ حَكِيمُ بْنُ حَزَامٍ

– محمد صلى الله عليه وسلم

নিশ্চয় মক্কায় চারজন লোক রয়েছে, যারা শিরক থেকে
অধিক দূরে আর ইসলামের প্রতি অধিক আগ্রহী...
তাদের একজন হল হাকীম ইবনে হাযাম।

–মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত হাকীম ইবনে হাযাম রাযি.

তোমার নিকট কি এই সাহাবীর সংবাদ পৌঁছেছে ?!

ইতিহাস লিখেছে, তিনিই একমাত্র নবজাত সন্তান যিনি ক্বাবা মুয়ায্‌মার অভ্যন্তরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

তার এই জন্মের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ হল, তার মা তার সমবয়সী একদল সখীর সাথে আনন্দ-স্ফূর্তি করার জন্য ক্বাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করল।

কোন এক উপলক্ষে সে দিন ক্বাবা খোলা ছিল।

আর তার মাতা তখন গর্ভবতী ছিলেন। তখন ক্বাবার অভ্যন্তরে থাকা অবস্থায়ই হঠাৎ তার প্রসব বেদনা শুরু হল। আর তখন তিনি ক্বাবা ত্যাগ করতে পারলেন না...

তার জন্য একটি চামড়ার টুকরা আনা হল আর তিনি তাতে সন্তান প্রসব করলেন।

সেই নবজাত সন্তান হল হাকীম ইবনে হাযাম ইবনে খুয়াইলিদ।

তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ রাযি. এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

* * *

হাকীম ইবনে হাযাম রা. বিত্তবান ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তদুপরি তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, শরীফ ও সম্ভ্রান্ত। তাই তার গোত্রের লোকেরা তাঁকে সরদার বানিয়ে নিল এবং তাঁকে রিফাদার একটি পদে ভূষিত করল।

তাই তিনি জাহেলী যুগে তাঁর নিজস্ব সম্পদের একটি অংশ দ্বারা পাথেয় ফুরিয়ে যাওয়া বাইতুল্লাহর হাজীদের সাহায্য-সহযোগিতা করতেন।

রিসালাতের দায়িত্ব পাওয়ার পূর্বে হাকীম ইবনে হাযাম রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

যদিও তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বয়সে পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন তবে তিনি তাঁকে মহব্বত করতেন। তাঁর সান্নিধ্যে অন্তরঙ্গতা খুঁজে পেতেন। তাঁর সাহচর্যে ও তাঁর সাথে উঠাবসায় প্রশান্তি লাভ করতেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে বন্ধুত্বের ও ভালবাসার বিনিময় করতেন।

তারপর নৈকট্যের সম্পর্ক এগিয়ে এল। তখন তাদের মাঝে সম্পর্ক আরো মজবুত হল, শক্তিশালী হল। আর তা হল যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ফুফু হযরত খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ রাযি. কে বিয়ে করলেন।

* * *

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হাকীম ইবনে হাযামের যে সব সর্ম্পকের কথা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করেছি তা শুনার পর তুমি বিস্মিত হবে যখন জানবে যে, হাকীম ইবনে হাযাম মক্কা বিজয়ের দিবসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের দায়িত্ব পাওয়ার পর বিশের চেয়েও অধিক বৎসর কেটে গেছে।

অথচ হাকীম ইবনে হাযামের মত মানুষ যাকে আল্লাহ তা'আলা সেই পর্যাপ্ত জ্ঞান দান করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সেই আত্মীয়তার নৈকট্য দান করেছেন তাতে ধারণা ছিল যে, তিনি প্রথম ঈমানদার ব্যক্তি হবেন, তাঁর দাওয়াতকে সত্যায়ন করবেন, তার হিদায়াত হিদায়াতপ্রাপ্ত হবেন।

কিন্তু তা আল্লাহর ইচ্ছা...

আর আল্লাহ যা চান তাই হয়...

* * *

আমরা সকলে যেমনিভাবে হযরত হাকীম ইবনে হাযাম রাযি. এর ইসলাম গ্রহণের বিলম্বের কারণে বিস্মিত হচ্ছি ঠিক তেমনি তিনিও তার কারণে বিস্মিত হতেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার ও ঈমানের স্বাদ গ্রহণ

করার পরই জীবনে সেই প্রতিটি মুহূর্তের জন্য যা আল্লাহর সাথে শিরক করে ও রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলে কাটিয়েছেন তার জন্য আক্ষেপে দাঁত কাটতে লাগলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর ছেলে তাঁকে কাঁদতে দেখে বললেন, হে পিতা ! আপনি কাঁদছেন কেন ?

তিনি বললেন, হে ছেলে ! বহু বিষয় আমাকে কাঁদাচ্ছে ?

তার প্রথমটি হল, আমার ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করা, যা আমাকে বহু নেক কাজ করা থেকে পশ্চাতে ফেলে দিয়েছে। এখন যদি আমি পৃথিবীময় স্বর্ণও খরচ করি তাহলে তাতে পৌঁছতে পারব না। তারপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে বদর ও উহুদের যুদ্ধে রক্ষা করেছেন। সেদিন আমি মনে মনে বলেছি, এরপর আমি আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কুরাইশকে সাহায্য করব না এবং মক্কা থেকে বের হব না। তার পরপরই আমাকে কুরাইশের সাহায্যে টেনে নেয়া হয়েছে। তারপর আমি যখনই ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছে করেছি, কুরাইশের অন্যান্য অবশিষ্ট বিশিষ্ট লোকদের দেখেছি, তারা বর্ষীয়ান, সম্মানী অথচ তারা জাহেলী যুগের ধর্মমতকেই আঁকড়ে ধরে আছে। তখন আমি তাদের অনুসরণ করেছি। তাদের সাথে সাথেই চলেছি।

হায়, যদি তা না করতাম...

পূর্বপূরুষ আর বড়দের অনুসরণই আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে...

সুতরাং এখন আমি কাঁদব না কেন ?!!!

* * *

আমরা যেমনিভাবে হযরত হাকীম ইবনে হাযাম রাযি. এর ইসলাম গ্রহণে বিলম্বের কারণে বিস্মিত হয়েছি, তিনিও বিস্মিত হয়েছেন, তেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এমন ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্মিত হতেন যার হাকীম ইবনে হাযামের মত সহনশীলতা ও বুদ্ধি রয়েছে, তার নিকট ইসলামের বিষয়টি কীভাবে অস্পষ্ট থাকে। তিনি আশা করতেন, তাঁর ও তাঁর মত ব্যক্তিরা যেন দ্রুত আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করে।

মক্কা বিজয়ের আগের দিন রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথীদের বললেন,

إِنَّ بِمَكَّةَ لَأَرْبَعَةَ نَفَرٍ أَرْبَأُ بِهِمْ عَنِ الشِّرْكِ وَأَرْغَبُ لَهُمْ فِي الإِسْلَامِ

নিশ্চয় মক্কায় চারজন লোক রয়েছে, যারা শিরক থেকে অধিক দূরে আর ইসলামের প্রতি অধিক আগ্রহী...

জনৈক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তারা কারা ?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারা হল আত্তাব ইবনে উসাইদ, যুবাইর ইবনে মুতইম, হাকীম ইবনে হাযাম ও সুহাইল ইবনে আমর ।

আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ীবেশে যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন তিনি হাকীম ইবনে হাযামকে সম্মান করতে ইচ্ছে করলেন। তাই জনৈক ঘোষককে ঘোষণা করতে নির্দেশ দিলেন,

যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তা হলে সে নিরাপদ।...

যে ব্যক্তি অস্ত্র রেখে কাবার সামনে বসে থাকবে সে নিরাপদ।...

যে ব্যক্তি দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকবে সে নিরাপদ।...

যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।...

যে ব্যক্তি হাকীম ইবনে হাযামের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।

হাকীম ইবনে হাযামের বাড়ি মক্কার নিম্নভূমিতে ছিল আর আবু সুফিয়ানের বাড়ি মক্কার উঁচুভূমিতে ছিল।

* * *

হাকীম ইবনে হাযাম রাযি. ইসলাম গ্রহণ করলেন, যা তার বুদ্ধিমত্তাকে পরাভূত করল। ঈমান আনলেন, যা তাঁর রক্ত ও হৃদয়ের সাথে মিশে গেল।...

তিনি শপথ করে প্রতিজ্ঞা করলেন, জাহেলী যুগের প্রতিটি অবস্থানের এবং রাসূলের শত্রুতায় ব্যবহৃত প্রতিটি অর্থের তিনি বিনিময় দিবেন।

সত্যই তিনি তাঁর শপথ পূরণ করেছিলেন...

তার একটি হল, দারুন নাদওয়ার মালিকানা তার নিকট এল। আর তা এক ঐতিহাসিক ঐতিহ্যময় পরামর্শ গৃহ। এ গৃহেই জাহেলী যুগে কুরাইশরা তাদের শলাপরামর্শ করত। এ গৃহেই কুরাইশের সরদাররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে সমবেত হত।

তাই হাকীম ইবনে হাযাম রাযি. তা থেকে মুক্ত হতে চাইলেন। যেন তিনি সেই অতীতের উপর বিস্মৃতির চাদর টেনে দিতে চাইলেন। তাই তা এক লক্ষ দেরহামে বিক্রয় করে দিলেন। তখন কুরাইশের এক যুবক তাঁকে বললেন, হে চাচা ! আপনি তো কুরাইশের মর্যাদার ঐতিহ্যকে বিক্রয় করে দিলেন।

তখন হযরত হাকীম ইবনে হাযাম রাযি. বললেন, হে বৎস ! তুমি এ কী বললে! তাকওয়া ছাড়া এখন আর কোন মর্যাদার ঐতিহ্য বাকী নেই। আমি তো তার মূল্যের বিনিময়ে জান্নাতে একটি বাড়ি ক্রয় করতে ইচ্ছে করেছি।

আমি তোমাদেরকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, আমি তার মূল্য আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দিয়েছি।

* * *

ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত হাকীম ইবনে হাযাম রাযি. হজ্জ আদায় করলেন। চমৎকার কাপড়ে সাজিয়ে একশত উট টেনে টেনে নিয়ে গেলেন। তারপর আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় সবগুলোকে যবাহ করলেন।...

অপর আরেক হজ্জে তিনি আরাফায় অবস্থান করলেন। তাঁর সাথে একশত গোলাম। প্রত্যেকের গলায় একটি করে চাঁদির বেড়ি। তাতে নকসা করে লেখা আছে,

عُتَقَاءُ للهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَزَامٍ

-হাকীম ইবনে হাযামের পক্ষ হতে আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশায় এদের আযাদ করা হল।

তারপর তিনি তাদের সবাইকে আযাদ করে দিলেন। তৃতীয় হজ্জে তিনি এক হাজার বকরী নিয়ে গেলেন। হ্যাঁ, এক হাজার বকরীই বটে! এবং মিনায় সবগুলো যবাহ করে দিলেন। এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তিনি গরীব মুসলমানদেরকে সেগুলোর গোশত দিয়ে দিলেন।

* * *

হুনাইনের যুদ্ধের পর হযরত হাকীম ইবনে হাযাম রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গণিমতের মাল চাইলেন। রাসূল তাঁকে তা দিলেন। তারপর চাইলেন তখন রাসূল তাকে দিলেন। অবশেষে তিনি যা গ্রহণ করলেন তা এক শত উটে পৌঁছল। আর সেদিন তিনি নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে হাকীম! নিশ্চয় এ সম্পদ মজাদার শ্যামল। যে তা হৃদয়ের বদান্যতার সাথে গ্রহণ করবে তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হবে। আর যে তা নফসের লালসার সাথে গ্রহণ করবে তার জন্য বরকত দেয়া হবে না । আর সে ঐ ব্যক্তির মত হবে যে খায় অথচ তৃপ্ত হয় না।...

উর্দ্ধের হাত নিচের হাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

হাকীম ইবনে হাযাম রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ কথা শুনে বললেন,

ইয়া রাসূলাল্লাহ ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আপনার পর কারো নিকট আমি আর কিছু চাব না।...

দুনিয়া ত্যাগের পূর্বে আমি কারো থেকে কিছু নেব না ।...

হযরত হাকীম ইবনে হাযাম রাযি. তাঁর শপথকে যথাযথভাবেই পালন করেছেন।

হযরত আবু বকর রাযি.-এর খিলাফত কালে তিনি তাঁকে বাইতুল মাল থেকে তার অংশ নেয়ার জন্য বহু বার আহবান করেছেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন।

হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর নিকট খিলাফতের দায়িত্ব এলে তিনি তাঁকে বাইতুল মাল থেকে তার অংশ নেয়ার জন্য আহবান করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর থেকেও কোন কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন।...

তখন হযরত উমর রাযি. লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন,হে মুসলমানরা ! আমি তোমাদের সাক্ষ্য রাখছি যে, আমি হাকীমকে তাঁর অংশ গ্রহণ করার জন্য আহবান করছি কিন্তু সে তা অস্বীকার করছে।

হযরত হাকীম ইবনে হাযাম রাযি. তেমনই রইলেন। ইহলোক ত্যাগ করার পূর্বে তিনি কারো থেকে কোন কিছু গ্রহণ করেন নি।

হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযি.

ثَلاثَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَسْمُوْ عَلَيْهِمْ فَضْلاً:

سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ

– ام المؤمنين عائشة رضـــ

আনসারদের মাঝে এমন তিন ব্যক্তি রয়েছে,
শ্রেষ্ঠত্বে কেউ তাদের ঊর্ধ্বে যেতে সক্ষম নয়,
সা'আদ ইবনে মুয়ায, উসাইদ ইবনে হুযাইর,
আব্বাদ ইবনে বিশর ।

–উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযি.

হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযি.

তাবলীগ ও দাওয়াতের ইতিহাসে আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র এক উজ্জ্বল আলোকময় নাম।...

যদি তুমি তাঁকে আল্লাহর বান্দাদের মাঝে তালাশ কর, তাহলে তাঁকে মুত্তাকী-পরহেজগার, নিশিরাতে নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াতে রত দেখতে পাবে। যদি তুমি তাঁকে বীর যোদ্ধাদের মাঝে তালাশ কর, তাহলে তুমি তাঁকে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়া বীর যোদ্ধাদের মাঝে খুঁজে পাবে। আর যদি তুমি তাঁকে শাসকদের মাঝে তালাশ কর, তাহলে তুমি তাঁকে মুসলমানদের সম্পদের ব্যাপারে বিশ্বস্ত, শক্তিশালী পাবে।

এমনকি হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর ব্যাপারে এবং তাঁর গোত্রের আরো দু'জনের ব্যাপারে বলেছেন,

'আনসারদের মাঝে এমন তিন ব্যক্তি রয়েছে, শ্রেষ্ঠত্বে কেউ তাদের উপরে ছিলো না তাঁরা সবাই বনু আব্দুল আশহালের অন্তর্ভুক্ত,সা'আদ ইবনে মুয়ায, উসাইদ ইবনে হুযাইর, আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র'।

* * *

যখন ইয়াসরিবের দিগন্তে হিদায়াতের কিরণ প্রথম বিকশিত হল তখন আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র আশহালী রাযি. ছিলেন ভরা যৌবনের সজীব প্রাণবন্ত যুবক। তুমি তাঁর চেহারায় পবিত্রতা ও সূচিতার সজিবতা দেখতে পাবে। আর তাঁর কাজ কর্মে তুমি পৌঢ়ত্বের গম্ভীরতা দেখতে পাবে। অথচ তিনি তখন তাঁর সৌভাগ্যময় জীবনের পঁচিশ বৎসর অতিক্রম করেননি।

* * *

তিনি মক্কার দাঈ যুবক মুসআব ইবনে উমাইরের নিকট গিয়ে একত্রিত হলেন। ঈমানের বন্ধন দ্রুত তাঁদের মাঝে ভালবাসা ও মহব্বত সৃষ্টি করল। উন্নত চরিত্র ও নির্মল গুণাবলী উভয়ের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করল।

হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রাযি. যখন তাঁর উষ্ণতায় ভরা স্বচ্ছ কণ্ঠে ধীরে ধীরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযি. বিভোর হয়ে তা শুনতেন। তাই তিনি আল্লাহর কালামের পাগল হয়ে গেলেন এর্বং অন্তরের অন্তস্থলে কুরআনের জন্য প্রশস্ত স্থান করে নিলেন। কুরআনকেই তাঁর ব্যস্ততার বিষয় বানালেন। তিনি দিন-রাত, প্রবাসে-নিবাসে সর্বদা গুণগুণ করে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এজন্য সাহাবায়ে কেরামের মাঝে 'ইমাম ও কুরআনের বন্ধু' নামে খ্যাতি লাভ করলেন।

* * *

এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীর সাথে লাগোয়া হযরত আয়েশা রাযি.-এর গৃহে তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। তখন তিনি হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযি. এক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, তিনি কোমল সতেজ কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করছেন যেমন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম তার নিকট নিয়ে এসেছিলেন। তাই বললেন,

হে আয়েশা ! এটা তো আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র-এর কণ্ঠ?!

হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ ! তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।

* * *

হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন আর প্রত্যেক যুদ্ধে তাঁর এমন একটি অবস্থান ছিল যা কুরআনপাগল মানুষের জন্য উপযোগী।

তার একটি ঘটনা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন গাযওয়ায়ে 'যাতুর রেকা' থেকে ফিরে আসছিলেন তখন তিনি রাত কাটানোর জন্য একটি পাহাড়ের পাদদেশে যাত্রা বিরতি করলেন।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এক মুসলমান একজন কাফেরের অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রীকে বন্দী করেছিল। স্বামী উপস্থিত হয়ে স্ত্রীকে না পেয়ে লাত আর

উয্যার নামে কসম খেয়ে বলল, অবশ্যই মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের কারো রক্ত প্রবাহিত করে তবে সে ফিরে আসবে।

* * *

উপত্যকায় মুসলমানগণ তাদের বাহন বসানোর সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, এ রাতে কে আমাদের পাহারা দিবে?

হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্র ও হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি. দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা পাহারা দিব। মুহাজিরগণ মদীনায় এলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন।

তাঁরা উভয়ে যখন পাহারাদারীর জন্য উপত্যকার মুখে এলেন আব্বাদ ইবনে বিশর তাঁর ভাই আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে বলল, রাতের দু'অংশের কোন অংশকে তুমি ঘুমানোর জন্য প্রাধান্য দিচ্ছ, শুরুর অংশ, না শেষ অংশ।

আম্মার রাযি. বললেন, বরং আমি তার শুরুর অংশে ঘুমাবো। তারপর তিনি তাঁর অদূরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

* * *

রাত ছিল নিরব-নিঝুম, শান্ত, নিস্তব্ধ। তারকা, সূর্য আর পাথররা রবের হামদ ও তাসবীহ পাঠ করছিল। তখন হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর রাযি. এর মন ইবাদতের দিকে ধাবিত হল। তাঁর হৃদয় কুরআনের দিকে আগ্রহী হল।

নামাযরত অবস্থায় তিনি যখন তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন কুরআন তিলাওয়াতের স্বাদ তাঁর নিকট অধিক মজাদার হয়ে উঠত। তখন তিনি তিলাওয়াতের স্বাদের সাথে নামাযের স্বাদকে একত্রিত করতে পারতেন। তাই তিনি কিবলামুখী হয়ে নামাযে রত হলেন এবং সুমিষ্ট কোমল বেদনায়ভরা কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগলেন।

তিনি যখন ইলাহি আলোকময় এই নূরে সাঁতার কেটে চলছিলেন, তার আলোর ঔজ্জ্বল্যে ডুবে যাচ্ছিলেন,তখন লোকটি দ্রুত এগিয়ে এল। দূর থেকে আব্বাদকে গিরিপথের মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীরা ভিতরে রয়েছে আর সে তাদের প্রহরী। তখন সে তার ধনুক টানল। তুনীর থেকে একটি তীর নিয়ে নিক্ষেপ করল এবং তাঁকে বিদ্ধ করল।

হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর রাযি. তা তাঁর শরীর থেকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং সবেগে কুরআন তিলাওয়াতে এগিয়ে চললেন, নামাযে ডুবে রইলেন।

লোকটি আরেকটি তীর নিক্ষেপ করল এবং তাঁকে বিদ্ধ করল। আর তিনি তা পূর্ববতী তীরের ন্যায় তাঁর শরীর থেকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর লোকটি তৃতীয় আরেকটি তীর নিক্ষেপ করল আর তিনি তা পূর্ববতী তীর দু'টির ন্যায় তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং হামাগুড়ি দিয়ে তাঁর সাথীর নিকটবর্তী হয়ে তাঁকে জাগ্রত করে বললেন,

উঠ ! আমাকে ক্ষতস্থান দুর্বল করে দিয়েছে।

লোকটি তাদের দু'জনকে দেখে পালিয়ে গেল।

* * *

এরপর আম্মার রাযি. যখন হযরত আব্বাদ রাযি.কে লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি দেখলেন,প্রচুর রক্ত তাঁর তিনটি ক্ষতস্থান থেকে গড়িয়ে পড়ছে। অতএব তাঁকে তিনি বললেন, "ইয়া সুবহানাল্লাহ ! তোমাকে প্রথম তীর নিক্ষেপ করার সময় কেন তুমি আমাকে জাগালে না ?!

হযরত আব্বাদ রাযি. বললেন, আমি একটি সূরা পড়ছিলাম। সুতরাং আমি শেষ করার পূর্বে তা বন্ধ করতে চাইনি। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গিরিপথ হেফাজত করার যে দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন তা নষ্ট হওয়ার ভয় না থাকলে আমার ধ্বংস হয়ে যাওয়া কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হত।

* * *

হযরত আবু বকর রাযি.-এর শাসনামলে যখন রিদ্দাহ যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল, তখন হযরত আবু বকর রাযি. মুসাইলামাতুল কায্যাবের ফিৎনাকে ধ্বংস করতে, তার সাহায্যকারী মুরতাদদেরকে অবনমিত করতে ও তাদেরকে ইসলামের গণ্ডীতে ফিরিয়ে আনতে একটি বিরাট বাহিনী তৈরী করলেন। তখন হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর রাযি. সেই বাহিনীর অগ্রগামী সৈন্যদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন।

যে সব যুদ্ধে মুসলমানগণ উল্লেখযোগ্য বিজয় লাভ করতে পারেনি সে সকল যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর রাযি. দেখতে পেলেন, আনসাররা মুহাজিরদের উপর নির্ভর করছে আর মুহাজিররা আনসারদের উপর নির্ভর করছে। ফলে তা তাঁর হৃদয়কে বেদনা আর ক্ষোভে ভরে দিল। তিনি শুনতে পেলেন, তারা একে অপরের উপর দোষ চাপাচ্ছে। ফলে তা তার কর্ণকুহরকে জ্বলন্ত অঙ্গার আর কাঁটায় ভরে দিল। তাই তার একীন হয়ে গেল যে, এ কঠিন যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় লাভের একটি মাত্র পথ বাকী আছে, তাহল প্রত্যেক দল অপর দল থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া, যেন প্রত্যেকে নিজেই তার দায়িত্ব বহন করে।...

আর তাহলেই অবিচল মুজাহিদদেরকে যথাযথভাবে চিনা সম্ভব হবে।

* * *

চূড়ান্ত যুদ্ধের আগের রাতে হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর রাযি. স্বপ্নে দেখলেন,তার সামনে আসমান খুলে গেছে। তারপর তিনি যখন তাতে প্রবেশ করলেন তখন আকাশ তাকে ধারণ করে নিল এবং তার দরজা বন্ধ করে দিল।...

সকালে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি.-এর নিকট তিনি তাঁর স্বপ্নের বিবরণ দিলেন তারপর বললেন, হে আবু সাঈদ ! আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, নিশ্চয় তা শাহাদাতের সুসংবাদ।

* * *

সকালে যুদ্ধ শুরু হলে হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর রাযি. একটি উচুঁ স্থানে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ডাকতে লাগলেন, হে আনসাররা! তোমরা পৃথক হয়ে যাও...

তরবারীর খাপগুলো ভেঙ্গে ফেল।...

ইসলামকে তোমাদের দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার অবকাশ দিয়ো না...

এভাবে তিনি আহ্বান করতে লাগলেন। অবশেষে তার পাশে এসে প্রায় চার শত মুহাজির সমবেত হলেন। তাদের শীর্ষে রয়েছেন সাবেত ইবনে কাইস রাযি., বারা ইবনে মালেক রাযি., ও রাসূলের তরবারীর অধিকারী আবু দোজানা রাযি.।

হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর রাযি. তাঁর সাথীদের নিয়ে তরবারী চালিয়ে বুহ্য ভেদ করতে করতে এগিয়ে চললেন আর মৃত্যুকে বুকে জড়িয়ে ধরতে লাগলেন। অবশেষে মুসাইলামাতুল কায্যাবের শক্তি ভেঙ্গে গেল। আর তারা মৃত্যু-বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিল।

তখন বাগানের প্রাচীরের নিকটে হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর রাযি. রক্তাক্ত অবস্থায় শাহাদতবরণ করলেন।...

আর তাঁর শরীরে ছিল অসংখ্য অগণিত তরবারী, বর্শা আর তীরের আঘাত।

অবস্থা এমন হয়েছিল যে সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে তাঁর শরীরের একটি বিশেষ চিহ্নের মাধ্যেমেই চিনতে পেরেছিলেন।

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত আনছারী রাযি.

فَمَنْ لِلْقَوَافِي بَعْدَ حَسَّانِ وَابْنِهِ

وَمَنْ لِلْمَعَانِيْ بَعْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

– حسان بن ثابت

হাস্‌সান ও তার পুত্রের পর কে আর আছে কবিতার?
যায়েদ ইবনে ছাবেতের পরে কেবা আছে ভাব ও চেতনার?

–হাস্‌সান ইবনে ছাবেত

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত আনছারী রাযি.

আমরা এখন হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে উপনীত...

মদীনাতুর রাসূল যেদিন বদরের যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য তরঙ্গায়িত হচ্ছে।

আর নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য এবং আল্লাহর জমীনে আল্লাহর কালিমাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর নেতৃত্বে গমনকারী প্রথম বাহিনীর উপর দৃষ্টি ফেলছেন।

তখন মুজাহিদদের সারির দিকে একজন ছোট বালক এগিয়ে এল। তের বৎসর বয়সও তার পূর্ণ হয়নি। প্রতিভা আর বুদ্ধিমত্তায় জ্বলজ্বল করছে... প্রজ্ঞা আর আত্মমর্যাদাবোধে দীপ্তময় হয়ে আছে...

তাঁর হাতে একটি তরবারী যা তাঁর শরীর বরাবর বা তার চেয়ে একটু বড়। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটবর্তী হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গিত। আপনার সাথে থাকার ও আপনার পতাকাতলে থেকে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার অনুমতি প্রদান করুন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনন্দ মিশ্রিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। ভালবাসা ও স্নিগ্ধতার সাথে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। এভাবে তার মনোরঞ্জন করলেন এবং বয়সের স্বল্পতার কারণে ফিরিয়ে দিলেন।

*　　*　　*

ছোট বালকটি ক্ষুণ্ন বিষণ্ন মনে মাটির উপরে তরবারী টানতে টানতে ফিরে এল। কারণ সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম যুদ্ধাভিযানে তাঁর সাহচর্যের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

তার পিছনে পিছনে তার মা নাওয়ার বিনতে মালেক ফিরে এলেন। তিনিও দুঃখ ও বিষণ্নতায় তার চেয়ে কম ছিলেন না।

তিনি তামান্না করছিলেন,তার ছেলেকে দেখবেন, সে অন্যান্য লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পতাকাতলে মুজাহিদ বেশে যাচ্ছে...

তিনি আশা করছিলেন, সে ঐ স্থান দখল করে নিবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তার পিতা যে স্থান লাভের অপেক্ষা করছিলেন, যদি তিনি বেঁচে থাকতেন।

* * *

কিন্তু আনসারী বালক যখন দেখল, বয়সের স্বল্পতার কারণে সে এ অঙ্গনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য লাভে ভাগ্যবান হতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন তার বুদ্ধি তাকে আরেকটি অঙ্গনের সন্ধান দিল, যার সাথে বয়সের কোন সম্পর্ক নেই, যা তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য দান করবে এবং তাকে রাসূলের নিকটে নিয়ে যাবে।

আর সে অঙ্গন হল ইলম ও হিফজের অঙ্গন...

তখন বালকটি তার চিন্তার কথা তার মাকে বলল। আর তার মা তাতে আনন্দিত ও মুগ্ধ হলেন এবং তা বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে উঠলেন।

* * *

নাওয়ার তাঁর ছেলের আগ্রহের বিষয়টি তাঁর গোত্রের কিছু লোকের কাছে ব্যক্ত করল এবং তাদের কাছে তাঁর ছেলের চিন্তার কথা বর্ণনা করল...

তখন তারা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন,

হে আল্লাহর নবী ! এই আমাদের ছেলে যায়েদ ইবনে ছাবেত, আল্লাহর কিতাব থেকে সতেরটি সূরা মুখস্থ করে ফেলেছে। বিশুদ্ধভাবে তা তিলাওয়াত করে, যেমনিভাবে তা আপনার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

তা ছাড়াও সে সুন্দর করে লিখতে ও পড়তে পারে। এর মাধ্যমে সে আপনার নৈকট্য লাভ করতে চায়, আপনার সাথে থাকতে চায়। সুতরাং আপনি চাইলে তার থেকে শুনে দেখুন।

* * *

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালক যায়েদ ইবনে ছাবেত থেকে সে যা মুখস্থ করেছে তার কিয়দাংশ শ্রবণ করলেন। তিনি বিস্মিত হয়ে দেখলেন, তার তিলাওয়াত আলোকময়, তার উচ্চারণ সুস্পষ্ট।

কুরআনের কালিমাগুলো তার ওষ্ঠাধরে ঝলমল করে যেমন তারকাগুলো আকাশের পৃষ্ঠে ঝলমল করে...

তার তিলাওয়াতের শব্দে শব্দে আয়াতের ভাব ও মর্ম দারুণভাবে ফুটে ওঠে। তার প্রতিটি ওয়াকফ ও বিরাম থেকে স্পষ্টতাই বোঝা যায়, তিনি যা পড়ছেন তা পড়ছেন গভীর উপলব্ধি নিয়ে।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব আনন্দিত হলেন। কারণ তারা যা বলেছে তিনি তাকে তার চেয়ে অধিক পেয়েছেন। আর লেখার ক্ষেত্রে তার দক্ষতা রাসূলের আনন্দকে আরো বাড়িয়ে দিল... তাই নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে যায়েদ ! তুমি ইহুদীদের ভাষা শিখে নাও, কারণ আমি যা বলি সে ব্যাপারে আমি তাদেরকে নিরাপদ মনে করি না।

সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি হাজির, আমি প্রস্তুত।

সাথে সাথে তিনি ইবরানী ভাষা আয়ত্ত করতে মনোনিবেশ করলেন এবং অল্প সময়ে তাতে দক্ষতা অর্জন করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের নিকট পত্র লিখতে ইচ্ছে করলে তিনি রাসূলের হয়ে পত্র লিখতে শুরু করলেন। আর তারা যখন রাসূলের নিকট কোন পত্র লিখত তখন তিনি তা রাসূলকে পাঠ করে শুনাতেন।

তারপর রাসূলের নির্দেশে সুরইয়ানী ভাষা শিখলেন যেমন ইবরানী ভাষা শিখেছেন।

অতঃপর যুবক যায়েদ ইবনে ছাবেত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোভাষী হয়ে গেলেন।

* * *

তারপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি.-এর পরিপক্ক বুদ্ধিমত্তা, বিশ্বস্ততা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আর

অনুধাবন শক্তি সম্পর্কে আশ্বস্ত হলেন তখন তিনি তাকে পৃথিবীতে আসমানী রিসালতের ব্যাপারে বিশ্বস্ত মনে করলেন এবং তাকে কাতেবে ওহী বানালেন

তাই রাসূলের হৃদয়ে কুরআনের কিছু অবতীর্ণ হলে তিনি তাঁকে ডেকে বলতেন,

হে যায়েদ ! তুমি তা লিখে রাখ। তখন তিনি তা লিখে রাখতেন।

এভাবে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ধীরে ধীরে কুরআন গ্রহণ করতে লাগলেন এবং কুরআনের আয়াতের সাথে সাথে তাঁর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেতে লাগল...

তিনি রাসূলের মুখ থেকেই শানে নুযুল সহকারে সতেজ প্রাণবন্ত কুরআন গ্রহণ করতেন, তাই হিদায়াতের আলোকমালায় তার হৃদয় আলোকময় হয়ে উঠত... শরীয়তের গুরুতত্ত্বে তার মস্তিষ্ক দীপ্তমান হয়ে উঠত...

ফলে ভাগ্যবান যুবকটি কুরআনের জ্ঞানে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠলেন। এবং কুরআনের জ্ঞানে রাসূলের ওফাতের পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের প্রথম কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলেন।

তাই সিদ্দিকে আকবার হযরত আবু বকর রাযি.-এর খিলাফতকালে যাঁরা কুরআনকে একত্রিত করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব...

আর হযরত উসমান রাযি.-এর খিলাফতকালে যারা কুরআনের বিভিন্ন কপিকে একটি কপিতে রূপান্তরিত করেছিলেন তিনি ছিলেন তাদের অগ্রগণ্য ব্যক্তি।

এই সম্মানের পরেও কি আর কোন সম্মান আছে যা অর্জনে মানুষ সংকল্পবদ্ধ হতে পারে? এই মর্যাদার পরেও কি এমন কোন মর্যাদা আছে যার প্রতি মানুষ মত অভিলাষী হয়ে উঠতে পারে?

* * *

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. এর উপর কুরআনের একটি বিশেষ অনুগ্রহ হল, যেসব স্থানে জ্ঞানী লোকেরা দিশেহারা হয়ে যায় সেখানে

কুরআন তাঁকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে...সুতরাং বনু সায়েদার পরামর্শ সভায় যখন মুসলমানরা এ বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা কে হবে ?

মুহাজিররা বলল, আমাদের মধ্য থেকে খলীফা হবে। আর আমরাই তার অধিক যোগ্য।

আনসারদের কেউ কেউ বলল, বরং খলীফা আমাদের মধ্য থেকে হবে। আর আমরাই তার উপযুক্ত।

অন্যান্যরা বলল, বরং আমাদের ও তোমাদের মধ্য থেকে যৌথভাবে খলীফা হবে...

কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন কাজে তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে জিম্মা দিতেন, তখন আমাদের একজনকেও তার সাথে মিলিয়ে দিতেন।

মহা ফেৎনা হওয়ার উপক্রম হল। অথচ আল্লাহর নবী তাদের মাঝে চাদরাবৃত অবস্থায় রয়েছেন। এখনো তাঁকে দাফন করা হয়নি।

তখন কুরআনের হিদায়াতের আলোতে আলোকময়, সঠিক, বিভেদদূরকারী এমন একটি কথার প্রয়োজন ছিল যা ফেৎনাকে সূতিকাগৃহে দাফন করে দিবে আর দিশেহারাদের পথ দেখাবে।

এ কথাটি হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত আনসারী রাযি. এর মুখ থেকে ছুটে বেরোলো।

তিনি তাঁর গোত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়... নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরদের একজন ছিলেন। তাই খলীফা ও হবে মুহাজির, তার মত...

আর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনসার ও সাহায্যকারী ছিলাম। তাই আমরা তাঁর পরে তাঁর খলীফার ও আনসার হয়ে, সত্যের পথে তার সহকারী হয়ে থাকব।

তারপর তিনি তাঁর হাতকে হযরত আবু বকর রাযি.-এর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ইনি হলেন তোমাদের খলীফা। সুতরাং তোমরা তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ কর।

* * *

কুরআন, কুরআনের গভীর জ্ঞান ও রাসূলের সাথে তাঁর দীর্ঘ সাহচর্যের বদৌলতে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. মুসলমানদের জন্য আলোর মিনার হয়ে গেলেন। খলীফাগণ তাঁর সাথে জটিল বিষয়ে পরামর্শ করতেন। সাধারণ মুসলমানগণ প্রয়োজনে তাঁর নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করেন। বিশেষভাবে মীরাছের বিষয়ে তাঁর নিকট ছুটে আসেন। কেননা সে সময়ে মুসলমানদের মাঝে এমন কেউ ছিল না, যে মীরাছের বিধি-বিধানে তাঁর চেয়ে বেশী জ্ঞানী, তা বণ্টনে তাঁর চেয়ে বেশী পারদর্শী। তাই জাবিয়ার দিবস হযরত উমর রাযি. বক্তৃতাকালে বললেন,

হে লোক সকল ! কেউ কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাইলে সে যেন যায়েদ ইবন ছাবেতের নিকট যায়...

কেউ ফিকহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাইলে সে যেন মুয়ায ইবনে জাবালের নিকট যায়...

কেউ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাইলে সে যেন আমার নিকট আসে। কেননা আল্লাহ তাআলা আমাকে তার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন এবং তার বণ্টনকারী বানিয়েছেন।

* * *

সাহাবা কেরাম ও তাবেয়ীদের মাঝে যাঁরা তালেবে ইলম ছিলেন তাঁরা হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. এর মর্যাদাকে যথাযথভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তাই তারা তাঁর হৃদয়ের মাঝে ইলমের দৃঢ় অবস্থানের কারণে তাঁকে ইজ্জত ও সম্মান করতেন ।

ঐ তো ইলমের মহাসমুদ্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. তাকিয়ে দেখছেন, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. তাঁর বাহনে রোহন করতে চাচ্ছেন। তখন তিনি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বাহনের রিকাব মজবুতভাবে ধরলেন এবং বাহনের লাগাম ধরলেন...

তখন হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের চাচার পুত্র ! তুমি বিরত থাক।

তখন হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, আলেমদের সাথে এমনই করার হুকুম আমাদের দেয়া হয়েছে।

তখন হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. বললেন,তোমার হাতটি আমাকে দেখাও। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. তাঁর হাত বের করে দেখালেন। সাথে সাথে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. তাতে ঝুকে পড়ে চুমু খেয়ে বললেন,

নবীর পরিবার-পরিজনের সাথে এমনই করার হুকুম আমাদের দেয়া হয়েছে।

* * *

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. তাঁর প্রতিপালকের সান্নিধ্যে গিয়ে মিলিত হলে মুসলমানগণ তাঁর ঐ ইলমের কারণে কাঁদলেন যা তাঁর সাথে সমাধিস্থ হয়ে গেছে। তাই হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বললেন,

আজ এ উম্মতের বিজ্ঞ আলেম মৃত্যুবরণ করলেন। হয়তো আল্লাহ তাআলা ইবনে আব্বাসের মাঝে তাঁর প্রতিনিধি বানাবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবি হাস্‌সান ইবনে ছাবেত রাযি. তাঁর মৃত্যুতে শোক-কাব্য আবৃত্তি করলেন এবং তার সাথে নিজের শোকগাঁথা আবৃত্তি করলেন,

فَمَنْ لِلْقَوَافِي بَعْدَ حَسَّانٍ وَابْنِهِ

وَمَنْ لِلْمَعَانِيِّ بَعْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

হাসসান ও তার পুত্রের পর কে আর আছে কবিতার?

যায়েদ ইবনে ছাবেতের পরে কেবা আছে ভাব ও চেতনার?

হযরত রাবীয়া ইবনে কা‘ব রাযি.

دأب رَبِيْعَةُ بْنُ كَعْبٍ فِي الْعِبَادَةِ لَيَحْظى

بِمَرَافِقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ...

كَمَا حَظِيَ بِخِدْمَتِهِ وَصُحْبَتِهِ فِي الدُّنْيَا.

জান্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে **থাকা**র সৌভাগ্য অর্জনের জন্য রাবীয়া ইবনে কা‘ব রাযি. অবিরাম ইবাদতে **লেগে** রইলেন।...যেমনিভাবে তিনি দুনিয়াতে তাঁর সাহচর্যে ও খিদমতে **লেগে** থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

হযরত রাবীয়া ইবনে কা'ব রাযি.

হযরত রাবীয়া ইবনে কা'ব রাযি. বলেন,

যখন ঈমানের আলোয় আমার হৃদয় আলোকিত হয়েছিল আর ইসলামের মর্মসমূহে আমার অন্তর উদ্ভাসিত হয়েছিল, তখন আমি ছিলাম উঠতি বয়সের যুবক।

সর্বপ্রথম আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবলোকন করলাম, তখন তাঁকে এমনভাবে মহব্বত করলাম যে, তাঁর মহব্বত আমার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আধিপত্য কায়েম করল...

আমি তাকে এমনভাবে ভালবাসলাম যে, তাঁর ভালবাসা আমাকে সব কিছু থেকে ফিরিয়ে আনল।

তাই আমি একদা নিজেকে বললাম, ছি, ছি, রবীয়া ! এ কেমন কথা ? তুমি কেন রাসূলের খেদমতের জন্য নিজেকে সব কিছু থেকে মুক্ত করছো না !? তুমি নিজেকে তাঁর নিকট পেশ কর ... যদি তিনি রাজি হন তাহলে তো তুমি তার নৈকট্যে সৌভাগ্যবান হবে। তাঁর মহব্বতে কামিয়াব হবে। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ অর্জন করে তুমি ভাগ্যবান হবে।

তারপর আমি আর দেরি করলাম না। নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করলাম। আশা করলাম, তিনি আমাকে তাঁর খেদমতের জন্য কবুল করবেন।

আমার আশা ব্যর্থ হল না। আমি তাঁর খাদেম হব, তিনি তাতে রাজি হলেন। সে দিন থেকে আমি ছায়ার মত নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে লেগে রইলাম।

তিনি যেখানে গমন করেন আমি সেখানে গমন করি। আমি তাঁর কক্ষপথে আবর্তিত হই যেভাবে তিনি আবর্তিত হন।

তিনি আমার দিকে আড় নয়নে তাকালেই আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যেতাম। কোন প্রয়োজন অনুভব করলেই তিনি আমাকে দেখতেন,

আমি তা পূরণে ছুটে গেছি। আমি সারা দিন তাঁর খেদমত করতাম। দিবস শেষে তিনি যখন ইশার নামাযের পর ঘরে যেতেন তখন আমি চলে যেতে ইচ্ছে করতাম। কিন্তু আমি মনে মনে বলতে শুরু করলাম, হে রবীয়া ! তুমি কোথায় যাচ্ছো? !...

হয়তো রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তাই আমি তাঁর দরজায় বসে রইলাম। তাঁর দরজার চৌকাঠ থেকে আমি দূরে সরে রইলাম না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পড়তেই রাত কাটিয়ে দিতেন।

মাঝে মাঝে আমি শুনতাম, তিনি সূরা ফাতেহা পাঠ করছেন। রাতের এক অংশ তিনি তা পুনরাবৃত্তি করতে করতেই কাটিয়ে দিতেন। ফলে আমি অপারগ হয়ে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করতাম অথবা আমার চোখ আমাকে পরাভূত করত। ফলে আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। মাঝে মাঝে আমি শুনতাম, সূরা ফাতেহাকে বারবার পাঠ করার চেয়ে অধিক সময় ধরে তিনি বারবার

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ পাঠ করছেন।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল, কেউ তার সাথে সদাচরণ করলে তিনি তার চেয়ে উত্তম বিনিময় প্রদান পছন্দ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার খেদমতের বিনিময় দিতে পছন্দ করলেন। তাই একদা আমার অভিমুখী হয়ে বললেন, হে রাবীয়া ইবনে কা'ব!

আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি হাজির। আমি উপস্থিত।

তিনি বললেন, তুমি আমার নিকট কিছু চাও, আমি তোমাকে তা দিব।

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে সময় দিন। আমি আপনার নিকট কী চাব তা একটু ভেবে দেখি। তারপর আপনাকে তা জানাব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠিক আছে।

আর আমি তখন ছিলাম বিত্তহীন এক যুবক। আমার পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ বা ঘরবাড়ি কিছুই ছিল না। আমি মসজিদে নববীর সুফ্ফায় অন্যান্য বিত্তহীন মুসলমানদের সাথে অবস্থান করতাম। লোকেরা আমাদেরকে 'ইসলামের মেহমান' বলে ডাকত।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন মুসলমান সদকার কিছু নিয়ে এলে তিনি তার সবটুকু আমাদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। আর কেউ উপঢৌকনের কিছু পাঠালে তিনি তার কিছু রেখে বাকিটুকু আমাদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন।

আমার মন আমাকে বলছে, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুনিয়ার সম্পদের কিছু চেয়ে নেই, যার সাহায্যে আমি দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাব এবং অন্যদের মত সম্পদ, স্ত্রী-পরিজন ও সন্তানের অধিকারী হব। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আমি বললাম, হে রাবীয়া ! তোমার ধ্বংস হোক! দুনিয়া অপসৃয়মান, ধ্বংসশীল। আর এতে তোমার যা রিযিক রয়েছে তার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা নিয়েছেন। সুতরাং তা অবশ্যই তোমার নিকট পৌঁছবে।

আর রাসূল তো তাঁর রবের নিকট মর্যাদার এমন এক স্থানে রয়েছেন যে তাঁর প্রার্থনা ফিরিয়ে দেয়া হয় না। সুতরাং তুমি তাঁর নিকট আবেদন কর তিনি যেন আল্লাহর নিকট আখেরাতের কল্যাণের কিছু প্রার্থনা করেন।

সুতরাং তা আমার নিকট ভাল লাগল। তাতে আমার মন প্রশান্ত হল।

তারপর আমি রাসূলের নিকট এলাম। তিনি বললেন, হে রবীয়া ! তুমি কী চাইবে বল?

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আল্লাহর নিকট আপনি দুআ করুন, যেন তিনি আমাকে জান্নাতে আপনার সাথী বানান। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কে তোমাকে তা বলে দিয়েছে?

আমি বললাম, আল্লাহর শপথ করে বলছি, কেউ আমাকে তা বলে দেয়নি। কিন্ত আপনি যখন আমাকে বললেন, তুমি আমার নিকট কিছু চাও,

আমি তোমাকে তা দিব,তখন আমার মন বলল, যেন আমি আপনার নিকট দুনিয়ার কিছু চাই...

কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরই আমি ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার উপর স্থায়ী জান্নাতকে প্রাধান্য দেয়ার দিশা পেলাম। তাই আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আল্লাহর নিকট আপনি দুআ করুন, যেন তিনি আমাকে জান্নাতে আপনার সাথী বানান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, হে রবীয়া ! তা ছাড়া অন্য কিছু চাও কি?

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! মোটেই না। কারণ আমি যা চেয়েছি অন্য কিছুকে তার সমতুল্য মনে করি না।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

إِذَنْ أَعِنِّيْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ

তাহলে সেজদার আধিক্যের মাধ্যমে তুমি আমাকে সহায়তা কর।

তখন থেকে জান্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনের জন্য আমি মুজাহাদা করতে লাগলাম যেমনিভাবে দুনিয়াতে তাঁর সাহচর্য ও খেদমতের সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

* * *

এরপর আর বেশী সময় গেল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমায় ডেকে বললেন,

হে রবীয়া ! তুমি কি বিয়ে করবে না ?

আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন কিছু আমাকে আপনার খেদমত থেকে বিমুখ করবে, এটা আমি পছন্দ করি না। তাছাড়া আমার নিকট এমন অর্থ-সম্পদ নেই যা দ্বারা আমি স্ত্রীর মহর দিব, যা ব্যয় করে আমি তাকে বাঁচিয়ে রাখব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হয়ে গেলেন।

তারপর তিনি আমাকে দ্বিতীয় বার দেখলেন এবং বললেন, হে রবীয়া ! তুমি কি বিয়ে করবে না ?

প্রথম বারে আমি তাঁকে যা বলেছিলাম সে ধরনের কথার দ্বারাই আমি তাঁকে উত্তর দিলাম।

কিন্তু আমি একাকী হলেই স্বীয় কর্মের কারণে লজ্জিত হলাম। বললাম, ছি, হে রবীয়া !...

আল্লাহর শপথ করে বলছি, নিশ্চয় দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে তোমার জন্য যা সবচেয়ে বেশী উপযোগী তা নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার চেয়ে সমধিক জ্ঞাত। আর তোমার নিকট যা আছে তা তিনি তোমার চেয়ে বেশী জানেন।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, এরপর যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিয়ের জন্য আহবান করেন তাহলে আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিব।

* * *

এরপর আর বেশী সময় গেল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমায় ডেকে বললেন,

হে রবীয়া ! তুমি কি বিয়ে করবে না ?

আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ !

কিন্তু কে আমাকে তার মেয়ের সাথে বিয়ে দিবে ? আর আমার অবস্থা যে কেমন আপনি তা জানেন?!

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অমুক ব্যক্তির পরিজনের নিকট যাও এবং তাদের বল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের অমুক মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিতে নির্দেশ দিচ্ছেন।

আমি তখন সলজ্জ অবস্থায় তাদের নিকট এলাম এবং তাদেরকে বললাম, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন, যেন তোমরা আমার সাথে তোমাদের অমুক মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দাও।

তারা বলল, অমুককে ?!

আমি বললাম, হ্যাঁ, অমুককে।

তারা বলল,আল্লাহর রাসূলকে স্বাগতম। আল্লাহর রাসূলের প্রেরিত পুরুষকে স্বাগতম। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহর রাসূলের প্রেরিত পুরুষ তাঁর হাজত পূরণ করেই ফিরবে।

আমার সাথে তার বিয়ের আকদ করে দিল।

তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি একটি উত্তম পরিবারের নিকট থেকে এসেছি...

তারা আমাকে বিশ্বাস করেছে। স্বাগত জানিয়েছে। তাদের মেয়ের সাথে আমার আকদ করে দিয়েছে।

সুতরাং আমি কোত্থেকে তাদের নিকট মহর নিয়ে যাব?!

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বুরাইদা ইবনে খুছাইব রাযি. কে ডেকে পাঠালেন। তিনি আমার গোত্র বনু আসলামের একজন সরদার ছিলেন। তাঁকে বললেন,

হে বুরাইদা! রবীয়ার জন্য এক দানা পরিমাণ স্বর্ণ জমা কর... তিনি তা জমা করলেন।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, এ টুকু নিয়ে তাদের নিকট যাও এবং তাদের বল, এটা আপনাদের মেয়ের মহর। তখন আমি তাদের নিকট এলাম এবং তা তাদের দিলাম। তারা তা কবুল করল, তাতে সন্তুষ্ট হল এবং বলল, এ তো প্রচুর ও উত্তম...

তারপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ওলিমা করার অর্থ পাবো কোত্থেকে?

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বুরাইদা রাযি. কে বললেন, রবীয়ার জন্য একটি দুম্বার ব্যবস্থা কর। তখন তিনি আমার জন্য একটি বড় মোটা দুম্বা কিনে আনলেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন,আয়েশার নিকট যাও। তাকে বল, তার নিকট যেটুকু যব আছে তা যেন সে তোমাকে দিয়ে দেয়। আমি তার নিকট এলে তিনি বললেন, থলেটি নিয়ে যাও, তাতে সাত ছা যব আছে, আল্লাহর কছম করে বলছি, আমাদের কাছে আর কোন খাবার নেই।

এরপর আমি দুম্বা ও যব নিয়ে আমার স্ত্রীর পরিজনের কাছে গেলাম।

তারা বলল, যব দ্বারা আমরা রুটি তৈরী করছি।

আর তুমি তোমার বন্ধুদের বল, তারা যেন দুম্বা দ্বারা তরকারী তৈরী করে দেয়।

তখন আমি ও বনু আসলামের কিছু লোক দুম্বাটি নিয়ে যবাহ্ করলাম। তাকে চামড়া মুক্ত করলাম ও পাক করলাম। তখন আমাদের নিকট গোস্ত ও রুটি হল।

তখন আমি ওলিমা করলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াত দিলাম। তিনি আমার দাওয়াত গ্রহণ করলেন।

* * *

তারপর হযরত আবু বকর রাযি.-এর জমির পাশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু জমি দিলেন। তখন দুনিয়া আমাকে পেয়ে বসল। অবশেষে আমি একটি খেজুর বৃক্ষ নিয়ে হযরত আবু বকর রাযি.-এর সাথে মতানৈক্যে লিপ্ত হলাম।

আমি বললাম, এটা আমার জমিতে।

তিনি বললেন, বরং তা আমার জমিতে।

আমি তাঁর সাথে তর্কে লিপ্ত হলাম। তখন তিনি আমাকে এমন এক কথা বললেন যা আমি অপছন্দ করলাম।

কথাটি তাঁর থেকে বেরিয়ে পড়লে তিনি লজ্জিত হলেন। বললেন, হে রবীয়া ! তুমি আমাকে তেমন একটি কথা বলে দাও। তাহলে তা কেসাস হয়ে যাবে।

আমি বললাম, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তা করব না ।

তিনি বললেন, তাহলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যাব এবং তুমি আমার থেকে কেসাস না নেয়ার অভিযোগ করব।

তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। তখন আমি তার অনুসরণ করে গেলাম।

তখন আমার গোত্র বনু আসলামের লোকেরা আমার অনুসরণ করে গিয়ে বলল,

তিনিইতো আগে তোমাকে গালি দিয়েছে তারপর তোমার আগে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে!!!

আমি তখন তাদের দিকে ফিরে বললাম, ছি, ছি, তোমরা কী বলছো? তোমরা কি জানো ইনি কে?

ইনি হলেন সিদ্দক...

মুসলমানদের মাঝে বর্ষিয়ান ব্যক্তি...

তিনি তোমাদের দেখার পূর্বে তোমরা ফিরে যাও। তা না হলে তিনি ধারনা করবেন, তোমরা আমাকে সাহায্য করার জন্য এসেছো। আর তিনি রাগ করবেন। তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসব আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রাগ করার কারণে রাগ করবেন। আর তাদের রাগের কারণে আল্লাহ রাগ করবেন। তখন রবীয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন তারা ফিরে এল।

তারপর হযরত আবু বকর রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন এবং ঘটনাটি যেমন ঘটেছে তেমনিই তার নিকট বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার দিকে শির তুলে বললেন,

হে রবীয়া ! সিদ্দীকের সঙ্গে তোমার কী হয়েছে?!

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি আমাকে যেমন বলেছেন আমি যেন তেমন বলি তাই তিনি চেয়েছেন। কিন্তু আমি তা করিনি।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, সে তোমাকে যেমন বলেছে তুমি তাকে তেমন বলো না।

তবে তুমি বল, আল্লাহ আবু বকরকে ক্ষমা করে দিন।

তখন আমি তাকে বললাম, হে আবু বকর! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিন।

তখন তিনি অশ্রুসজল নয়নে এ কথা বলতে বলতে চলে গেলেন...

হে রবীয়া ইবনে কা'ব ! আল্লাহ তোমাকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন...

হে রবীয়া ইবনে কা'ব ! আল্লাহ তোমাকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন...

যুল্‌বিযাদাইন
হযরত আব্দুল্লাহ আল্ মুযানি রাযি.

لقَدْ نَادَتْ الدُّنْيَا ذَا الْبِذَادَيْنِ .

فَأَصَمَّ أُذُنَيْهِ عَنْ سِمَاعِ أَصْوَاتِهَا ،

وَأَقْبَلَ عَلَى الْآخِرَةِ

يَطْلُبُهَا مِنْ كُلِّ سَبِيْلٍ.

দুনিয়া যুলবিযাদাইন রাযি. কে আহবান করেছে,
তখন তিনি তার আহবান শুনা হতে কানকে বধির করেছেন।
আর আখেরাতকে তার প্রত্যেক পথ দিয়ে অনুসন্ধান করেছেন।

যুল্‌বিযাদাইন
হযরত আব্দুল্লাহ আল্‌ মুযানি রাযি.

মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কা মুকাররমায় যাওয়ার পথে পথিকের ডান পাশে সবুজ পাদদেশবিশিষ্ট একটি পাহাড় রয়েছে...

যার চূড়া অত্যন্ত চমৎকার...

যার ছায়া সুদীর্ঘ...

তাকে অরকান পাহাড় বলে ডাকা হয়।

এ পাহাড়ে মুযাইনা কবিলার এক শাখা বসবাস করত।

* * *

ইয়াসরিবের নিকটবর্তী সেই পাহাড়ের এক গিরিপথে আব্দুল উয্‌যা ইবনে আবদে নাহাম আল্‌ মুযানি দরিদ্র পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

মক্কা মুকাররমায় নূর বিকশিত হওয়ার কিছুকাল পূর্বে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তবে কিছুকাল যেতে না যেতেই মৃত্যুর হাত মুযানি শিশুর পিতাকে ছিনিয়ে নেয়। তখন সে হাঁটতেও পারত না। তখন দারিদ্র্য ও পিতৃহীনতা তার চিরসাথী হয়ে যায়। কিন্তু এই অর্থসম্পদহীন এতিম বালকের ছিলো বিপুল ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যময় জীবনের অধিকারী এক চাচা...

তার এই চাচার কোন সন্তান ছিল না যে তার জীবনকে সুশোভিত করবে...

অথবা এমন কোন উত্তরাধীকারী ছিল না যে তার সম্পদের উত্তরাধীকারী হবে...

তাই সে তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে খুব ভালবাসল এবং তাকে তার সম্পদ ও মনের ঐ জায়গায় স্থান দিল যেখানে পিতা পুত্রকে স্থান দেয়।

* * *

মুযানি বালক যুবক হয়ে গেল। কিন্তু তখনো সে নতুন ধর্মের কোন কথা শুনতে পেলো না এবং তার প্রবক্তা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন খবরাখবরই তার নিকট পৌঁছল না ।

সময় দীর্ঘ হল। অবশেষে ইয়াসরিব উজ্জ্বল আলোকময় মুবারক দিনটিতে সৌভাগ্যবান হয়ে উঠল, যে দিন রাসূলে আ'জম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে সেখানে এলেন।

মুযানি যুবক রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদসমূহ অনুসন্ধান করতে লাগল। তাঁর অবস্থাসমূহ তালাশ করতে লাগল এবং দিনের অধিকাংশ সময় মদীনাগামী পথের পাশে অবস্থান করে মদীনায় গমনাগমনকারী ব্যক্তিদের নতুন ধর্ম ও তার সাহায্যকারীদের সম্পর্কে, নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংবাদসমূহ অনুশোচনায়দগ্ধ ব্যক্তির ন্যায় জিজ্ঞেস করত।

অবশেষে আল্লাহ তার পবিত্র হৃদয়কে ইসলামের জন্য খুলে দিলেন।

ঈমানের আলোর জন্য তার সজিব হৃদয়কে উন্মোচিত করে দিলেন।

তাই তিনি সাক্ষ্য দিলেন, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

আর তা ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার পূর্বে...

এবং তার দু'কান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শোনার পূর্বে...

তাই তিনি ছিলেন অরকান পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত তাঁর গোত্রের সর্ব প্রথম মুসলিম।

* * *

মুযানী যুবক তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোত্রের সকলের থেকে গোপন রাখলেন। বিশেষভাবে তিনি তা তার চাচা থেকে গোপন রাখলেন। তিনি প্রায়ই দূরবর্তী গিরিপথে বেরিয়ে যেতে লাগলেন মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে থেকে গিরিপথের প্রান্তে প্রান্তে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য।

আর অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে ঐ দিনের অপেক্ষা করতে লাগলেন যে দিন তাঁর চাচা ইসলাম গ্রহণ করবে,

যেন তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথাটি ঘোষণা করতে সক্ষম হন...

যেন তিনি তাঁর চাচাকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করতে পারেন...

আর তা হয়েছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতের আগ্রহ তাঁর হৃদয়কে পরাভূত করার পর ও তাঁর চিন্তা-শক্তিকে ব্যতিব্যস্ত করার পর।

* * *

মুমিন যুবক যখন দেখল, তাঁর ধৈর্য দীর্ঘ হচ্ছে...

আর তার চাচা ইসলাম গ্রহণের ব্যপারে বেশ দূরে...

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রণাঙ্গণে যুদ্ধের সুযোগ একের পর এক ছুটে যাচ্ছে তখন তিনি তার কর্মের পরিণতির ব্যাপারে সচেতন থেকেই তার কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। তিনি বললেন,

হে চাচা, দীর্ঘ দিন যাবৎ আপনার ইসলাম গ্রহণের অপেক্ষায় আছি। এখন আমার ধৈর্য শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং যদি আপনি আগ্রহী হন যে, আপনি ইসলাম গ্রহণ করবেন আর আল্লাহ আপনার জন্য সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ করবেন তা হলে তো আপনি এক চমৎকার কাজ করলেন। আর যদি তা না করেন তা হলে আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, যেন আমি মানুষের মাঝে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করতে পারি।

* * *

যুবকের কথাগুলো তাঁর চাচার কান স্পর্শ করতে না করতেই তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। বললেন, আমি লাত ও উয্যার কসম খেয়ে বলছি, যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে আমি তোমার হাত থেকে ঐ সব কিছু ছিনিয়ে নিব যা আমি তোমাকে দিতাম। আর আমি তোমাকে দারিদ্র্যের হাতে সমর্পণ করব।

আমি তোমাকে অভাব আর ক্ষুধার শিকার বানিয়ে ছাড়ব।

কিন্তু এ ধমকি মুমিন যুবকের প্রশান্তিতে কোন আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারলো না।

তাঁর প্রতিজ্ঞায় কোন দুর্বলতা সৃষ্টি করতে পারলো না।

তাই তাঁর চাচা তাঁর বিরুদ্ধে গোত্রের সহায়তা প্রার্থনা করল।

ফলে তারা তাঁকে ভীতিপ্রদর্শন করতে ও হুঁশিয়ার করতে লাগল।

তারা তাঁকে ধমকাতে ও শাসাতে লাগল। তাই তিনি তাদের বলতেন, তোমাদের যা ইচ্ছে কর, তবে আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি

মুহাম্মাদের অনুসরণ করে যাব। আর মূর্তিপূজা পরিহার করতেই থাকব। মহাপরাক্রমশালী এক সত্তার ইবাদতে ছুটেই চলবো।...

এ ক্ষেত্রে তোমাদের পক্ষ থেকে আর আমার চাচার পক্ষ থেকে যাই হোক না কেন!...

সুতরাং তার চাচা থেকে এটাই ঘটল যে, সে তাকে যা কিছু দিয়েছিলো তা সব ছিনিয়ে নিল।...

তার সাহায্য বন্ধ করে দিল এবং তাঁকে তার দান থেকে বঞ্চিত করল।

তাকে কেবল এতটুকু চাদরই প্রদান করল যা দ্বারা তিনি তারঁ শরীর ঢাকতে পারেন।

* * *

মুযানি যুবক তাঁর দ্বীন নিয়ে শৈশবের নিবাস আর কৈশোরের খেলার প্রান্তর পশ্চাতে ফেলে আল্লাহ ও তার রাসূলের নিকট হিজরত করলেন ...

তাঁর চাচার হাতে যে সম্পদ আর প্রাচুর্য রয়েছে তা থেকে বিমুখ হয়ে...

আল্লাহর নিকট যে সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে তার প্রতি আগ্রহী হয়ে...

মদীনার দিকে তিনি ছুটতে লাগলেন যখন আগ্রহেরা দলে দলে তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তার হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করে।

ইয়াসরিবের নিকটে পৌঁছে তিনি তাঁর চাদরকে দু'টুকরা করে ফেললেন...

এক টুকরাকে লুঙ্গি বানালেন...

অপর টুকরাকে চাদর বানালেন...

তারপর তিনি মসজিদে নববীতে গেলেন এবং সে রাতটুকু সেখানেই কাটালেন। প্রভাতের আলো ছড়িয়ে পড়তেই তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কামরার অদূরে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং শওক ও আগ্রহের সাথে কামরা থেকে রাসূলে আ'জমের বের হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

রাসূলের উপর দৃষ্টি পড়তেই তাঁর উভয় কপোলের উপর আনন্দের

অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তিনি অনুভব করলেন, যেন তাঁর হৃদয় পাঁজর ভেদ করে রাসূলকে সালাত ও সালাম পেশ করার জন্য লাফ দিয়ে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে।

*   *   *

নামাযের পর নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অভ্যাস মত দাঁড়িয়ে লোকদের চেহারা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। মুযানি যুবকের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়তেই তিনি বললেন,

হে যুবক ! তুমি কোন গোত্রের ?

তিনি তাঁর নিকট তার বংশ-পরিচয় দিলেন।

তখন রাসূল তাঁকে বললেন, তোমার নাম কি ?

তিনি বললেন, আব্দুল উয্‌যা।

তখন রাসূল বললেন, না, বরং তোমার নাম আব্দুল্লাহ।

তারপর তার নিকটবর্তী হয়ে বললেন, তুমি আমাদের নিকটে থাকো এবং আমাদের অতিথির একজন হয়ে যাও ...

সে দিন থেকে লোকেরা তাঁকে আব্দুল্লাহ নামে ডাকতে শুরু করল।

আর সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে দুই চাদর পরিহিত দেখে যুল্‌বিযাদাইন (দুই চাদর পরিহিত) উপাধি দিলেন এবং তাঁর কাহিনী জানলেন।

তাই ইতিহাসে তিনি এ উপাধিতেই অধিক খ্যাতি লাভ করেছেন।

হে প্রিয় পাঠক ! তুমি কিন্তু হযরত যুল্‌বিযাদাইন রাযি.-এর সৌভাগ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ্রয়ে রইলেন তারপর তার মজলিসসমূহে উপস্থিত হতে থাকলেন...

তিনি তাঁর পশ্চাতে নামায আদায় করেন ...

তাঁর হিদায়াতের ঝর্ণাধারা থেকে পিয়াসা দূর করেন।

তাঁর চরিত্রমাধুরী থেকে পরিতৃপ্ত হন।

*   *   *

দুনিয়া তাঁকে আহ্বান করেছে আর তিনি তার গুঞ্জন শোনা থেকে কানকে বধির করে রেখেছেন ...

আর প্রত্যেক পথে আখেরাতকে অনুসন্ধান করতে তিনি ধাবিত হয়েছেন। দু'আর মাধ্যমে তিনি আখেরাতকে অনুসন্ধান করেছেন, ভয়-ভীতি আর বিনয়-নম্রতার সাথে তিনি যার আশ্রয় নিতেন।

ফলে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর নাম রাখলেন " আউওয়াহ"

কুরআনের মাধ্যমে তিনি আখেরাতকে অনুসন্ধান করেছেন। তাই তিনি তার সুস্পষ্ট আয়াতের সুগন্ধি দ্বারা মসজিদে নববীর চারপাশকে সুবাসিত করতেন ...

কুরআনের মাধ্যমে তিনি আখেরাতকে অনুসন্ধান করেছেন।

তাই রাসূল যে সব গাজওয়ায় অংশগ্রহণ করেছেন তার একটিও তার জীবন থেকে ছুটে যায়নি।

* * *

তাবুকের যুদ্ধে হযরত যুল্‌বিযাদাইন রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আবেদন করলেন, যেন তিনি তার জন্য শাহাদাতের দু'আ করেন।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করলেন, যেন কাফেরের তরবারী থেকে তাঁর রক্তকে আল্লাহ হিফাজত করেন।

তিনি তখন রাসূলকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত। আমি তো আপনার নিকট এটা কামনা করিনি।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

إِذَا خَرَجْتَ غَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَمَرِضْتَ فَمُتَّ فَأَنْتَ شَهِيدٌ

وَإِذَا جَمَحَتْ بِكَ دَابَّتُكَ فَسَقَطْتَ فَقُتِلْتَ فَأَنْتَ شَهِيْدٌ.

তুমি যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হয়ে অসুস্থ হও। তারপর মৃত্যুবরণ কর, তাহলে তুমি শহীদ। আর যদি তোমার বাহনপশুটি অবাধ্য হয় আর তুমি পড়ে যাও। তারপর নিহত হও, তাহলে তুমি শহীদ।

* * *

এ আলোচনার পর মাত্র একদিন ও একরাত অতিক্রান্ত হতে না হতেই মুযানি যুবক জ্বরে আক্রান্ত হলেন এবং মৃত্যুবরণ করলেন।

তিনি আল্লাহর পথে হিজরত করে মৃত্যুবরণ করলেন

আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেন ...

পরিজন ও গোত্র থেকে দূরে ...

স্বদেশ ও বাড়ি থেকে পরদেশে...

এ সব কিছুর বিনিময়ে আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম বিনিময় প্রদান করলেন।

সাহাবায়ে কেরাম তাদের পবিত্র হাতে তাঁর কবর খনন করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তাঁর কবরে নামলেন।

এবং তিনি তাঁর পবিত্র হাত দ্বারা তা সমান করলেন।

আর শাইখাইন হযরত আবু বকর রাযি. ও হযরত উমর রাযি. তাঁকে কবরে নিয়ে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

قَرِّبَا إِلَيَّ أَخَاكُمَا

তোমরা তোমাদের ভাইকে আমার নিকটবর্তী কর।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছ থেকে তাঁকে নিয়ে তাঁর কবরে শুইয়ে দিলেন...

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. দাঁড়িয়ে ঐসব কিছু দেখছিলেন। তাই তিনি বললেন,

لَيْتَنِي كُنْتُ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ....

وَاللهِ . وَدِدْتُ لَوْ كُنْتُ مَكَانَهُ

وَقَدْ أَسْلَمْتُ قَبْلَهُ بِخَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً.

“হায় আফসোস ! যদি আমি এই সমাধির সমাধিস্থ ব্যক্তিটি হতাম। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তাঁর স্থানে হওয়ার আশা করছি, অথচ আমি তার পনের বৎসর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি।”

হযরত আবুল আস ইবনে রবীয় রাযি.

حَدَّثَنِي أَبُو الْعَاصِ فَصَدَقَنِي

وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي

– محمد رسول الله

আবুল আস আমার সাথে কথা বলেছে,অতঃপর সে তা সত্যে পরিণত করেছে।

সে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং তা পূরণ করেছে।

–মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত আবুল আস ইবনে রবীয় রাযি.

আবুল আস ইবনে রবীয় আবশামী কুরাইশী ছিলেন ভরপুর যৌবনের যুবক, মোহনীয় উজ্জ্বলতা ও আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী। প্রাচুর্য তার উপর ছায়া বিস্তারিত করেছে। বংশমর্যাদা তার চাদর দ্বারা তাকে মহিমাময় করেছে। তাই তিনি অহংকার, আত্মমর্যাদাবোধ, পৌরুষ ও বীরত্ব এবং ওয়াদাপূরণের গুণে গুণান্বিত আর পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যে গর্বিত হওয়ার সাথে সাথে আরবদের ঘোড় সওয়ারীতে ছিলেন উপমা।

আবুল আস শীত ও গ্রীষ্মের বাণিজ্যে খ্যাতিমান কুরাইশ থেকে বাণিজ্য-প্রীতি উত্তরাধিকারী সূত্রে লাভ করেছিলো। তাই তার বাণিজ্য কাফেলাসমূহ মক্কা ও শামের মাঝে যাতায়াত করত। তার কাফেলায় এক শত উট আর দু'শত লোক হত। আর লোকেরা তাকে তাদের অর্থ দিত যেন তিনি তাদের হয়ে ব্যবসা করেন। কেননা তার দক্ষতা, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা তাদের কাছে পরীক্ষিত।

* * *

তার খালা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর স্ত্রী খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ তাকে নিজ সন্তানের মত ভালবাসতেন এবং তাকে মর্যাদা ও মমতার সাথে তার গৃহে ও অন্তরে একটি সম্মানজনক স্থানে অবস্থান দিতেন।

আবুল আসের প্রতি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর ভালবাসা খাদীজার ভালবাসার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না।

* * *

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর গৃহে বৎসরগুলো অত্যন্ত দ্রুত কেটে গেল। তাঁর সবচেয়ে বড় মেয়ে যায়নাব যুবতী হয়ে উঠল। বিকশিত হল যেমন ফুল বিকশিত হয়ে সুবাস ছড়ায়, চমৎকার শোভা ধারণ করে। তখন মক্কার সম্মানী ব্যক্তিদের মধ্য হতে যারা সর্বগুণে সুষমামণ্ডিত তাদের সন্তানদের মন তাঁর দিকে লোভাতুর হয়ে উঠল...

আর কেনইবা তা হবে না?...তিনি তো বংশমর্যাদায় কুরাইশের

মেয়েদের মাঝে সবচেয়ে মর্যাদাবান, পিতা ও মাতা উভয় কুলে সবচেয়ে বেশী সম্মানের অধিকারীনী, শিষ্টাচার আর ভদ্রতায় সবচেয়ে বেশী পবিত্রা।

কিন্তু কীভাবে তারা তাঁকে পেয়ে সফল হবে?!

অথচ তাঁর খালার ছেলে মক্কার শ্রেষ্ঠ যুবক আবুল আস ইবনে রবীয় ইতিমধ্যে তাদের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

* * *

আবুল আসের সাথে যায়নাব বিনতে মুহাম্মাদের বিয়ের পর মাত্র কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হল। ইতিমধ্যে ইলাহী নির্মল আলোয় মক্কার কঙ্কর ও বালুকাময় বিস্তৃত উপত্যকা আলোকিত হয়ে উঠল। আল্লাহ্ তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য ও হিদায়াতের ধর্মসহ প্রেরণ করলেন। তাঁকে নির্দেশ দিলেন, যেন তিনি তাঁর নিকটতম স্বজনদের সতর্ক করেন। তখন নারীদের মধ্য হতে যাঁরা সর্বপ্রথম ঈমান আনলো তারা হলেন খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ, তাঁর মেয়ে যায়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসূম, ফাতেমা। অথচ ফাতেমা তখন ছোট ছিলেন।

তবে জামাতা আবুল আস ইবনে রবীয় পূর্বপূরুষদের ধর্ম ত্যাগ করাকে অপছন্দ করলেন। তার স্ত্রী যায়নাব যে ধর্মে প্রবেশ করেছে সে ধর্মে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলেন। অথচ সে তার স্ত্রীকে আন্তরিকভাবে ভালবাসে। অকৃত্রিমভাবে মহব্বত করে।

* * *

যখন কুরাইশ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে বিরোধ চরম আকার ধারণ করল তখন কুরাইশের লোকেরা একে অপরকে বলল,

ছি, তোমরা তোমাদের যুবকদের মুহাম্মাদের মেয়েদের সাথে বিয়ে দিয়ে তার দুশ্চিন্তা বহন করে নিয়েছো। তাই তোমরা যদি তার মেয়েদেরকে তার নিকট ফিরিয়ে দাও, তাহলে সে তোমাদের ছেড়ে তার মেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে...

সবাই বলল, এ তো এক চমৎকার প্রস্তাব। তখন তারা সবাই আবুল আসের নিকট গিয়ে বলল,

হে আবুল আস! তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ কর। তাকে তার পিতার বাড়িতে পাঠিয়ে দাও। আমরা তোমাকে কুরাইশের বুদ্ধিমতি, মর্যাদার অধিকারীনী যাকে ইচ্ছে কর তাকেই তোমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিব।

আবুল আস বলল, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি আমার স্ত্রীকে ত্যাগ করব না। আর তার পরিবর্তে দুনিয়ার সকল নারীও যদি আমার জন্য হয় তাহলেও আমি তা পছন্দ করি না ...

তবে তাঁর দুই মেয়ে রুকাইয়া ও উম্মে কুলসূম তালাক প্রাপ্তা হয়ে তাঁর বাড়িতে চলে এল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রত্যাবর্তনে আনন্দিত হলেন এবং তামান্না করলেন, যদি আবুল আসও অন্য দুই জামাতার মত তা করত। আর তিনি তো তখন এমন শক্তিরও অধিকারী ছিলেন না যে, তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য করবেন। আর তখনো মুশরিক পুরুষের সাথে মুমিনা নারীর বিয়ে হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হয়নি।

* * *

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করলেন এবং সেখানে তার শক্তি সুসংহত হলো আর কুরাইশরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বদরে বেরিয়ে এল তখন আবুল আস তাদের সাথে একেবারে নিরুপায় হয়ে যুদ্ধে আসতে বাধ্য হল...

কারণ মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে তার কোনই আগ্রহ ছিল না। মুসলমানদের গালমন্দ করার ব্যাপারেও তার কোন স্পৃহা ছিল না। তবে গোত্রের মাঝে তার অবস্থান তাকে তাদের সাথে যেতে বাধ্য করল

কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে বদর প্রান্তর উন্মুক্ত হয়ে গেল, যা শিরকের হোতাদের লাঞ্ছিত করল আর তাগুতী শক্তির পিঠকে ভেঙ্গে দিল। এক দল নিহত হল, এক দল বন্দী হল, আরেক দল পালিয়ে আত্মরক্ষা করলো।

তখন বন্দীদের দলে ছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়ে যায়নাবের স্বামী আবুল আস।

* * *

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বন্দীদের উপর মুক্তিপণ নির্ধারণ করলেন, যে মুক্তিপণ দিয়ে তারা মুক্ত হবে। গোত্রের মাঝে বন্দীর অবস্থান ও তার স্বচ্ছলতা বিবেচনায় মুক্তিপণ এক হাজার দিনার থেকে চার হাজার দিনারে উঠানামা করতে লাগল। মুক্তিপণ দিয়ে বন্দীদের মুক্তি করার অর্থ নিয়ে মক্কা মদীনার মাঝে দূতরা যাতায়াত করতে লাগল।

তখন যায়নাব তাঁর দূতকে তাঁর স্বামী আবুল আসের মুক্তিপণসহ মদীনায় প্রেরণ করল। তাতে একটি হার ছিল যা তাঁর মা খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ তাকে স্বামীর নিকট পাঠানোর দিন উপহার দিয়েছিলেন... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালাটি দেখার পর গভীর বেদনার এক স্বচ্ছ আবরণ তার চেহারাকে আচ্ছাদিত করল। মেয়ের জন্য তাঁর হৃদয় একেবারে বিগলিত হয়ে গেল। তারপর সাহাবায়ে কেরামের দিকে তাকিয়ে বললেন,

"আবুল আসের মুক্তির জন্য যায়নাব এ অর্থ প্রেরণ করেছে, সুতরাং তোমরা ইচ্ছে করলে তাকে মুক্ত করে দাও এবং যায়নবের সম্পদ যায়নাবকে ফিরিয়ে দাও।"

তাঁরা বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার চোখের শীতলতার জন্য শীঘ্রই আমরা তা করছি।

* * *

তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তির পূর্বেই আবুল আসের উপর শর্তারোপ করলেন, যেন সে অবিলম্বে তাঁর মেয়ে যায়নাবকে পাঠিয়ে দেয়...

আবুল আস মক্কায় পৌছেই তার কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণে অগ্রসর হল...

সে তার স্ত্রীকে সফরের প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়ে বললো, তোমার পিতার প্রেরিত দূতদ্বয় মক্কার অদূরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তারপর সে তার জন্য পাথেয় ও বাহনের ব্যবস্থা করে দিল এবং তার ভাই আমর ইবনে রবীয়কে তার সাথে মক্কার বাইরে অবস্থানরত দূতদের নিকট হাতে হাতে পৌঁছে দিতে উৎসাহিত করল।

* * *

আমর ইবনে রবীয় তার ধনুক কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন। তুনীর বহন করলেন। যায়নাবকে হাওদায় তুলে নিলেন। তারপর দিবালোকে প্রকাশ্যে কুরাইশের সামনে দিয়ে তাঁকে নিয়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে গেলেন। তখন কুরাইশের লোকেরা ক্ষীপ্ত হয়ে উঠল। উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারা তাদের পশ্চাতে ছুটল এবং অদূরেই তাদের ধরে ফেলল। তারা যায়নাবকে ভয় দেখাল। আতঙ্কিত করল...

তখন আমর তার ধনুকে তীর যোজনা করল। তার সামনে তুনীর খুলে রাখল। বলল, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমাদের কেউ তার নিকটবর্তী হলে আমি আমার তীর তার কণ্ঠনালীতে বসিয়ে দিব। আর তিনি তীরান্দাজে পারদর্শী ছিলেন। তার নিক্ষিপ্ত তীর কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না...

তখন আবু সুফিয়ান ইবনে হরব এগিয়ে এসে বলল, শোন ভাতিজা! আগে তুমি তোমার তীর আমাদের থেকে সরাও তারপর আমরা তোমার সাথে কথা বলব। তখন সে তাদের থেকে তার ধনুক নামিয়ে রাখল। আবু সুফিয়ান তাকে বলল, তুমি কিন্তু সঠিক কাজ করো নি...প্রকাশ্যে মানুষের সামনে দিয়ে তুমি যায়নাবকে নিয়ে বেরিয়ে গেছো আর আমাদের গুপ্তচররা তা দেখছে ... আর আরবের সবাই বদর প্রান্তরে আমাদের পরাজয় ও তার পিতার হাতে আমাদের যা ঘটেছে তা সম্পর্কে জানে। এমনি অবস্থায় যদি তুমি তাকে নিয়ে প্রকাশ্যে বেরিয়ে যাও যেমন তুমি করেছো তাহলে সকল কবীলার লোকেরা আমাদেরকে ভীরু বলবে। আমাদের লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করবে। সুতরাং তুমি তাকে নিয়ে ফিরে যাও। কয়েকদিন তাকে তার স্বামীর গৃহে রাখ। তারপর মানুষ যখন বলাবলি করবে, আমরা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি তখন গোপনে তাকে নিয়ে আমাদের মাঝ থেকে বেরিয়ে যাও এবং তাকে তার পিতার নিকট পৌঁছে দাও। কারণ তাকে আটকে রাখার ব্যাপারে আমাদের কোন স্পৃহা নেই...

আমর এতে সন্তুষ্ট হয়ে যায়নাবকে নিয়ে মক্কায় ফিরে এল...

এর কিছুদিন পর এক রাতে সে যায়নাবকে নিয়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ল এবং তার ভাইয়ের নির্দেশ মুতাবিক তাঁকে তাঁর পিতার দূতদের নিকট সমর্পণ করলেন।

* * *

স্ত্রী থেকে বিচ্ছেদের পর আবুল আস বেশ কিছুদিন মক্কায় অবস্থান করল। মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুদিন আগে আবুল আস তার ব্যবসায়িক কাজে শামে রওনা হল। তারপর সে যখন মক্কায় ফিরে আসছিল আর তার সাথে তার কাফেলায় ছিল একশত উষ্ট্রী ও প্রায় একশত সত্তর জন লোক, তখন হঠাৎ মদীনার নিকটবর্তী স্থান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত একটি ছোট যোদ্ধাবাহিনী তার সামনে প্রকাশিত হল। কাফেলাকে পাকড়াও করল। লোকদের গ্রেফ্তার করল। কিন্তু আবুল আস পালিয়ে গেল। তারা তাকে ধরতে পারল না।

তারপর রাত যখন তার চাদর ঢেলে দিল অন্ধকারের আড়ালে আবুল আস আচ্ছাদিত হল এবং ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় মদীনায় প্রবেশ করল ও যায়নাবের নিকট গিয়ে পৌছল। তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করল এবং তিনি তাঁকে আশ্রয় প্রদান করলেন...

* * *

ফজরের নামাযের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এসে যখন মিহরাবে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং নিয়ত বাঁধার জন্য তাকবীর দিলেন ও সাহাবায়ে কেরামরাও তাঁর সাথে তাকবীর দিলেন তখন নারীদের সারি থেকে যায়নাব রাযি. চিৎকার করে বলল,

"হে লোক সকল ! আমি যায়নাব বিনতে মুহাম্মাদ। আমি আবুল আসকে নিরাপত্তা প্রদান করেছি। সুতরাং তোমরাও তাকে নিরাপত্তা দাও।"

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায থেকে সালাম ফিরানোর পর সাহাবীদের দিকে ফিরে বললেন,

আমি যা শুনেছি তোমরা কি তা শোনেছো ?!

তারা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা শুনেছি।

এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, তোমরা যা শুনেছো তা শুনার পূর্বে আমি কিছুই জানতাম না। আর একজন সাধারণ মুসলমানও আশ্রয় দিতে

পারে।" তারপর তিনি গৃহে ফিরে গিয়ে মেয়েকে বললেন, "আবুল আসকে একটি ভাল জায়গায় থাকতে দাও আর জেনে রাখ, তুমি কিন্তু তার জন্য বৈধ নও।"

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিনীর লোকদের যারা কাফেলাকে পাকড়াও করেছে ও লোকদের বন্দী করেছে তাদের ডেকে বললেন,

"এই লোকটির সাথে আমাদের কী সম্পর্ক তা তোমরা জান। আর তোমরা তার ধনসম্পদ ছিনিয়ে এনেছো। সুতরাং তোমরা যদি ভাল মনে কর তাহলে তাকে তার ধনসম্পদ ফিরিয়ে দাও যা আমরা কামনা করি। আর যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহলে তা আল্লাহর দেয়া যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা তিনি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন। আর তোমরা তার অধিক হকদার। "

তখন তারা বলল, বরং আমরা তা তার নিকট ফিরিয়ে দিব. ইয়া রাসূলাল্লাহ!

তারপর তিনি তা গ্রহণ করতে এলে তারা তাকে বলল, হে আবুল আস! তুমি কুরাইশের মাঝে একজন সম্মানী ব্যক্তি। তুমি রাসূলুল্লাহর চাচার ছেলে ও তাঁর জামাতা। সুতরাং তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে না। আর আমরা তো এ সব সম্পদ তোমাকে দিয়ে দিব। তখন তুমি তোমার সাথে থাকা মক্কার লোকদের সম্পদসমূহ ভোগ করবে আর আমাদের সাথে মদীনায় অবস্থান করবে ?

সে তখন বলল, তোমরা আমাকে খুব খারাপ প্রস্তাব দিয়েছো, কারণ এর অর্থ, আমি আমার নতুন ধর্ম বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে শুরু করব।

* * *

আবুল আস কাফেলা ও তার সমূদয় সম্পদ নিয়ে মক্কার পথে রওনা হয়ে গেলেন মক্কায় পৌঁছে তিনি প্রত্যেককে তার হক পৌঁছে দিলেন। তারপর বললেন,

"হে কুরাইশের লোকেরা! তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ বাকি আছে যার সম্পদ সে আমার থেকে নেয়নি?"

তারা বলল, না, বাকি নেই।... আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমরা তোমাকে বিশ্বস্ত ও সম্মানী পেয়েছি।

তখন সে বলল, তাহলে তোমরা শুনে নাও, আমি তোমাদের নিকট তোমাদের হক পরিপূর্ণভাবে পৌঁছে দিয়েছি আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল...

আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, মদীনায় মুহাম্মাদের নিকট ইসলাম গ্রহণ করতে শুধু এ বিষয়ই আমাকে বাধা দিয়েছে যে, তোমরা আমার সম্পর্কে ধারণা করবে, আমি তোমাদের সম্পদ খাওয়ারই ইচ্ছে করেছি ...

তারপর আল্লাহ যখন তা তোমাদের নিকট পৌঁছে দিলেন আর আমি আমার জিম্মামুক্ত হয়ে গেলাম তখন আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি...

তারপর মক্কা থেকে বেরিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করলেন। তখন রাসূল তার সম্মানজনক আতিথেয়তার ব্যবস্থা করলেন। তার স্ত্রীকে তার নিকট ফিরিয়ে দিলেন। এবং তার সম্পর্কে বলতেন,

" আবুল আস আমার সাথে কথা বলেছে, অতঃপর সে তা সত্যে পরিণত করেছে। সে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, অতঃপর তা পূরণ করেছে। "

হযরত আসেম ইবনে ছাবেত রাযি.

مَنْ قَاتَلَ فَلْيُقَاتِلْ كَمَا يُقَاتِلُ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ

– محمد بن عبدالله

কেউ যুদ্ধ করতে চাইলে সে যেন আসেম ইবনে ছাবেতের মত যুদ্ধ করে।

–মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত আসেম ইবনে ছাবেত রাযি.

কুরাইশদের মনিব-গোলাম সকলেই উহুদ প্রান্তরে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হয়েছে ...

বিদ্বেষ তাদের হৃদয়গুলোকে শান দিচ্ছিল। বদর প্রান্তরে তাদের মৃত ব্যক্তিদের প্রতিশোধ-স্পৃহা তাদের খুনে আগুন ধরাচ্ছিল।

তা যথেষ্ট হল না। বরং তারা কুরাইশের বুদ্ধিমতি নারীদের সাথে নিয়ে গেল, যেন তারা পুরুষদের যুদ্ধে উৎসাহিত করে বীর যোদ্ধাদের হৃদয়ে প্রতিশোধ-স্পৃহার আগুন জ্বালায় আর যখনই তারা দুর্বলতা ও হীনতায় আক্রান্ত হবে তখন তাদের মনোবলকে চাঙ্গা করে তোলে।

তাদের সাথে যারা বের হয়েছে তারা হল, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবা, আমর ইবনে আসের স্ত্রী ওরাইতা বিনতে মুনাব্বিহ, সুলাফা বিনতে সাআদ আর তার সাথে তার স্বামী, তার তিন ছেলে মুসাফি, জুলাস ও কিলাব। এদের ছাড়া আরো অনেক নারী।

* * *

উহুদে যখন উভয় দল মুখোমুখি হল আর যুদ্ধের আগুন জ্বলতে লাগল তখন হিন্দ বিনতে উৎবা ও তার সঙ্গীনীরা গিয়ে সারির পশ্চাতে দাঁড়াল এবং দফ বাজিয়ে বাজিয়ে গান গাইতে লাগল,

إِنْ تُقْبِلُوا نُعَانِقْ وَنَفْرُشِ النَّمَارِقْ

أَوْ تُدْبِرُوا نُفَارِقْ فِرَاقَ غَيْرِ وَامِقْ

যদি রণক্ষেত্রে এগিয়ে যাও

তাহলে আমরা তোমাদের জড়িয়ে ধরব

আর তোমাদের বিশ্রামের জন্য তাকিয়া বিছিয়ে দিব।

আর যদি পিছন ফিরে পালাও

তাহলে আমরা তোমাদেরকে চিরতরে

তুচ্ছতার সাথে পরিত্যাগ করব।

তাদের এই গান অশ্বারোহী যোদ্ধাদের অন্তরে আত্মমর্যাদাবোধের আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছিল এবং তাদের স্বামীদের অন্তরে যাদুর মত কাজ করছিল...

তারপর যুদ্ধ শেষ হল... সে যুদ্ধে কুরাইশরা মুসলমানদের উপর বিজয় লাভ করল। আর বিজয়ের মদ-মত্ততা সেই নারীদের উদ্বেলিত করে ফেলল। তারা চিৎকার করতে করতে রণক্ষেত্রের মাঝে ঘুরত লাগল...

তারা নির্মমভাবে নিহতদের দেহ বিকৃতি করতে লাগল। পেট চিরে ফেলল। চোখ ফুঁড়ে দিল। নাক-কান কেটে ফেলল।

বরং তাদের একজনের ক্রোধ তো এতেও প্রশমিত হল না। সে নাক-কান দিয়ে গলার মালা আর পায়ের নূপুর বানাল। তার পিতা, ভাই, চাচা আর বদর প্রান্তরে নিহতদের প্রতিশোধ-স্পৃহায় সে তা দ্বারা সজ্জিত হল।

* * *

কিন্তু সুলাফা বিনতে সাআদের অবস্থা সমবয়সী অন্যান্য কুরাইশী নারীদের থেকে ভিন্ন ছিল...

সে ছিল অস্থির বেচাইন। সে তার স্বামী বা তিন ছেলের এক জনের আগমনের প্রত্যাশায় আপেক্ষা করছিল। তাহলে সে তাদের খবরাখবর জানতে পারবে। তারপর অন্যান্য নারীদের সাথে বিজয়-আনন্দে শরীক হবে। কিন্তু তার অপেক্ষা নিষ্ফলভাবেই দীর্ঘ হল। তাই সে রণাঙ্গনের গভীরে প্রবেশ করল। এবং নিহতদের চেহারা খুঁটেখুঁটে দেখতে লাগল। সহসা সে তার স্বামীকে রক্তে রঞ্জিত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখতে পেল। সাথে সাথে ভয়াতুরা সিংহীর ন্যায় লাফিয়ে উঠল এবং তার ছেলে মুসাফি, জুলাস ও কিলাবের সন্ধানে চারদিকে দৃষ্টি ফেলতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তাদের উহুদ প্রান্তরে সটান পড়ে থাকতে দেখতে পেল ...

মুসাফি আর কিলাব তো ইতিমধ্যে দুনিয়া ত্যাগ করে চলে গেছে। আর জুলাসকে একেবারে মুমূর্ষু অবস্থায় পেল।

* * *

সুলাফা মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফটরত ছেলের উপর ঝুঁকে পড়ল। মাথা কোলের উপর রাখল। কপাল ও মুখ থেকে রক্ত মুছে দিতে লাগল। বিপর্যয়ের ভয়াবহতায় তার চোখে অশ্রু শুকিয়ে গেছে। তারপর ঝুঁকে পড়ে বলতে লাগল, হে ছেলে ! কে তোমাকে ধরাশায়ী করেছে ?... সে উত্তর দিতে ইচ্ছে করল কিন্তু মৃত্যুর গড়গড়ানির কারণে উত্তর দিতে পারল না। তখন বারবার তাকে প্রশ্ন করলে বলল, আসেম ইবনে ছাবেত আমাকে ধরাশায়ী করেছে আর আর ভাই মুসাফিকে ধরাশায়ী করেছে আ... তারপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

* * *

সুলাফা বিনতে সাআদ এবার একেবারে পাগল হয়ে গেল। চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। বিলাপ করতে লাগল। লাত ও উজ্জার নামে কসম খেয়ে বলল, কুরাইশরা আসেম ইবনে ছাবেত থেকে প্রতিশোধ নিয়ে তার মাথার খুলি তাকে দিলে সে তাতে মদ পান করার পরই তার হৃদয়-জ্বালা শান্ত হবে। তার চোখের অশ্রু শুকাবে।

তারপর মান্নত করল, যে তাকে বন্দী করবে, হত্যা করবে বা তার মাথা এনে দিবে তাকে সে তার চাহিদা মত মূল্যবান বস্তু প্রদান করবে।

কুরাইশের মাঝে তার মান্নতের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। আর মক্কার প্রত্যেক যুবকই তাকে ধরে তার শির সুলাফাকে দেয়ার তামান্না করতে লাগল। তাহলে হয়তো সে-ই পুরস্কার পেয়ে কামিয়াব হবে।

* * *

উহুদের যুদ্ধের পর মুসলমানগণ মদীনায় ফিরে এল। রণাঙ্গন ও তাতে ঘটে যাওয়া বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করতে লাগল। যে সব বীরযোদ্ধারা শহীদ হয়েছেন তাদের জন্য রহমত কামনা করতে লাগল। আর যে সব অস্ত্র সজ্জিত বীর যোদ্ধা তরবারী দিয়ে মরণপণ যুদ্ধ করেছে তাদের প্রশংসা করতে লাগল... তখন তারা তাদের মাঝে আসেম ইবনে ছাবেতের আলোচনা করল। তারা বিস্মিত হল, কীভাবে সে যাদের হত্যা করেছে তাদের মধ্যে একই পরিবারের তিন ভাইকে হত্যা করল।

তখন তাদের একজন বলল, এতে আশ্চর্যের কী আছে ?!!

তোমাদের কি স্মরণ নেই, বদরের যুদ্ধের কিছুক্ষণ পূর্বে রাসূল যখন জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কীভাবে যুদ্ধ করবে? তখন আসেম ইবনে ছাবেত দাঁড়িয়ে ধনুক ধরে বলল,

যদি কুরাইশের লোকেরা আমার থেকে এক শ' হাত দূরে থাকে তাহলে তীর নিক্ষেপ করব...

আর যদি তারা এতটুকু নিকটবর্তী হয়ে যায় যে, বর্শা তাদের নাগাল পায় তাহলে ভেঙ্গে যাওয়া পর্যন্ত তাদের বর্শা দ্বারা আঘাত করব।

তারপর বর্শা ভেঙ্গে গেলে তা ফেলে দিয়ে তলোয়ার ধারণ করব। তারপর তলোয়ার দ্বারা যুদ্ধ চলবে।

তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যুদ্ধ এভাবেই করতে হয় ...

مَنْ قَاتَلَ فَلْيُقَاتِلْ كَمَا يُقَاتِلُ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ

"কেউ যুদ্ধ করতে চাইলে সে যেন আসেম ইবনে ছাবেতের মত যুদ্ধ করে।"

* * *

উহুদের যুদ্ধের পর কিছুদিন যেতে না যেতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়জন সম্মানিত সাহাবীকে একটি বিশেষ কাজে প্রেরণের জন্য আহবান করলেন এবং আসেম ইবনে ছাবেতকে তাদের আমীর বানালেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন তা বাস্তবায়নের জন্য শ্রেষ্ঠ দলটি চলতে লাগল। উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী এক পথে তারা পৌছলে হুজাইল গোত্রের একদল লোক তাদের ব্যাপারে জানতে পারল। তখন তারা তাদের নিকট ছুটে এল এবং বেড়ী যেভাবে ঘাড়কে পরিবেষ্টন করে সেভাবে তাদের পরিবেষ্টন করে ফেলল।

তখন আসেম ও তার সঙ্গীরা তরবারী কোষমুক্ত করল এবং পরিবেষ্টনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে ইচ্ছে করল।

হুজাইলীরা তখন বলল, আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তোমাদের কোন শক্তি নেই। আমরা হলাম এ দেশের মানুষ। আমরা সংখ্যায় অসংখ্য অগণিত। আর তোমরা স্বল্প, তুচ্ছ...

তারপর আমরা কাবার রবের কসম করে বলছি, যদি তোমরা আত্মসমর্পণ কর তাহলে আমরা তোমাদের ক্ষতিকর কিছু করব না। সে ব্যাপারে তোমাদের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার রইল...

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল, যেন তারা কী করবে সে ব্যাপারে পরামর্শ করছে ...

তখন আসেম তাঁর সাথীদের দিকে ফিরে বললেন,

"আমি কিন্তু কোন মুশরিকের দেয়া যিম্মায় যুদ্ধ ত্যাগ করছি না ... তারপর সুলাফা যে মান্নত করেছে তার কথা স্মরণ করলেন ও তরবারী কোষমুক্ত করে বললেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَحْمِي لِدِينِكَ وَأُدَافِعُ عَنْهُ ....

فَاحْمِ لَحْمِي وَعَظْمِي وَلَا تُظْفِرْ بِهِمَا أَحَدًا مِنْ أَعْدَاءِ اللهِ ...

"হে আল্লাহ! আমি আপনার ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করছি এবং তার হিফাজতের জন্য লড়াই করছি ...

সুতরাং আপনি আমার গোশত ও হাড়কে রক্ষা করুন এবং আল্লাহর শত্রুদের কাউকে তা নিয়ে কামিয়াব হতে দিবেন না..."

তারপর তিনি হুজাইলীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন আর তাঁর সাথে তাঁর সঙ্গীদের দু'জন তাকে অনুসরণ করল। তাঁরা হলেন মারছাদ আল্ গানাবী ও খালিদ আল্ লাইছী... তাঁরা যুদ্ধ করতে করতে একের পর এক ধরাশায়ী হলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের অপর তিন জন হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে তারেক, যায়েদ ইবনে দিছিন্নাহ ও খুবাইব ইবনে আদী। তাঁরা আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু হুজাইলীরা তার পরপরই অত্যন্ত ঘৃণ্যভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করল।

* * *

শুরুতে হুজাইলীরা জানত না যে, আসেম ইবনে ছাবেত তাদের নিহত ব্যক্তিদের একজন। তারপর তারা তা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হল। তারা নিজেদেরকে বিরাট পুরস্কারের আশায় আশান্বিত করল।

এতে আশ্চর্যের কিছু নেই ... সুলাফা বিনতে সাআদ কি মান্নত মানে নি যে, যদি সে আসেম ইবনে ছাবেতকে পায় তাহলে সে তার মাথার খুলি দিয়ে মদ পান করবে ?

জীবিত বা মৃত অবস্থায় যে তাকে ধরে এনে দিবে তার জন্য কি সে তার চাহিদা মত সম্পদের প্রতিশ্রুতি দেয় নি ?!

* * *

আসেম ইবনে ছাবেতের শাহাদাতের কিছুক্ষণ পরই কুরাইশরা তাঁর নিহত হওয়ার বিষয়টি জানতে পারল। কারণ হুজাইল গোত্র মক্কার অদূরেই বসবাস করত।

তখন কুরাইশের সরদাররা আসেম ইবনে ছাবেতের হত্যাকারীদের নিকট তার মাথা চেয়ে একজন দূত পাঠাল। তারা তা দ্বারা সুলাফা বিনতে সাআদের শত্রুতার আগুন নিভাবে, তাকে তার কসম থেকে মুক্ত করবে এবং আসেম স্বহস্তে তার যে তিন ছেলেকে হত্যা করেছে তাদের দুঃখ-বেদনা কিছুটা লাঘব করবে ...

তারা দূতের সাথে প্রচুর সম্পদ দিয়ে দিল এবং তাকে নির্দেশ দিল, আসেমের মাথার বিনিময়ে তারা যেন তা উদার হস্তে হুজাইলীদের প্রদান করে।

* * *

হুজাইলীরা আসেম ইবনে ছাবেতের শরীর থেকে মাথা ছিন্ন করতে এগিয়ে গেল। তারা সহসা দলে দলে মৌমাছি আর বোলতা এসে তাঁর শরীরে বসতে দেখতে পেল। আর তারা তাঁকে সব দিক থেকে ঘিরে ফেলল...

তারপর তারা যখনই তাঁর লাশের নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করল তখনই তা তাদের চেহারা লক্ষ্য করে উড়ে এল এবং তাদের চোখে ও

কপালে শরীরের সব জায়গায় হুল ফোটাল এবং তাদেরকে তাঁর লাশ থেকে বিরত রাখল...

বারবার চেষ্টা করার পর যখন তারা তাঁর নিকট পৌঁছার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল তখন একে অপরকে বলল,

"রাতের আগমন পর্যন্ত তাকে রেখে দাও। অন্ধকারে বোলতারা তার থেকে দূর হয়ে যাবে এবং তোমাদের জন্য তাকে মুক্ত করে দিবে।

তারপর তারা অদূরে বসে রাতের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগল...

* * *

কিন্তু দিনের প্রত্যাগমন আর রাতের আগমনের সাথে সাথেই ঘন অন্ধকার মেঘমালায় আকাশ ছেয়ে গেল ...

আকাশ বজ্রপাত করল। ক্রোধোন্মাদ হল... মেঘ এমন মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করল বর্ষীয়ান ব্যক্তিরাও জন্মের পর থেকে তেমনটি দেখেনি ...

দ্রুত পাহাড়ি পথঘাট প্রবাহিত হল। রাস্তাঘাট ভরে গেল। উপত্যকা নিমজ্জিত হল...

বাঁধভাঙ্গা প্লাবনের ন্যায় তীব্র প্লাবন গোটা অঞ্চলকে ভাসিয়ে নিল...

প্রভাত আলোকিত হয়ে উঠলে হুজাইল গোত্রের লোকেরা চারদিকে আসেম ইবনে ছাবেতের লাশ তালাশ করল। কিন্তু তারা তার কোন আলামত খুঁজে পেল না...

তার কারণ প্লাবন তাকে অনেক অনেক দূরে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে... অজ্ঞাত স্থানে তাকে নিয়ে চলে গেছে...

আল্লাহ তাআলা আসেম ইবনে ছাবেতের দুআ কবুল করেছেন। তাই তিনি তার পবিত্র দেহকে বিকৃতি করা থেকে হেফাজত করেছেন...

তাঁর মাথার খুলি দ্বারা মদ পান করা থেকে তাঁর মাথাকে হেফাজত করেছেন।

আর আল্লাহ তাআলা মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন পথ খুলে দেন না...

* * *

হযরত আবু ত্বালহা আনসারী রাযি.

عَاشَ أَبُو طَلْحَةَ حَيَاتَه صَائِمًا مُجَاهِدًا ...

وَمَاتَ كَذٰلِكَ صَائِمًا مُجَاهِدًا ...

আবু ত্বালহা তাঁর জীবনটি জিহাদে আর সিয়াম সাধনায় কাটিয়ে দিলেন...
আর মৃত্যুবরণও করলেন জিহাদে আর সিয়াম সাধনায়...

হযরত আবু ত্বালহা আনসারী রাযি.

যায়েদ ইবনে সাহল নাজজারী, যাঁর ডাকনাম আবু ত্বালহা তিনি জানলেন যে, রুমাইসা বিনতে মিলহান নাজজারিয়া যাঁর ডাকনাম উম্মে সুলাইম স্বামীর ইনতেকালের পর স্বামীহীন হয়ে গেছেন। এ সংবাদে তিনি আনন্দে উদ্বেলিত হলেন। আর এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। কারণ উম্মে সুলাইম ছিলেন সুদৃঢ়, গম্ভীর, অধিক জ্ঞান ও পবিত্রপূর্ণ চরিত্রের অধিকারিনী এক মহিয়সী নারী। তাই যারা তাঁর মতো নারীদের প্রতি আকৃষ্ট তাদের কেউ তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার আগেই তিনি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন। আর আবু ত্বালহার আত্মবিশ্বাস ছিল যে, উম্মে সুলাইম তার আকাঙ্ক্ষীদের কাউকেই তার উপর প্রাধান্য দিবে না। কারণ তিনি পরিপূর্ণ পৌরুষ, শীর্ষস্থানীয় মর্যাদা আর অঢেল সম্পদের অধিকারী এক ব্যক্তি। তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন বনু নাজ্জার গোত্রের অশ্বারোহী যোদ্ধা ও ইয়াসরিবের হাতে গোনা কয়েকজন তীরান্দাজের একজন।

* * *

আবু ত্বলহা উম্মে সুলাইমের বাড়িতে গেলেন।...

পথেই তার আকাংখার মরণ হল। সে শুনলো, উম্মে সুলাইম তো মক্কার এই দাঈ মুসআব ইবনে উমাইর-এর কথা শুনে মুহাম্মাদের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তার ধর্মের অনুসরণ করেছে। কিন্তু সাথে সাথেই সে মনে মনে বলল, আরে ! এতে দোষের কী আছে ? ...তার যে স্বামী ইনতেকাল করেছে সে কি তার পূর্বপূরুষদের ধর্ম আঁকড়ে ধরে মুহাম্মাদ ও তাঁর দাওয়াত থেকে বিমুখ থাকেনি ?!

* * *

আবু ত্বালহা উম্মে সুলাইমের বাড়িতে পৌঁছলেন। তার নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করলেন। তখন উম্মে সুলাইমের ছেলে আনাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আবু ত্বালহা তাকে নিজের জন্য প্রস্তাব করলে উম্মে সুলাইম বললেন,

"হে আবু ত্বালহা তোমার মতো লোককে ফিরিয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু আমি তো তোমাকে বিয়ে করব না। কারণ তুমি একজন কাফের...

আবু ত্বালহা ধারনা করলেন, উম্মে সুলাইম এর মাধ্যমে একটি কারণ দেখিয়েছেন। আসলে সে তার চেয়ে আরো অধিক সম্পদশালী ও সম্মানের অধিকারী কাউকে প্রধান্য দিচ্ছেন।

তাই তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, হে উম্মে সুলাইম! আসলে এ বিষয়টি অন্তরায় নয়।

উম্মে সুলাইম বললেন, অন্তরায় তাহলে কী?!

আবু ত্বালহা বললেন, দিনার-দেরহাম... আর সোনা চাঁদি ...

উম্মে সুলাইম বললেন, সোনা -চাঁদি?! ...

আবু ত্বালহা বললেন, হ্যাঁ।

উম্মে সুলাইম বললেন, বরং হে আবু ত্বলহা ! আমি তোমাকে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, যদি তুমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর তাহলে সোনা আর চাঁদি ছাড়াই আমি তোমাকে স্বামী হিসাবে বরণ করে নিব। তোমার ইসলাম গ্রহণকেই আমি আমার মহর বানিয়ে নিলাম...

* * *

উম্মে সুলাইমের কথা শুনার সাথে সাথে আবু ত্বালহার মন তার মূর্তির দিকে চলে গেল, যাকে সে মূল্যবান কাঠ দিয়ে বানিয়েছে এবং তাকে নিজের জন্যই নির্ধারিত করেছে যেমন গোত্রের নেতারা করে থাকে।

কিন্তু উম্মে সুলাইম সুযোগটি হাতছাড়া করতে চাইলেন না। তাই বলতে লাগলেন, হে আবু ত্বালহা! তুমি কি জান না, তুমি আল্লাহকে ছেড়ে যে ইলাহের ইবাদত করছো সে তো মাটি থেকে উদ্গত ?!

আবু ত্বালহা বললেন, হ্যাঁ জানি।

উম্মে সুলাইম বললেন,তুমি একটি গাছের গুড়ির ইবাদত করছো, তার একাংশকে তুমি ইলাহ বানিয়েছো অথচ অপরাংশকে অন্যজন ইন্ধন বানিয়েছে, যা দ্বারা সে আগুন পোহায় অথবা তার উত্তাপে খামির করা আটা দিয়ে রুটি বানায়... হে আবু ত্বালহা ! যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর

তাহলে আমি তোমাকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করব। ইসলাম ছাড়া আমি তোমার নিকট অন্য কোন মহর চাই না।

আবু ত্বালহার চেহারায় আনন্দের আভা ফুটে উঠল। তিনি বললেন, আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু,

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই আর সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তারপর তিনি উম্মে সুলাইমকে বিয়ে করলেন।

তাই লোকেরা বলত, উম্মে সুলাইমের মহরের চেয়ে অধিক সম্মানজনক মহরের কথা আমরা ইতিপূর্বে শুনিনি। তিনি ইসলামকে তাঁর মহর বানিয়েছেন।

* * *

সে দিন থেকে হযরত আবু ত্বালহা রাযি. ইসলামের পতাকা তলে শামিল হলেন এবং তিনি তার সকল বিরল শক্তিকে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করলেন।

তাই 'বাইয়াতুল আকাবা'-এ যে সত্তরজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বায়আত গ্রহণ করেছিলেন তিনি তাদের একজন ছিলেন আর তার সাথে ছিলেন তাঁর স্ত্রী উম্মে সুলাইম।

তিনি বারজন আমীরের একজন ছিলেন যাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে রাতে ইয়াসরিবের মুসলমানদের আমীর বানিয়েছিলেন।

অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাতে প্রাণপণ যুদ্ধ করেছেন।

তবে জিহাদের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আবু ত্বালহার সবচেয়ে কঠিন দিবস ছিল উহুদের দিবস। তুমি এখন সে দিবসের সংবাদ শুনে নাও।

* * *

হযরত আবু ত্বলহা রাযি. রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন ভালবাসলেন যে তা তাঁর হৃদয়ের গভীরে মিশে গেল। শিরা উপশিরায় রক্ত প্রবাহের সাথে প্রবাহিত হল। তাই তাঁকে দেখে তিনি পরিতৃপ্ত হতেন না। তার মিষ্টি কথা শুনে তিনি তৃষ্ণাহীন হতেন না।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একাকী থাকলে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে যেতেন এবং বলতেন, আমার জীবন আপনার জীবনের জন্য উৎসর্গ হবে আর আমার চেহারা আপনার চেহারার জন্য ঢাল হবে।

উহুদের দিবসে মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দূরে সরে পড়লে কাফেররা চারদিক থেকে এগিয়ে এল। তারা তাঁর কপালে ক্ষত করল। তাঁর ঠোঁট কেটে ফেলল। চেহারায় রক্ত প্রবাহিত করল। শুধু তাই নয়, বিশৃঙ্খলাকারীরা এ কথা ছড়িয়ে দিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হয়েছেন। ফলে মুসলমানদের দুর্বলতা চরম আকার ধারণ করল। আল্লাহর শত্রুদের নিকট তারা পরাজয় বরণ করতে লাগল।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে খুব কম লোকই অবিচল রইলেন। আর তাদের সর্বাগ্রে হলেন আবু ত্বালহা রাযি.।

* * *

নিশ্চল পর্বতমালার ন্যায় হযরত আবু ত্বালহা রাযি. রাসূলুল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ঢাল বানিয়ে তাঁর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর হযরত আবু ত্বলহা রাযি. তার অপরাজেয় ধনুকটি টেনে ধরলেন। তাতে তার অব্যর্থ তীর সংযোজন করলেন এবং তা দ্বারা রাসূলকে রক্ষা করতে লাগলেন ও একের পর এক মুশরিক বাহিনীকে তীর দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু ত্বলহা রাযি. এর পশ্চাত থেকে উঁচু হয়ে তার তীর নিপতিত হওয়ার স্থান দেখছিলেন। তখন তিনি তাঁকে ভয়ে ফিরাচ্ছিলেন আর বলছিলেন,

"আমি আমার পিতা মাতার শপথ করে বলছি, আপনি তাদের দিকে উঁকি দিয়ে দেখবেন না। তাহলে তারা আপনাকে তীর বিদ্ধ করবে...

আমার শির আপনার শিরের জন্য উৎসর্গ, আমার বুক আপনার বুকের জন্য উৎসর্গ, আমি নিজেকে আপনার জন্য উৎসর্গ করে দিলাম...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অদূর দিয়ে একজন মুসলিম যোদ্ধা পালিয়ে যাচ্ছিল। তার তুনীরে তীর ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে বললেন,

তুমি তোমার তীরগুলো আবু ত্বালহার সম্মুখে ছড়িয়ে দাও, পালিয়ে যেয়ো না।

আবু ত্বালহা রাসূলের পাশে দাঁড়িয়ে আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকলেন। এমনকি একে একে তিনটি ধনুক ভেঙ্গে ফেললেন। এবং আল্লাহর ইচ্ছায় মুশরিক বাহিনীর বেশ কিছু যোদ্ধাকে হত্যা করলেন।

তারপর রণাঙ্গণ শত্রুমুক্ত হয়ে গেল। আল্লাহ তাঁর নবীকে নিরাপদে রাখলেন। হিফাজতে রাখলেন।

* * *

যুদ্ধের সময়গুলোতে হযরত আবু ত্বলহা রাযি. যেমন আল্লাহর পথে জীবন বিলাতে উদার-দানশীল অকৃপণ ছিলেন, তেমনি অর্থ ব্যয়ের স্থানগুলোতেও অর্থ ব্যয় করতে অধিক উদার ও দানশীল ছিলেন।

তাঁর একটি খেজুর আর আঙ্গুরের বাগান ছিল। বৃক্ষ, সুস্বাদু খেজুর আর মিষ্টি পানির ক্ষেত্রে ইয়াসরিব এর চেয়ে অধিক বড় বাগান আর দেখেনি।

হযরত আবু ত্বালহা রাযি. তার ছায়ায় যখন নামায আদায় করছিলেন তখন রঙিন পা, লাল চঞ্চু আর সবুজ রঙের একটি পাখি তাঁর মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত করে দিল। পাখিটি নেচে নেচে গান গেয়ে উল্লসিত হৃদয়ে একের পর এক বৃক্ষের ডালে বসতে লাগল।... তার দৃশ্য আবু ত্বালহাকে বিমুগ্ধ করল। তিনি পাখিটির সাথেই স্বচিন্তায় সাঁতরে চললেন।... তারপরই তিনি নিজের মাঝে ফিরে এলেন। আর দেখলেন, তিনি কত রাকাত পড়েছেন তা ভুলে গেছেন... দু'রাকাত... তিন রাকাত... তিনি কিছুই জানেন না... নামায শেষ করেই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছুটে গেলেন এবং তাঁর নিকট নিজের মনোযোগের বিরুদ্ধে অভিযোগ

করলেন, যাকে নামায থেকে ফিরিয়েছে বাগান, প্রাচুর্যময় বৃক্ষ আর গানের পাখি। তারপর তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ রাসূল ! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি এ বাগানটিকে আল্লাহর পথে দান করে দিলাম। সুতরাং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যেখানে পছন্দ করেন সেখানে তা খরচ করুন।

* * *

হযরত আবু ত্বালহা রাযি. তাঁর জীবনটি জিহাদে আর সিয়াম সাধনায় কাটিয়ে দিলেন...আর মৃত্যুবরণও করলেন জিহাদে আর সিয়াম সাধনায়....

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর তিনি ত্রিশ বৎসর রোযা রেখেছেন। ঈদের দিন ছাড়া তিনি রোযা ভাঙ্গেননি,কারণ এ দিন রোযা রাখা হারাম।...

জীবন তাঁর দীর্ঘ হল। এমনকি মৃত্যুর পথযাত্রী বৃদ্ধে পরিণত হলেন। কিন্তু তাঁর বার্ধক্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ চালিয়ে যাওয়া, আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা ও ধর্মের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করেনি।

তার একটি ঘটনা হল, হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রাযি.-এর খেলাফত কালে মুসলমানগণ সমুদ্রপথে যুদ্ধ করতে ইচ্ছে করল।

তখন হযরত আবু ত্বলহা রাযি. মুসলিম বাহিনীর সাথে জিহাদে বের হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলেন। তাঁর ছেলেরা তখন তাঁকে বলল,হে আমাদের পিতা! আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, আপনি তো বয়োবৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর রাযি. ও হযরত উমর রাযি.-এর সাথে আপনি জিহাদ করেছেন। সুতরাং কেন আপনি বিশ্রাম নিবেন না এবং আমাদেরকে আপনার তরফ থেকে জিহাদ করতে ছেড়ে দিবেন না।

হযরত আবু ত্বলহা রাযি. বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, اِنْفِرُوا خِفَافًا وَّثِقَالًا - তোমরা যে আবস্থায় থাক আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বেরিয়ে পর, হাল্কা অস্ত্র নিয়ে হোক বা ভারি অস্ত্র নিয়ে হোক।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে জিহাদে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। যুবক-বৃদ্ধ সবাইকে, বয়স নির্ধারিত করে দেননি। তারপর তিনি তার প্রতিজ্ঞায় অবিচল রইলেন।

* * *

বয়োবৃদ্ধ হযরত আবু ত্বলহা রাযি. যখন সমুদ্রের মাঝে মুসলিম বাহিনীর সাথে জাহাজের পিঠে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। তারপর ইহলোক ত্যাগ করলেন।

মুসলমানগণ তাঁকে দাফন করার জন্য একটি দ্বীপ তালাশ করতে লাগল। সাত দিন পর তারা একটি দ্বীপ খুঁজে পেল। তখন হযরত আবু ত্বলহা রাযি. তাদের মাঝে চাদরাবৃত আবস্থায় রইলেন।তাঁর শরীরে কোন পরিবর্তন দেখা দেয়নি। যেন তিনি ঘুমিয়ে আছেন।

সমুদ্রের মাঝে...

পরিজন আর স্বদেশ থেকে দূরে...

জনবসতি আর স্ত্রী-স্বজন থেকে দূরে...

হযরত আবু ত্বলহা রাযি. কে সমাধিস্থ করা হল...

মানুষ থেকে দূরে থাকলে তাঁর আর তেমন কি বা ক্ষতি হবে যদি তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী থাকেন।

* * *

হযরত সুরাকা ইবনে মালেক রাযি.

كَيْفَ بِكَ يَا سُرَاقَةُ اِذَا لَبِسْتَ

سِوَارَىْ كِسْرىٰ؟...

-محمد رسول الله

ঐ মুহূর্তটি কেমন হবে সুরাকা, যখন তুমি দু'হাতে পরবে কিস্‌রার (কঙ্কন) বালা?

—মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ

হযরত সুরাকা ইবনে মালেক রাযি.

একদিন সকালে কুরায়শ গোত্রের লোকেরা ঘুম থেকে উঠলো ভীত-শঙ্কিত হয়ে। কারণ তাদের সভাগুলোয় ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, রাতের অন্ধকারে মুহাম্মাদ মক্কা ত্যাগ করেছে; কিন্তু কুরায়শ দলপতিগণ এ খবর বিশ্বাস করলো না।

তারা বনূ হাশেমের প্রত্যেকটি বাড়ীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খোঁজা শুরু করলো এবং তাঁর প্রিয় ছাহাবীদের ঘরে ঘরেও তাঁকে খুঁজে বেড়ালো...। কোথাও না পেয়ে যখন তারা আবু বকরের বাসগৃহে হাজির হলো তখন তাদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো হযরত আবু বকর রাযি.-এর বড় মেয়ে আসমা। আবু জাহল তাকে শুধালো, এই মেয়ে তোর বাবা কোথায়?

সে বললো, জানি না তিনি এখন কোথায়। তখন সে হাত তুলে তার গালে এমন এক চড় কষালো যে, তার দুলজোড়া মাটিতে ছিটকে পড়লো।

* * *

কুরায়শ নেতারা যখন নিশ্চিত হলো মুহাম্মাদ মক্কায় নেই তখন তাদের দিশেহারা অবস্থা। তৎক্ষণাত তারা জড়ো করলো কাছে ধারে যত পদাঙ্কচারী ছিলো। যেন পায়ের ছাপ দেখে অন্তত নিরূপণ করা যায়, তারা কতদূর গিয়েছে।

সবাই এগিয়ে চললো। ছাওর পর্বত-গুহার কাছে আসতেই পদাঙ্কচারী দল বললো, আল্লাহর কসম, তোমাদের সঙ্গী এই গুহা অতিক্রম করে যায়নি।

এদের কথায় কোন ভুল ছিলো না। কারণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর ছাহাবী গুহার ভিতরেই ছিলেন। আর কুরায়শ অবস্থান করছিলো তাদের দু'জনের মাথা বরাবর উপরে এবং এতটাই কাছে যে, হযরত সিদ্দীক রাযি. গুহার ওপরে ওদের পায়ের নড়াচড়া দেখতে পেলেন আর তখনই চোখ দু'টো তার ভিজে উঠলো...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাকালেন তার দিকে– ভালোবাসা, মায়া ও তিরস্কার মেশানো দৃষ্টিতে।

হযরত সিদ্দীক রাযি. ফিসফিসিয়ে বললেন, কসম খোদার! আমি তো নিজের জন্য কাঁদছি না...

আপনার না কিছু হয়ে যায় শুধু এই ভয়ে ইয়া রাসূলাল্লাহ।

তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'চিন্তা করো না আবু বকর, আল্লাহ তো আছেন আমাদের সঙ্গে'। ফলে সিদ্দীকের অন্তরে আল্লাহ প্রশান্তি ঢেলে দিলেন। তিনি তাকিয়ে থাকলেন ওদের পায়ের দিকে। তারপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি তাদের কেউ নিজের পায়ের দিকে লক্ষ করে তাহলেই দেখে ফেলবে আমাদের।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ঐ দু'জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা আবুবকর, যাদের তৃতীয়জন স্বয়ং আল্লাহ?' এমন সময় তারা শুনতে পেলেন, এক কুরায়শী যুবক সবাইকে বলছে, চলো আমরা গুহার ভিতরে গিয়ে দেখি।

উমাইয়া ইবনে খালাফ তাকে পরিহাস করে বললো, গুহার মুখে এই যে মাকড়সাটি বাসা বেঁধেছে তা কি দেখছো?!! আল্লাহর কসম, এ তো মুহাম্মাদের জন্মেরও বহু আগের

আবু জাহল অবশ্য বললো, লাত-উয্যার কসম, আমার তো ধারণা, সে আমাদের খুব কাছেই রয়েছে। আমরা যা বলছি তা সবই শুনছে এবং যা করছি সব দেখছে। কিন্তু তার যাদু আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

* * *

এরপরও কুরায়শ গোত্রের লোকেরা হাল ছেড়ে দিলো না। মুহাম্মাদকে ধরার বিষয়ে তাদের সংকল্প রইলো আগের মতোই অটুট। সুতরাং মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী দীর্ঘপথের দু'পাশে ছড়িয়ে থাকা গোত্রগুলোর মাঝে তারা এলান করে দিলো: যে ব্যক্তি মুহাম্মাদকে জীবিত বা মৃত এনে দিতে পারবে সে লাভ করবে একশটি দামী উট।

* * *

সুরাকা ইবনে মালেক, মাদলাজ বংশীয়। মক্কার অদূরে কুদায়দ নামক স্থানে সে তখন নিজ গোত্রের একটি সভায় আলাপরত। এসময় জনৈক কুরায়শী দূতের আবির্ভাব হলো। সে এসেই কুরায়শ ঘোষিত মহাপুরস্কারের খবরটি জোরেশোরে শুনিয়ে দিলো–'যে মুহাম্মাদকে ধরে দেবে জীবিত বা মৃত তার জন্য একশ' উট'।

এ খবর শুনতেই সুরাকার ভিতরে অজস্র লোভ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। সে দারুণ লোভী হয়ে পড়লো। একশত উটের হাতছানি সে কিছুতেই ভুলতে পারলো না। তবে সে নিজেকে সামলে নিলো। মুখে একটি কথাও বললো না। যাতে না আবার সে অন্যদের লোভ উসকে দেয়।

সুরাকা মজলিস থেকে উঠতে যাবে তখনই তার গোত্রের এক লোক এসে সভাগৃহে ঢুকলো। সে সংবাদ দিলো, এইমাত্র সে তিনটা লোককে তার পাশ দিয়ে যেতে দেখেছে এবং সে নিশ্চিত যে, এরা মুহাম্মাদ, আবু বকর ও তাদের রাহ্বর। সুরাকা বললো, না এরা বরং অমুক গোত্রের লোকজন। ওদের উট হারিয়েছে। তার খোঁজেই ওরা বেরিয়েছে।

আগন্তুক বললো, তাই হবে হয়ত। এই বলে চুপ রইলো। আর কিছু বললো না।

সুরাকা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো। তাকে উঠতে দেখে কেউ না আবার টের পেয়ে যায়...

লোকজন অন্য আলোচনায় মশগুল হতেই সে কেটে পড়লো এবং একদম আওয়াজ না করে ক্ষিপ্রতার সাথে বাড়ীতে চলে এলো। দাসীকে চুপিচুপি বলে রাখলো– সকলের চোখ বাঁচিয়ে তার ঘোড়াটিকে 'বাতনুল ওয়াদি' তে নিয়ে বেঁধে রাখতে। আর গোলামকে নির্দেশ দিলো, তার অস্ত্রটি প্রস্তুত করে বাড়ীর পিছন দিক দিয়ে খুব সাবধানে বেরিয়ে যেতে, যেন কেউ না দেখে... তারপর ঘোড়ার কাছাকাছি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে। এরপর সে এসে ...

* * *

সুরাকা বর্ম পরে নিলো। অস্ত্রসজ্জিত হলো এবং ঘোড়ার পিঠে চড়ে দ্রুতবেগে ছুটলো। যাতে অন্য কেউ নাগাল পাওয়ার আগেই সে মুহাম্মাদকে ধরতে সক্ষম হয় আর জিতে নেয় স্বপ্নের পুরস্কার।

*   *   *

অশ্ব-চালনায় সুরাকা ছিলো পাকা পালোয়ান। এ জন্য তার যথেষ্ট সুনাম ছিলো নিজ গোত্রের মাঝে। লম্বা গড়ন। বড় মাথা। চওড়া বুকের ছাতি দূরদর্শী বিচক্ষণ। পিছু ধাওয়ায় ওস্তাদ। তার ওপর সে ধৈর্যশীল। একটানা চলায় তার ক্লান্তি নেই। এ ছাড়াও সে ছিলো প্রতিভাবান কবি। দারুণ মেধাবী... আর তার ঘোড়াটিও ছিলো উন্নত জাতের।

*   *   *

সুরাকা মাটি কাঁপিয়ে পথ মাড়াচ্ছিলো, কিন্তু সে কিছুদূর যেতেই তার ঘোড়া তাকে সমেত আছাড় খেলো এবং সে পিঠ থেকে ছিটকে পড়লো। একে কুলক্ষণ ভেবে বিরক্ত সুরে বলে উঠলো, ধ্বংস তোর, একী উল্লুকে কাণ্ড?! এই বলে সে ফের পিঠে চাপলো। তবে খানিকটা অগ্রসর হতেই আবার সে হোঁচট খেলো। সেও উল্টে পড়লো। এবার সে আরো বেশি পেরেশান হলো, এবং যাত্রা শুভ নয় ভেবে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলো। কিন্তু 'একশত উট'-এর লোভ তাকে ফিরতে দিলো না।

*   *   *

যেখানে এসে সুরাকার ঘোড়া আছাড় খেয়েছিলো তার থেকে সামান্য আগে বাড়তেই সে মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদ্বয়কে দেখতে পেলো। তৎক্ষণাত সে ধনুকের দিকে হাত বাড়ালো। কিন্তু তার হাতটি ঐখানেই স্থির হয়ে রইলো

তার কারণ, সে লক্ষ করেছে যে, ঘোড়ার পাগুলো আস্তে আস্তে মাটিতে গেড়ে যাচ্ছে। আর তার সামনে দিয়ে সমানে ধুলা উড়ছে। যা ক্রমশ তার ও তার ঘোড়ার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে...। এবার সে সজোরে ঘোড়া হাঁকাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ততক্ষণে ঘোড়াটি সম্পূর্ণরূপে মাটিতে দেবে গেছে, যেন লোহার পেড়েক ঠুকে তাকে মাটির সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে।

অনন্যোপায় সুরাকা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর ছাহাবীর দিকে ফিরে কাতর স্বরে বললো, এই যে! তোমরা একটু আমার জন্য তোমাদের রবের কাছে প্রার্থনা করো, যেন আমার ঘোড়াটা মুক্তি পায়...

আমি কথা দিচ্ছি, তোমাদের খবর গোপন রাখবো। তোমাদের পর্যন্ত কেউ পৌঁছতে না পারে সে জন্য যা করার সব করবো...

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দোয়া করলেন এবং আল্লাহর হুকুমে তার ঘোড়া ঐ বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেলো। পা গুলো আবার সচল হলো... কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই সে বদলে গেলো। তার দুষ্ট লোভ আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো। সুতরাং পুনরায় সে তাদের উদ্দেশে ঘোড়া ছুটালো এবং সেই একই রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হলো। এবার ঘোড়ার পাগুলো আগের চেয়েও বেশি পরিমাণে নীচে চলে গেলো। সুরাকা যথারীতি সাহায্য প্রার্থনা করলো এবং যারপর নাই অনুনয়ের সাথে বললো, আমার পাথেয়, রসদ আর হাতিয়ার আর সব তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি, এগুলো নাও তবু আমাকে বাঁচাও। এইবারে পাকা কথা দিচ্ছি, আল্লাহ সাক্ষী : তোমাদের পথ আমি আগলে রাখবো, কাউকেই তোমাদের নাগাল পেতে দেবো না...

জবাবে নবীজী ও তার ছাহাবী বললেন, তোমার পাথেয় বা রসদ আমাদের দরকার নেই তুমি শুধু লোকদেরকে ফেরাও ...

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দোয়া করলেন। ফলে তার ঘোড়াটি চলতে আরম্ভ করলো। সদ্যমুক্ত সুরাকা ফিরে যাবার মুহূর্তে কী যেন কী ভেবে কাফেলাকে চিৎকার করে থামতে বললো আর কসম খেয়ে বললো, সে তাদের কোন ক্ষতি করবে না, শুধু একটি কথা। তারা ফিরে তাকালেন, বললেন : আবার কী দরকার?

সে বললো, আল্লাহর কসম, হে মুহাম্মদ! আমি নিশ্চয়ই জানি, অচিরেই তোমার দ্বীন বিজয় লাভ করবে এবং তোমার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। তুমি আমার সাথে অঙ্গীকার করো, তোমার রাজ্যে গেলে তুমি আমাকে সম্মান করবে এবং এ বিষয়ে লিখিত দাও...

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর সিদ্দীককে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ মোতাবেক তিনি একটি হাড্ডির গায়ে ঐ কথা লিখে হস্তান্তর করলেন।

যখন সে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলো; মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

'ঐ মুহূর্তটি কেমন হবে সুরাকা, যখন তুমি দু'হাতে পরবে কিস্‌রার বালা?!'

সুরাকা পেরেশান হয়ে বললো, কিস্‌রা ইবনে হুরমুয? (পারস্য সম্রাট)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, কিস্‌রা ইবনে হুরমুয'।

সুরাকা ফিরে এলো। যে পথ দিয়ে রওয়ানা হয়েছিলো ঐ পথেই সে ফিরলো। এসে দেখে, মানুষজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তালাশে বের হচ্ছে। তখন সে তাদের উদ্দেশে বললো, তোমরা ফিরে যাও। সমস্ত জায়গায় আমি তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি... আর পায়ের ছাপ দেখে চিনতে আমি কতটা সক্ষম তা তোমরা ভালোই জানো।

অতএব তারা আর বের হলো না।

এদিকে মুহাম্মাদ ও তাঁর ছাহাবীর সঙ্গে ঘটে যাওয়া তার ঘটনাটির কথা সে সম্পূর্ণ চেপে গেলো– যতক্ষণ না সে নিশ্চিত হলো যে, তারা মদীনায় পৌঁছে গেছেন এবং কুরায়শের শত্রুতা থেকে নিরাপদ একটি ঠিকানায় সকাল যাপন করেছেন। এটা নিশ্চিত হওয়ার পরই সে তার কাহিনীটি প্রচার করে দিলো...। আবু জাহল যখন সুরাকার ঐ সংবাদ ও নবী আলাইহিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালামের সঙ্গে তার আচরণের কথা জানতে পারলো তখন সে তাকে তার ব্যর্থতা, ভীরুতা ও সুযোগ হাতছাড়া করার জন্য তিরস্কার করলো...। সুরাকা তার ভর্ৎসনার জবাবে বললো, আবুল হাকাম! খোদার কসম, তুমি যদি আমার ঘোড়ার অবস্থা দেখতে যখন তার পাগুলো দেবে গেলো,তাহলে বুঝতে এবং সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করতে যে, মুহাম্মাদ সত্য রাসূল। ঐশী প্রমাণ রয়েছে যার সঙ্গে। সুতরাং কে আছে তার সাথে পেরে ওঠে?

* * *

সময় এগিয়ে চললো তার পথে। রাতের অন্ধকারে একদিন যে মুহাম্মাদ মক্কা ছেড়ে গিয়েছিলেন ভীষণ অবহেলিত উপেক্ষিত হয়ে; সে-ই আবার এসেছেন এখানে বিজয়ী নেতার বেশে। চারদিক থেকে তাকে ঘিরে আছে শত সহস্র বর্শা আর তলোয়ারে সজ্জিত মুজাহিদ বাহিনী...

আর কী! যে কুরায়শ দলপতিগণ এতদিন সদম্ভে আর দুঃসহ দাপটে পৃথিবী দাপিয়ে বেড়িয়েছে তারাই আজ তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নত শীরে। দৃষ্টি তাদের অবনত। ভয়ে অন্তরআত্মা কম্পিত, কণ্ঠে ঝরে পড়ছে বিনয়। তারা আজ তার দয়াপ্রার্থী– 'আমাদের সঙ্গে কী আচরণ করবে মুহাম্মাদ!'

উত্তরে তারা যা শুনতে পেলো তা হচ্ছে আম্বিয়া কেরামের দয়া আর মহানুভবতার ভাষা, সর্বকালের চিরপরিচিত সেই ভাষা। 'যাও আজকে তোমরা মুক্ত...'

এই সময় সুরাকা তার সওয়ারি প্রস্তুত করলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়ার জন্য অগ্রসর হলো। আর তার সঙ্গে রয়েছে দশ বছর আগে লিখে দেওয়া ঐ চুক্তিপত্র।

সুরাকা বলেন, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম। তিনি তখন জি'রানায় (এটি মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি জায়গা, মক্কা থেকে অপেক্ষাকৃত কাছে)। আমি আনসারীদের একটি দলে ঢুকে পড়লাম। তারা আমাকে বর্শার পিছন দিয়ে মারতে আরম্ভ করলো, আর বললো : এই! যাও যাও, কী চাও?!!

ওর মধ্যেই আমি কাতার ভেঙ্গে অগ্রসর হতে লাগলাম। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে চলে এলাম। তিনি উটের ওপরে বসা। আমি ঐ পত্রটি উঁচুতে তুলে ধরে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সুরাকা ইবনে মালেক... আর এই যে আপনার দেয়া সেই পত্র...

তখন রাসূল আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম বললেন, কাছে এসো সুরাকা, আমার কাছে এসো। আজ সদাচার ও ওয়াদা রক্ষার দিন।

তখন আমি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আমার ইসলামের ঘোষণা দিলাম এবং তার অসংখ্য অগণিত কল্যাণ আর সদাচরণ লাভ করলাম।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সুরাকার সাক্ষাতের কয়েক মাস না যেতেই আল্লাহ তার নবীকে আপন সান্নিধ্যে নিয়ে গেলেন। এতে সুরাকা ভীষণ মর্মাহত হলেন। অনেক বেশি দুঃখ পেলেন। দু'চোখে তার কেবলই ভেসে উঠলো ঐ দিনটির ছবি, যেদিন একশ উটের জন্য তিনি নবীকে হত্যা করতে বেরিয়েছিলেন। আর আজ! দুনিয়ার তাবৎ উষ্ট্রী মিলেও তার সামনে নবীজীর একটুকরো নখের সমান হতে পারছে না। তার মনে পড়ে গেলো তাকে বলা নবীজীর ঐ কথাটি–

'সেই মুহূর্তটি কেমন হবে সুরাকা যখন তুমি দু'হাতে পরবে কিসরার বালা?'

দ্বিধাহীন উচ্চারণে কথাগুলো তিনি আওড়ে গেলেন আর শীঘ্রই যে ঐ বালাজোড়া তিনি পড়ছেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহও রইলো না তার মনে।

* * *

সময় আরো অগ্রসর হলো। কালের চাকা আবর্তিত হলো আরো একবার। মুসলমানদের শাসনভার এলো হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর হাতে। তিনি খলীফার পদে আসীন হলেন। তার কল্যাণযুগে মুসলিম সেনাদল আক্রমণ করলো পারসিক সাম্রাজ্যের উপর প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে, তুমুল ঝঞ্ঝা বায়ুর মত। একের পর এক বাহিনী পরাস্ত হলো তাদের কাছে। তাদের হাতে পতন হলো বহু শত্রুশহর আর দুর্গের। পদানত হলো সিংহাসন। হাতে এলো গণীমতের অঢেল সম্পদ। এভাবে আল্লাহর হুকুমে গোটা পারস্য সাম্রাজ্য তাদের করতলগত হলো ...

হযরত উমর রাযি. এর খেলাফতের শেষ দিনগুলোতে একদিন মদীনায় এলো সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের দূতদল। খলীফাতুল মুসলিমীনকে তারা শোনালো বিজয়ের খোশ খবর। মুসলমানদের বায়তুল মালে তারা জমা দিলো আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদীনের অর্জিত গণীমতের এক পঞ্চমাংশ সম্পদ।

হযরত উমরের সামনে যখন ঐ গণীমত আনা হলো তিনি হতবাক হয়ে

গেলেন। কিস্‌রার মুক্তাখচিত মুকুট, সোনার জরিদার কাপড়, হীরক সজ্জিত মালা, তার ব্যবহৃত দুর্লভ নয়নমোহন বালা জোড়া সবই ছিলো এতে। ছিলো মহামূল্যবান এমনই অসংখ্য প্রসাধনী, সাজবস্তু ও তৈজস

হযরত উমর রাযি. তার হাতের একটি কাঁচা ডাল দিয়ে এই অমূল্য রত্ন নেড়ে-চেড়ে দেখলেন... মানুষ এমন বিলাসী হতে পারে?!

তারপর তার চারপাশে যারা ছিলো তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, যারা এগুলো জমা দিয়ে গেলো ওরা নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই বিশ্বস্ত...

একথা শুনে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাযি. বললেন– তিনিও সেখানে ছিলেন– আপনি সৎ, তাই আপনার প্রজারাও সৎ হতে পেরেছে হে আমীরুল মুমিনীন!... যদি আপনি আমুদে হতেন তবে তারাও গা ভাসিয়ে দিতো।

ইতিমধ্যে হযরত উমর ফারুক রাযি. সুরাকা ইবনে মালেককে ডেকে উপস্থিত করলেন এবং তাকে সম্রাট কিস্‌রার জামা-পা জামা, আবা কাবা ও মোজা জোড়া পরিয়ে দিলেন। কোমরে বেঁধে দিলেন কটিবন্ধ ও তলোয়ার, মাথায় মুকুট... হাতে এক জোড়া বালা... হ্যাঁ সেই বালা জোড়া... সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা চিৎকার করে বলে উঠলো আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ...

তারপর হযরত উমর রাযি. সুরাকার দিকে ফিরে বললেন, বাহ্ বাহ্, বনু মাদলাজের এক সামান্য বদ্দুর মাথায় কিস্‌রার মুকুট আর তার হাতে কিস্‌রার চুড়ি!!

এরপর তিনি আকাশের দিকে মাথা তুলে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি এই সম্পদ তোমার রাসূলকে দাওনি অথচ তিনি ছিলেন তোমার কাছে আমার চেয়ে অনেক বেশি প্রিয় ও সম্মানিত...

আবু বকরকেও দাওনি তিনিও ছিলেন তোমার কাছে আমার চাইতে প্রিয় ও সম্মানিত...

আর এই আমাকে দিলে, তো আশ্রয় চাহি তোমার, তোমার এই দান যেন আমার প্রতি শাস্তিস্বরূপ না হয়...

এরপর ঐ মজলিসেই সমস্ত মাল মুসলমানদের মাঝে তাকসীম করে দিলেন।

হযরত ফায়রুয আদ্‌দায়লামী রাযি.

فَيْرُوْزُ رَجُلٌ مُبَارَكٌ

مِنْ اَهْلِ بَيْتٍ مُبَارَكِيْنَ

– محمد رسول الله

ফায়রুয কল্যাণীয়

এক কল্যাণময় পরিবারের লোক

–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

হযরত ফায়রুয আদ্দায়লামী রাযি.

বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তার অসুখের খবর ছড়িয়ে পড়লো জাযীরাতুল আরবের সব জায়গায় তখন কিছু লোক ইসলাম ছেড়ে মুরতাদ হয়ে গেলো। এদের মধ্যে ইয়ামানের আসওয়াদ আনাসি, ইয়ামামার মুসায়লামা কাযযাব ও বনু আসাদের এলাকায় তুলায়হা আলআসাদি ছিলো প্রধান।

এই তিন মিথ্যুক দাবী করে বসলো যে,তারা নবী। প্রত্যেকেই তারা নিজ নিজ কওমের কাছে প্রেরিত হয়েছে। যেমন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ প্রেরিত হয়েছেন কুরায়শ-এর কাছে

*   *   *

আসওয়াদ আনাসি ছিলো গণক, যাদুকর। কালো মনের, ব্যাপক অনাচারী। বলিষ্ঠদেহের, বিরাটকায়। সেই সাথে সুবক্তা ও বিশুদ্ধ ভাষী। কথার যাদুতে সে মানুষকে সম্মোহিত করে ফেলতো। জ্ঞানীদেরও মাথা ঘুরে যেতো। সুধী সাধারণ সকলকে আকৃষ্ট করার এক অসাধারণ শক্তি ছিলো তার। তাছাড়া সে ছিলো অত্যন্ত চতুর ও ঝানু লোক। কাকে কীভাবে হাতে রাখতে হয় সে কৌশল তার ভালোই রপ্ত ছিলো। আম লোকদের হাতে রাখার জন্য তো ভোজবাজি ছাড়া বেশি কিছু দরকার হতো না। কিন্তু শিক্ষিত ও সচেতন শ্রেণীকে হাত করার জন্য কাউকে অর্থের লোভ দেখাতো, কাউকে প্রভাব-প্রতিপত্তির আর কাউকে পদের মোহনীয় হাতছানি...

মানুষের সামনে সে আসতো রুমালে মুখ ঢেকে। উদ্দেশ্য, নিজেকে একটা আলাদা গাম্ভীর্য ও রহস্যময়তায় আবৃত রাখা।

*   *   *

সে সময় ইয়ামানের ক্ষমতা ছিলো আবনাদের হাতে। আর এদের দলপতি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ফায়রুয আদ্দায়লামি।

আবনা হচ্ছে একটি নাম যা ব্যবহার করা হতো এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যাদের বাবা পারস্যের আর মা আরবের। এদের পূর্বপুরুষ স্বদেশ ত্যাগ করে ইয়ামানে চলে এসেছিলো।

ইসলামের অভ্যুদয়কালে এদের নেতা বাযান ছিলো পারস্য সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত ইয়ামানের রাজা। এরপর যখন সে জানতে পারলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য নবী এবং তাঁর দাওয়াত অতি মহৎ ও দামী, তখন সে কিসরার অধীনতা পরিত্যাগ করে সদলবলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলো। ফলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রাজত্ব বহাল রাখলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সে এই পদে সমাসীন ছিলো, আসওয়াদ আনাসির নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী প্রকাশের কিছুকাল আগে সে মৃত্যুবরণ করে।

* * *

আসওয়াদ আনাসির ডাকে প্রথম সাড়া দেয় তার স্বজাতি বনু মাযহিজ। সে তাদেরকে নিয়ে প্রথমে ইয়ামানের রাজধানী সান‘আ আক্রমণ করে এবং সেখানকার গর্ভণর শাহ্‌র ইবনে বাযানকে হত্যা করে ও আযাদ নাম্নী তার এক পত্নীকে বিয়ে করে। তারপর সান‘আ থেকে অন্যান্য অঞ্চলের উপর হামলা চালায়। তার আক্রমণের শিকার হয়ে ঐসব অঞ্চল অসম্ভব দ্রুততার সাথে পদানত হয়। এক পর্যায়ে হাযারামওত থেকে তায়েফ পর্যন্ত সমুদয় অঞ্চল এবং বাহরাইন ও আহসা থেকে নিয়ে আদান পর্যন্ত বিশাল এলাকা তার করতলগত হয়।

* * *

মানুষকে ধোঁকা দেওয়া ও তাদেরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে যে জিনিসটি তাকে সাহায্য করেছিলো তা হচ্ছে তার সীমাহীন বুদ্ধি ও ধূর্ততা। সে তার অনুসারীদের কাছে দাবী করেছিলো যে, তার একজন ফেরেশতা আছে যে তার উপর ওহী নাযিল করে এবং তাকে গায়েবের সংবাদ দেয়...

সে তার এই দাবীকে জোরদার করার জন্য সমস্ত জায়গায় গুপ্তচর ছড়িয়ে রেখেছিলো। যারা মানুষের খবরাখবর ও গোপন তথ্য জেনে এসে তাকে জানাতো। তাদের সমস্যা- সংকট ও তাদের একান্ত ইচ্ছা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাও সে এদের মাধ্যমে উদ্ধার করতো। পরে যখন লোকজন

তার কাছে আসতো তখন যার যা প্রয়োজন সাক্ষাৎ হওয়ামাত্র তাকে সেটা বলে ফেলতো এবং যার যা সমস্যা সেটা দিয়ে তার সঙ্গে কথা আরম্ভ করতো। সে তার অনুসারীদের এমন সব অদ্ভূত আর আশ্চর্য কারবার দেখাতো, যা তাদের মাথা গুলিয়ে দিতো, তারা একেবারে হতবাক হয়ে যেতো...

এভাবে তার তৎপরতা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠলো এবং শুকনো তুষের মাঝে জ্বলন্ত আগুনের মতোই তার দাওয়াত চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

* * *

আসওয়াদ আনাসি মুরতাদ হয়ে গেছে এবং ইয়ামান তার দ্বারা আক্রান্ত-এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি কালবিলম্ব না করে প্রায় দশজন সাহাবীর একটি জামাত প্রেরণ করলেন ইয়ামানের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে কিছু পত্র লিখে দিলেন তাদের বরাবরে, যাদের সম্বন্ধে তখনো কল্যাণের আশা ছিলো, ইয়ামানে যারা ছিলো মুসলমানদের অগ্রজ। এই পত্রে তিনি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলেন আস্থা ও দৃঢ়তার সাথে এই সর্বগ্রাসী ফিতনার বিরুদ্ধে লড়ে যেতে। তিনি তাদেরকে আদেশ করলেন, যে করেই হোক আসওয়াদ আনাসির কবল থেকে ইয়ামানবাসীকে মুক্ত করতে হবে...

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বার্তা যার কাছেই পৌঁছলো সেই সাড়া দিলো তাঁর ডাকে এবং জানপ্রাণ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার আদেশ বাস্তবায়নে আর তার আহ্বানে সর্বপ্রথম সাড়া দানকারী ব্যক্তি ছিলেন আমাদের গল্পের নায়ক ফায়রুয আদ্‌দায়লামি ও তার সহকারী ‘আবনাগণ। এবার আমরা তার মুখেই শুনি তার সেই বিরল বিস্ময়কর অভিযানের কাহিনী... ফায়রুয বলেন, আমি ও আমার সঙ্গে যে সব আবনা ছিলো আমরা এক মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে সন্দিহান হইনি এবং আমাদের কারো মনেই আল্লাহর দুশমনের প্রতি এতটুকু বিশ্বাস জন্মায়নি। আমরা কেবল সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। অব্যর্থ আক্রমণে তাকে বিপর্যস্ত করে তার থেকে চিরতরে নিস্তার পাবার উপায় সন্ধান করছিলাম। এরপর যখন আমাদের কাছে ও অগ্রগামী মু’মিনদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের ঐ পত্র এলো তখন আমরা

একে অন্যের দ্বারা শক্তিশালী হলাম এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ তৎপরতায় সক্রিয় হয়ে উঠলাম।

* * *

একের পর এক সাফল্যের কারণে আসওয়াদ আনাসির মাঝে অতিমাত্রায় অহংকার ও আত্মতুষ্টি এসে গিয়েছিলো। ফলে সে দারুণ স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়লো এবং তার সেনাপতি কায়স বিন আবদে ইয়াগুছের সাথেও উদ্ধত আচরণ শুরু করলো। তার এই যাচ্ছেতাই ব্যবহারে কায়েস একই সাথে ক্ষুব্ধ ও নিজের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়লো।

এই সুযোগে আমি ও আমার চাচাত ভাই দাযাওয়াই তার কাছে গিয়ে তাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্রটি দিলাম। আর বললাম, ঐ লোক তোমাকে গিলে খাবার আগেই তাকে নিজের গ্রাসে পরিণত করো... আমাদের এ দাওয়াত তার মনে ধরলো এবং সে আমাদেরকে তার যাবতীয় তথ্য জানিয়ে দিলো। তার ধারণা হলো, আমরা বুঝি আকাশ থেকে নেমে এসেছি তাকে বাঁচাবার জন্য! এবার আমরা তিনজন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম– নরাধম আসওয়াদকে মোকাবেলায় আমরা ভিতরে ভিতরে কাজ করবো, আর আমাদের অন্যসঙ্গীরা তাকে বাইরে থেকে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

আমরা স্থির করলাম, আমার চাচাতো বোন ‘আযাদকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে নেবো। যাকে আসওয়াদ আনাসি বিয়ে করেছে তার স্বামী শাহ্র বিন বাযানকে হত্যা করার পর।

* * *

আমি আসওয়াদ আনাসির প্রাসাদে গেলাম এবং আমার চাচাতো বোন আযাদের সাথে দেখা করে তাকে বললাম বোন তুমি তো জানো, এই লোক তোমার ও আমাদের কী ক্ষতি করেছে, কেমন সর্বনাশা পরিস্থিতি সে সৃষ্টি করেছে।

সে তোমার স্বামীকে হত্যা করেছে, তোমার গোত্রের নারীদের লাঞ্ছিতা করেছে, নির্বিচারে বহু লোক মেরেছ, তাদের ক্ষমতা আর কর্তৃত্বও সে ছিনিয়ে নিয়েছে; এই দেখো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি, যা তিনি বিশেষভাবে আমাদের প্রতি ও সাধারণভাবে সমগ্র ইয়ামানবাসীর প্রতি প্রেরণ করেছেন। এতে তিনি আমাদের আহ্বান জানিয়েছেন এই ফিতনার অবসান ঘটানোর...

এখন বলো, তুমি কি আমাদের সাহায্য করতে পারবে?

আযাদ বললো, আমি তোমাদের কী সাহায্য করতে পারি?

–তাকে দেশছাড়া করতে হবে...

–না, বরং তাকে আমরা মেরে ফেলবো ...

আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমার ইচ্ছাও তাই। কিন্তু আমি ভয় করছি তোমাকে নিয়ে। তোমাকে না তার মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দেই।

সে বললো, কসম ঐ সত্তার যিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন সত্যসহ; সুসংবাদদাতা ও সর্তককারী রূপে আমি এক নিমিষের তরেও আমার দ্বীন সম্পর্কে সন্দিহান হইনি। আর আমার কাছে এই শয়তানের চেয়ে অধিক ঘৃণিত কেউ এই পৃথিবীর বুকে নেই। খোদার কসম, তাকে দেখার পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত তাকে কেবল দুশ্চরিত্র, আর পাপাচারী বলেই জানি। ন্যায়-অন্যায়ের সে তোয়াক্কা করে না। আর কোন গর্হিত কাজই তার বাদ যায় না।

তার কথা শেষ হলে আমি বললাম, কিন্তু আমরা তাকে হত্যা করবো কীভাবে? তখন সে বললো, শোন, সে অত্যন্ত সজাগ সর্তক লোক। প্রাসাদে এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে প্রহরীরা তাকে ঘিরে না আছে। শুধু একেবারে শেষের এই পরিত্যক্ত কামরাটি ছাড়া। কারণ এর পিছন দিকটা জঙ্গল। তো যখন সন্ধ্যা হবে তখন অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে তোমরা এর দেয়াল কেটে ভিতরে ঢুকবে। অস্ত্র, লণ্ঠন (বাতি) আর যা যা প্রয়োজন সব ওখানেই পাবে। আমিও থাকবো তোমাদের অপেক্ষায়। এরপর সকলে মিলে একযোগে হামলা করে ঐ হতচ্ছাড়াকে শেষ করে দেবে...

আমি বললাম, কিন্তু এরকম প্রাসাদে কোন কামরার দেয়াল কাটা সহজ ব্যাপার না...

কারণ কখনো আমাদের পাশ দিয়ে কেউ যেতে পারে। তখন সে চিৎকার করে লোক জড়ো করে ফেলবে, প্রহরীরা টের পেয়ে যাবে... আর তার পরিণতি হবে খুবই ভয়াবহ। সে বললো, তুমি ভুল বলোনি, তবে আমি তোমাদেরকে আরেকটি উপায় বলতে পারি।

আমি বললাম, সেটা কী?

সে বললো, আগামীকাল তুমি শ্রমিক বেশে একজন লোক পাঠাবে, যে

তোমাদের কাছে বিশ্বস্ত। আমি তাকে ভিতর থেকে দেয়াল খোদাই করতে বলবো। যখন আর সামান্য বাকী থাকবে তখন সে রেখে দেবে। এরপর রাতে তোমরা এসে বাহির থেকে সহজেই বাকীটুকু শেষ করতে পারবে।

আমি বললাম, দারুণ!

এবার আমি ফিরে এসে আমার অপর সঙ্গীদ্বয়কে আমাদের পরিকল্পনার বিস্তারিত জানালাম। ওরাও একে কল্যাণকর বললো, ফলে তক্ষুণি আমরা চলে গেলাম যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে।

এরপর আমরা আমাদের সহযোগী বিশেষ মুমিনদেরকে এই গোপন তথ্য জানিয়ে তাদেরকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলাম। আমরা তাদের সঙ্গে মিলিত হবার সময় নির্ধারণ করলাম পরদিন ফজর।

যখন রাত্রি নামলো এবং নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে এলো তখন আমি ও আমার সঙ্গীরা গিয়ে সেই কক্ষের পিছনে অবস্থান নিলাম এবং খোদাইকৃত অংশে সর্বশেষ আঘাত হেনে সবটুকু জায়গা ভেঙ্গে ফেললাম। এবার কামরার ভিতরে ডুকে প্রথমে বাতি জ্বাললাম,তারপর অস্ত্রসজ্জিত হয়ে আল্লাহর দুশমনের খাস মহলের দিকে অগ্রসর হলাম। দরজার কাছে আসতেই দেখলাম দাঁড়িয়ে আছে আমার চাচাতো বোন। তার ইশারা পেয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। আর কী! দেখি ব্যাটা ঘুমাচ্ছে নাক ডাকিয়ে। দেরি না করে ওর কাঁধ বরাবর দিলাম এক কোপ বসিয়ে। আর সে ষাঁড়ের মতো বিকট চিৎকার করে উঠলো এবং জবাই করা উটের মতো হাত পা ছুঁড়তে লাগলো।

এদিকে তার চিৎকার শুনে প্রহরীরা সব ছুটে এলো কী হয়েছে, কী হলো?!...

আমার বুদ্ধিমতি বোন এককথায় ওদের বিদায় করে দিলোঃ 'কিছু না, আল্লাহর নবীর উপর ওহী আসছে ... তোমরা নিশ্চিন্তে ফিরে যাও...' এবং তারা ফিরে গেলো।

* * *

ভোর হওয়া পর্যন্ত আমরা প্রাসাদের মধ্যেই থাকলাম। ভোরের আলো

ফুটতেই আমি একটি প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠলাম, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার– দুশমন খতম!

আমি রীতিমতো আযান দেয়া শুরু করলামঃ আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্নাল আসওয়াদ আল আনাসি কায্যাব। অর্থাৎ– এবং এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আসওয়াদ আনাসি মিথ্যুক...

পুরো ব্যাপারটাই হয়েছিলো গোপনে। এ ঘটনার পর চারদিক থেকে মুসলমানরা এসে প্রাসাদের কাছে জড়ো হলো। ওদিকে প্রহরীর দল আমার আযান শুনে শঙ্কিত হয়ে ছুটতে শুরু করলো এবং দুই দল পরস্পর মুখোমুখী হয়ে গেলো। এ পর্যায়ে আমি প্রাসাদের প্রাচীরের উপর থেকে জনতার উদ্দেশে আসওয়াদের কাটা মাথা নিক্ষেপ করলাম। এই না দেখে তার সেপাই সামন্তরা সব হীনবল হয়ে পড়লো এবং তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি নিমিষে ধূলিসাৎ হলো। আর মুমিনরা এ দৃশ্য দেখামাত্র মুর্হুমুহু তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস, কাঁপিয়ে তুললো। প্রচণ্ড আক্রমণে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো শত্রুর শবদেহের উপর এবং সূর্যোদয়ের আগেই কাহিনীর যবনিকাপাত হলো।

*   *   *

বেলা ওঠার পর আমি শত্রুনিপাতের সুসংবাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চিঠি লিখলাম। কিন্তু পত্রবাহকেরা মদীনায় পৌছার পর জানতে পারলো, নবীজী গত রাতে ইহধাম ত্যাগ করেছেন। তবে অল্পকিছুক্ষণ পরেই তারা শুনতে পেলো যে, ওহীর মাধ্যমে নবীজী আসওয়াদ আনাসির কতলের খবর পেয়েছেন– ঠিক যে রাতে সে নিহত হয়েছে সেই রাতেই...

এবং মহানবী আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্সালাম তখন তাঁর সাহাবীদের উদ্দেশে বলেছেন ঃ "কাল রাতে আসওয়াদ আনাসি কতল হয়েছে। তাকে হত্যা করেছে এক বরকতী পরিবারের এক বরকতময় লোক। কেউ প্রশ্ন করলো। সে ব্যক্তি কে ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, "ফায়রুয..., সফল হোক ফায়রুয..."।

হযরত ছাবিত ইবনে কায়স আল-আনসারী রাযি.

مَا أُجِيزَتْ وَصِيَّةُ امْرِئٍ أَوْصَى بِهَا

بَعْدَ مَوْتِهِ سِوَى وَصِيَّةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ

মৃত্যুর পরে কৃত কারো অসীয়ত
বাস্তবায়িত হয়নি, ছাবিত ইবনে
কায়সের অসীয়ত ছাড়া।

হযরত ছাবিত ইবনে কায়স আল-আনসারী রাযি.

খাযরাজ[১] গোত্রের সুপরিচিত এক নেতা ও ইয়াছরিবের শীর্ষস্থানীয়দের একজন। পরিচ্ছন্ন মনের অধীকারী। ধীমান, সপ্রতিভ। দরাজ কণ্ঠের ব্যক্তিত্ব। যখন কথা বলেন সবাইকে ছাড়িয়ে যান। আর যখন বক্তৃতা করেন শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেন।

ইয়াছরিবে যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি তাদের অন্যতম। তার ইসলাম গ্রহণ এভাবে হয়েছিলো যে, মক্কার তরুণ ইসলাম প্রচারক মুস'আব বিন উমায়র রাযি. যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন তিনি কান পেতে শুনতেন– তার বেদনাভরা কণ্ঠের সুললিত উচ্চারণ। কুরআনের সুর ঝংকার তার কর্ণকুহরে পৌঁছতেই তিনি বিমোহিত হয়ে যেতেন। কুরআনের ভাষা ও তার সৌন্দর্য তার হৃদয়কে দারুণ স্পর্শ করতো এবং তার অন্তর্নিহিত শিক্ষা ও বিধানাবলী তার চিন্তাকে প্রচণ্ড রকম নাড়া দিতো। ফলে আল্লাহ তার মনকে প্রসন্ন করে দিলেন ঈমানের জন্য এবং তার মর্যাদা বুলন্দ করলেন ও তার আলোচনাকে সমুন্নত করলেন নবীয়ে ইসলামের পতাকাতলে তাকে ঠাঁই দিয়ে।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করেন তখন ছাবিত ইবনে কায়স রাযি. তার কওমের অশ্বারোহী দলের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে তাকে প্রীতিপূর্ণ অভ্যর্থনা করেন এবং নবীজী ও তাঁর সঙ্গী সিদ্দীককে সাদর সম্ভাষণ জানান আর তার সম্মুখে এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। যার সূচনা করেন আল্লাহর হামদ ও ছানা এবং নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করে...

আর শেষ করেন এই বলে– "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনাকে আমরা রক্ষা করবো যা কিছু থেকে আমরা

[১] খাযরাজ : একটি গোত্র, যারা মূলত ইয়েমেনী, কিন্তু পরে মদীনায় এসে স্থায়ী বসবাস শুরু করে। এটি ও আওস মিলে আনসারীদের বড় অংশ গঠিত।

নিজেদের জান ও নিজ স্ত্রী সন্তানদের রক্ষা করি। কিন্তু এর বিনিময়ে আমরা কী পাবো?"

জবাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "জান্নাত"

এই জান্নাত শব্দটি কানে পৌঁছতেই উপস্থিত জনতার মুখমণ্ডল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তারা কেবল বললো, আমরা সন্তুষ্ট ইয়া রাসূলাল্লাহ... আমরা সন্তুষ্ট...

সেই দিন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবিত ইবনে কায়সকে তার বক্তারূপে গ্রহণ করেন যেমন হাসসান ইবনে ছাবিত ছিলেন তার কবি। ফলে বিষয় এই দাঁড়ালো, আরবের বিভিন্ন প্রতিনিধিদল যখন তাঁর কাছে আসতো তাদের বিশুদ্ধভাষী বক্তা ও কবিদের নিয়ে নিজেদের গৌরব গাইতে কিংবা বির্তকের উদ্দেশ্যে তখন নবীজী ছাবিত ইবনে কায়সকে ডাকতেন বক্তাদের মোকাবেলার জন্য আর হাসসান ইবনে ছাবেতকে কবিদের গৌরব গাথার জবাব দেয়ার জন্য...

* * *

হযরত ছাবিত ইবনে কায়স রাযি. ছিলেন গভীর ঈমানের অধিকারী মু'মিন। সত্যিকার খোদাভীরু মুত্তাকি, পরহেযগার। আল্লাহর প্রতি তার ভয় ছিলো সীমাহীন। যাকিছু আল্লাহকে নাখোশ করে তার সবই তিনি এড়িয়ে চলতেন সযত্নে, অতিসন্তর্পণে। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভীষণ ভীত ও চিন্তিত দেখতে পেলেন। ভয়ে তার বুকের উর্ধ্বাংশ কাঁপছিলো। তখন নবীজী বললেন, কী হয়েছে আবু মুহাম্মাদ"?

উত্তরে তিনি বললেন, আমি বোধহয় ধ্বংস হয়ে গেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ!

রাসূল বললেন, কিন্তু কেন?

তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিষেধ করেছেন, আমরা যে কাজ করিনি তার প্রশংসা শুনতে যেন ভালো না বাসি। অথচ আমি তো দেখছি, প্রশংসা শুনতে ভালোবাসি... এবং তিনি আমাদের বারণ করেছেন অহংকার থেকে, অথচ আমার মধ্যে অহমিকা আছে। তখন রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ভয় দূর করে তাকে শান্ত ও আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন। এক পর্যায়ে বললেন, হে ছাবিত! তুমি কি চাও না প্রশংসিত জীবন যাপন করবে ...

শহীদী মৃত্যু লাভ করবে...

আর জান্নাতে দাখিল হবে?...

এই সুসংবাদে ছাবিতের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই...

তখন নবীজী বললেন, নিশ্চয়ই তুমি তা পাবে।

* * *

যখন এ আয়াত–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَاَ تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتَشْعُرُوْنَ

'হে ঐসকল লোক যারা ঈমান এনেছো তোমরা তোমাদের আওয়াজকে নবীর আওয়াজের উপরে উঁচু করো না এবং তার সামনে উচ্চস্বরে কথা বলো না, যেমন একে অপরের সাথে বলে থাকো। হতে পারে তোমাদের আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে, অথচ তোমরা জানতেও পারবে না।' (সূরা হুযুরাত, আয়াত-২)

নাযিল হলো,

তখন ছাবিত ইবনে কায়স রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে আসা বন্ধ করে দিলেন– মজলিস থেকে দূরে দূরে থাকলেন। রাসূলের প্রতি তার প্রচণ্ড মহব্বত ও তাঁর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও এবং তিনি একভাবে বাসায় অবস্থান করতে লাগলেন। কেবল ফরয নামায ছাড়া সেখান থেকে বেরই হতেন না...

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কে আমাকে তার সংবাদ এনে দেবে? জনৈক আনসারী বললেন, আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আনসারী ব্যক্তিটি ছাবিতের কাছে গেলেন। গিয়ে দেখেন, তিনি তার ঘরে মাথা নিচু করে বসে আছেন, আর তিনি খুবই চিন্তিত। আগন্তুক শুধালেন, আবু মুহাম্মদ! কী খবর আপনার?

উত্তরে বললেন, খারাপ

-কেন?

- তুমি তো জানো, আমার গলার আওয়াজ একটু চড়া। আর আমার আওয়াজ অনেক সময়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজের চেয়ে উঁচু হয়ে যায়। আর কুরআনের কী বিধান নাযিল হয়েছে তাতো জানোই। তো আমার ধারণা, নিশ্চয়ই আমার আমল বরবাদ হয়ে গেছে এবং আমার ঠিকানা জাহান্নাম...

এরপর লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে যেমন শুনেছে দেখেছে সব বললো,

নবীজী তখন বললেন, যাও তাকে গিয়ে বলো, তুমি জাহান্নামী নও বরং তুমি জান্নাতী।

এটি ছিলো ছাবিতের জন্য বিরাট এক সুসংবাদ, সারা জীবন তিনি এর কল্যাণ কামনা করে গেছেন।

* * *

হযরত ছাবিত ইবনে কায়স রাযি. বদর ব্যতীত সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে উপস্থিত থেকেছেন এবং রণাঙ্গনের ভিড়ে নিজেকে হাজির করেছেন– শুধু এ আশায় যে, নবীজী তাকে যে শাহাদাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তা লাভ করবেন। কিন্তু প্রতিবারই তিনি ব্যর্থ হচ্ছিলেন, অথচ সেটা তার থেকে মাত্র এক কি দুই ধনুক পরিমাণ দূরে।

এমন সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর যামানায় মুসায়লামা কাযযাব ও মুসলমানদের মাঝে 'রিদ্দত' (বিরোধী) যুদ্ধ সংঘটিত হলো।

সে সময় হযরত ছাবিত ইবনে কায়স রাযি. ছিলেন আনসারী সৈনিকদের আমীর। আর আবু হুযায়ফার ক্রীতদাস সালেম মুহাজির

সৈনিকদের আমীর ও খালেদ বিন ওয়ালিদ পুরো বাহিনীর প্রধান বা সর্বাধিনায়ক। আনসার, মুহাজির ও মুসলমানদের অন্তর্গত গ্রামাঞ্চলের যত যোদ্ধা সকলের আমীর।

তবে অধিকাংশ যুদ্ধে মুসলমানদের তুলনায় মুসায়লামা ও তার দলের লোকজন ছিলো বেশি শক্তিশালী এবং বিজয়ের পাল্লাও ছিলো তাদের দিকে ভারী। তখন পর্যন্ত অধিকাংশ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর উপর বিজয় ও আধিপত্য বজায় রেখেছিলো মুসায়লামা ও তার দলের লোক এবং তা এতই চরম আকার নিয়েছিলো যে, তারা খালিদ ইবনে অলীদের তাঁবুতে ঢুকে পড়ে ও তার স্ত্রী উম্মে তামীমকে হত্যা করতে উদ্যত হয়... তারা তাঁবুর রশি কেটে ফেলে এবং তাঁবু ছিঁড়ে লণ্ডভণ্ড করে দেয়।

সেদিন হযরত ছাবিত ইবনে কায়স রাযি. মুসলমানদের ভীরুতা ও হীনম্মন্যতার এমন বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখলেন যা তার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তুললো এবং তাদের পরস্পরের উদ্দেশ্যে নিন্দা ও ব্যঙ্গাত্মক এমনসব কথাবার্তা শুনতে পেলেন যা তার বক্ষকে দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় ভরে দিলো। শহুরে সৈন্যরা গ্রাম্য সেনাদের ভীরুতার দোষারোপ করছে। অন্যদিকে গ্রাম্য সেনারা শহুরেদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করছে, এদের লড়াইয়ে দক্ষতা নেই; বরং জানেই না যুদ্ধ কী...

এমনি সংকটকালে ছাবিত গায়ে কর্পূর মেখে কাফন জড়ালেন এবং জনতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, হে মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমরা এভাবে যুদ্ধ করিনি। বড়ই লজ্জার কথা যে, তোমরা শত্রুদেরকে তোমাদের উপর দুঃসাহস দেখাতে অভ্যস্ত করে তুলেছো, বড়ই ঘৃণার বিষয় যে, নিজেদেরকে পর্যন্ত তোমরা তাদের সামনে হেয় করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছো।

তারপর তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! এরা (মুসায়লামা ও তার লোকেরা) যে শিরক নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে তা থেকে আমি তোমার কাছে দায়মুক্তি ঘোষণা করছি এবং এরা (মুসলমানেরা) যে কার্যকলাপ করছে তা থেকেও নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি। এরপর তিনি ক্ষুধার্ত সিংহের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন মহৎপ্রাণ বারা ইবনে মালেক

আনসারী, যায়দ ইবনে খাত্তাব– ইনি আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাবের ভাই– ও আবু হুযায়ফার ক্রীতাদাস সালেমের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে... এছাড়াও অন্যান্য অগ্রজপ্রতীম মুমিনদেরকে সঙ্গে নিয়ে এমন বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে গেলেন যা মুসলমানদের অন্তরকে প্রেরণায়, আত্মমর্যাদায় ভরিয়ে তুললো আর মুশরিকদের মনকে প্রবলভাবে ভড়কে দিলো। তারা ভীত হয়ে পড়লো...

তিনি সকল দিকেই বীরত্বের সঙ্গে ছুটছিলেন এবং সর্বপ্রকার অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, এক পর্যায়ে ক্রমাগত আঘাত তাকে দুর্বল করে ফেলে। তিনি রণাঙ্গনে লুটিয়ে পড়েন। দৃষ্টি তার উদ্ভাসিত, চিত্ত তার প্রসন্ন... আজ যে তার মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়েছে! প্রিয়তম রাসূল তাকে যে শাহাদাতের সুসংবাদ দিয়েছেন আজ তা লাভে ধন্য হলেন! আর তার কোরবানির বদৌলতে মুসলমানরা লাভ করলো অপ্রত্যাশিত বিজয়...

* * *

হযরত ছাবিতের গায়ে ছিলো একটি দামী বর্ম। তার মৃত দেহের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জনৈক মুসলিম সেনা সেটা টেনে খুলে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। তার শাহাদাত বরণের পরের রাতে এক মুসলমান স্বপ্নে দেখলেন, কেউ তাকে বলছে, আমি ছাবিত ইবনে কায়স। আমাকে চিনতে পেরেছো? সে বললো, হ্যাঁ...

তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে একটি অসীয়ত করছি। খবরদার, তুমি একে নিছক স্বপ্ন ভেবে হেলা করো না। শোন! আমি যখন গতকাল নিহত হই, তখন এক মুসলিম ব্যক্তি আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তার বিবরণ এই... সে দেখতে এ রকম...। তো সে আমার বর্মটি নিয়ে তাঁর তাঁবুতে সেনাচৌকির একেবারে শেষ প্রান্তের ঐ দিকটায় গিয়েছে এবং তার এক পাতিলের তলায় সেটা রেখে দিয়েছে। আর পাতিলের উপর চাপিয়েছে একটি হাওদা। অতএব তুমি খালেদ বিন ওলীদকে গিয়ে বলো, তার কাছে যেন কাউকে পাঠিয়ে আমার বর্মটি উদ্ধার করে। আর তা এখনো ঐখানেই রয়েছে।

আমি তোমাকে আরেকটি অসীয়ত করছি। দেখো, একে নিছক স্বপ্ন ভেবে হেলা করো না যেন। খালেদকে তুমি বলো মদীনায় খলীফাতুর

রাসূলের কাছে গেলে সে যেন বলে ছাবিতের এই পরিমাণ ঋণ রয়েছে, আর তার গোলামদের মধ্যে অমুক দু'জন আযাদ। অতএব সে যেন আমার ঋণ শোধ করে দেয় এবং আমার গোলাম আযাদ করে... এরপর লোকটি ঘুম ভেঙ্গে গেলো। সে খালেদ বিন ওলীদের কাছে এসে যা দেখেছে শুনেছে সব বললো। তখন খালেদ এক ব্যক্তিকে পাঠালেন ঐ বর্ম উদ্ধার করে আনতে এবং আশ্চর্য! ঠিক ঐখানে এবং সেইভাবেই পেলো! যেভাবে স্বপ্নে বর্ণনা করা হয়েছে।

এরপর যখন খালেদ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন তখন হযরত আবু বকর রাযি.কে ছাবিতের বৃত্তান্ত ও তার অসীয়তের কাহিনী শোনালেন। তখন সিদ্দীক তার অসীয়ত পুরা করে দিলেন।

এর আগে বা পরে এমন কারো কথা জানা যায়নি; মৃত্যুর পরে যার করা অসীয়ত বাস্তবায়িত হয়েছে, শুধু ছাবিত ব্যতীত।

ছাবিতের প্রতি আল্লাহ রাজী খুশি হোন তাকেও খুশি করুন। আর তার স্থান নির্ধারিত হোক ইল্লিয়্যীনের অতি উচ্চ মাকামে। আমীন।

হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ আত্‌তাইমী রাযি.

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلٰى رَجُلٍ يَمْشِيْ عَلَى الْأَرْضِ

وَقَدْ قَضٰى نَحْبَهُ. فَلْيَنْظُرْ إِلٰى طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ

– محمد رسول الله

আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যাবার পরও পৃথিবীতে বিচরণ করছে
এমন কাউকে দেখে যদি কেউ আনন্দ পেতে চায়
তাহলে সে যেন তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহকে দেখে।

হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ আত্তাইমী রাযি.

হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ আততাইমী রাযি. ব্যবসার উদ্দেশ্যে কুরায়শের এক বাণিজ্য-কাফেলার সঙ্গে যাচ্ছিলেন সিরিয়ার দিকে– তৎকালীন শাম দেশে। কাফেলা যখন 'বসরা' নগরীতে পৌঁছলো তখন কুরায়শ বণিকদের প্রবীণ ও বয়স্ক লোকেরা নেমে পড়লো বসরার জমজমাট বাজারে বেচাকেনা করতে।

তালহা যদিও ছিলেন অল্প বয়সী তরুণ, অন্যদের মতো ব্যবসায় জ্ঞান তার নেই, তবে তার ছিলো এমনই তীক্ষ্ণ মেধা আর প্রখর বুদ্ধিশক্তি যা দিয়ে তিনি তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারেন এবং তাদেরকে টপকে বড় চুক্তিগুলো লুফে নিতে পারেন।

নানা অঞ্চলের আগন্তুকের ভিড়ে ঠাসা ঐ বাজারে তালহা যখন ইতস্তত ঘুরছিলেন তখন এমন একটি ব্যাপার ঘটলো যা তার সমগ্র জীবনের গতিধারা পাল্টে দিলো শুধু তাই নয়, বরং তা ছিলো ইতিহাসের রোখ আমূল বদলে যাবারও সুসংবাদ। এবারে আমরা তালহা ইবনে উবাইদুল্লাকেই কথা বলতে দেই। তিনিই আমাদের শোনাবেন তার সেই মর্মস্পর্শী কাহিনী।

তালহা বলেন, আমরা বসরার বাজারেই ছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম, এক পাদ্রী জনতার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলছে, হে ব্যবসায়ীগণ! এই মেলায় আগতদের জিজ্ঞেস করো, তাদের মাঝে কি হারামের বাসিন্দা কেউ আছে? আমি ছিলাম তার একেবারে সন্নিকটে। তাই তৎক্ষণাত তার সামনে এসে বলে উঠলাম, হ্যাঁ আমি আছি হারামের বাসিন্দা। আমাকে দেখে সে বললো, তোমাদের মাঝে কি আহমাদ আত্মপ্রকাশ করেছেন? আমি বললাম, কে আহমাদ? সে বললো আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহর ছেলে... এ মাসেই তার আত্মপ্রকাশের কথা। আর তিনি সর্বশেষ নবী। তিনি তোমাদের হারাম ভূমি থেকে আর্বিভূত হবেন এবং কালো পাথরময় ভূখণ্ডে হিজরত করবেন। যেখানে আছে খেজুর বাগান আর লবণাক্ত জলাভূমি...

সুতরাং দেখো হে যুবক! তোমার আগে কেউ তার কাছে পৌঁছে না যায়?... তালহা বলেন, তার এই কথা আমার অন্তরে গেঁথে গেলো। আমি তক্ষুণি আমার উটের কাছে গিয়ে তাতে হাওদা বাঁধলাম এবং কাফেলাকে রেখেই মক্কার উদ্দেশ্যে দ্রুতবেগে ছুটলাম।

মক্কায় এসে আমি আমার স্বজনদের জিজ্ঞেস করলাম, আমরা সফরে যাবার পর মক্কায় কিছু ঘটেছে কি?

তারা বললো, হ্যাঁ, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ বলতে শুরু করেছে সে নবী। এবং ইবনে আবী কুহাফা (আবু বকর) তার অনুসারী হয়েছে... তালহা বলেন, আমি আবু বকরকে আগে থেকেই চিনতাম। কারণ তিনি ছিলেন সহজ, সুন্দর ও বিনম্র স্বভাবের মানুষ, তিনি সবার সঙ্গে মিশতেন আর সকলের কাছেই ছিলেন প্রিয়। তিনি ছিলেন একজন সৎ ও আদর্শ ব্যবসায়ী। আমরা তাকে ভালোবাসতাম ও তার বৈঠকে বসতে পছন্দ করতাম। কারণ তিনি কুরায়শের খবরাখবর ভালো জানতেন। কুরায়শের বংশ তালিকাও ছিলো তার মুখস্থ।

তো আমি তার কাছে গিয়ে পরিস্থিতি জানতে চেয়ে প্রশ্ন করলাম। এটা কি সত্য যে, শুনছি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ নবুওয়াতের ঘোষণা দিয়েছেন এবং আপনি তার অনুসারী হয়েছেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি আমাকে তার বৃত্তান্ত শোনালেন এবং তার সঙ্গে যোগ দিতে উৎসাহিত করলেন। তখন আমি তাকে ঐ পাদ্রী যা বলেছিলো সে সব বর্ণনা করলাম। এতে আবু বকর ভীষণ অবাক হলেন। তিনি বললেন, চলো আমার সঙ্গে। মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে তুমি তোমার এই ঘটনা বর্ণনা করবে। এবং তিনি যা বলেন মনোযোগ দিয়ে শুনবে তারপর আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করবে। তালহা বলেন, আমি তার সঙ্গে গেলাম মুহাম্মাদের কাছে। তিনি আমার সামনে ইসলাম পেশ করলেন। কুরআন থেকে কিছু তিলাওয়াত করে শোনালেন এবং আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের খোশখবরি দিলেন। ফলে আল্লাহ ইসলামের প্রতি আমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিলেন আর আমি তার কাছে বর্ণনা করলাম বসরার সেই পাদ্রীর ঘটনা। এতে তিনি এতই খুশি হলেন যে, সেটা তার চেহারাতেও প্রকাশ পেলো।...

এরপর আমি তার সম্মুখে উচ্চারণ করলাম এই সাক্ষ্যবাণী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ...

আর আমি হয়ে পড়লাম সেই তিনজনের চতুর্থজন যারা মুসলমান হয়েছিলো আবু বকরের হাতে।

* * *

কুরায়শী যুবকের ইসলাম গ্রহণে তার পরিবার ও স্বজনদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। তার মুসলমান হওয়াতে সবচে' বেশি বিচলিত ছিলো তার মা। কারণ তিনি আশা করতেন তার ছেলে নিজ গোষ্ঠীর সর্দার হবে, যেহেতু নেতৃত্ব দেয়ার মতো মহৎ চরিত্র ও মহত্তর বৈশিষ্ট্য তার মাঝে দীপ্যমান ছিলো।

* * *

এরই মধ্যে তার গোত্রের লোকেরা ছুটে এলো তাকে স্বধর্মে ফিরিয়ে নিতে, কিন্তু তারা দেখলো, সুদৃঢ় পাহাড়ের মতোই সে অনড়। এভাবে যখন তারা নিরাশ হলো এবং বুঝলো যে, ভালো কথায় কাজ হবে না তখন তারা অত্যাচার ও উৎপীড়নের পথ বেছে নিলো।

মাসউদ ইবনে খারাশ বর্ণনা করেছেন তার দেখা একটি ঘটনা। তিনি বলেন,

আমি ছাফা মারওয়ার মাঝ দিয়ে যাচ্ছিলাম হঠাৎ দেখতে পেলাম, বহু সংখ্যক মানুষ এক যুবকের পিছন পিছন ছুটছে, যার দুই হাত বাঁধা হয়েছে গলায় কাছে... ওরা তাকে ধাওয়া করছে আর এলোপাথারি ভাবে মারছে– মাথায়, পিঠে, ঘাড়ে... আঘাতের পর আঘাত... আর পিছন থেকে এক মহিলা বিকট জোরে চেচাচ্ছে আর তাকে বকছে...

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কী, কী হয়েছে?

তারা আমাকে জানালো, এ হচ্ছে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ। স্বধর্ম ত্যাগ করেছে এবং বনূ হাশেমের ছেলেটির অনুসারী হয়েছে।

আমি বললাম, আর এই মহিলাটি কে, যে তার পিছনে রয়েছে?

তারা বললো, সে হচ্ছে স'বা বিনতে হায্‌রামি। এই যুবকের মা...

* * *

এরপর নওফল ইবনে খুওয়ায়লিদ– কুরায়শ সিংহ ছিলো যার উপাধি। সে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহর কাছে গিয়ে তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধলো। তার সঙ্গে আবু বকরকেও বাঁধলো। এবং দু'জনকে এক সাথে করে ছেড়ে দিলো মক্কার দুষ্ট-নির্বোধ লোকদের হাতে, যেন তারা অমানুষিক নির্যাতনে তাদের নাজেহাল করে...

সেই থেকে তালহা ও আবু বকর দু'জনকে বলা হয় করীনাইন জোড়া বা দুই যুগল।

* * *

এরপর আরো অনেক দিন কেটে গেলো। একের পর এক ঘটে চললো ঘটনা। দিন যতো গেলো তালহাও হয়ে উঠলেন ততটাই পরিণত, পরিপক্ক। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে তার ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তার সদাচার আরো ব্যাপক আরো বিস্তৃত হলো। এক পর্যায়ে মুসলমানগণ তাকে উপাধি দিলেন 'আশাশাহীদুল হাই' বা জীবন্ত শহীদ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন আরো কতগুলো নামে 'তালহাতুল খায়র', 'তালহাতুল জুদ' 'তালহাতুল ফায়য়ায'...

এই প্রত্যেকটি নাম ও উপাধিরই রয়েছে একটি করে কাহিনী কোনটির আকর্ষণই অপরটি থেকে কম নয়।

* * *

আশশাহীদুল হাই উপাধী তিনি লাভ করেন উহুদ যুদ্ধের পটভূমিতে। যখন মুসলিম যোদ্ধাগণ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এবং মাত্র এগারজন আনসারী ছাহাবী ও মুহাজিরদের মধ্যে শুধু হযরত তালহা ছাড়া কেউ ছিলেন না তার পাশে।

নবী আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ও তার সঙ্গীরা তখন চেষ্টা করছিলেন পাহাড়ের উপরে উঠতে। এ সময় তাদের কাছে এসে পড়ে মুশরিকদের একটি দল; লক্ষ্য তাদের মুহাম্মদ।

তখন নবীজী বললেন, "কে আমাদের থেকে এদের প্রতিহিত করবে, বিনিময়ে সে হবে জান্নাতে আমার সঙ্গী?"

তালহা বললেন, আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ।

উত্তরে নবীজী বললেন, 'না। তুমি থামো।'

তখন জনৈক আনছারী বললেন, আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ

তিনি বললেন 'হ্যাঁ, তুমি'

তখন আনছারী লড়াইয়ে নিজেকে সঁপে দিলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন। এদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সঙ্গীরা আরেকটু উঁচুতে উঠলেন, কিন্তু মুশরিকরা আবারো পিছু নিলো। তখন নবীজী বললেন, 'কেউ কি নেই এদের মোকাবেলা করবে?'

তালহা বললেন, আমি ইয়া রাসূলুল্লাহ! নবীজী বললেন, 'না, তুমি থাকো' তখন জনৈক আনছারী বললেন। আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ।

তিনি বললেন, হ্যাঁ তুমি... এরপর আনছারীটি লড়াইয়ে ঝাঁপ দিলেন এবং একপর্যায়ে শহীদ হয়ে গেলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো খানিকটা উপরে ওঠার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মুশরিকরা আবার পিছু নিলো। ফলে তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন, প্রত্যেকবারই তালাহা বলেন, আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিন্তু নবীজী তাকে বারণ করেন আর কোন আনছারী ব্যক্তিকে অনুমতি দেন। এভাবে একে একে সবাই শহীদ হয়ে গেলেন। তালহা ছাড়া কেউই বেঁচে নেই। শুধু তিনিই আছেন নবীজীর সাথে। সেই মুহূর্তে সেই বিভীষিকার ভিতর আবারো হানা দিলো মুশরিকরা। এবার তিনি তালহার উদ্দেশে বললেন,

হ্যাঁ এখন...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে গেছে। কপাল ফেটে গেছে। ঠোঁটে জখম, চেহারার উপর গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। শক্তি প্রায় নিঃশেষ...

ওদিকে তালহা প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে মুশরিকদের বাধ্য করছেন পিছু হটে যেতে। তারা সরে পড়া মাত্র তিনি রাসূলের কাছে ছুটে আসেন এবং তাঁকে নিয়ে উঠে যান আরো খানিকটা উপরে। এরপর রাসূলকে পাহাড়ের

কোলে আলতোভাবে নামিয়ে রেখে আবারো ঝাঁপিয়ে পড়েন মুশরিকদের ওপর... এভাবে এক পর্যায়ে তিনি তাদেরকে রাসূলের সম্মুখ থেকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হন... হযরত আবু বকর রাযি. বলেন, ঐ মুহূর্তে আমি ও আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ ছিলাম রাসূলুল্লাহ থেকে দূরে। পরে যখন তাকে দেখতে পেয়ে শুশ্রূষার জন্য এগিয়ে গেলাম তিনি বললেন, আগে তোমাদের সাথীর কাছে যাও, উদ্দেশ্য তালহা। তালহার কাছে গিয়ে দেখলাম তার সমস্ত শরীর রক্তে রঞ্জিত। তীর তলোয়ার ও বর্শার আঘাত মিলিয়ে সারা দেহে তার সত্তরটিরও বেশি ক্ষত...আর একী! কবজি পর্যন্ত একটি হাত সম্পূর্ণ কাটা... চৈতন্য হারিয়ে তিনি পড়ে আছেন গর্তের ভিতর...

এরপর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন; "আয়ু ফুরিয়ে যাবার পরও পৃথিবীতে চলাফেরা করছে– এমন কাউকে দেখে যে আনন্দ পেতে চায় সে যেন তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ কে দেখে নেয়।"

আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. উহুদের আলোচনা উঠলে বলতেন : সে ছিলো এমন একদিন যার পুরোটাই তালহার...

* * *

এ হচ্ছে তাকে জীবন্ত শহীদ আখ্যা দেয়ার কাহিনী। আর তিনি যে খেতাব পেয়েছিলেন 'তালহা আল খায়র' ও 'তালহা আল জুদ' তথা কল্যাণব্রতী ও দানবীর– তারও আছে একশ' একটি কাহিনী...

তন্মধ্যে একটি হলো ঃ হযরত তালহা রাযি. ছিলেন এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। তার ছিলো বিপুল ঐশ্বর্য আর বিশাল কারবার। একদিন হাযরামওত অঞ্চল থেকে কিছু নগদ অর্থ এলো তার কাছে, যার পরিমাণ সাত লক্ষ দেরহাম। ফলে সেই রাতটি তিনি কাটালেন ভীষণ ভয়, দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার ভিতর।

এ অবস্থা দেখে তার স্ত্রী আবু বকর সিদ্দীকের কন্যা ঃ উম্মে কুলসুম কাছে গিয়ে শুধালেন, কী হয়েছে আপনার, আবু মুহাম্মাদ!! আপনাকে এমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন? আমাদের কোন কিছুতে কষ্ট পেয়েছেন হয়ত!!

জবাবে তিনি বললেন, না। একজন মুসলিমের স্ত্রী হিসেবে সত্যিই চমৎকার তুমি...কিন্তু রাত হয়েছে অবধি আমি ভাবছি, সে লোক তার

রবের কাছে কী আশা করতে পারে যে বিছানায় শুয়ে ঘুমায় অথচ তার ঘরে রয়েছে এই পরিমাণ সম্পদ?

স্ত্রী বললেন, এতে আর চিন্তার কী আছে?...আপনার নিজ গোত্র ও বন্ধুদের মধ্যে যারা অভাবী তাদের প্রতি মনোযোগী হচ্ছেন না কেন?

সকাল হলেই ওগুলো তাদের মাঝে বণ্টন করে দিন!

একথা শুনে তালহা আনন্দে বলে উঠলেন– আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন, নিশ্চয়ই তুমি সাহসী মেয়ে। যেমন তোমার বাবা সাহসী...

সকালে উঠে তালহা দেরহামগুলো বড় বড় পাত্রে আর থলেতে ভরলেন। তারপর সেগুলো গরীব মুহাজির ও আনছারদের মাঝে ভাগ করে দিলেন।

* * *

কথিত আছে জনৈক ব্যক্তি তালহার কাছে এলো সাহায্য চাইতে এবং সে উল্লেখ করলো, একসূত্রে সে তার আত্মীয়। তালহা তখন বললেন–

এ এমন এক সম্বন্ধ যার কথা আগে কারো কাছে শুনিনি।

এ মুহূর্তে আমার একটি জমি আছে, যা আমাকে হযরত উছমান ইবনে আফফান রাযি. খরিদ করে দিয়েছেন। তিন লাখের বিনিময়ে। ইচ্ছা করলে সেটা নিতে পারো। আবার চাইলে ঐ দামে আমি সেটি বিক্রি করে তার মূল্য তোমাকে দিতে পারি...

লোকটি বললো– বরং ওর মূল্যই আমাকে দিন।

তিনি তা-ই দিলেন।...

* * *

সার্থক তালহার জন্য রাসূলের দেয়া উপাধি। ধন্য তুমি ওহে দানবীর!

ওহে কল্যাণব্রতী...!!

তালহার প্রতি আল্লাহ রাজি-খুশি হোন এবং তার কবরকে আলোকমালায় ভরে দিন। নূরে নূরান্বিত করে দিন।

হযরত আবু হুরায়রা আদ্‌দাউসী রাযি.

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. উম্মতে মুসলিমার জন্য ষোলশ'রও বেশি হাদীছ সংরক্ষণ করেছেন।

-ঐতিহাসিকগণ

হযরত আবু হুরায়রা আদ্‌দাউসী রাযি.

রাসূলের সাহাবীদের মাঝে দেদীপ্যমান এই তারকাটিকে নিশ্চয়ই তুমি চেনো।

মুসলিম উম্মাহর মাঝে এমন কেউ কি আছে, যে চেনে না হযরত আবু হুরায়রাকে? জাহেলী যুগে মানুষ তাকে ডাকতো 'আবদে শামস' বা সূর্যদাস বলে। এরপর যখন আল্লাহ তাকে ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করলেন। তিনি নবী আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের সাক্ষাত লাভে ধন্য হলেন তখন নবীজী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী?

তিনি বললেন, আবদে শামস। নবীজী বললেন, 'বরং আব্দুর রহমান, (রহমানের বান্দা)

তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, হ্যাঁ আব্দুর রহমান, আমার মা-বাপ আপনার জন্য কোরবান হোক ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আর তাকে 'আবু হুরায়রা' বলার কারণ এই যে, শৈশবে তার ছিলো একটি ছোট্ট বিড়াল, যা নিয়ে তিনি খেলতেন। সঙ্গের ছেলেরা তাকে ডাকতে শুরু করে আবু হুরায়রা বা বিড়ালের বাপ বলে।

আর সেটাই মশহুর হয়ে পড়ে এবং এতটা প্রসিদ্ধি পায় যে, তার আসল নামই ঢাকা পড়ে গেছে। পরে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তার সম্পর্ক কায়েম হয় তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রায়ই ডাকতে শুরু করেন আবু হির্‌রিন বলে। উদ্দেশ্য, তার প্রতি আপনত্ব ও ভালোবাসা প্রকাশ। ফলে 'আবু হুরায়রা' এর পরিবর্তে 'আবু হির্‌রিন' নামটিই তার কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে। আর তিনি বলতেনও, এই নামে আমার প্রিয় রাসূলুল্লাহ আমায় ডেকেছেন... আবু হুরায়রা ইসলাম গ্রহণ করেন তোফায়েল ইবনে আমর দাউসী রাযি.-এর হাতে, তবে ষষ্ঠ হিজরী পর্যন্ত তার গোত্র দাউসের মাঝেই অবস্থান করেন। ষষ্ঠ হিজরীতে তার গোত্রের একদল লোকের সঙ্গে মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হন।

*   *   *

এই দাউসী তরুণ রাসূলুল্লাহর সেবায় ও তার সান্নিধ্যে নিজেকে উজাড় করে দেন। মসজিদকে আবাস বানিয়ে পড়ে থাকেন রাসূলের সোহবতে। মসজিদই তার ঘর, নবীই তার শিক্ষক ও রাহবার।

আর তিনি এটা পেরে ছিলেন কারণ নবীর জীবদ্দশায় তার কোন স্ত্রী-সন্তান ছিল না; কেবল ছিলো এক বৃদ্ধা মাতা যে ছিলো শিরকে অনড় ছিলো। তিনি অনবরত তাকে দাওয়াত দিতেন ইসলাম কবুলের জন্য, সহজাত অনুরাগ বশত এবং তার প্রতি সদাচারের আশায়, কিন্তু সে তাতে সাড়া না দিয়ে আরো বিরক্ত হতো। আর তিনি দুঃখভারাক্রান্ত মনে ফিরে আসতেন।

একদিনের ঘটনা, তিনি তার মাকে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিলেন। তখন সে নবী আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বললো যাতে তিনি প্রচণ্ড ব্যথা পেলেন।

ফলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে রাসূলের দরবারে গিয়ে হাজির হলেন। নবী আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম জিজ্ঞেস করলেন– "কী হয়েছে, কাঁদছো কেন আবু হুরায়রা।"

উত্তরে তিনি বললেন, আমি সবসময় আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতাম কিন্তু তিনি গ্রহণ করতেন না। আজ হয়েছে কী, আমি তাকে দাওয়াত দিতে গেলাম আর তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে এমন সব কথা শুনিয়ে দিলেন, যা আমি মোটেও বরদাশ্ত করতে পারি না।

দয়া করে আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যেন তিনি আবু হুরায়রার মায়ের মনকে ইসলামের প্রতি ঝুঁকিয়ে দেন।

তখন নবীজী তার জন্য দোয়া করলেন।

আবু হুরায়রা বলেন–

এরপর আমি বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। গিয়ে দেখি ঘরের দরজা বন্ধ। আমি বাইরে থেকে পানির শব্দ শুনতে পেলাম। ভিতরে ঢুকতে যাবো তখনই মা বলে উঠলেন, আবু হুরায়রা... একটু দাঁড়াও। এরই মধ্যে তার গোসল শেষ হলো এবং তিনি কাপড় পরে নিয়ে বললেন, আসো। আমি ভিতরে গেলাম আর তিনি বলতে শুরু করলেন–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

তখন আমি আবার রাসূলুল্লাহর কাছে গেলাম। আমি তখন আনন্দে কাঁদছি যেমন একটু আগে দুঃখ পেয়ে কেঁদেছি। রাসূলের মুখোমুখি হতেই আমি বলে উঠলাম, সুসংবাদ নিন ইয়া রাসূলাল্লাহ!...

আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করেছেন এবং আবু হুরায়রার আম্মাকে ইসলামের দৌলত দান করেছেন। তিনি হেদায়াত পেয়েছেন ...

* * *

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন ভালোবেসেছিলেন যে তার রক্তে মাংসে মিশে গিয়েছিলো সে ভালোবাসা

তাই রাসূলের দিকে তিনি চোখ মেলে চাইতে পারতেন না। তিনি বলতেন রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মতো এত সুন্দর, এত উজ্জ্বল আর কিছুই আমি দেখিনি। যেন বা সূর্য চমকাতো তার চেহারায়...

নবীর এই সান্নিধ্য লাভ ও আল্লাহর দীন অনুসরণের সৌভাগ্য পেয়েছেন বলে তিনি খুব কৃতার্থ ছিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করতেন আর বলতেন, প্রশংসা সকল কেবল আল্লাহর যিনি আবু হুরায়রাকে দিয়েছেন ইসলামের সন্ধান।

প্রশংসা কেবল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লার যিনি আবু হুরায়রাকে শিখিয়েছেন কুরআন। প্রশংসা শুধুই আল্লাহর যিনি আবু হুরায়রাকে নসীব করেছেন– মুহাম্মাদের ছোহবত....

* * *

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. যেমন ছিলেন রাসূলুল্লাহ্র ভালোবাসায় আকুল তেমনি ছিলেন প্রচণ্ড বিদ্যানুরাগী। ইলমের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ... ইলমই ছিলো তার সাধনা, তার অভ্যাস, তার পরম চাওয়া ও চূড়ান্ত লক্ষ্য। যায়েদ ইবনে ছাবেত একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার আমি, আবু হুরায়রা ও আমাদের এক সঙ্গী মসজিদে বসে দোয়া ও যিকির আযকার করছিলাম।

এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত হলেন আমাদের মাঝে। তিনি এগিয়ে এলেন আমাদেরকে লক্ষ্য করে এবং বসলেন আমাদের সঙ্গে। আমরা চুপ হয়ে গেলাম।...

তখন নবীজী বললেন– 'তোমরা যা করছিলে করতে থাকো'।

আমি ও আমার সঙ্গীটি– আবু হুরায়রার আগে– আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম। নবীজী তাতে আমীন বললেন... এরপর আবু হুরায়রা দোয়া করলো। সে বললো, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই যা চেয়েছে আমার সঙ্গীদ্বয়... আরো চাই এমন ইলম যা বিস্মৃত হয় না...

নবীজী বললেন! "আমীন"

তখন আমরাও বললাম, এমন ইলম চাই যা বিস্মৃত হয় না। নবীজী বললেন, "দাউসী বালকটি তোমাদের আগে চেয়ে ফেলেছে"।

* * *

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. নিজে যেমন ইলম চর্চাকে ভালোবাসতেন তেমনি চাইতেন অন্যরাও ইলম অর্জন করুক। একবারকার ঘটনা, সেদিন তিনি মদীনার বাজারের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন মানুষের দুনিয়াবী ব্যস্ততা এবং বেচাকেনা ও লেনদেনের মাঝে নিমজ্জমান অবস্থা তাকে শঙ্কিত করে তুললো তিনি থেমে পড়লেন এবং তাদের লক্ষ্য করে বললেন–

মদীনাবাসী! কী ব্যাপার তোমরা এমন কমজোর কেন?

তারা বললো, আমাদের কী কমজোরি দেখলেন আবু হুরায়রা?

তিনি বললেন, রাসূলের মিরাছ বন্টন হচ্ছে আর তোমরা সব এখানে!!...

যাওনা, নিজেদের ভাগটা নিয়ে এসো।

তারা সমস্বরে বললো–

সেটা কোথায় আবু হুরায়রা?!

বললেন, মসজিদে।

সবাই হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে পড়লো। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন; যতক্ষণ না তারা ফিরে এলো।

ফিরে এসে তারা আবু হুরায়রাকে দেখামাত্র অনুযোগের সুরে বললো, আবু হুরায়রা! আমরা তো মসজিদের ওখানে গেলাম, ভিতরে পর্যন্ত ঢুকলাম। কিন্তু কই, কিছু তো বণ্টন হতে দেখলাম না।...

তিনি অবাক হওয়ার মতো করে বললেন, তোমরা কি কাউকেই দেখোনি মসজিদে?!

তারা বললো, হ্যাঁ নিশ্চয়ই...

আমরা দেখেছি কিছু লোক নামায পড়ছে, কিছু লোক কুরআন তিলাওয়াত করছে আর একদল বসে হালাল-হারাম নিয়ে আলোচনা করছে...

তিনি তিরস্কার করে বললেন, ধিক তোমাদের! ওসবই তো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মিরাছ...

* * *

ইলমের প্রতি এই একাগ্রতা এবং রাসূলের মজলিসে নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতির কারণে হযরত আবু হুরায়রাকে অনাহার ও অনটনের এমন কষ্ট সইতে হয়েছে, যা আর কারো ক্ষেত্রে হয়নি। নিজের সম্পর্কে এক বর্ণনায় তিনি বলেন, আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা পেতো। কখনো এতো বেশি ক্ষুর্ধাত হয়ে পড়তাম যে, আমি রাসূলুল্লাহর ছাহাবীদের কোন একজনকে কুরআনের কোন একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম অথচ সেটি তার চেয়ে আমারই বেশি জানা। উদ্দেশ্য, তিনি যেন আমাকে সঙ্গে করে তার ঘরে নিয়ে যান এবং কিছু খেতে দেন।

একদিন এরকম আমার খুব ক্ষুধা পেলো। ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বাঁধলাম। তারপর ছাহাবীরা যে রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করেন সেখানে বসে পড়লাম। তখন প্রথমে হযরত আবু বকর রাযি. গেলেন আমার পাশ দিয়ে। আমি তাকে কুরআনের একটি আয়াত জিজ্ঞেস করলাম– এ আশায় যে তিনি হয়ত আমাকে ডেকে নেবেন... কিন্তু তিনি ডাকলেন না। এরপর আমাকে অতিক্রম করলেন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.। তাকেও একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু তিনিও ডাকলেন না আমাকে। শেষ ব্যক্তি যিনি এই পথ দিয়ে গেলেন তিনি হচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বুঝতে পারলেন আমার ক্ষুধার্ত অবস্থা। দরদভরা কণ্ঠে ডাকলেন, 'আবু হুরায়রা'?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম লাব্বাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ...

এবং তাঁর পিছে পিছে চললাম। তার সঙ্গে ঘরে ঢুকলাম। ঘরে এসে তিনি একটি পেয়ালা দেখতে পেলেন, যাতে রয়েছে সামান্য দুধ। তিনি তার পরিবারকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোত্থেকে এসেছে তোমাদের কাছে?

তারা বললেন, অমুক পাঠিয়েছে আপনার জন্য।

নবীজী তখন বললেন, আবু হুরায়রা! যাও আসহাবুস্ সুফ্ফাকে ডেকে নিয়ে এসো।

হযরত আবু হুরায়রা বলেন, রাসূল যে আমাকে তাদের ডেকে আনতে বললেন এতে আমি খুবই হতাশ হলাম। মনে মনে বললাম, এইটুকু দুধে গোটা সুফ্ফাবাসীর কী হবে?

আমার মন চাচ্ছিলো, পেয়ালা থেকে অন্তত এক চুমুক খেয়ে নিয়ে তারপর তাদের কাছে যাই, যাতে কিছুটা হলেও দুর্বলতা কাটে... যাইহোক। আমি সুফ্ফার লোকদের কাছে এলাম এবং তাদের দাওয়াত দিলাম। তারা তৎক্ষণাত চলে এলো। সবাই এসে রাসূলের কাছে জড়ো হলে তিনি বললেন–'নাও আবু হুরায়রা সবাইকে দাও'। আমি এক এক জন করে দিতে লাগলাম। যাকে দেই সে, খেয়ে তৃপ্ত হয়ে পাশের জনকে... এভাবে সকলের পান করা শেষ হলো; আমি তখন পেয়ালাটা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে দিলাম। তিনি মৃদু হেসে আমার দিকে মাথা তুলে তাকালেন আর বললেন 'শুধু আমি আর তুমি বাকি'।

আমি বললাম, আপনি সত্য বলেছেন, হে আল্লাহর রাসূল।

তিনি বললেন, 'তাহলে খাও' আমি খেলাম।

তিনি আবারো বললেন, 'খাও' আমি খেলাম। এভাবে তিনি বলতেই থাকলেন এবং আমি খেতে থাকলাম। এক পর্যায়ে আমি আরয করলাম,

যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার কসম করে বলছি, আমি আর খেতে পারছি না...

তখন তিনি পাত্রটি আমার হাত থেকে নিলেন এবং অবশিষ্ট দুধ পান করলেন...

* * *

কিন্তু হযরত আবু হুরায়রাকে এই অনাহার যাতনা বেশি দিন সইতে হয়নি... মুসলমানদের হাতে চতুর্দিক থেকে আসতে শুরু করলো গণীমতের অঢেল সম্পদ... ঐশ্বর্যের জোয়ারে ভেসে গেলো গোটা শহর... হযরত আবু হুরায়রার এখন ঘর হয়েছে, ঘরের আসবাব, স্ত্রী-সন্তান সবকিছুই। আর নগদ অর্থও .... তবে এতকিছুর পরও তিনি আগের মতোই আছেন। তার মানসিকতায় এতটুকু পরিবর্তন নেই। পিছনের দিনগুলোকে তিনি মোটেও ভোলেননি। প্রায়ই তিনি বলতেন,

আমার শৈশব কেটেছে পিতৃহীন। হিজরত করেছি তখন মিসকীন। আর আমি ছিলাম পেটভাতায় বুসরা বিনতে গাযওয়ানের শ্রমিক। কাফেলা অবতরণ করলে তাদের খাদেমদারি করতাম, আর তারা যাত্রা শুরু করলে তাদের উটগুলো হাঁকিয়ে নিতাম।...

আল্লাহর ইচ্ছায় একদিন সেই বুসরাই হলো আমার সহধর্মিণী... সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি দ্বীনকে করেছেন সবকিছুর বুনিয়াদ আর আবু হুরায়রাকে বানিয়েছেন ইমাম। (হযরত মু'আবিয়ার তরফ থেকে মদীনায় তার গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত)।

* * *

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের পক্ষ হতে একাধিকবার মদীনায় গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, কিন্তু এই পদমর্যাদা তার স্বভাব সরলতা, তার ঔদার্য ও রসবোধ কিছুই বদলায়নি। একবার তিনি মদীনার একটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন– তিনি তখন মদীনার গর্ভনর– তার পিঠে ছিলো বাড়ীতে নেয়ার জন্য এক বোঝা লাকড়ী। পথে পড়লো ছা'লাবা ইবনে মালেক। তাকে দেখতে পেয়ে তিনি বললেন আমীরকে জায়গা করে দাও। উনি বললেন, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন এই এতখানি জায়গাও কি যথেষ্ট নয়!

উত্তরে তিনি বললেন, জায়গা দাও আমীরের যাওয়ার জন্য এবং পিঠে যে বোঝাটি রয়েছে তার জন্য!

* * *

জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও মনের উদারতার সঙ্গে সঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. অর্জন করেছিলেন তাকওয়া ও খোদাভীতি। দিনের বেলা রোজা রাখতেন আর রাতের প্রথম প্রহর জেগে কাটাতেন। তারপর স্ত্রীকে ডেকে দিতেন, সে দ্বিতীয় প্রহর জাগরণ করতো, তারপর তার মেয়েকে তুলে দিতেন। সে বাকী রাতটুকু জাগতো...

ফলে রাতের একটি মুহূর্তও তার ঘরে ইবাদত বিহীন কাটতো না। হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর ছিলো একটি হাবশী বাদী। একবার সে তাকে কষ্ট দিলো। তার পরিবারকেও পেরেশান করলো। তখন তিনি তাকে মারার জন্যে লাঠি তুললেন, কিন্তু পরক্ষণেই থেমে গেলেন। শুধু বললেন, যদি কেয়ামতের দিন বদলা নেয়ার ভয় না থাকতো, তবে আমি তোমাকে আঘাত করতাম যেমন তুমি আমাদের ব্যথা দিয়েছো, কিন্তু না... আমি বরং তোমাকে বিক্রি করে দেবো এমন একজনের কাছে যে আমাকে তোমার ন্যায্যমূল্য পরিশোধ করবে আর আমিই তার বেশি মোহতাজ... যাও, আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি আযাদ...

* * *

তার কন্যা তাকে বলতো আব্বাজান! মেয়েরা আমাকে লজ্জা দেয়। ওরা বলে, তোমার বাবা তোমাকে সোনার গয়না পরায় না কেন? তিনি উত্তর দিতেন, মা, ওদের বলো, আমার বাবা জ্বলন্ত অগ্নিশিখাকে ভয় করে (অর্থাৎ জাহান্নাম)।

* * *

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. তার মেয়েকে অলংকার পরতে দেননি তার কারণ এ নয় যে, তিনি সম্পদলোভী কিংবা কৃপণ; বরং তিনি ছিলেন অনেক বেশি দানশীল, আল্লাহর রাস্তায় খরচে উদার অকৃপণ...

একবারকার ঘটনা, মারওয়ান ইবনুল হাকাম তার কাছে পাঠালো একশ' দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)। পরদিন সে এক বাহক মারফত খবর দিলো যে, আমার খাদেম ভুলে দিনারগুলো আপনাকে দিয়ে এসেছে। আমি আপনাকে

দিতে চাইনি। আমি আসলে চেয়েছিলাম আরেকজনকে দেবো। একথা শুনে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। তিনি জানালেন, ওগুলো আমি কালই আল্লাহর রাস্তায় খরচ ফেলেছি; আমার হাতে এখন তার এক দীনারও বেঁচে নেই। বায়তুল মাল থেকে আমার বরাদ্দ এলে ওখান থেকে নিয়ে নেবেন।

মারওয়ান আসলে এটা করেছিলো তাকে পরীক্ষা করবার জন্য। এ অনুসন্ধানে প্রমাণিত হলো, তার ধারণা সঠিক।

* * *

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. ছিলেন মায়ের প্রতি সদাচারী– যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন। ঘর থেকে বেরোনোর সময় মাকে গিয়ে বলতেন, আস্‌সালামু আলাইকুম আম্মা! আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা ও কল্যাণ বর্ষিত হোক। মা বলতেন, ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম বেটা, তোমার প্রতিও বর্ষিত হোক তাঁর করুণা ও কল্যাণ। তারপর হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, আল্লাহ আপনাকে দয়া করুন যেমন আপনি আমাকে ছোটকালে মানুষ করেছেন।

জবাবে মা বলেন, আল্লাহ তোমাকেও দয়া করুন– বার্ধক্যে যেমন তুমি আমার যত্ন করছো। একইভাবে যখন ঘরে ফিরতেন তখনও আগে মায়ের সঙ্গে দেখা করে ঐ বাক্যগুলো বলতেন।

* * *

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. মানুষকে মা-বাবার প্রতি সদাচারী হওয়ার ও আত্মীয়তা রক্ষায় খুব তাগিদ দিতেন। এক্ষেত্রে তার আগ্রহও ছিলো সীমাহীন।

একদিন তিনি দুই ব্যক্তিকে দেখলেন পাশাপাশি হাঁটছে। একজন আরেকজন থেকে বয়সে বড়। তখন এদের মধ্যে যে ছোট তাকে লক্ষ্য করে বললেন, ইনি তোমার কী হয়?

সে বললো, আমার আব্বা, তিনি তখন বললেন, কখনো তাকে নাম ধরে ডাকবে না...

তার সামনে দিয়ে হাঁটবে না...

এবং তার আগে বসবে না...

মৃত্যুর আগের অসুস্থতাকালে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. একবার কাঁদছিলেন...

কেউ জিজ্ঞেস করলো, আবু হুরায়রা, কাঁদছেন কেন?

জবাবে বললেন, শোন, আমি তোমাদের এই দুনিয়ার মায়ায় কাঁদছি না...

বরং আমি কাঁদছি সফরের দূরত্ব ও পাথেয়র স্বল্পতা দেখে...

আমি এমন এক পথের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি, যা আমাকে পৌঁছে দেবে জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে...

আর জানি না... এ দুয়ের কোনটাতে আমার জায়গা হবে!! সে সময় মারওয়ান ইবনুল হাকাম এলো তাকে দেখতে। সে এসে বললো, আবু হুরায়রা, আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন।

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বললেন, হে আল্লাহ! আমার কাছে তোমার সাক্ষাতই প্রিয়। সুতরাং তোমার কাছেও প্রীতিকর হোক আমার উপস্থিতি আর একটু শীঘ্র করো...

মারওয়ান যেতে না যেতেই তিনি ইহজীবন ত্যাগ করলেন...

* * *

আল্লাহ হযরত আবু হুরায়রা রাযি. কে রহম করুন– সীমাহীন রহমত। কারণ তিনি উম্মতে মুসলিমার জন্য সংরক্ষণ করে গেছেন এক হাজার ছয়'শ নয়টিরও বেশি হাদীছ।

আর তাকে ইসলাম ও মুসলমানদের তরফ থেকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

আহ্ওয়ায় বিজয়ী

হযরত সালামা ইবনে কায়স আলআশজায়ী রাযি.

আহওয়ায বিজয়ী
হযরত সালামা ইবনে কায়স আলআশজায়ী রাযি.

ফারুক সেই রাতটি কাটালেন নিদ্রাহীন, মদীনার বিভিন্ন মহল্লায় টহলরত অবস্থায়। যাতে মানুষ দু'চোখ বুজে নিরাপদে নিশ্চিন্তে ঘুমায়...ফারুক হাঁটছেন ঘর-বাড়ী আর বাজারের ভিতর দিয়ে। হাঁটছেন আর চিন্তা করছেন কাকে তিনি বাছাই করবেন; তেমন সাহসী তেমন প্রতিভাবান কে আছে রাসূলের সাহাবীদের মধ্যে... যার হাতে পতাকা অর্পণ করা যায়, "আহওয়ায" জয়ের উদ্দেশ্যে যে বাহিনী যাচ্ছে– তাকে যে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম... তারপর হঠাৎ তিনি চিৎকার করে উঠলেন পেয়েছি...

হ্যাঁ তাকে আমি পেয়ে গেছি ইন্‌শাআল্লাহ... ভোরের আলো ফুটতেই তিনি সালামা ইবনে কায়স আল-আশজায়ীকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন, আমি তোমাকে "আহওয়ায" গামী সেনাদলের প্রধান নিযুক্ত করেছি। সুতরাং আল্লাহর নামে যাত্রা করো এবং আল্লাহর পথে লড়াই করো তাদের বিরুদ্ধে যারা অস্বীকার করে আল্লাহকে। আর যখন তোমরা মুশরিক প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হবে তখন তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদি তারা ইসলাম কবুল করে তো এরপর হয় তারা তাদের দেশেই থেকে যাবে, তোমাদের সঙ্গে যোগ দেবে না অন্য কোন যুদ্ধে...

এ অবস্থায় তাদের উপর শুধু যাকাত আবশ্যক হবে, আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তারা ভাগ পাবে না...

কিংবা তারা তোমাদের সাথে লড়াইয়ে যোগ দেবে... এ অবস্থায় জানের ঝুঁকি এবং গণীমতের মাল উভয়ের ক্ষেত্রেই তারা তোমাদের অংশীদার হবে। কিন্তু যদি তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তোমরা তাদেরকে জিযিয়া প্রদানের প্রস্তাব দাও এবং তাদেরকে তাদের হালতে ছেড়ে দাও। আর তাদেরকে তাদের শত্রুদের কবল থেকে হেফাযত করো এবং তাদের সাধ্যবর্হির্ভূত কিছু তাদের উপর চাপিয়ো না...

যদি এতেও অমত করে তাহলে লড়াই করো। কারণ এ অবস্থায় আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত করবেন।

আর যদি তারা কোন দুর্গে আশ্রয় নেয় তারপর তোমাদের কাছে আবেদন করে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালায় নেমে আসবে তাহলে তোমরা তাদের এ আবেদনে সাড়া দেবে না। কারণ তোমাদের জানা নেই, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা কী।

আর যদি তারা বলে যে, তারা নেমে আসবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিরাপত্তা পাবার প্রতিশ্রুতিতে তাহলে তোমরা তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিরাপত্তা-প্রতিশ্রুতি দিয়ো না; বরং তোমরা দাও তোমাদের নিজেদের তরফ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস। আর যখন তোমরা যুদ্ধে জয়লাভ করবে তখন খেয়াল রেখো, অপচয় করবে না, প্রতারণার আশ্রয় নেবে না। অঙ্গ বিকৃতি করবে না এবং কোন শিশু হত্যা করবে না...

সালামা বললেন, আপনার আদেশ শিরোধার্য আমীরুল মুমিনীন ...

তখন হযরত উমর রাযি. তাকে উষ্ণ আলিঙ্গনে বিদায় জানালেন, তার দুই হাত শক্ত করে চেপে ধরলেন এবং বিনীত প্রার্থনায় তাকে আর্শীবাদ করলেন।

তিনি আসলে বোঝাতে চাইছিলেন, কী বিশাল (গুরু) দায়িত্ব তিনি তুলে দিয়েছেন তার ও তার সহযোদ্ধাদের কাঁধে।

কারণ "আহওয়ায" একটি দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল। তার দুর্গগুলিও তেমনি দুর্ভেদ্য, আর তা অবস্থিত বসরা ও পারস্যের সীমান্তবর্তী এলাকায়, যেখানে রয়েছে দুর্ধর্ষ কুর্দি জাতির বাস।

আর এই অঞ্চলটি জয় করা কিংবা তার নিয়ন্ত্রণ নেয়া ছাড়া মুসলমানদের কোন উপায় ছিলো না। বসরার উপর পারসিকদের আক্রমণ ঠেকাতেই এটা ছিলো দরকারি। তাছাড়া ওরা এই বসরাকে সৈন্য ঘাঁটি ও সমরাঙ্গন হিসেবেও ব্যবহার করে আসছিলো। ফলে ইরাকের নিরাপত্তা ছিলো হুমকির মুখে...

* * *

সালামা ইবনে কায়সের নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী এগিয়ে চলছিলো। কিন্তু আহওয়ায ভূ-খণ্ডে পা রাখতেই তারা এক বিপজ্জনক লড়াইয়ের সম্মুখীন হলেন তার বৈরী প্রকৃতির সাথে।

কারণ উচুঁ ভুমিতে তাদের সামনে উঁচু-নীচু কঠিন পাহাড়ি পথ, আর সমতলে এসে জমে থাকা পচা নোংরা কাদা জল...

এবং প্রতিমুহূর্ত তাদের মোকাবেলা করতে হচ্ছিলো বিষধর সাপ ও বিষাক্ত বিচ্ছুর উৎপাত।

কিন্তু সালামা ইবনে কায়সের বিশ্বাস উদ্দীপ্ত প্রাণ মুক্ত বিহঙ্গের মতো ঝটপটিয়ে উড়ে চলেছিলো গোটা বাহিনীর উপর...

ঐ দিনগুলোতে তিনি তাদের শোনাতেন এমন আশ্বাসবাণী, যা তাদের মনকে রাখতো প্রফুল্ল। আর তাদের রাতগুলোকে মুখরিত করে রাখতেন কুরআনের সুমধুর উচ্চারণে... ফলে দুঃখ-দূর্দশা ভুলে গিয়ে তারা হয়ে উঠতেন আরো উজ্জীবিত আরো প্রাণবন্ত...

* * *

হযরত সালামা ইবনে কায়স রাযি. খলিফাতুল মুসলিমীনের নির্দেশ মতো সবকিছু করলেন। আহওয়াযবাসীদের সাথে সাক্ষাৎ হতেই তিনি তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনে দীক্ষিত হওয়ার দাওয়াত দিলেন কিন্তু তারা অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নিলো...

তখন তিনি তাদেরকে জিযয়া দেয়ার কথা বললেন। তারা একেও প্রত্যাখ্যান করলো এবং ঔদ্ধত্য দেখালো...

ফলে অস্ত্রধারণ করা ছাড়া তাদের কোন উপায় থাকলো না এবং তারা তা করলেন; আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ফযীলত ও তাঁর পক্ষ থেকে ছওয়াব প্রাপ্তির আশায়...

* * *

যুদ্ধ আরম্ভ হলো...

উত্তপ্ত রণাঙ্গন...

মুহুর্মুহু গর্জনে প্রকম্পিত প্রান্তর। দু'পক্ষই লড়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড সাহসিকতায়... এবং এমনই বীরত্বের সাথে, ইতিহাসে যার নজির খুঁজে

পাওয়া ভার, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই রণাঙ্গন প্রত্যক্ষ করলো মুমিন মুজাহিদদের অনুকূলে এক অসাধারণ বিজয় আর আল্লাহর শত্রু মুশরিক বাহিনীর চরম লজ্জাজনক হার।

যুদ্ধের শোর স্তিমিত হলে হযরত সালামা ইবনে কায়স রাযি. প্রথমেই তার সৈনিকদের মাঝে গণীমত তাকসিমে মনোযোগ দিলেন। তখন যুদ্ধে পাওয়া ঐ সম্পদের মধ্যে একটি মূল্যবান আংটি তার নজরে পড়লো এবং তার ইচ্ছা হলো, এটি আমীরুল মুমিনীনকে উপহার দেবেন। আর তাই সৈনিকদের লক্ষ্য করে বললেন, এই আংটি তোমাদের সকলের মাঝে ভাগ করে দিলে তেমন কিছুই কাজে আসবে না... তো তোমরা কি এতে রাজী আছো যে, এটাকে আমি আমীরুল মু'মিনীনের জন্য পাঠিয়ে দিই?

তারা বললো, হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিন। আমরা খুশি। তখন তিনি সেটি একটি ছোট্ট বাক্সে ভরলেন এবং স্বগোত্রীয় আশজায়ী এক ব্যক্তিকে ডেকে এনে বললেন, তুমি ও তোমার গোলাম এক্ষুণি মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাও, মদীনায় পৌঁছে তোমরা আমীরুল মু'মিনীনকে বিজয়ের সুসংবাদ দেবে আর এই আংটি তাকে উপহার দেবে।

আশজায়ী ব্যক্তিটি হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের সঙ্গে দেখা করলে খুব শিক্ষণীয় একটি ব্যাপার ঘটে।

"আশজায়ী" বলেন ঃ আমি ও আমার গোলাম বসরায় এলাম। সেখানে আমরা সালামা ইবনে কায়সের দেয়া অর্থে দু'টো বাহন ক্রয় করলাম, সঙ্গে কিছু খাবার ও দরকারি জিনিসও নিয়ে নিলাম। তারপর মদীনা অভিমুখে আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করলাম।

মদীনায় পৌঁছানোর পর আমীরুল মু'মিনীনকে খোঁজ করলাম। আমি যখন তাকে পেলাম তখন তিনি মুসলমানদের খাওয়ানোয় ব্যস্ত। একটি লাঠির উপর ভর করে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ঠিক যেমনটি করে রাখাল...। তিনি খাবারের পাত্রগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটছেন আর তার খাদেম ইয়ারফাকে বলছেন, ইয়ারফা! এদেরকে একটু গোশত দাও! ইয়ারফা। এদেরকে আরো রুটি দাও... ইয়ারফা, এদেরকে আরেকটু ঝোল দাও...

আমি যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম; বললেন, বসে পড়ো। তখন কাছাকাছি যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে বসে গেলাম এবং আমার জন্যও খাবার আনা হলো, আমি খেয়ে নিলাম।

সবার খাওয়া যখন শেষ হলো, তখন তিনি বললেন, ওহে ইয়ারফা! তোমার বাসনগুলো ওঠাও। তারপর তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমিও তার পিছে পিছে গেলাম।

তিনি যখন তার গৃহে প্রবেশ করলেন আমি ভিতরে যাবার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন। ভিতরে ঢুকে দেখি, তিনি বসেছেন একটি পশমি চটের উপর। হেলান দিয়েছেন খেজুর গাছের আঁশ দিয়ে তৈরি দু'টি চামড়ার বালিশে... তার একটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি তাতে বসলাম। আমি স্থির হয়ে বসার পর দেখতে পেলাম তার পিছনে ঝুলছে একটি পর্দা এবং তিনি পর্দার দিকে ফিরে আওয়াজ দিলেন : হে কুলসুমের মা, আমাদের নাস্তা...

মনে মনে বললাম,

না জানি কী খাবার রেখেছেন আমীরুল মু'মিনীন তার নিজের জন্য!! কিন্তু তার খাবার হিসেবে যা এলো তা হচ্ছে একটি রুটি, সঙ্গে তেল আর সামান্য লবণ, যা গুঁড়া করা হয়নি ...

আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, খাও, আমি তার হুকুম পালনার্থে অল্প একটু খেলাম। তিনিও খেলেন এবং এত তৃপ্তির সাথে যে, আমি এর চেয়ে ভালো খেতে আর কাউকেই দেখিনি।

তারপর বললেন, আমাদের পান করাও... তখন তারা একটি পেয়ালায় করে নিয়ে এলো যবের ছাতুর শরবত। তিনি বললেন, আগে ওকে দাও তারপর আমাকে... আমি পেয়ালাটা নিয়ে সামান্য একটু পান করলাম। কারণ এর আগে দস্তরখানে যে ছাতু খেয়েছি সেটা ছিলো আরো উন্নত এবং সুস্বাদু। আমার পর তিনি পান করলেন পেয়ালা থেকে এবং তৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত খেলেন। তারপর বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের আহার যুগিয়েছেন এবং পানাহারে পরিতৃপ্ত করেছেন। এই পর্যায়ে আমি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, আমি আপনার কাছে একটি বার্তা নিয়ে এসেছি হে আমীরুল মু'মিনীন!

তিনি বললেন, কোত্থেকে?

আমি বললাম, সালামা ইবনে কায়সের পক্ষ থেকে। একথা শুনে তিনি বললেন, মারহাবা সালামা ইবনে কায়সকে, মারহাবা তার বার্তাবাহককে... মুসলিম বাহিনীর খবর কী, বলো...

আমি বললাম, যেমনটি আপনি কামনা করেন... নিরাপত্তা এবং আল্লাহর দুশমনদের উপরে বিজয়। মোটকথা আমি তাকে বিজয়ের সুসংবাদ দিলাম এবং সৈনিকদের অবস্থা বিস্তারিত জানালাম। সব শুনে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ... সবই তাঁর দয়া, তাঁর দান। বান্দাকে তিনি দেন এবং অনেক বেশি পরিমাণে দেন...

তারপর জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি বসরা হয়ে এসেছো?

আমি বললাম, হ্যাঁ আমীরুল মুমিনীন।

তিনি বললেন, মুসলমানরা ওখানে কেমন আছে?

বললাম, আল্লাহর রহমতে ভালো।

আবার জিজ্ঞেস করলেন, জিনিসপত্রের দাম কেমন? বললাম, ওদের ওখানে জিনিসের দাম সবচাইতে সস্তা ।

এরপর বললেন, গোশত কেমন? কারণ গোশতই আরবদের সবজি আর সবজি ছাড়া আরবের স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না। আমি বললাম, গোশত প্রচুর, অভাব নেই।

এতক্ষণে তার দৃষ্টি পড়লো আমার সঙ্গের বাক্সটির ওপর। বললেন, তোমার হাতে ওটা কী?

আমি বর্ণনা দিতে আরম্ভ করলাম আল্লাহ যখন আমাদেরকে শত্রুবাহিনীর উপর বিজয়ী করলেন তখন আমরা গণীমতের সামগ্রী যা পেয়েছি একত্র করলাম। সালামা দেখলেন তার মধ্যে একটি দামী আংটি রয়েছে। তখন সৈনিকদের লক্ষ্য করে বললেন, এটা যদি তোমাদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়; পরিমাণে তা খুব বেশি হবে না... তো আমি যদি এটা আমিরুল মু'মিনীনের জন্য পাঠিয়ে দেই তোমরা তাতে রাজী আছো? তারা উত্তর করলো, হ্যাঁ।

এরপর আমি সেই বাক্সটি তার হাতে দিলাম...বাক্সটা খোলার পর যখন তিনি আংটির গায়ে বসানো লাল, হলুদ, সবুজ চুনিগুলোর দিকে

নজর করলেন; অমনি বসা থেকে লাফিয়ে উঠলেন এবং হাতটা কোমরের কাছে নিয়ে আংটি সমেত বাক্স মাটিতে ছুঁড়ে মারলেন। ফলে তার ভিতরে যা ছিলো সব...এদিক ওদিক ছিঁটকে পড়লো। এ অবস্থা দেখে ঘরের মহিলারা ভাবলো, আমি বুঝি তার গুপ্ত হত্যার মতলব করছি... তারা পর্দার কাছে দৌড়ে এলো... এ পর্যায়ে তিনি আমার মুখো মুখি হয়ে বললেন, ওগুলো একত্রিত করো... আর তার খাদেম ইয়ারফাকে বললেন, ওকে শক্ত করে পেটাও...

আমি চুনিগুলো কুড়াতে লাগলাম আর ইয়ারফা আমাকে পেটাতে থাকলো। কুড়ানো শেষ হলে বললেন, যাও, তোমরা কেউ প্রশংসার যোগ্য নও, না তুমি আর না যে তোমাকে পাঠিয়েছে।

আমি আরয করলাম, আমাকে একটি বাহনের অনুমতি দিন, যা আমাকে ও আমার সহচরটিকে আহওয়ায পর্যন্ত নিয়ে যাবে। কারণ আমার বাহনটি আপনার খাদেম নিয়ে গেছে।

তিনি ইয়ারফাকে আদেশ দিয়ে বললেন, একে এবং এর খাদেমকে সদকার উট থেকে দু'টো বাহন দাও।

এরপর আমাকে বললেন, তোমার প্রয়োজন শেষ হওয়ার পর যদি এমন কাউকে পাও ও দু'টো যার তোমার চেয়েও বেশি দরকার তাহলে তাকে দিয়ে দিও।

আমি বললাম, তাই করবো আমীরুল মু'মিনীন... হ্যাঁ, তাই করবো ইন্‌শাআল্লাহ। শেষবারের মতো আমার দিকে ফিরে বললেন, জেনে রেখো আল্লাহর কসম। সৈনিকরা বিচ্ছিন্ন হবার আগে আগে যদি এই অলঙ্কার তাদের মাঝে বণ্টন করতে না পারো তাহলে তোমার ও তোমার প্রেরকের সঙ্গে কোমর ভাঙ্গা (খুবই নির্দয় ও বেদনাদায়ক) আচরণ করবো।

আমি তীরবেগে ছুটলাম এবং সালামার কাছে পৌঁছে তাকে বললাম, তুমি যে কাজের জন্য আমাকে নির্বাচন করেছো আল্লাহ তাতে কোন বরকত রাখেননি... এই অলঙ্কার সৈনিকদের মাঝে ভাগ করে দাও আমার ও তোমার উপর দুর্যোগ নেমে আসার আগে। আমি তাকে সমস্ত ঘটনা বললাম... সে তৎক্ষণাত ঐ মজলিসে সকলের মাঝে সেটি বণ্টন করে দিলো।

হযরত মু‘আয ইবনে জাবাল রাযি.

أَعْلَمُ أُمَّتِيْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ

مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ

– محمد رسول الله

‘হালাল-হারাম এর বিষয়ে
আমার উম্মতের
সবচে’ জ্ঞানী ব্যক্তি
মু‘আয ইবনে জাবাল।

–মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ

হযরত মু‘আয ইবনে জাবাল রাযি.

হক ও হেদায়েতের আলোয় গোটা জাযিরাতুল আরব যখন উদ্ভাসিত, ইয়াছরিবের মু‘আয ইবনে জাবাল তখন সদ্যোজাত তরুণ...

প্রখর মেধা, তুখোর বুদ্ধি আর ভাষার মাধুর্য ও উঁচু মন-মানসিকতায় তার বয়েসী আর সব ছেলেদের থেকে ভিন্ন। তার ওপর সে দেখতে সুন্দর, উজ্জ্বল ফর্সা ত্বক, কাজল কালো দু’চোখ, কোকড়ানো চুল, শুভ্র দাঁতের পাটি... ভারি একহারা চেহারা। যে দেখে সেই চেয়ে থাকে এবং একবার দেখলে সহজে ভোলা যায় না। তরুণ মু‘আয মুসলমান হন মক্কার মুবাল্লিগ হযরত মুস‘আব ইবনে উমায়র রাযি.-এর হাতে। আর ‘আকাবার রাতে তার প্রসারিত তপ্ত হাত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পবিত্র হাত ছুঁয়ে বাইয়াত গ্রহণ করে... হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর বাইয়াতে ধন্য হতে বাহাত্তর জনের যে দলটি সেদিন মক্কায় এসেছিলো– মু‘আযও ছিলেন তাদের মধ্যে। যাদের আগমন ছিলো এক অনবদ্য ইতিহাসের সূচনা, যাদের শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে মানবেতিহাসে লেখা হয় এক জীবন্ত জাতির অভিযাত্রা...

* * *

মদীনায় ফিরে হযরত মু‘আয ও তার অল্পকজন বন্ধু মিলে একটি দল গঠন করলেন। যাদের লক্ষ্য, মূর্তি ভাঙ্গা এবং ইয়াছরিবে মুশরিকদের ঘরে যত মূর্তি আছে সেগুলোকে গোপনে বা প্রকাশ্যে সরিয়ে ফেলা...। এই নবীন সংঘের প্রচেষ্টার ফল হলো খুবই ইতিবাচক। যার মধ্যে সবচে’ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ইয়াছরিবের এক গণ্যমান্য ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ। সে হলো হযরত আমর ইবনুল জামূহ রাযি.।

* * *

হযরত আমর ইবনুল জামূহ রাযি. ছিলেন বনূ সালামার অন্যতম সর্দার ও তার শরীফ লোকদের অন্তর্গত। সে নিজের জন্য দামী কাঠ দিয়ে একটি মূর্তি তৈরি করেছিলো, যেমনটি তখনকার শরীফ লোকেরা করতো। বনূ

সালামার এই ভদ্রলোক অতিমাত্রায় প্রতিমাভক্ত ছিলো। নিজের গড়া এই মূর্তিটিকে সে খুব তা'জীম করতো। তাকে রেশমী কাপড় পরাতো আর প্রতিদিন সকালে সুগন্ধি মেখে দিতো।

তরুণ ছেলেগুলো তাকে পথে আনতে একটা মজার কাণ্ড ঘটালো। রাত একটু গভীর হলে তারা একত্রিত হলো তার মূর্তি রাখার স্থানে এবং মূর্তিটিকে সেখান থেকে সরিয়ে বনূ সালামার মহল্লার পিছনে নিয়ে ফেলে দিলো একটি আবর্জনা ফেলার গর্তে...। জনাব সকালে উঠে মূর্তি না পেয়ে সব জায়গায় তালাশ করলো। শেষ তাকে পেলো ময়লার গর্তে নিমজ্জমান অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে... তখন সে বললো, তোমরা ধ্বংস হও। কে করলো আমাদের প্রভুর এই দুর্গতি। তারপর সে তাকে তুলে এনে পাকসাফ করলো, খোশবু মাখলো এবং আগের জায়গায় নিয়ে রাখলো। আর তাকে সম্বোধন করে বললো, হে “মানাত” কসম খোদার! যদি আমি জানতাম কে করেছে তোমার সাথে এ আচরণ। তবে অবশ্যই তাকে অপদস্থ করতাম...

এরপর যখন সন্ধ্যা হলো এবং সে ঘুমিয়ে পড়লো– তরুণেরা চুপি চুপি তার মূর্তির কাছে গেলো এবং আগের রাতে যা করেছে তার সাথে আজও তাই করলো...

যথারীতি সেও তাকে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে পেলো ওরকম একটি গর্তে... তারপর তুলে এনে ভালো করে ধুয়ে আতর খোশবু মেখে দিলো তার গায়ে। আর এইবার আরো কঠিনভাবে সর্তক করে দিলো, যারা তার অবমাননা করেছে তাদেরকে। কিন্তু তারপরও যখন এই ধৃষ্টতা বন্ধ না হয়ে বারবার ঘটে চললো একই ঘটনা, তখন সে তাকে তুলে আনলো যেখানে ফেলা হয়েছিলো সেখান থেকে এবং গোসল করালো... তারপর একটি তরবারি এনে তার গলায় লটকে দিয়ে বললো, আল্লাহর কসম! আমি জানি না, কে তোমার সাথে এই আচরণ করছে, যা তুমি দেখছো...

তো হে ‘মানাত’! তোমার মধ্যে যদি ভালো কিছু থাকে তাহলে তুমি নিজেকে রক্ষা করো...

আর এই তলোয়ার তোমার সাথে রইলো... এরপর রাতে সে যখন ঘুমিয়ে পড়লো, তরুণেরা মূর্তির উপর হামলা করে তার গলায় ঝুলানো

তলোয়ারটি ছিনিয়ে নিলো... আর তাকে একটি মৃত কুকুরের গলার সঙ্গে বেঁধে ঐ গর্তগুলোর একটার মধ্যে নিক্ষেপ করলো। সকালে উঠে বৃদ্ধ তার মূর্তিটি খুব করে খুঁজলো। অবশেষে তাকে পেলো ময়লা আবর্জনার মধ্যে মরা কুকুরের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় উল্টো করে ফেলা রয়েছে... এ বিশ্রী দৃশ্য দেখে সে আবৃত্তি করলো– কসম খোদার, যদি তুমি উপাস্য হতে, তবে একটি কুত্তা আর তুমি থাকতে না কূপের মাঝে এক বন্ধনে। তারপর বনূ সালামার এই শায়খ ইসলাম কবুল করলেন এবং হলেন সত্যিকার মুসলমান।

* * *

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করে এলেন তখন তরুণ মু'আয ছায়ার মতো তার সঙ্গে লেগে থাকলেন। তার কাছ থেকে কুরআন শিখলেন এবং ইসলামী বিধিবিধানের জ্ঞান অর্জন করলেন। এভাবে তিনি হয়ে উঠলেন– ছাহাবীদের মধ্যে কুরআনের সবচেয়ে বড় কারী এবং শরীয়তের বিষয়ে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী...

ইয়াযিদ ইবনে কুতায়ব বর্ণনা করেন, আমি 'হিমসের' মসজিদে প্রবেশ করলাম। আর দেখি যে, এক তরুণ, মাথায় কোকড়ানো চুল, তার চারপাশে জড়ো হয়েছে অনেক মানুষ.. যখন সে কথা বলছে যেন তার মুখ থেকে ঝরে পড়ছে মুক্তো আর অজস্র আলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম: এ কে?! তারা বললো, মু'আয ইবনে জাবাল।

* * *

আবু মুসলিম আলখওলানী বর্ণনা করেন, আমি দামেস্কের মসজিদে এলাম। দেখি, এক মজমা, যেখানে রয়েছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রবীণ ছাহাবীদের এক জামাত, তাদের মধ্যে রয়েছে এক যুবক-সুরমা কালো চোখ, শুভ্র উজ্জ্বল দাঁত। যখনই কোনো বিষয়ে তাদের মতানৈক্য হচ্ছে তারা ঐ যুবকের শরাণাপন্ন হচ্ছে; আমি আমার পাশে বসা এক লোককে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে?! সে বললো, মুআ'য ইবনে জাবাল।

আর এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ মু'আয মাদ্‌রাসায়ে মুহাম্মাদীতে নাম লিখিয়েছেন খুব অল্প বয়সে এবং বেড়ে উঠেছেন রাসূলের পুণ্যময় সাহচর্যে। তাই ইলমের সুমিষ্ট পানীয় তিনি পান করেছেন নবুওয়তের অনিঃশেষ ঝর্ণা থেকে এবং জ্ঞানকে আহরণ করেছেন তার আদি উৎস থেকে... ফলে তিনি হয়েছেন আদর্শ শিক্ষকের আদর্শ ছাত্র।

আর সনদ হিসেবে মু'আযের এ-ই যথেষ্ট যে, তার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "হালাল-হারামের বিষয়ে আমার উম্মতের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি হলো মু'আয ইবনে জাবাল..."

আর উম্মতে মুহাম্মদীর উপর তার যে অনুগ্রহ রয়েছে তা বোঝার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তিনি ছিলেন সেই ছয়জনের একজন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানায় কুরআন (লিপিবদ্ধ) জমা করেছেন।

এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছাহাবীগণ যখন কোন বিষয়ে আলোচনা করতেন আর তাদের মধ্যে মু'আয উপস্থিত থাকতেন; তখন সকলে তার দিকে তাকাতো সমীহপূর্ণ দৃষ্টিতে, তার ইলমের সম্মানে ও তার ব্যক্তিত্বের কারণে।

* * *

স্বভাবতঃই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরবর্তী দুই খলীফা এই বিরল জ্ঞানশক্তিটিকে নিয়োজিত করেছিলেন ইসলাম ও মুসলমানদের সেবায়।

মক্কা বিজয়ের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, সমগ্র কুরায়শ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে। তিনি অনুভব করলেন, নওমুসলিমদের প্রয়োজন একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক, যে তাদের ইসলাম শিক্ষা দেবে এবং শরীয়তের জ্ঞান দান করবে। সুতরাং মক্কায় তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন আত্তাব ইবনে উসায়দকে। আর মু'আযকে রেখে দিলেন নিজের সঙ্গে। যেন তিনি মানুষকে শেখাতে পারেন কুরআন এবং তাদেরকে পারদর্শী করে তুলেন আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে।

* * *

ইয়ামান রাজাদের (প্রেরিত) দূতদল যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিজেদের ও সে অঞ্চলের অন্য সবার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলো এবং রাসূলের কাছে আবেদন করলো– তাদের সঙ্গে এমন কাউকে পাঠানোর, যে তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেবে; তখন এই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি তাঁর দাঈ ও রাহনুমা ছাহাবীদের কয়েকজনকে তলব করলেন। আর তাদের আমীর নিযুক্ত করলেন মু'আয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে।

আলোর পথের দিশারী এই প্রতিনিধিদের বিদায় দিতে নবীজী স্বয়ং বের হলেন... এবং পায়ে হেঁটে চললেন মু'আযের বাহনের পাশাপাশি... মু'আয তখন আরোহী... রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক্ষণ এভাবে হাঁটলেন। যেন তিনি চাইছিলেন, মু'আয তার পাশে থাকুক আরো কিছুটা সময়.. বিদায়ের আগ মুহূর্তে নবীজী তাকে কিছু অসীয়ত করলেন (সেই ঐতিহাসিক অসীয়ত, ইসলামী আইনের যা অমূল্য সম্পদ...) শুরু করলেন এভাবে– 'মু'আয, এ বছরের পর হয়ত আমার সাথে তোমার দেখা হবে না... হয়তবা তুমি অতিক্রম করবে আমার মসজিদের পাশ দিয়ে আমার কবরের ওপর দিয়ে.... একথা শুনে মু'আয কেঁদে ফেললেন তাঁর প্রিয় ও প্রাণের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিচ্ছেদ যাতনায়...তার সাথে অন্যরাও কাঁদলো।

* * *

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হলো। মু'আযের দু'চোখ আর পেলো না প্রিয় নবীর সাক্ষাৎ ঐ মুহূর্তটির পর...

কারণ হযরত মু'আয রাযি. ইয়ামান থেকে ফেরার আগেই তিনি ইহজীবন ত্যাগ করেন...। হযরত মু'আয রাযি. নিশ্চয়ই খুব কেঁদেছেন যখন ফিরে এসে দেখেন, ইয়াছরিব শূন্য পড়ে আছে, তার প্রিয়তম রাসূলের সংস্পর্শ সেখানে নেই!

* * *

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.-এর খিলাফতকাল। খলীফা মু'আযকে প্রেরণ করলেন বনূ কিলাবের কাছে তাদের মাঝে তাদের অনুদান বণ্টন ও সাদাকা বিতরণের জন্যে। হযরত মু'আয রাযি. নিষ্ঠার সাথে তার কর্তব্য পালন করলেন এবং স্ত্রীর কাছে ফিরে এলেন কেবল নিজের সেই চাদরটি সঙ্গে করে, যেটা বেরোনোর সময় তার কাঁধে ছিলো। স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করলো, গর্ভনরেরা তাদের পরিবারের জন্য যে সব উপঢৌকন নিয়ে আসছে, যেগুলো তোমার হাত হয়েই এলো তাতে তোমার ভাগ কই?!

তিনি উত্তর দিলেন, আমার সঙ্গে একজন সতর্ক পর্যবেক্ষক ছিলো, যে সবকিছু হিসাব রাখছিলো। পর্যবেক্ষক দ্বারা তার উদ্দেশ্য, আল্লাহ তা'আলা। একথা শুনে সে বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এবং হযরত আবু বকরের কাছে পর্যন্ত তুমি বিশ্বস্ত ছিলে, আর এখন হযরত উমর এসে তোমার সঙ্গে পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছেন, যে তোমার সবকিছু হিসাব রাখে?!

একথাটা সে উমরের স্ত্রী-কন্যাদের কাছে পৌঁছে দিলো এবং উমরের নামে তাদের কাছে নালিশ জানালো... উমরের কাছে এ খবর পৌঁছার পর তিনি মু'আযকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আমি নাকি তোমার সঙ্গে তোমার নজরদারির জন্য লোক পাঠিয়েছি? হযরত মু'আয রাযি. বললেন, না, হে আমীরুল মু'মিনীন। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে তাকে বোঝাবার জন্য আর কিছু খুঁজে পাইনি ঐ কথা বলা ছাড়া...

একথা শুনে হযরত উমর (রা.) হেসে ফেললেন। আর একটা জিনিস তার হাতে দিয়ে বললেন, যাও 'স্ত্রীকে খুশি করো'...

* * *

হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর যামানায় শামের গর্ভনর ইয়াযিদ ইবনে আবি সুফয়ান তার কাছে পত্র লিখলো ঃ

হে আমীরুল মুমিনীন! শামের অধিবাসীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। শহরগুলো মানুষে ভর্তি... তাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এমন ব্যক্তির, যে তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেবে এবং দ্বীন সম্পর্কে অবহিত

করবে। অতএব হে আমীরুল মু'মিনীন! তাদের তা'লীমের জন্য কিছু লোক দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন...। তখন হযরত উমর রাযি. ঐ পাঁচজনকে স্মরণ করলেন, যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কুরআন সংকলন করেছেন।

এরা হলেন, মু'আয ইবনে জাবাল, উবাদা ইবনে সামেত, আবু আইয়ূব আল আনসারী, উবাই ইবনে কা'ব ও আবুদ্ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

হযরত উমর রাযি. তাদেরকে বললেন, শাম থেকে তোমাদের ভাইয়েরা আমার কাছে আবেদন করেছে, তাদেরকে এমন কিছু মানুষ দিয়ে সাহায্য করতে যারা তাদেরকে কুরআন শেখাবে এবং দ্বীন বোঝাবে। সুতরাং তোমরা আমাকে সহযোগিতা করো– আল্লাহ তোমাদের দয়া করুন– তোমাদের মধ্য থেকে যে কোন তিনজনকে দিয়ে। যদি তোমরা চাও তো লটারি করো আর না হয় আমিই নির্বাচন করবো তোমাদের থেকে তিনজন।

তারা বললেন, লটারি কেন করতে হবে?...

আবু আইয়ূব, তিনি তো বয়োবৃদ্ধ। আর উবাই অসুস্থ মানুষ। থাকলাম আমরা তিনজন। হযরত উমর রাযি. বললেন, আচ্ছা, তাহলে তোমরা "হিমস" থেকে আরম্ভ করবে। যখন দেখবে তাদের অবস্থা সন্তোষজনক তখন তোমাদের একজনকে সেখানে রেখে বাকি দু'জনের একজন যাবে "দামেস্ক' আরেকজন "ফিলিস্তীন"।

ফারুকের নির্দেশ মোতাবেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তিন সাহাবী হিমসে তাদের দায়িত্ব পালন করলেন। তারপর তারা সেখানে রেখে গেলেন উবাদা ইবনে সামেতকে, আর আবুদ দারদা গেলেন দামেস্কে, মু'আয ইবনে জাবাল ফিলিস্তীন...।

* * *

আর এখানেই হযরত মু'আয রাযি. মহামারিতে আক্রান্ত হলেন। যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হলো; তিনি কিবলামুখী হলেন, আর এ লাইন কয়টি আওড়াতে লাগলেন–

مَرْحَبًا بِالْمَوْتِ مَرْحَبًا ...

زَائِرٌ جَاءَ بَعْدَ غِيَابٍ ...

وَحَبِيْبٌ وَفَدَ عَلَى شَوْقٍ ...

অভিনন্দন মৃত্যুকে অভিনন্দন... মেহমান সে যে এসেছে অনেক দিন পর... এসেছে প্রিয় অধীর অপেক্ষার পর...

তারপর আকাশের দিকে চেয়ে বললেন,

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ لَمْ أَكُنْ أُحِبَّ الدُّنْيَا وَطُوْلَ الْبَقَاءِ فِيْهَا لِغَرْسِ الْأَشْجَارِ، وَجَرْيِ الْأَنْهَارِ

وَلٰكِنْ لِظَمَأِ الْهَوَاجِرِ، ومكابَدَةِ السَّاعَاتِ، وَمُزَاحَمَةِ الْعُلَمَاءِ بِالرُّكَبِ عِنْدَ حَلَقِ الذِّكْرِ ...

اَللّٰهُمَّ فَتَقَبَّلْ نَفْسِيْ بِخَيْرِ مَا تَقَبَّلُ بِهٖ نَفْسًا مُؤْمِنَةً

হে আল্লাহ তুমি তো জানতে, আমি দুনিয়াকে ভালোবাসিনি। আমি চাইনি এখানে দীর্ঘ সময় থাকতে– শুধু বৃক্ষরোপন কিংবা খালখননের উদ্দেশ্যে... বরং মধ্যাহ্নের তৃষ্ণা, অবিরাম মুজাহাদা আর যিকিরের হালকায় ওলামাদের ভিড়ে হাঁটু গেড়ে বসা– শুধু এসবের জন্যে... তুমি তো জানতে একথা। তাহলে হে আল্লাহ! আমাকে তুমি গ্রহণ করো। যতটা সুন্দরভাবে তোমার কাছে গৃহীত হয় কোন মু'মিনের আত্মা...

তার কথা শেষ হলো এবং থেমে গেলো হৃৎস্পন্দন।

তিনি প্রাণ ত্যাগ করলেন স্বজন-পরিজন থেকে বহু দূর এক দেশে... আল্লাহর রাস্তায় হিজরতরত অবস্থায়, আল্লাহ পথের দাঈ হিসেবে...।

ইয়াসির পরিবার

ইয়াসির, সুমাইয়া ও আম্মার

صَبْرًا اٰلَ "يَاسِر" فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةَ

– صدق رسول الله

ধৈর্য ধরো ইয়াসির পরিবার নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিশ্রুতি জান্নাত।

–মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ

ইয়াসির পরিবার
ইয়াসির, সুমাইয়া ও আম্মার

এক শিশির ধোয়া সকালে...

এক সুরভিত সুন্দর প্রভাতে ইয়ামান থেকে আগত এক কাফেলা এসে পৌঁছলো মক্কা উপত্যকার কাছে। ইয়াসির ইবনে আমের আলকিনানী উপর থেকে তাকালো পবিত্র মক্কার দিকে। আর তখনই তাকে অভিভূত করলো কা'বার যাদুকরী প্রভা... সে মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকলো আর আনন্দে উচ্ছলিত হলো তার প্রাণ...

কারণ জীবনে এই প্রথম তার দু'চোখ লাভ করলো পবিত্র কা'বার দর্শন।

* * *

ইয়াসির-এর মক্কায় আগমন ব্যবসার উদ্দেশ্যে ছিলো না, অন্য বাণিজ্য কাফেলাগুলো যেমন আসতো। বরং সে ও তার দুই ভাই– হারেছ ও মালেক এসেছিলো তাদের এক হারিয়ে যাওয়া ভাইকে খুঁজতে, কয়েক বছর ধরে যার কোন সন্ধান পাচ্ছিলো না।

* * *

তিন তরুণ সমস্ত জায়গায় তাদের ভাইকে খোঁজ করলো এবং যেখানে যাকে পেলো তার কথা জিজ্ঞেস করলো...

অবশেষে যখন তাকে পাবার আর কোন আশা রইলো না, তখন তাদের রোখ ভিন্ন হয়ে গেলো...

হারেছ ও মালেক ফিরে এলো ইয়ামানে তাদের আবাসভূমিতে, শৈশবের চিরচেনা মাঠ ও ফল-ফসলের মাঝে।

আর ইয়াসির, মক্কা তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করলো নিজের দিকে এবং তাকে অনুপ্রাণিত করলো এখানে বসত করে স্থায়ী হয়ে যেতে।

* * *

ইয়াসির ইবনে আমের আল কিনানী যখন মক্কাকে তার আবাস বানায় তখন জানতো না, কী সম্মান তার জন্য লেখা হয়ে গেছে... সে বুঝতেও পারেনি যে, ইতিহাসের মধ্যে সে প্রবেশ করেছে তার প্রশস্ততম দরোজা দিয়ে... এবং অচিরেই তার ঔরসে আসছে এমন এক তরুণ, গোটা পৃথিবীর জন্য যে হবে দৃষ্টিনন্দন এক অনন্য শোভা।

তবে মক্কায় ইয়াসিরের কোন জ্ঞাতিগোষ্ঠী বা আত্মীয় ছিলো না, যে তাকে আশ্রয় দেবে এবং এমন কোন পরিবারও নয়, যারা বিপদে তার পাশে দাঁড়াবে...

অতএব তার মতো ভিনদেশীর একমাত্র উপায়, এখানকার কোন গোত্রপ্রধানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া, যাতে নিরাপদে নিশ্চিন্ত জীবন-যাপন করতে পারে– সেই সমাজে যেখানে দুর্বলের কোন স্থান নেই। সুতরাং আবু হুযায়ফা ইবনে মুগীরা আল মাখযুমীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েই সে এ সমাজে নিজের জায়গা করে নিলো।

* * *

ইয়াসিরের মার্জিত ব্যবহার ও অভিজাত গুণাবলী অল্প দিনেই তাকে আবু হুযায়ফার কাছে প্রিয় করে তুললো। ফলে সে সুমাইয়া বিনতে খিবাত নাম্নী তার এক দাসীকে ইয়াসিরের সঙ্গে বিবাহ দিলো। এই বিবাহের ফসল হিসেবে জন্ম নিলো এমন এক পুত্র সন্তান, যাকে পেয়ে দু'জনেই ভীষণ খুশি হলো...

তারা তার নাম রাখলো আম্মার। তাদের এই আনন্দ আরো বেড়ে গেলো যখন আবু হুযায়ফা ছেলেটিকে দাসত্বমুক্ত করে স্বাধীন ঘোষণা করলো।

* * *

বনূ মাখযুমের আশ্রয়ে এই পরিবার সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগলো। এভাবে অনেক দিন কেটে গেলো। অনেকগুলো বছর পার হলো। ইয়াসির-সুমাইয়ারও বয়স বেড়ে চললো, আর দেখতে দেখতে আম্মার হয়ে উঠলো টগবগে জোয়ান...

তারপর পৃথিবী তার রবের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হলো এবং মক্কা উপত্যকা থেকে উৎসারিত হলো এমন এক আলো, যা গোটা জগতকে আচ্ছন্ন করলো পূণ্য ও পবিত্রতায়... আর ন্যায় ও সততায় তাকে করলো পরিপূর্ণ। কারণ নবীয়ে উম্মী প্রকাশ্যে প্রচার করতে শুরু করেছেন তার প্রভুর প্রত্যাদেশ... তিনি তার কওমকে ভয় ও আশার কথা শোনাচ্ছেন।

তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন এমন এক জীবনের, যাতে রয়েছে দুনিয়া আখেরাতের সৌভাগ্য ও সম্মান...

* * *

আম্মার ইবনে ইয়াসির লোকমুখে শুনতে পেলো এই নতুন দাওয়াতের খবর, তখন সে উন্মুক্ত করলো তার কর্ণ, মস্তিষ্ক ও হৃদয়... কিন্তু যখন সে দেখলো, এ সম্পর্কে তার কাছে যা পৌঁছছে তা খুবই সামান্য এবং এত বিক্ষিপ্ত যে, তার তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম নয়... তখন সে মনে মনে বললো, ধিক তোমাকে হে আম্মার কেন তুমি নিজের তৃষ্ণা বৃদ্ধি করছো অথচ পানীয়-এর উৎস তোমার নাগালে?! এসো ছাহেবে রিসালাতের কাছে... এসো মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর কাছে; কারণ তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের কাছেই রয়েছে নিশ্চিত খবর...

* * *

আম্মার ইবনে ইয়াসির তৎক্ষণাত রওয়ানা হলো দারুল আরকামের উদ্দেশে... সেখানে গিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাক্ষাৎ লাভ করলো এবং তাঁর এমন কিছু কথা শুনলো যা তার হৃদয়কে প্রচণ্ড নাড়া দিলো... এবং তাঁর আদর্শকে এমনভাবে উপলব্ধি করলো,যা তার অন্তরকে ভরে দিলো প্রজ্ঞা ও আলোকমালায়... সুতরাং সেই মুহূর্তে সে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো :

أَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

* * *

আম্মার ইবনে ইয়াসির তার মা সুমাইয়ার কাছে গিয়ে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলো। তখন সে এত দ্রুত তাতে সাড়া দিলো, যেন এ বিষয়ে

তার কোন পূর্বপ্রতিশ্রুতি ছিলো... তারপর সে তার বাবা ইয়াসির-এর কাছে গেলো, এবং তাকেও একই ভাষায় দাওয়াত দিলো... যথারীতি তিনিও ইসলাম কবুল করলেন। ফলে এই বরকতময় পরিবারের ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে আলোর শোভাযাত্রায় শামিল হলো আরো তিনটি নক্ষত্র, যাদের আলো আজো পর্যন্ত আচ্ছন্ন করছে কোটি মুমিনের হৃদয় এবং আল্লাহর ইচ্ছায়– করতেই থাকবে যতোদিন না আল্লাহ এই পৃথিবী ও তার সবকিছুকে শেষ করে দেন ।

* * *

তিন ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের খবর উল্কার বেগে বনূ মাখযুমের কানে পৌঁছলো এরা মুসলমান হয়ে গেছে এ কথা শুনতেই তারা তেলে বেগুণে জ্বলে উঠলো। আক্রোশে যেন ফেটে পড়লো...

তারা কসম খেয়ে বসলো, হয় ওদেরকে ইসলাম থেকে ফেরাবে না হয় ওদেরকে পিষে ফেলবে... ইসলাম থেকে তো তাদের টলাতে পারলো না তাই শুরু হলো অত্যাচার। নির্যাতনের সেই চিত্র বড় করুণ। তারা এই তরুণ ও তার মা-বাবাকে নিয়ে যেতো মক্কার মরুপ্রান্তরে। তাদের গায়ে চাপিয়ে দিতো লোহার ভারী বর্ম এবং সূর্যের তাপে ঝলসে দিতো শরীর... ওরা পালাক্রমে এদেরকে মারতো, মারতে মারতে কাহিল করে ফেলতো, কিন্তু পানি চাইলে পানি দিতো না।...

এক পর্যায়ে যখন কণ্ঠনালী শুকিয়ে যেতো, শিরাগুলো জমে যেতো আর চামড়া ফেটে প্রবলবেগে বইতো রক্তস্রোত তখন সেদিনকার মতো তাদেরকে ছেড়ে দিতো, যেন পরের দিন আবার তারা প্রস্তুত হয় সাজা ভোগের জন্য।

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাদেরকে ঐভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে...

কিন্তু রাসূল তাদেরকে কোন রকম সাহায্য করতে পারছেন না দেখে খুবই মর্মাহত হলেন। তাই তাদের সামনে গিয়ে বললেন, ধৈর্য ধরো ইয়াসির পরিবার! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিশ্রুতি জান্নাত।

প্রিয় রাসূলের এই সান্ত্বনা শুনে নিপীড়িত প্রাণগুলো শান্ত হলো।

বিস্ফারিত চোখগুলো শীতল হলো এবং তৃপ্তির এক হাসি ছড়িয়ে পড়লো বেদনাক্লিষ্ট চেহারাগুলোয়...

*　　*　　*

দুই বৃদ্ধের যন্ত্রণা ভোগ বেশি দীর্ঘ হলো না...

সুমাইয়া– তাঁর কাহিনী এভাবে শেষ হলো যে, একদিন নির্যাতনকালে আবু জাহেল যাচ্ছিলো তার পাশ দিয়ে। তখন সে তাকে কিছু পীড়াদায়ক কথা বললো। ইতরভাষায় গালি-গালাজ করলো, কিন্তু তিনি ফিরেও তাকালেন না... এতে সে দারুণ খেপে গেলো, মুহূর্তে বর্শা টেনে বের করে তার তলপেটে নিক্ষেপ করলো এবং বর্শার সেই আঘাত বেরিয়ে গেলো তার পিঠ ভেদ করে...

ফলে তিনিই হলেন ইসলামে প্রথম শহীদ... আর এ-ই যথেষ্ট তার মহিমান্বিতা ও গৌরবান্বিতা হওয়ার জন্যে... আর ইয়াসির, সে চরম নিগৃহীত হয়ে মারা যায়। মৃত্যুকালে তার যবানে জারি ছিলো–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

*　　*　　*

মা-বাবার শাহাদাতের পর আম্মারের দুর্ভোগ বেড়ে গেলো। জালিমেরা এবার তার উৎপীড়নে সকল সীমা ছাড়িয়ে গেলো।

একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলেন ক্ষুণ্ন, বিষণ্ন কুণ্ঠিত চিত্তে বিমর্ষ চেহারায় ভারাক্রান্ত মনে আর সংকোচ ও লজ্জায় অধোবদন হয়ে...

তিনি চেষ্টা করলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে চোখ মেলে তাকাতে, কিন্তু কিছুতেই পারলেন না মাথা উঁচু করতে...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন– তোমার কী হয়েছে আম্মার? আম্মার উত্তর দিলেন, ভয়াবহ অকল্যাণ ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি আবার সুধালেন– 'কী হয়েছে?' আম্মার তখন বললেন, গতকাল ওরা আমাকে শাস্তি দিলো এবং এতই নিমর্মভাবে যে, যদি সেই শাস্তি, সেই নিগ্রহ কোন পাহাড়ের উপর পড়তো পাহাড় দু'ভাগ হয়ে

যেতো... আল্লাহর দুশমনেরা আমাকে দ্বিপ্রহরের তপ্ত রোদে নিক্ষেপ করেই ক্ষান্ত হলো না; ওরা আমার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিলো। আগুনে আমার শরীর দগ্ধ হতে থাকলো আর ওরা আমাকে বললো–

আপনার নিন্দা ও ওদের প্রতিমাদের প্রশংসা করতে। এক পর্যায়ে আমি করেছি... তারপর তিনি এক মর্মভেদী কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন...

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন... 'তোমার অন্তরের অবস্থা কেমন আম্মার?' 'তিনি বললেন অন্তর পুরোপুরি আশ্বস্ত ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবীজী বললেন 'তাহলে ভয়ের কিছু নেই। এরপর আবার যদি তারা তোমাকে ওরকম বাধ্য করে তবে তুমিও বলো, যে রকম বলেছো।'

এরপর আল্লাহ তাআলা আম্মারকে সম্মানিত করলেন তার শানে আয়াত নাযিল করে– ইরশাদ করলেন :

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর তাঁর কুফুরীতে লিপ্ত হয়– অবশ্য সে নয় যাকে বাধ্য করা হয়েছে, কিন্তু তার অন্তর ঈমানে স্থির রয়েছে; বরং সেই বক্তি যে কুফুরীর জন্য নিজ হৃদয় খুলে দিয়েছে। এরূপ লোকের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে গযব নাযিল হবে এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে মহাশাস্তি। (নাহল : ১০৬)

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার সাহাবীদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন তখন যারা নিজেদের দ্বীন রক্ষায় সেখানে হিজরত করেন আম্মার ছিলেন তাদের অগ্রভাগে। কুবায় পৌঁছতেই মুহাজিরেরা যেখানে অবতরণ করেন– তিনি তাদের আহ্বান করলেন, একটি মসজিদ নির্মাণের। যেখানে তারা সালাত আদায় করবেন। সকলে তার সেই প্রস্তাবে সাড়া দিলো...

ফলে আম্মার ইবনে ইয়াসির সেদিন যেই মসজিদটি কায়েম করলেন

তাই হলো ইসলামে স্থাপিত প্রথম মসজিদ। আর এটাই যথেষ্ট তার মর্যাদা ও অগ্রগণ্যতার জন্যে...

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় হিজরতে করলেন তখন তাকে পেয়ে আম্মারের চক্ষু শীতল হলো। তিনি ততটাই আনন্দিত হলেন যতটা আনন্দ লাভ করে প্রেমিক তার প্রিয়কে পেয়ে। ফলে তিনি সারাক্ষণ তার সঙ্গে সঙ্গে থাকলেন। এমনকি দিনে রাতে এক মুহূর্তের জন্যও তার থেকে আড়াল হতে না হয় সেই চেষ্টা করলেন...

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার ভালোবাসার সমাদর করতেন তেমনি ভালোবাসা দিয়ে...। যখনই দেখা হতো বলতেন, 'খুব ভালো, খুব চমৎকার মানুষ এসেছে।'

* * *

বদরের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকাতলে আম্মার বীরবিক্রমে লড়াই করেন... আর তিনিই ছিলেন একমাত্র মুসলিম, যিনি অংশগ্রহণ করেছেন এই যুদ্ধে আর তার মা-বাবা দু'জনেই শহীদ।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার রবের সান্নিধ্যে চলে গেলেন এবং অধিকাংশ আরব ইসলাম থেকে হটে গেলো– সেই সংকট কালে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি রাখেন এক গৌরবময় অবদান, যা ইতিহাসে আজো অম্লান...

সেদিন যুদ্ধের এক পর্যায়ে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবীদের মাঝে হতাহতের সংখ্যা বেড়ে গেলো এবং মৃত্যু একের পর এক ভয়াবহভাবে ছিনিয়ে নিতে শুরু করলো হাফেযে কুরআনদের... আর কেঁপে উঠলো মুসলমানদের পায়ের তলার মাটি...

তখন আম্মার দাঁড়ালেন একটি উঁচু পাথরের উপর। তার কর্তিত দুই কান ঝুলছে মাথার সঙ্গে। সেই অবস্থাতেই তিনি দরাজ কণ্ঠে বললেন:

হে মুসলমানগণ! তোমরা কি পালাচ্ছো জান্নাত থেকে... এসো,

আমার দিকে এসো মুসলিম ভাইয়েরা... তারপর তিনি তাদের সামনেই বেরিয়ে পড়লেন... আর তার কান দু'টো দুলছে তার গালের উপর...

তার নেতৃত্বে এবার মুসলমানগণ শক্ত আঘাত হানলো মুসায়লামা বাহিনীর উপর, আর তাতেই নিহত হলো মিথ্যাবাদী মুসায়লামা এবং মানুষ আবার দলে দলে ফিরতে শুরু করলো আল্লাহর দ্বীনে, যেমন তারা বেরিয়ে গিয়েছিলো দল ধরে।

* * *

খিলাফতের দায়িত্বভার যখন হযরত উমরে ফারুক রাযি.-এর কাছে এলো; তিনি আম্মারকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করলেন এবং তার সঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে দিলেন, আর কুফাবাসীর উদ্দেশ্যে লিখলেন–

আম্মা বা'দ,

আমি আম্মারকে তোমাদেরকে কাছে পাঠালাম আমীর হিসেবে আর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদকে শিক্ষক ও তার সহযোগী হিসেবে...

এরা দু'জনেই তোমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্নেহধন্য সাহাবী...

অতএব তোমরা তাদের কথা শুনো, তাদেরকে মান্য করো। এর কিছু দিন পর হযরত উমর রাযি. বিশেষ কী ভেবে আম্মারকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলেন। আম্মার যখন দেখা করতে এলো; বললেন, আম্মার তুমি কি কষ্ট পেয়েছো? তিনি উত্তর দিলেন, অপসারণ আমাকে যতটা কষ্ট দিয়েছে তার চেয়ে বেশি কষ্টদায়ক ছিলো দায়িত্ব গ্রহণ...

* * *

আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন আম্মার ইবনে ইয়াসির-এর প্রতি...

কারণ মাথার তালু থেকে নিয়ে পায়ের তলা পর্যন্ত (আপাদ মস্তক) তিনি ছিলেন পূর্ণাঙ্গ মু'মিন...

আল্লাহ রাজী-খুশি হোন তার বাবা ইয়াসির ও তার মাতা সুমাইয়ার প্রতি...কারণ তাদের গোটা পরিবারই ছিলো ঈমানী পরিবার ...

হযরত সুহায়ল ইবনে আমর রাযি.

"তোমাদের কেউ সুহায়লকে দেখলে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করো না যেন। কারণ আমার যিন্দেগীর কসম, সুহায়লের মাঝে রয়েছে বিবেক ও ভদ্রতা। সুহায়লের মতো মানুষ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ হতে পারে না।"

–মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ

হযরত সুহায়ল ইবনে আমর রাযি.

হযরত সুহায়ল ইবনে আমর রাযি.। কুরায়শের আলোচিত নেতা। আরবের সুভাষী বক্তা এবং 'আহলুল হাল ওয়াল আকদে'র অন্যতম সদস্য, যাদেরকে বাদ দিয়ে কোন সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হয় না।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রকাশ্যে হকের দাওয়াত দিতে শুরু করেন হযরত সুহায়ল রাযি. তখন পরিণত বয়েসী, প্রৌঢ়। তার পরিপক্ক বুদ্ধি ও গভীর দৃষ্টির দাবী ছিলো, সত্য ও মানবতার নবীর আহ্বানে সে-ই প্রথম সাড়া দেবে। কিন্তু সুহায়ল যে শুধু ইসলাম থেকে বিরত রইলো তাই নয়; বরং মানুষকেও বাধা দিতে শুরু করলো আল্লাহর পথে আসতে– সকল রকমে, আর অগ্রণী মুসলিমদের উপর আরম্ভ করলো নিষ্ঠুর নির্যাতন। যেন তারা দ্বীন ত্যাগে বাধ্য হয় এবং ফিরে আসে শিরকী ধর্মে... কিন্তু হঠাৎ সে এমন এক সংবাদ শুনলো, যা বজ্রপাতের মতো এসে পড়লো তার ওপর। সে জানতে পারলো, তার ছেলে আব্দুল্লাহ ও মেয়ে উম্মে কুলসুম মুহাম্মাদের অনুসারী হয়ে গেছে। এবং তার ও কুরায়শের নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেতে ঈমান নিয়ে হাবশায় পলায়ন করেছে।

* * *

তারপর আল্লাহর ইচ্ছায়, হাবশায় হিজরতকারীদের কাছে পৌঁছলো এক মিথ্যা সংবাদ। এ মর্মে যে, কুরায়শ গোত্রের সকলে ইসলাম কবুল করেছে এবং মুসলমানরা নিজ পরিজনদের নিয়ে নিরাপদে দিন কাটাচ্ছে। এ খবর পেয়ে মুহাজিরদের একদল মক্কায় ফিরে এলো। যাদের মধ্যে সুহায়লের পুত্র আব্দুল্লাহও ছিলো।

আব্দুল্লাহর পা মক্কার মাটিতে পড়তেই তার বাবা তাকে ধরে ফেললো এবং তাকে শিকল– বন্দী করে তার ঘরের এক অন্ধকার কুঠুরিতে ফেলে রাখলো... নিত্যনতুন কায়দায় নির্যাতন করতে শুরু করলো তাকে। ক্রমাগত সেই নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে এক পর্যায়ে যুবক মুহাম্মাদের দ্বীন

প্রত্যাখ্যান করে বাপ-দাদার ধর্মে ফিরে আসার ঘোষণা দিলো। এতে সুহায়লের স্বস্তি ফিরলো। দুশ্চিন্তা কাটলো এবং সে মুহাম্মাদের উপর জয়ী হয়েছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করলো।

* * *

এর অল্প কিছুদিন পরেই মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিরুদ্ধে বদরে যুদ্ধের সংকল্প করলো। তখন তাদের সঙ্গে সুহায়লও নিজ পুত্র আব্দুল্লাহ সহ রওয়ানা হলো। সে খুবই ব্যগ্র ছিলো, তার জওয়ান ছেলেকে তরবারী ধারণ করতে দেখবে মুহাম্মাদের বিপক্ষে, যে কিনা এই কিছুদিন আগেও তার অনুসারী ছিলো।

* * *

কিন্তু তাকদীর সুহায়লের জন্য সঞ্চিত রেখেছিলো এমন এক ব্যাপার, যা ছিলো তার একেবারেই হিসাবের বাইরে... কারণ বদর প্রান্তরে দু'দল মুখোমুখি হতেই এই মু'মিন মুসলিম যুবক পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলো মুসলমানদের কাতারে এবং নিজেকে দাঁড় করালো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পতাকাতলে, আর তরবারী উঁচিয়ে ধরলো নিজের বাবা ও তার সঙ্গে আগত আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে...

* * *

'বদর যুদ্ধ' যখন শেষ হলো সেই মহাবিজয়ের মধ্য দিয়ে, যা আল্লাহ তাঁর নবীকে দান করলেন। আর যুদ্ধবন্দী মুশরিকদের একে একে পেশ করা হলো তাঁর ও তাঁর পুণ্যাত্মা সাহাবীদের সামনে, তখন দেখা গেলো, সুহয়াল ইবনে আমরও রয়েছে তাদের মধ্যে।

সুহায়ল যখন নবী (সা.)-এর সামনে নতশিরে দাঁড়ালো– মুক্তিপণের বিনিময়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে, তখন হযরত উমর রাযি. তার দিকে এক তীব্র দৃষ্টি হেনে বললেন, আমাকে ছেড়ে দিন ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি ওর সামনের দাঁত দু'টি উপড়ে ফেলি, যেন আজকের পরে আর কখনো সে মক্কার কোন মজমায় দাঁড়িয়ে ইসলাম ও তার নবীকে আক্রমণ করে। বক্তৃতা করতে না পারে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

"ওমর! ছেড়ে দাও ওদেরকে, কারণ হয়তবা তুমি ওদের থেকে এমন কিছু দেখবে, যা ইনশাআল্লাহ তোমাকে আনন্দিত করবে।"

* * *

তারপর কালের চাকা ঘুরতে লাগলো এবং এসে গেলো 'সুলহে হুদায়বিয়া'। কুরায়শরা তাদের পক্ষ থেকে সুহায়ল ইবনে আমরকে পাঠালো চুক্তি সম্পাদনের জন্য। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বরণ করলেন এবং তার সাথে সাহাবীদের এক জামাত, যাদের মধ্যে রয়েছে সুহায়লের পুত্র আব্দুল্লাহও।

মহানবী আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ইবনে আবী তালেবকে ডাকলেন চুক্তি লিপিবদ্ধ করার জন্য। তিনি লিখতে শুরু করলেন রাসূলের তরফ থেকে। রাসূল বললেন, "লেখো– বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" সুহায়ল এতে বাধা দিয়ে বললো, আমরা এর সাথে পরিচিত নই। বরং লিখুন, বিসমিকা আল্লাহুম্মা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে বললেন, লেখো বিসমিকা আল্লাহুম্মা।

তারপর বললেন, "লেখো এই চুক্তিসমূহ অনুমোদন করেছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। সুহায়ল তখন বললো, যদি আমরা বিশ্বাস করতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল তাহলে আপনার সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতাম না। এখানে বরং আপনার নাম ও আপনার বাবার নাম লিখুন। একথা শুনে নবীজী বললেন, "আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল যদিও তোমরা অস্বীকার করো... লেখো মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ" তারপর চুক্তি সম্পন্ন হলো, আর সুহায়ল ইবনে আমর ফিরে গেলো এক অপরিসীম আত্মতৃপ্তি নিয়ে। কারণ তার ধারনায় সে তার কওমের এক বিশাল জয় নিশ্চিত করেছে মুহাম্মাদের ওপর।

* * *

কালের চাকা ঘুরতে ঘুরতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, কুরায়শরা বরণ করলো বিনা যুদ্ধে এক নিদারুণ পরাজয়...

এই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করছেন মক্কায়... আর ঐ তো ঘোষণা করছে ঘোষক– হে

মক্কাবাসী! যে অমুকের বাড়ীতে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। যে আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে আশ্রয় নেবে সেও নিরাপদ... এই ঘোষণা শুনতেই সুহায়লের অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠলো। সে দারুণ ঘাবড়ে গেলো এবং কোন দিশা না পেয়ে দরোজায় খিল এঁটে ঘরে লুকিয়ে রইলো।

জীবনের ঐ শ্বাসরুদ্ধকর মুর্হূতে সুহায়লের কী অবস্থা হয়েছিলো এবং তিনি কী করলেন– সে কথা আমরা তার মুখেই শুনি। তিনি বলেন,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন আমি তখন ঘরে ঢুকে দ্বার রুদ্ধ করে দিলাম এবং একজনকে পাঠালাম আমার ছেলে আব্দুল্লাহর খোঁজে। আমি নিজে তার সাথে দেখা করতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। কারণ সে মুসলমান হওয়ায় আমি তাকে খুব মারধর করেছি। তো সে যখন আমার কাছে এলো, বললাম, মুহাম্মাদের কাছে আমার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। কারণ আমি প্রাণনাশের আশঙ্কা করছি... আব্দুল্লাহ তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গিয়ে আবেদন করলো, আমার আব্বা... আপনি কি তাকে নিরাপত্তা দেবেন ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গিত...?

নবীজী বললেন, হ্যাঁ... সে আল্লাহর আশ্রয়ে নিরাপদ। সে বেরিয়ে আসুক। এরপর তার সাহাবীদের দিকে ফিরে বললেন, তোমাদের মধ্যে যার সাথে সুহায়লের দেখা হয় সে যেন তার সাক্ষাতকে অসুন্দর না করে। কারণ আমার জিন্দেগির কসম, নিঃসন্দেহে সুহায়ল ভদ্র ও বুদ্ধিসম্পন্ন লোক। সুহায়লের মতো মানুষ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ হতে পারে না। কিন্তু তাকদীরে যেমন লেখা ছিলো তাই ঘটেছে।

* * *

এরপর সুহায়ল ইসলাম গ্রহণ করলেন। এমন ইসলাম, যা পৌঁছে গেলো তার অন্তরের অন্তস্থলে এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি ভালোবাসলেন। এমন ভালোবাসা যা তাঁকে অধিষ্ঠিত করলো তার হৃদয়ের চূড়ায়।

সিদ্দীকে আকবার রাযি. বলেন আমি বিদায় হজ্জের দিন দেখেছি, সুহায়ল ইবনে আমর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর

সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি রাসূলকে কুরবানির পশু এগিয়ে দিচ্ছেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মুবারক হাতে সেগুলো জবাই করছেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষৌরকার ডেকে মাথা মুণ্ডালেন। তখন সুহায়লকে দেখলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর চুলসমূহ থেকে কিছু চুল নিয়ে সে তার চোখে লাগাচ্ছে... তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়লো হুদায়বিয়ার দিনের কথা। কেমন করে সেদিন সে অস্বীকার করেছিলো "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" লিখতে... আমি তাই আল্লাহর প্রশংসা করলাম। তিনিই হেদায়েত দিয়েছেন তাকে।

* * *

ইসলাম কবুলের পর থেকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও আখেরাতের পুঁজি সঞ্চয়ই হলো সুহায়লের ধ্যানজ্ঞান।

তাই মক্কা বিজয়ের পর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে তার মতো নামাযী, রোযাদার ও দানশীল এবং তার মতো কোমল হৃদয় ও আল্লাহর ভয়ে এত বেশ ক্রন্দনকারী আর কেউ ছিলো না।

তার ওপর তিনি প্রতিদিন যেতে শুরু করলেন মু'আয ইবনে জাবালের কাছে। যেন তিনি সামান্য সামান্য করে তাকে কুরআন শিখিয়ে দেন। তার এই মতি দেখে যিরার ইবনে খাত্তাব তাকে বললো, আরে আবু যায়েদ! তুমি দেখছি এই খাযরাজির কাছে যাচ্ছো কুরআন পড়ার জন্য। তোমার স্বগোত্র কুরায়শের কারো কাছে যেতে পারতে না?

সুহায়ল উত্তরে বললেন, ওহে যিরার, তুমি যা বললে এ হচ্ছে জাহিলিয়াতের লক্ষণগুলোর একটি। আর এ-ই আমাদের সর্বনাশ করেছে যার ফলে সব মহৎ কাজে আমরা পিছনে পড়েছি। অন্যরা চলে গেছে আমাদের আগে...। শোন, ইসলাম আমাদের থেকে জাহিলিয়াতের এইসব মানাভিমান তিরোহিত করেছে, আর এমন এক জাতিকে ঊর্ধ্বে তুলেছে যাদের কোন আলোচনাই ছিলো না... হায়, যদি আমরা তাদের সঙ্গ অবলম্বন করতাম তাহলে আমরাও এগিয়ে যেতাম যেমন তারা এগিয়ে গেছে... সুহায়ল সবসময়ই অনুভব করতেন তার ও তার মতো যারা আছে তাদের ওপর অগ্রণী মুসলিমদের প্রাধান্য এবং বুঝতে পারতেন তার ও তাদের মাঝে কী ব্যবধান...

একদিন তিনি ও হারেস ইবনে হিশাম এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারব হাজির হলেন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.-এর দরোজায়। তাদের সঙ্গে আম্মার ইবনে ইয়াসির, ছুহায়ব আর রুমি এবং আরো কিছু ব্যক্তি, যারা দাস বংশের কিন্তু ইসলামে রয়েছে তাদের অগ্রগণ্যতা– এমনরাও উপস্থিত হলো। সবাই অপেক্ষা করছে। এমন সময় হযরত উমরের ঘোষক বেরিয়ে এসে বললো–

আম্মার প্রবেশ করবে, ছুহায়ব প্রবেশ করবে... তখন কুরায়শের সাক্ষাতপ্রার্থীরা রাগতভাবে মুখচাওয়া চাওয়ি করলো। তারপর তাদের একজন বললো, আজকের মতো আর কখনো দেখিনি। উমর এদেরকে অনুমতি দিচ্ছে, অথচ আমরা তার দরোজায়; সে ভ্রুক্ষেপই করলো না?!!

সুহায়ল তখন বললেন, রাগ করতে চাও তো নিজেদের উপর করো।

দাওয়াত ওদেরকেও দেয়া হয়েছে, আমাদেরকেও; তারা তখনই গ্রহণ করেছে আর আমরা দেরি করেছি... ভেবে দেখো কী অবস্থা হবে আমাদের, যদি কেয়ামতের দিন তাদেরকে ডেকে নেয়া হয় জান্নাতে আর আমরা বাদ পড়ে যাই?!...

শোন! আল্লাহর কসম, যে মহত্ত্বে মর্যাদায় তারা তোমাদের ছাড়িয়ে গেছে, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর নয় তা নিশ্চয়ই অনেক গুণে বেশি; এই দরোজার তুলনায় যার জন্যে তোমরা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। আরো বললেন, নিশ্চয়ই এরা তোমাদের অগ্রগামী হয়ে গেছে, যে যে ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়ার ছিলো। এখন শুধু জিহাদ ও শাহাদাতই হতে পারে এর একমাত্র ক্ষতিপূরণ। আল্লাহর কসম...।

এই বলে তিনি উঠে গেলেন কাপড় ঝাড়া দিয়ে।

* * *

যুদ্ধ তখন চলছিলো শামের সীমান্তে মুসলিম ও রোমানদের মধ্যে। সুহায়ল ইবনে আমর নিজের স্ত্রী, সন্তান ও নাতিনাতনীদের একত্র করলেন। তারপর সবাই মিলে রওয়ানা হলেন শাম অভিমুখে। উদ্দেশ্য, সেখানে আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত প্রহরায় নিজেদের শামিল করবেন। তিনি তার সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বললেন– আল্লাহর কসম! মুশরিকদের জন্য আমি

যত অবদান রেখেছি মুসলমানদের জন্যও অনরুপ অবদান রাখবো, আর মুশরিকদের আমি যত অর্থানুকূল্য দিয়েছি ঠিক সেইরূপ অর্থ সহায়তা আমি মুসলিমদের দেবো... আর আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর পথে সীমান্ত প্রহরায় অবিচল থাকবো যাবৎ না শহীদী মৃত্যু নসীব হয় কিংবা মক্কার বাইরে মুসাফিরি হালতে মওত আসে।

*　　*　　*

সুহায়ল ইবনে আমর তার শপথকে সত্যে পরিণত করলেন। আর তাই ইয়ারমূকের যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে অংশ নিয়ে সত্যনিষ্ঠ মু'মিনদের মতো প্রাণপণে লড়াই করে গেলেন...

তারপর একের পর এক যুদ্ধে যোগ দিতে লাগলেন। স্থানান্তরিত হলেন এক দেশ থেকে আরেক দেশে...। অবশেষে শামে দেখা দিলো "আমওয়াস" মহামারি। আর এতেই সুহায়ল প্রাণ হারালেন। তার সাথে তার পরিবারের অন্য সদস্যাগণ...

আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন সুহায়ল ইবনে আমরের প্রতি এবং তাকে সঙ্গী করুন নবী ও শহীদদের, আর কতইনা উত্তম সঙ্গী তারা!

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আল আনসারী রাযি.

“মুসলমানদের জন্য তাঁদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পনের শত চল্লিশখানা হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।”

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আল আনসারী রাযি.

কাফেলা এগিয়ে চলেছে... দ্রুত পদক্ষেপে... ইয়াছরিব থেকে মক্কার দিকে। ব্যাকুলতার সঙ্গীত তাদেরকে ধাবিত করছে, আর এক সুতীব্র তৃষ্ণা তাদের টানছে সমুখ পানে... কারণ রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে তাদের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

কাফেলার প্রতিটি প্রাণ তাই উন্মুখ সেই মুহূর্তটির জন্যে, যখন সে নবী আলাইহিস্ সাল্লামের সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবে... এবং তাঁর হাতে হাত রেখে আনুগত্য ও মান্যতার শপথ নেবে, আর অঙ্গীকার করবে তাকে সমর্থন ও সহযোগিতার...

কাফেলায় ছিলেন এক প্রবীণ। সকলের শ্রদ্ধেয় ও সবচাইতে প্রাজ্ঞ। তার একমাত্র শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। আর ইয়াছরিবে রয়েছে তার আরো নয়টি মেয়ে। কিন্তু ছেলে শুধু একটিই...

বৃদ্ধ ভীষণভাবে চেয়েছিলেন, তার ছোট্ট বালকটি এই বাই'আতে উপস্থিত থাকুক... এবং আল্লাহর নেয়ামতরাজির মধ্য হতে এই মহান, এই দুর্লভ নেয়ামতটি তার হাতছাড়া না হোক। এই বৃদ্ধের নাম আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আলখাযরাজী, আল আনসারী। আর তার বালক পুত্র, সে-ই আমাদের গল্পের নায়ক; জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আলআনসারী।

* * *

ঈমানের রৌশনী তখনই জাবেরের অন্তরে রেখাপাত করেছিলো– যখন তিনি কিশোর, সতেজপ্রাণ। তাই তার জীবনের প্রতিটি দিক হয়ে ওঠে সমান আলোকজ্জ্বল। ইসলাম তার কচি হৃদয়কে স্পর্শ করেছিলো ঠিক সেইভাবে, যেভাবে বৃষ্টিফোঁটা নতুন কুঁড়িতে পরশ বুলিয়ে দেয় আর সে বিকশিত হয় এবং সুগন্ধ ছড়ায়... রাসূল আলাইহিস্‌সালাতু ওয়াস সালামের সাথে তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছিলো যখন তার আঙ্গুলের নখগুলো সবুজ নরম দূর্বাদলের মতোই...

* * *

রাসূলে আ'যম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করে এলেন, এই মু'মিন বালক তখন হেদায়েত ও রহমতের নবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ফলে তিনি হয়ে ওঠেন এক উৎকৃষ্টজন তাদের মধ্যে, যাদের গড়েছে মাদরাসায়ে মুহাম্মাদী কিতাবুল্লাহর হিফয, তাফাক্কুহ ফিদ্দীন ও হাদীসে রাসূল রেওয়ায়েতের জন্য...

পাঠকের শুধু এটুকু জানাই যথেষ্ট হবে যে, "মুসনাদে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ" বা জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর হাদীস সংকলন তার দুই মলাটের মাঝে ধারণ করেছে পনের'শ চল্লিশখানা হাদীস... যে হাদীসগুলো এই সুযোগ্য শিষ্য সংরক্ষণ করেছেন এবং মুসলমানদের জন্য তাদের নবী পাক থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের 'সহীহায়নে' সেখান থেকে দুই'শরও বেশি হাদীস চয়ন করেছেন। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর এই সংগ্রহ মুসলমানদের চলার পথে আলো ছড়িয়েছে দীর্ঘকাল... কারণ তিনি পেয়েছিলেন আল্লাহর রহমতে প্রায় শতাব্দীব্যাপী দীর্ঘ হায়াত।

* * *

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. বদরে এবং উহুদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। কারণ একে তো তিনি ছিলেন ছোট। তাছাড়া তার বাবা তাকে বলে গিয়েছিলেন বোনদের কাছে থাকতে। কারণ তিনি ছাড়া বাবার অনুপস্থিতিতে তাদের দেখাশোনার কেউ ছিলো না।

হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন উহুদের যুদ্ধ হলো, তার আগের রাতে আব্বা আমাকে ডেকে বললেন, আমার মনে হচ্ছে কাল রাসূলের সাহাবীদের মধ্যে যারা প্রথম শহীদ হবেন আমি তাদের সঙ্গে। আর আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে সবচে' প্রিয় যাকে আমি রেখে যাচ্ছি সে হলে তুমি। আমার কিছু ঋণ রয়েছে, তুমি সেগুলো পরিশোধ করো আর তোমার বোনদের খেয়াল রেখো...

ওদের কষ্ট দিয়ো না যেন'। যখন সকাল হলো, দেখলাম উহুদে নিহতদের মাঝে আমার আব্বাই প্রথম। তার দাফন কাফন শেষ করে

আমি মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এলাম। বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আব্বা কিছু ঋণ রেখে গেছেন... আর আমার কাছে এমন কিছুই নেই যা দিয়ে তার দেনা শোধ করতে পারি। কেবল কিছু খেজুর বৃক্ষ ও তার ফল ছাড়া। কিন্তু যদি ঐ ফল দিয়ে ঋণ শোধ করতে যাই তাহলে কয়েক বছরেও আদায় হবে না... আবার এছাড়া আমার বোনদেরও কোন সম্পত্তি নেই, যা দিয়ে তাদের খরচ চালাবো...

সব শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সঙ্গে করে আমাদের খেজুর শুকানোর জায়গায় গেলেন এবং আমাকে বললেন, "তোমার বাবার পাওনাদারদের ডাকো"। আমি তাদের ডেকে আনলাম।

তিনি অনবরত তাদের মেপে দিতে থাকলেন, এক পর্যায়ে আল্লাহ আমার বাবার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করে দিলেন ঐ বছরের খেজুর দিয়ে। তারপর আমি খেজুরের স্তুপের দিকে তাকালাম। দেখি, সেটা যেমন ছিলো তেমনই আছে... যেন তার থেকে একটি খেজুরও কমেনি ...

* * *

জাবেরের বাবার ওয়াফাতের পর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে তার একটি যুদ্ধও বাদ যায়নি। আর প্রত্যেক যুদ্ধেই তার ঘটেছে এমন এমন ঘটনা, যা বর্ণনা করার মতো এবং মনে রাখার মতো। অতএব আমরা এখন তার মুখে শুনবো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে তার একটি ঘটনা।

হযরত জাবের রাযি. বলেন–

খন্দকের দিন আমরা পরিখা খনন করছিলাম, হঠাৎ একটি প্রকাণ্ড পাথর বেরিয়ে এলো। আমাদের পক্ষে যা ভাঙা সম্ভব হলো না। আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানানোর উদ্দেশ্যে তার কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ! আমাদের সামনে একটি ভারি শক্ত পাথর পড়েছে। আমাদের কুড়াল তার কিছুই করতে পারছে না। আমরা কুড়াল চালিয়েছি, কিন্তু কোন ফল হচ্ছে না। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তখন বললেন, রাখো, আমি আসছি।

তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তার পেটে তখন একটি পাথর বাঁধা– যেটা তিনি বেঁধেছেন ক্ষুধার তীব্রতা প্রশমিত করতে। কারণ তিনদিন হলো

আমরা কোন খাবারের স্বাদ গ্রহণ করিনি। নবীজী কুড়াল হাতে নিলেন এবং তিনি প্রস্তরে আঘাত করতেই সেটি ঝুরঝুরে বালি হয়ে গেলো।

সে সময় আমার খুব দুঃখ হলো রাসূলের ঐ ক্ষুধার্ত অবস্থা দেখে। তাই আমি তার নিকটে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি কি আমাকে একটু বাড়ীতে যাওয়ার অনুমতি দেবেন?

তিনি বললেন, "যাও"।

ঘরে এসে স্ত্রীকে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ ক্ষুধার্ত। এত বেশি যে, সে ক্ষুধা কারো পক্ষে সহ্য করা সম্ভব না। তো তোমার কাছে কিছু আছে নাকি?

সে বললো, আমার কাছে অল্প কিছু যব আর একটি ছোট ছাগল আছে।

আমি তাড়াতাড়ি সেটা জবাই করলাম এবং তার গোশত কেটে পাতিলে রাখলাম। আর যব পিষে স্ত্রীর কাছে দিলাম। সে আটা ছানতে লেগে গেলো। যখন দেখলাম, গোশত সিদ্ধ হয়ে এসেছে এবং আটাও বেশ নরম হয়েছে, খামির করার মতো, তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম তাকে দাওয়াত দিতে। বললাম, সামান্য কিছু খাবার আপনার জন্য তৈরি করেছি ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ... তো আপনি ও আপনার সঙ্গে আরো এক দুইজন চলুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন খাবার কী পরিমাণ? আমি বর্ণনা দিলাম...

নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম যখন খাবারের পরিমাণ আন্দাজ করলেন তখন সবার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন, "হে আহলে খন্দক! জাবের তোমাদের জন্য খাবার তৈরি করেছে, সুতরাং সবাই এসো..."

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বলো, সে যেন চুলা থেকে পাতিল না নামায় এবং আমি আসার আগে আটা খামির না করে।"

অতএব আমি চললাম ঘরের উদ্দেশ্যে, আর লজ্জায় দুশ্চিন্তায় আমার তখন কী অবস্থা তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

মনে মনে বললাম, খন্দকের সমস্ত লোকে আসছে এক ছা' যবের দাওয়াত খেতে... আর খাসি মাত্র একটি...?!

ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে বললাম,আরে এই, সর্বনাশ হয়ে গেছে... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসছেন গোটা খন্দকের মুজাহিদ নিয়ে। স্ত্রী বললো, তিনি কি জিজ্ঞেস করেছেন খাবার কী পরিমাণ?

বললাম, হ্যাঁ তাকে বলা হয়েছে।

সে বললো, তাহলে আর চিন্তা করো না। কারণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তার একথা শুনে আমার দুশ্চিন্তা কেটে গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন। তার সঙ্গে আনসার ও মুহাজিরগণও। তিনি তাদেরকে বললেন, "ভীড় না করে ভিতরে এসো"। তারপর তিনি আমার স্ত্রীকে বললেন, 'তোমার সঙ্গে রুটি বানাতে আরো কোন মহিলাকে নিয়ে নাও...

আর পাতিল চুলায় রেখেই তরকারি বাড়ো 'নামিয়ো না'। এরপর নবীজী একেক টুকরা রুটি গোশতসহ এগিয়ে দিতে লাগলেন সাহাবীদের দিকে আর তারা খেতে থাকলেন। এক পর্যায়ে সবার খাওয়া হয়ে গেলো এবং সবাই তৃপ্তি সহকারে খেলেন। হযরত জাবের রাযি. বলেন,

আল্লাহর কসম, তারা খেয়ে চলে গেলেন আর আমাদের পাতিল তখনো ভর্তি, ঠিক যেমন ছিলো... এবং আটার খামিরা থেকে তখনো রুটি তৈরি হচ্ছে। শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার স্ত্রীকে বললেন, 'নিজেরা খাও... আর হাদিয়া দাও... ।'

ফলে সে নিজেও খেলো আর দিনভর ঐ রুটি-গোশত মানুষকে দিতে থাকলো।

* * *

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. এক সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত ছিলেন মুসলমানদের জন্য আলোর দিশারী ও পথের দিশা। কারণ আল্লাহ তাকে দীর্ঘায়ু দান করেছিলেন, ফলে তিনি হায়াত পেয়েছিলেন একশ বছরের কাছাকাছি।

একবারকার ঘটনা। তিনি আল্লাহর পথে অভিযানে বেরিয়েছেন রোমান অঞ্চল অভিমুখে।

মুসলিম বাহিনীকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হযরত মালেক ইবনে আব্দুল্লাহ আল খাছ'আমি রাযি.।

সৈন্যরা চলছিলো আর মালেক তাদের মধ্যে মধ্যে বিচরণ করছিলেন। উদ্দেশ্য, তাদের খোঁজ রাখা ও মনোবল বৃদ্ধি করা এবং বয়স্ক ও উপরস্থ সেনাদের বিশেষ যত্ন ও সুবিধার প্রতি দৃষ্টি দেয়া, যা তাদের প্রাপ্য। তো ওরকম খোঁজ খবর নিতে নিতে তিনি অগ্রসর হচ্ছেন এমন সময় দেখেন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছেন জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ কিন্তু তিনি যাচ্ছেন পায়ে হেঁটে... অথচ তার সাথে একটি খচ্চর রয়েছে। তিনি লাগাম ধরে হাঁকিয়ে নিচ্ছেন।

মালেক তাকে বললেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! ব্যাপারে কী, বাহনে চড়ছেন না যে?! আপনাকে তো আল্লাহ পরিবহনের মতো সওয়ারী দিয়েছেন।"

জাবের বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহর রাস্তায় যার পা ধূলি ধুসরিত হয় আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেন।"

তখন মালেক তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। সৈন্যবাহিনীর একেবারে সম্মুখভাগে পৌঁছলে পর আরেকবার তাকালেন জাবেরের দিকে। আর হাঁক দিয়ে বললেন, ওহে আবু আব্দুল্লাহ! কী হলো, খচ্চরে চড়ছেন না কেন? অথচ সেটা আপনার আয়ত্তের ভিতর?!

জাবের বুঝতে পারলেন উনি কী বলতে চাচ্ছেন। তাই গলা চড়িয়ে জবাব দিলেন–

'কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহর রাস্তায় যার পা ধূলিমলিন হয় আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দেন।" একথা শুনে সব মানুষ নেমে পড়লো তাদের বাহন থেকে...

কারণ তাদের প্রত্যেকেই প্রতিদানের প্রত্যাশী। ফলে এই বাহিনীর মতো এত বিপুল সংখ্যক পদাতিক আর কোন সেনাবাহিনীতে কখনো দেখা যায়নি।

* * *

মোবারকবাদ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আল আনসারীকে ঃ

তিনি রাসূলে আ'যাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বাইয়াত হয়েছেন, যখন নিষ্পাপ শিশু...

আর তাঁর শীষ্যত্ব অবলম্বন করেছেন, যখন তার আঙ্গুলের নখগুলো কোমল। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন আর সে হাদীস তার থেকে রেওয়ায়েত করেছে জনকে জন...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে থেকে জিহাদ করেছেন, তখন পরিপূর্ণ যুবক...

আর আল্লাহর রাস্তায় তখনো নিজের পায়ে ধুলো জড়িয়েছেন যখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ...

হযরত সালেম মাওলা আবু হুযায়ফা রাযি.

যদি সালেম জীবিত থাকতো তাহলে আমার পরে
তাকেই দায়িত্ব অর্পণ করতাম।

-হযরত উমর ইবনে খাত্তাব **রাযি.**

হযরত সালেম মাওলা আবু হুযায়ফা রাযি.

ছুবায়তা বিনতে য়্যা'আর তার গোলাম সালেমকে আযাদ করে দিলেন। সালেম তখন নবীনপ্রাণ কিশোর। তিনি তাকে আযাদ করেন তার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে; তার কিছু সদগুণ দেখে এবং তার মাঝে মেধা ও প্রতিভার ছাপ দেখতে পেয়ে। তাছাড়া তার কথায় ও আচরণে ফুটে উঠতো পুণ্যবান ও কর্মশীল মানুষের লক্ষণ।

এসব কারণে তাকে আযাদ করার পর স্বামী আবু হুযায়ফা ইবনে উতবা– যিনি বনূ আবদে শামছের অন্যতম সর্দার এবং বয়সে তরুণ, তার কাছে একটু খারাপ লাগলো যে, অবুঝ সালেমকে একাকী ছেড়ে দেয়া হবে... তাকে দেখাশুনা করার মতো কেই নেই... ফলে তিনি সালেমের হাত ধরে তাকে হারামে নিয়ে গেলেন এবং কা'বার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কুরায়শ জনতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশে বললেন, হে কুরায়শগণ! তোমরা সাক্ষী থাকো, আমার স্ত্রী ছুবায়তা আযাদ করে দেয়ার পর... আমি এই সালেমকে আমার পালকপুত্র রূপে গ্রহণ করলাম– সে এখন থেকে আমার কাছে তেমন, যেমন বাবার কাছে তার ছেলে। কুরায়শ তাকে সাধুবাদ দিয়ে বললো, তুমি যা করেছো তা সত্যিই অতুলনীয় হে ইবনে উতবা।

সেদিন থেকে এই কিশোরকে সবাই ডাকতে শুরু করলো: সালেম ইবনে আবি হুযায়ফা নামে।

* * *

এর কিছুদিন পরেই মক্কা-উপত্যকা থেকে উৎসারিত হলো ঐশী আলো এবং আল্লাহ তাঁর নবীকে পাঠালেন হেদায়েত ও দ্বীনে হকসহ। এই পবিত্র আলোর পরশ প্রথম যাদের হৃদয়কে স্পর্শ করলো আবু হুযায়ফা ও তার পালক পুত্র সালেমও তাদের অন্তর্ভুক্ত।

সত্যের আলোকরশ্মি তাদের অন্তরে প্রতিফলিত হলো। বাপ বেটা দু'জনেই রওয়ানা হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

খেদমতে এবং তাদের ইসলাম প্রকাশ করলেন তাঁর সামনে। আর সমস্বরে পাঠ করলেন :

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَخَاتَمَ رَسُلِهٖ

আবু হুযায়ফা ও তার পালক পুত্র সালেম আল্লাহর দ্বীনে দীক্ষিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ইসলাম বাতিল ঘোষণা করলো পালকপুত্র প্রথা... এবং মানুষকে আদেশ দিলো, ছেলেদেরকে তাদের প্রকৃত বাপের কাছে ফিরিয়ে দিতে। উদ্দেশ্য, তাদের বংশ সংরক্ষণ এবং জাহেলিয়াতের একটি খারাপ রসমের মূলোৎপাটন...

কুরআনে পালক সন্তানদের সম্পর্কে নাযিল হলো :

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ...

"তোমরা (পোষ্যপুত্রদেরকে) তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাকো।"

(আহযাব: ৫)

মুসলমানগণ তাদের রবের এই নির্দেশে সাড়া দিলেন এবং তালাশ করতে শুরু করলেন তাদের পোষ্যপুত্রদের বংশ। বাবার পরিচয় খুঁজে বের করে তারা সন্তানকে ফিরিয়ে দিলেন তার কাছে...

কিন্তু আবু হুযায়ফা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সালেমের বাবার কোন সন্ধান পেলেন না। তার কারণ, সালেমকে ছোটকালে বন্দী করে মক্কায় এনে ক্রীতদাসের বাজারে বেঁচে দেয়া হয়। তার বয়স তখন এত অল্প যে, এ বয়সে বাচ্চারা বলতে পারে না মা-বাবার নাম-পরিচয়...

তাই মানুষ তার নাম দিয়ে দেয় "সালেম মাওলা আবি হুযায়ফা" বা আবু হুযায়ফার (আযাদকৃত) গোলাম সালেম। আর এই নামেই তিনি সকলের কাছে পরিচিত হন– যতদিন বেঁচে ছিলেন।

* * *

তবে আবু হুযায়ফা ও সালেমের মধ্যকার সম্পর্ক দাস-মনিবের সম্পর্ক ছিলো না...

বরং তা ছিলো ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের সম্পর্ক যেমন হয় সে রকম; যখন থেকে ইসলাম তাদের অন্তর দু'টিকে এক সূতোয় গেঁথে দিয়েছে আর

ঈমান তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করেছে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত জায়গা করে নিয়েছে তাদের অন্তরাত্মায়...

আবুহুযায়ফা চাইলেন সালেমের সঙ্গে তার সম্পর্ক আরো গভীর, আরো দৃঢ়তর হোক এবং গোত্রপ্রীতিসহ সব রকম জাহেলি অভিমান ও মর্যাদাবোধ এমনকি তার চিহ্ন পর্যন্ত চিরতরে দূর হয়ে যাক– যে জাহেলিয়াতকে ইসলাম স্বহস্তে দাফন করেছে...

তাই, কুরায়শের আবশাম (আবদে শামছ) গোত্রীয় কুলমর্যাদার অধিকারিণী তার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে সালেমের সঙ্গে বিবাহ দিলেন...

এতে করে সালেমের সাথে তার আরেকটি সম্বন্ধ বাড়লো। সালেম এখন তার দ্বীনি ভাই আবার নিকটতম আত্মীয়... সুতরাং তাদের সুখের সীমা রাইলো না।

* * *

কিন্তু খুব বেশি দিন তারা এই সুখ ধরে রাখতে পারলেন না। কারণ একের পর এক নিপীড়ন-নির্যাতনের ঘটনা, প্রথম দিকের মুসলমানরা যার শিকার হচ্ছিলেন এবং তাদের জীবন হয়ে উঠছিলো বিভীষিকাময় সে কারণে মুসলমান বিরাট একটা অংশ মক্কা ত্যাগে বাধ্য হয়, আর এতেই বিচ্ছিন্ন হতে হয় সালেমকে আবু হুযায়ফা থেকে।

আবু হুযায়ফা দ্বীন ও ঈমান রক্ষার তাগিদে হিজরত করে হাবশায় চলে যান। যাতে তার বিশ্বাসের জন্য কুরায়শের কাছে নিগৃহীত হতে না হয়...

কিন্তু সালেম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মক্কায় থেকে যাওয়াকেই প্রাধান্য দেন। তিনি থেকে গেলেন কুরআনের টানে, নবীর উপর নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুনবেন, শিখে নেবেন তাজা তাজা আয়াত আর বিধান...অতএব সালেম শুরু করলেন ভীত সমাহিত তিলাওয়াত...

নাযিল হওয়া সূরাসমূহে নজর বুলিয়ে যান গভীরভাবে, বুঝতে চেষ্টা করেন তার অর্থ ও ভাব... এভাবে তিনি হয়ে উঠলেন নবী আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে হামেলীনে কুরআনের শীর্ষ ব্যক্তিদের অন্যতম; এমনকি সেই চারজনের একজন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং যাদের থেকে কুরআন শিখতে বলে গেছেন। ইরশাদ

করেছেন "তোমরা কুরআনের কেরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে চার ব্যক্তিকে– আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ... সালেম মাওলা আবি হুযায়ফা... উবাই ইবনে কা'ব... ও মু'আয ইবনে জাবাল..."

* * *

সাহাবায়ে কেরামও মানতেন তাদের ওপরে সালেমের এই মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব... কিতাবুল্লাহর হিফয, তার বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবং অর্থ চিন্তা ও মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্রে তার বিশেষত্ব। তাই মুসলমানগণ যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন তখন সালেমকে তারা আমন্ত্রণ জানালেন নামাযে ইমামতির জন্য...

ফলে তিনিই তাদের নামায পড়াতে থাকেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের আগ পর্যন্ত। অথচ সে সময় তাদের মধ্যে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবসহ শীর্ষ পর্যায়ের অনেক সাহাবী ছিলেন মদীনায়।

* * *

তারপর আল্লাহ চাইলেন হিজরতের পর সালেম ও তার ভাই আবু হুযায়ফা মিলিত হবে... এবং দু'জনে একসাথে বদরে যাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে।

যে মুহূর্তে মুসলমানগণ মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন; সালেম তার ভাই আবু হুযায়ফাকে বললেন, দেখো আবু হুযায়ফা, ঐ যে তোমার বাবা উতবা ইবনে রাবী'আ– একেবারে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আছে... ইসলাম ও মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য তৈরি হচ্ছে।

আবু হুযায়ফা বললেন: হাঁ,তাকে দেখতে পেয়েছি...

আর ঐ তো আল্লাহর দুই দুশমন আমার চাচা শায়বা ইবনে রবী'আ আর আমার ভ্রাতা ওলীদ ইবনে উতবা তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিতেন তাহলে ওদের একজন একজন করে মোকাবেলা করতাম এবং তারপর পৌঁছে দিতাম ধ্বংসের গুহায় কিংবা আমি আশ্রয় নিতাম আমার রবের সান্নিধ্যে প্রসন্ন চিত্তে...

* * *

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সালেম ও আবু হুযায়ফা দেখেন কতগুলো লাশ পড়ে আছে এক দিকে। কাছে যেতেই লক্ষ্য করলেন নিহতেরা হলো, আবু হুযায়ফার বাবা উতবা এবং চাচা শায়বা ও ভ্রাতা ওলীদ।

এরা সকলেই প্রাণ হারিয়েছে, কেউ বেঁচে নেই...

এ দৃশ্য দেখে আবু হুযায়ফা বললেন,

প্রশংসা সব সেই আল্লাহর, যিনি তার নবীর চক্ষু শীতল করেছেন এদের লীলা সাঙ্গ করে...

*   *   *

তারপর থেকে এই ধর্মীয় ভ্রাতৃদ্বয় রাসূলে আ'যাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পতাকা তলে জিহাদে শরীক হতে থাকলেন, তিনি জীবনে যত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তার প্রত্যেকটিতে এবং আদায় করে চললেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরফ থেকে তাদের ওপর যে হক রয়েছে সেগুলো। এক পর্যায়ে এসে গেলো ইয়ামামার যুদ্ধ। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর আমল। আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের সেই কঠিন পরীক্ষার দিনে সিদ্দীকে আকবর দাঁড়ালেন মুসায়লামাতুল কায্যাবের মোকাবেলায় এবং সর্বস্তরের মুসলমানকে ডাক দিলেন এই ভয়াবহ ফেতনার দফা রফার জন্যে... যা দ্বারা ইসলাম ও মুসলমান আজ আক্রান্ত এবং হুমকির মুখে তাদের অস্তিত্ব...

এই আওয়াজ শুনতেই সালেম ও আবু হুযায়ফা তৈরি হয়ে গেলেন আল্লাহর দ্বীন রক্ষার জন্যে এবং বেরিয়ে পড়লেন আল্লাহর দুশমন মুসায়লামাকে হত্যার প্রতিজ্ঞা নিয়ে...

*   *   *

দুই দল মুখোমুখী হলো ইয়ামামার মাটিতে। সংঘটিত হলো দু'টি ভয়ানক যুদ্ধ। ইতিহাসে যার নজির খুবই কম কারণ একদিকে মুসলমানগণ ইকরামা ইবনে আবি জাহল ও খালেদ ইবনে ওলীদ রাযি.-এর নেতৃত্বে বিস্ময়কর বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে লড়ে যাচ্ছিলেন। অন্যদিকে মুরতাদরাও মুসায়লামার নেতৃত্বে এমন দাপট, এমন সাহস আর ত্যাগের স্বাক্ষর রাখলো যা কম আশ্চর্যের নয়... কিন্তু উভয় যুদ্ধেই ছিলো মুসায়লামা আল কায্যাব ও তার দলের পাল্লা ভারী এবং অবস্থা এতদূর গড়িয়েছিলো

যে, মুসায়লামা বাহিনী ঢুকে পড়লো খালেদ ইবনে ওলীদের তাঁবুর ভিতর, এমনকি তারা তার বিবিকে প্রায় বন্দী করে ফেলেছিলো– যদি না হানাদারদের এক লোক তাকে নিরাপত্তা দিতো...

* * *

এই ঘটনার পর মুসলমানদের রক্ত গরম হয়ে উঠলো। তাদের শিরায় বহমান আত্মমর্যাদাবোধ তাদেরকে দারুণ ভাবে উৎসাহিত করলো এবং প্রকাশ ঘটলো মৃত্যুঞ্জয়ী বীরপুরুষ ও তাদের আশ্চর্য শৌর্যবীর্যের... যা একটু আগেও ছিলো অকল্পনীয়...তারা আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিলেন সেই প্রাণগুলো, যা মারা যাবে আজ কিংবা আগামীকাল– এমন প্রাণের বিনিময়ে যার কোন মৃত্যু নেই, যার আয়ূ অনন্তকাল... এ পর্যায়ে খালেদ বিন ওলীদ পুরো বাহিনী পুর্নবিন্যস্ত করতে প্রায়াস পেলেন। সুতরাং মুহাজিরদের পতাকা দিলেন সালেম মাওলা আবি হুযায়ফা-এর হাতে, আর আনসারীদের পতাকা অর্পণ করলেন হযরত ছাবিত ইবনে কায়েসকে... এবং যায়দ ইবনে খাত্তাব দাঁড়ালেন তার তেজস্বী ভাষণে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও আত্মোৎসর্গে অনুপ্রাণিত করতে। তিনি বললেন, হে লোক সকল! তোমরা দাঁতে দাঁত চেপে লড়াইয়ে টিকে থাকো শত্রুদের হৃৎপিণ্ডে আঘাত হানো, আর এগিয়ে যাও বীরদর্পে, সাহসী পুরুষের মতো...ভায়েরা আমরা! খোদার কসম, এই কথার পরে আর একটি শব্দও আমি উচ্চারণ করবো না, যতক্ষণ না আল্লাহ মিথ্যুক মুসায়লামা ও তার দলকে পরাজিত করেন কিংবা আমি নিহত হই এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করি আমার সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে...

এই বলে তিনি ছুটলেন কাতারকে কাতার ভেদ করে এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

* * *

তার শাহাদাতের পর জনতার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন আবু হুযায়ফা। সবাইকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আহলে কুরআন! তোমরা কুরআনকে অলঙ্কৃত করো তোমাদের আমল ও প্রচেষ্টা দিয়ে... তোমরা সত্য করে দেখাও তোমাদের ঈমান... তোমাদের জীবনকে উৎসর্গ করে... তারপর তিনি জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শাহাদাত বরণ করলেন লড়াইয়ে অবিচল থেকে, মৃত্যুভয়ে পিছু না হটে....।

আর হযরত সালেম মাওলা আবি হুযায়ফা, ইনি গিয়ে দাঁড়ালেন মুহাজিরদের সামনে এবং চিৎকার করে বললেন, আমি বড়ই খারাপ বাহক কুরআনের– যদি আমার সামনে মুসলমানগণ আক্রান্ত হয়, পরাস্ত হয়...এই বলে তিনি ছুটলেন মুহাজিরদের পতাকা উঁচিয়ে এবং সর্বাত্মক লড়াইয়ে নিজেকে সঁপে দিলেন রণাঙ্গনের বুকে... এক সময় তার একটি হাত কাটা গেলো। তিনি পতাকাটা এবার বাম হাতে নিলেন এবং প্রাণপণে চেষ্টা করলেন পতাকা আগলে রাখতে, কিন্তু তার বাম হস্তটিও কেটে নিলো দুশমনরা। তিনি তখন তার দুই বাহু দিয়ে সেটাকে জড়িয়ে ধরলেন... এবং পতাকা এভাবেই স্থির থাকলো তার বুকের ওপর একপর্যায়ে জখম তাকে কাবু করে ফেললো এবং মাটিতে পড়ে গেলো তার রক্তাক্ত শরীর...

* * *

যুদ্ধ যখন থামলো খালেদ বিন ওলীদ এলেন সালেম মাওলা আবি হুযায়ফার কাছে। তখনো অবশিষ্ট আছে কিছুটা প্রাণ... সালেম ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, মুসলমানগণ কী করলো খালেদ? খালেদ উত্তর দিলেন আল্লাহ তাঁদের বিজয় নিশ্চিত করেছেন... আর তাদের শত্রু মুসায়লামা কায্যাবকে খতম করেছেন... এবং তার বাহিনী ও অনুসারীদের নাস্তানাবুদ করেছেন... চরমভাবে পরাজিত করেছেন...

হযরত সালেম রাযি. আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমার ভাই আবু হুযায়ফা কী করেছেন?

খালেদ বললেন, তিনি পিছনে না ফিরে সামনে অগ্রসর অবস্থায় তার রবের সান্নিধ্যে গমন করেছেন এবং তার শহীদী মৃত্যু নসীব হয়েছে... সালেম বললেন, আমাকে তার পাশে শুইয়ে দাও...

খালেদ বললেন, এই তো উনি, তোমার পায়ের কাছে চাদরে ঢাকা... এ কথা শুনে তিনি পরম প্রশান্তিতে চোখ বন্ধ করলেন। শুধু একটি বাক্য উচ্চারিত হলো আমরা এখানে (দুনিয়ায়) একসাথে (হে) আবু হুযায়ফা এবং ওখানেও একসাথে ইনশাআল্লাহ...

এরপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযি.

‘গোটা নবুওয়তের ইতিহাসে এমন আর একজন নেই,
যিনি কোন নবীর জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ
করেছেন দুই দুইবার– হযরত উসমান রাযি. ছাড়া’।

হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযি.

দু'টি জ্যোতি লাভ করেছেন তাই যুননূরাঈন... হিজরত করেছেন দুইবার তাই ছাহেবে হিজরাতাঈন... নবীজীর দুই কন্যার যিনি স্বামী... তিনিই হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি., রাসূলের প্রিয় সাহাবী... আল্লাহ রাজী খুশি হন তাঁর প্রতি।

*   *   *

জাহেলী যুগে হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি. ছিলেন তার কওমের মাঝে এক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। ব্যাপক সুনামের অধিকারী বিত্তবান, বিপুল সুখ আর ঐশ্বর্যের মালিক...ভীষণ বিনয়ী আর লাজুক... তাই কওমের লোকজন তাকে গভীরভাবে ভালোবাসতো। তিনি ছিলেন তাদের কাছে একরকম প্রবাদ পুরুষ। যার প্রমাণ মেলে এতে, কুরায়শের কোন রমণী যখন তার ছোট বাচ্চাকে নাচাতো, দোলা দিতো সে গাইতো :

أُحِبُّكَ وَالرَّحْمٰن

حُبَّ قُرَيْشٍ لِعُثْمَانَ

অর্থাৎ আমি ভালোবাসি তোমায়, রাহমানের কসম– যেমন উসমানকে ভালোবাসে কুরায়শ।

মক্কায় যখন ইসলামের আলো বিকীর্ণ হলো তখন সর্বাগ্রে যে কয়জন এই দীপাধার থেকে আলো নিতে এলো হযরত উসমান তাদের অন্যতম।

*   *   *

হযরত উসমানের ইসলাম গ্রহণের রয়েছে এক চমৎকার কাহিনী। যা বর্ণনা করে আসছে বর্ণনাকারীগণ। তা এই যে, জাহেলিয়াতের যুগে তথা ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে একদিন তার কাছে খবর পৌঁছালো, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ তার কন্যা রুকাইয়াকে তার চাচাতো ভাই উতবা ইবনে লাহাবের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন...এতে তিনি খুবই অনুতপ্ত হলেন– উতবার আগে তাকে নিজ পরিণয়ে আবদ্ধ করতে না পেরে। তিনি হারালেন সমুন্নত চরিত্রের এক রমণী ও তার অভিজাত পরিবারকে... এই আক্ষেপে।

সেদিন তিনি ঘরে ফিরলেন ভারাক্রান্ত মনে। ঘরে এসে পেলেন তার খালা "সু'দা বিনতে কুরায়যাকে ইনি ছিলেন খুবই বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণা নারী, প্রবীণা। তিনিই উসমানকে সান্ত্বনা দিলেন, তাকে চিন্তামুক্ত করলেন... আর এ সুসংবাদ দিলেন যে, অচিরেই আত্মপ্রকাশ করবেন এমন এক নবী, যিনি মূর্তির পূজা-অর্চনা বাতিল ঘোষণা করে একমাত্র নিয়ন্তার ইবাদতের ডাক দিবেন...

তিনি হযরত উসমানকে ঐ নবীর দ্বীন গ্রহণে উৎসাহিত করলেন আর বললেন, তোমার যা আকাঙ্ক্ষা তা নিশ্চয়ই পাবে তার কাছে।

হযরত উসমান রাযি. বলেন, আমি বের হলাম। পথ চলছি। হাঁটছি আর চিন্তা করছি আমার খালার কথাগুলো... এমন সময় দেখা হলো হযরত আবু বকরের সাথে। আমি তাকে বললাম খালার কাছে যা যা শুনেছি। তিনি তখন বললেন, আল্লাহর কসম তোমার খালা সত্য বলেছেন। তোমাকে যে সংবাদ দিয়েছেন তা সঠিক। তিনি তোমাকে কল্যাণের সুসংবাদ দিয়েছেন হে উসমান...আর তুমি তো একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক... সত্য তোমার কাছে অস্পষ্ট না, এবং সত্য-মিথ্যা তোমার কাছে একাকারও হতে পারে না। তারপর তিনি আমাকে বললেন, আমাদের কওম যে মূর্তিসমূহের পূজা করছে ওগুলো আসলে কী? বলো, তা কি চেতনাহীন পাথর নয়, যে দেখতে শুনতে পায় না। যার কোন অনুভূতি নেই?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, আর তোমার খালা যা বলেছেন উসমান, সেটা বাস্তবায়িত হয়ে গেছে... প্রতীক্ষিত সেই রাসূলকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন তাঁকে তিনি প্রেরণ করেছেন সমস্ত মানুষের কাছে সত্য-সঠিক ধর্ম দিয়ে। এ কথা শোনার পর আমি বললাম, কিন্তু তিনি কে? বললেন, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব।

আমি বললাম, সত্যবাদী আল-আমীন? হযরত আবু বকর রাযি. বললেন, তিনিই সেই... আমি তখন বললাম, আপনি কি আমাকে একবার তার কাছে নিয়ে যাবেন?

তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ... এবং আমরা গেলাম মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে। তিনি যখন আমাকে দেখলেন; বললেন, উসমান! আল্লাহর আহ্বায়কের আহব্বানে সাড়া দাও... নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল, যাকে পাঠানো হয়েছে তোমাদের কাছে বিশেষভাবে, আর সাধারণভাবে আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির কাছে..."

হযরত উসমান রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম আমি তাঁর দিকে তাকাতেই এবং তাঁর ঐ কথাটি শুনতেই আশ্বস্ত হয়ে গেলাম তাঁর প্রতি এবং বিশ্বাস করলাম তার দাওয়াত... আর তখনই সাক্ষ্য দিলাম, আল্লাহ ছাড়া নেই কোন ইলাহ্, এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

* * *

তখন পর্যন্ত রাসূল আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের গোত্র বনূ হাশেমের কেউ ঈমান আনেনি তাঁর প্রতি...তবে তাদের মধ্যে তার প্রকাশ্য কোন শত্রু ছিলো না, চাচা আবু লাহাব ছাড়া।

সারা কুরায়শের মধ্যে সে ও তার স্ত্রী উম্মে জামীলই ছিলো রাসূলের প্রতি বেশি বিদ্বেষী, বেশি নির্দয় এবং তাকে কষ্ট দিতে বেশি উৎসাহী... যে কারণে আল্লাহ তার ও তার স্ত্রী সম্পর্কে নাযিল করেনঃ নিম্নোক্ত সূরাটি।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ○ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ○ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ○

وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ○ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ○

অর্থ আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজে ধ্বংস হয়েই গেছে। তার সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি। অচিরেই সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে। এবং তার স্ত্রীও কাষ্ঠ বহনরত অবস্থায়। গলদেশে মুঞ্জ (তৃণ বিশেষ)-এর রশি লাগানো অবস্থায়।

এতে আবু লাহাবের আক্রোশ আরো বেড়ে গেলো, সে ও তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবার আরো বেশি বৈরী, আরো সহিংস হয়ে উঠলো। সেই সাথে মুসলমানদের প্রতিও। অতএব তাদের পুত্র উতবাকে বললো তার স্ত্রী রুকাইয়া বিনতে মুহাম্মাদকে তালাক

দিয়ে দিতে। সে তৎক্ষণাত তালাক দিলো। গায়ের ঝাল মেটাবার জন্য! এদিকে হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি.-এর কাছে তালাকের খবর পৌছতেই তিনি খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়লেন... এবং কাল বিলম্ব না করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রস্তাব পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও খুশী মনে এই বিয়ে অনুমোদন করলেন।

উম্মুল মুমিনীন খাদিজা বিনতে খুয়ায়লিদ রুকাইয়াকে সাজিয়ে বরের কাছে পাঠালেন।

হযরত উসমান রাযি. ছিলেন কুরায়শের মধ্যে সবচে' সুদর্শন চেহারার। লাবণ্য ও কমনীয়তায় এই জুটি ছিলো একে অন্যের সমান। সে জন্য তাকে সাজাবার সময় আবৃত্তি করা হয়:

أَحْسَنُ زَوْجٍ رَاٰهُ إِنْسَانٌ "رُقَيَّةُ" وَزَوْجُهَا "عُثْمَانُ"

সুন্দরতম স্বামী-স্ত্রী, যাদের দেখেছে ইনসান, তারা হলো– রুকাইয়া ও তার স্বামী উসমান।

* * *

পূর্বপরিচিতি ও বিপুল খ্যাতি সত্ত্বেও হযরত উসমান রাযি. নিস্কৃতি পাননি কুরায়শের নিপীড়ন থেকে– যখন তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন।

তার চাচা 'হাকাম'-এর কাছে বড়ই অসহ্যকর ঠেকলো বনূ আবদে শামছের এক তরুণের এভাবে কুরায়শের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মাদের দলে যোগদান... সে কিছুতেই মেনে নিতে পারলো না এই স্পর্ধা, এই দুঃসাহস...তাই সে ও তার অনুচরেরা মিলে তাকে হেনস্তা করতে উঠে পড়ে লাগলো। ওরা তাকে ধরে আনলো এবং হাত-পা কষে বেঁধে প্রশ্নের খড়গ দুলিয়ে বললো, তুমি তোমার বাপ-দাদার ধর্মকে অবজ্ঞা করে এক নতুন ধর্ম গ্রহণ করছো?!

খোদার কসম! আমি তোমাকে রেহাই দেবো না যতক্ষণ না তুমি পথে ফিরে আসছো...

হযরত উসমান রাযি. তখন বললেন, আল্লাহর কসম, জীবন থাকতে

আমি কখনো আমার দ্বীন ত্যাগ করবো না এবং আমার নবীকেও ছেড়ে যাবো না...

ফলে তার চাচা হাকাম তাকে শাস্তি দিয়েই চললো...

আর অপরদিকে হযরত উসমান রাযি.। দ্বীনের প্রতি তিনি হলেন আরো অনড় এবং নিজ ঈমান ও আকীদার প্রতি আরো মজবুত, আরো আস্থাবান...

শেষে তার চাচা নিরাশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিলো এবং উৎপীড়নের পথ পরিহার করলো, কিন্তু তাই বলে কুরায়শের শত্রুতা বন্ধ হলো না। তারা ভিতরে ভিতরে তাদের ক্ষোভ পুষে রাখলো, আর নানা কায়দায় তাকে উত্ত্যক্ত করতে লাগলো। একপর্যায়ে তিনি বাধ্য হলেন রাসূলের মায়া বিসর্জন দিয়ে আপন দ্বীন নিয়ে দূর দেশে চলে যেতে। সুতরাং তিনি ও তার স্ত্রী হযরত রুকাইয়া রাযি. এই দু'জনই প্রথম পাড়ি জমালেন হাবশায় মুসলিম মুহাজির হিসেবে...। যখন তাদের বিদায়ক্ষণ উপস্থিত হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন তাদের কাছে, আর দোয়া করলেন এই বলে: "আল্লাহ সঙ্গী হোন উসমান ও তার স্ত্রী রুকাইয়ার... আল্লাহ সহায় হোন উসমান ও তার স্ত্রী রুকাইয়ার। "নিশ্চয়ই উসমানই স্বপরিবারে হিজরাতকারীদের মধ্যে প্রথম, আল্লাহর নবী লূত আলাইহিস সালাম এর পর"।

* * *

হযরত উসমান রাযি. ও তার স্ত্রী হযরত রুকাইয়া রাযি. হাবশায় বেশি দিন থাকতে পারলেন না অন্য মুহাজিররা যেমন থাকলেন। কারণ মক্কার মায়া আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর টান তাদের বেচাইন করে তোলে। তারা অস্থির হয়ে পড়েন রাসূলের সাক্ষাৎ ও মক্কার আলো বাতাসের জন্য...অতএব তারা ফিরে এলেন এবং মক্কায় অবস্থান করতে থাকলেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মু'মিনদের মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন তখন মুহাজিরদের সঙ্গে তারাও হিজরত করলেন।

* * *

হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সকল যুদ্ধেই শরীক হয়েছেন এবং তার সাথে উপস্থিত হয়েছেন সবকটি গয্ওয়ায়...শুধু বদর যুদ্ধ ছাড়া আর কোন যুদ্ধ থেকে তিনি বঞ্চিত হননি...

এ যুদ্ধে না যাওয়ার কারণ, তিনি তার স্ত্রী রুকাইয়া রাযি.-এর শুশ্রূষায় ব্যস্ত ছিলেন। যুদ্ধ শেষে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদর থেকে ফিরলেন তখন দেখেন, তার কন্যা রবের সান্নিধ্যে চলে গিয়েছে। এতে তিনি ভীষণ দুঃখ পেলেন... তবে শোকাহত স্বামীকে সান্ত না দিতে ভুললেন না। আর সে কী সান্ত্বনা! উসমানকে গণ্য করলেন বদর যোদ্ধাদের মধ্যে এবং গণীমতেও তাকে অংশ দিলেন... আর তার দ্বিতীয়া কন্যা উম্মে কুলসুমের সঙ্গে তার বিবাহ দিলেন...

এরপর থেকেই মানুষ তাকে ডাকতে শুরু করে "যুন্নূরাঈন" বলে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যার সাথে তার এই দ্বিতীয় বিবাহ ছিলো তার জন্য এক অনন্য সাধারণ মর্যাদা। তিনি ব্যতীত আর কোন স্বামীই যা লাভ করেনি। তার কারণ, গোটা নবুওয়তের ইতিহাসে এমন ব্যক্তি দ্বিতীয়জন নেই, কোন নবীর সাথে যার দুইবার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। হযরত উসমানই সেই একমাত্র ভাগ্যবান... আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজী খুশি হন...

* * *

হযরত উসমান রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণ ছিলো সেই সেরা নেয়ামতগুলোর একটি যা আল্লাহ মুসলমানদের দান করেছিলেন এবং সেই অশেষ কল্যাণগুলোর অন্যতম, যা দিয়ে আল্লাহ ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। কারণ মুসলমানগণ যখনই কোন সংকটে পড়েছেন হযরত উসমানই প্রথম এগিয়ে এসেছেন তাদের সহায়তায়...

তদ্রূপ ইসলামের বড় কোন প্রয়োজন সামনে আসামাত্র হযরত উসমান রাযি. নিজেকে পেশ করেছেন এবং তিনিই থেকেছেন অগ্রণী ভূমিকায়...

* * *

এরকম একটি ঘটনা হলো তাবুকের যুদ্ধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক অভিযানে বের হতে মনস্থির করলেন তখন তার প্রয়োজন ছিলো যথেষ্ট অর্থবল যা লোকবলের প্রয়োজনের চেয়ে কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ রোমান সৈন্যরা সংখ্যায় অনেক। তাদের অস্ত্রশস্ত্রও সেরকম। তাছাড়া তারা যুদ্ধ করছে নিজেদের মাটিতে। অপর পক্ষে মুসলিম মুজাহিদগণ, একে তো তাদের পোহাতে হবে দীর্ঘ সফর তার ওপর তাদের রসদ কম... আর যানবাহন আরো কম...সেই সাথে তারা তখন পার করছিলেন অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের এক কঠিন মুহূর্ত। জাযিরাতুল আরবে যে রকম পরিস্থিতি আগে খুব একটা দেখা যায়নি। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাধ্য হয়েই মুসলিমদের মধ্য হতে বড় একটা অংশকে জিহাদে শরীক হতে বারণ করেন–

যেহেতু তাদের সওয়ারী নেই। এতে স্বভাবতই তারা বঞ্চিত হয়ে পড়েন শাহাদাত লাভের সুযোগ হতে...ফলে তারা ফিরে গেলেন দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে। অশ্রুপ্লাবিত চোখে...

* * *

এই সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উঠলেন। প্রথমে আল্লাহ তা'আলার যথাযোগ্য হামদ ও ছানা পাঠ করলেন, তারপর মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করলেন সম্পদ ব্যয়ে... আর তাদেরকে শোনালেন মহাপুরস্কারের সুখবর। তখন হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি. দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি দায়িত্ব নিলাম একশত উটের, সাথে তার জিন ও হাওদা।...

এ পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একধাপ নেমে এলেন মিম্বার থেকে। কিন্তু নতুন করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন দান-খরচে। তখন হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি. আবার দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি আরো একশ' উট দিবো ইয়া রাসূলাল্লাহ তার হাওদা ও জিনসহ...এতে রাসূলের মুখমণ্ডল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তিনি নেমে এলেন মিম্বার থেকে আরো এক ধাপ। তার একটু পরেই তিনি আবারো মানুষকে উৎসসাহিত করতে লাগলেন খরচের প্রতি এবং তৃতীয়

বারের মতো হযরত উসমান রাযি. দাঁড়িয়ে গেলেন। আরয করলেন, আমি আরো একশ' উট দিবো ইয়া রাসূলাল্লাহ তার হাওদা ও জিনসহ...

এইবারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান ইবনে আফফানের কাজে খুশি হয়ে তাঁর আঙ্গুলি মুবারক দুলিয়ে ইশারা করে বললেন।

مَاضَرَّ عُثْمَانُ مَافَعَلَ بَعْدَ الْيَوْمِ

مَاضَرَّ عُثْمَانُ مَافَعَلَ بَعْدَ الْيَوْمِ

আজকের পরে উসমান যাই করুক তাতে তার ক্ষতি নেই...

আজকের পরে উসমান যাই করুক তাতে তার ক্ষতি নেই।

* * *

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার থেকে অবতরণ করতেই হযরত উসমান রাযি. ছুটলেন তার বাড়ীর দিকে। হযরত উসমান রাযি. বাড়ীতে চলে গেলেন এবং পাঠিয়ে দিলেন উষ্ট্রীসমূহের সাথে এক লক্ষ দিনার—স্বর্ণমুদ্রা...

দিনারগুলো যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোলের কাছে ঢেলে রাখা হলো; তিনি তার পবিত্র হাতে সেগুলো উল্টে পাল্টে দেখলেন আর তার যবানে উচ্চারিত হলো— আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন উসমান, যা কিছু তুমি করেছো গোপনে এবং প্রকাশ্যে... এবং যা কিছু হয়েছে তোমার থেকে এবং যা হবে... কেয়ামত পর্যন্ত।

হযরত ফারুক রাযি.-এর খেলাফতকালে একবার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। যাতে ফলফসল ও গবাদিপশুর ব্যাপক ক্ষতি হলো। এমনকি ঐ বছরের নাম পড়ে যায় 'আমুর রমাদা' বা ছাইবর্ষ। কারণ দীর্ঘ অনাবৃষ্টির ফলে খড়াপীড়িত জমি ঝলসে ছাই বর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। দুর্যোগ এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠলো যে, মানুষের প্রাণ কণ্ঠাগত হলো...অতএব এক সকালে তারা উমরের কাছে এসে আরয করলো:

হে খলীফাতুর রাসূল! আকাশ বৃষ্টিবর্ষণ করছে না। জমিতেও কিছু উৎপন্ন হচ্ছে না... মানুষ তো ধ্বংসের দারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে...

তো এখন আমাদের কী উপায়? হযরত উমর রাযি. চিন্তামলিন চেহারায় তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

ধৈর্য ধরো আর প্রতিদানের আশা রাখো...

কারণ আমি আশা করছি, সন্ধ্যা নামার আগেই আল্লাহ তোমাদের পেরেশানি দূর করবেন। আর হলোও তাই। দিনের শেষে খবর এলো, হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি. এর একটি কাফেলা আসছে শাম থেকে এবং সকালের মধ্যেই সেটি মদীনায় পৌঁছে যাবে। ফজরের নামায শেষ হতেই লোকজন দৌড়ে গেলো কাফেলাকে এগিয়ে আনতে এবং একের পর এক তারা বরণ করলো সেই কাফেলার সবকটি দলকে। ব্যবসায়ীরা এলো আগত পণ্য দেখতে– আর কী, তারা দেখে ওখানে এক হাজার উট, যাতে চাপানো রয়েছে গম, তেল ও কিসমিস...

* * *

উটগুলো বসলো হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি.-এর দরোজায় আর ছেলেপেলে উটের পিঠ থেকে বোঝা নামাতে লাগলো...

এই সময় ব্যবসায়ীরা এলো হযরত উসমান রাযি.-এর কাছে। তারা বললো, আবু আমর! আপনার কাছে যা এসেছে তা আমাদের কাছে বিক্রি করুন।

হযরত উসমান রাযি. বললেন, অত্যন্ত খুশির সাথে আমি গ্রহণ করছি তোমাদের প্রস্তাব, কিন্তু আমার কেনা দামের চেয়ে তোমরা কতটা লাভ দেবে আমাকে?

তারা বললো, আমরা আপনাকে প্রত্যেক দিরহামে দুই দিরহাম দিবো হযরত উসমান রাযি. বললেন, আমাকে এর চেয়েও বেশি দাম দিতে চেয়েছে। ফলে তারাও আরেকটু বাড়ালো...

তিনি বললেন, তোমরা যতটা বাড়িয়েছো আমাকে এর চেয়েও বেশি দিতে চেয়েছে... তারা আরো বাড়ালো তিনি বললেন, আমাকে এর চেয়েও বেশি দাম বলা হয়েছে...

ব্যবসায়ীরা এবার বললো :

হে আবু আমর! মদীনায় আমরা ছাড়া তো আর কোন ব্যবসায়ী নেই... আর আমাদের আগে তো কেউ আসেওনি আপনার কাছে...

তাহলে কে আপনাকে এত দাম বললো, যা আমাদের চেয়েও বেশি?

হযরত উসমান রাযি. বললেন :

নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে প্রত্যেক দিরহামের বিনিময়ে দশ করে দিয়েছেন....

তবে বলো, তোমাদের কাছে কি এর চেয়েও বেশি আছে?

তারা বললোঃ না, হে আবু আমর। হযরত উসমান রাযি. তখন বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি, এই কাফেলা যা বহন করে এনেছে তার সবই আমি সদকা করে দিলাম গরীব মুসলমানদের জন্য। আমি কারো কাছে একটি দিনার বা দিরহামও চাই না... আমি শুধু চাই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও প্রতিদান।

* * *

খেলাফতের দায়িত্ব যখন হযরত উসমান রাযি.-এর কাছে এলো; আল্লাহ তার হাতে বিজিত করলেন আরমেনিয়া ও কাওকাজ। মুসলমানদের আরো জয়ী করলেন এবং কর্তৃত্ব দিলেন খোরাসান, কারমান, সিজিসতান, কুবরুস ও আফ্রীকার অল্প কিছু অঞ্চলের উপর। মানুষ তার যুগে এমন স্বচ্ছলতা অর্জন করে, পৃথিবীর বুকে আর কোন জাতি যা লাভ করেনি।

* * *

যুননূরাঈন এর যামানায় মানুষ যে সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন যাপন করে এবং যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা লাভ করে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত হাসান বসরি রহ. বলেন, আমি হযরত উসমান ইবনে আফফানের ঘোষককে বলতে শুনেছি যে, সে লোকদেরকে ডেকে বলছেঃ

হে লোক সকল! তোমাদের অনুদান নিয়ে যাও।

তখন মানুষ তাদের অনুদান গ্রহণ করতো এবং পুরোপুরিভাবে উসূল করতো, যা তাদের প্রাপ্য।

হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের ভাতা নিয়ে যাও। এবং সকলে এসে চাহিদামতো মনভরে নিয়ে যেতো। আমার কান আল্লাহর কসম তাকে

এও বলতে শুনেছে– তোমরা তোমাদের পোশাক নিয়ে যাও... এবং তারপর তারা নিচ্ছে লম্বা চওড়া সব বস্ত্র।

সে আরো বলতো, এসো, ঘি আর মধুও নিয়ে যাও।

এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ হযরত উসমান রাযি.-এর আমলে রিযিক ও খাদ্যদ্রব্য ছিলো অঢেল... কল্যাণ আর বরকতও ছিলো প্রচুর...

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কও ছিলো ভালো। পৃথিবীর বুকে কোন মুমিন অপর মু'মিনকে ভয় করতো না; বরং মুসলিম মুসলিমকে ভালোবাসতো, তার সাথে সুসম্পর্ক রাখতো আর তার সাহায্যে এগিয়ে আসতো।

* * *

কিন্তু কিছু মানুষ আছে পেট ভরলে বেয়াড়া হয়ে যায় এবং আল্লাহ তাদের নেয়ামত দিলে তারা আরো না শুকরি করে।

তো এরা কতগুলো বিষয়ে হযরত উসমানের নিন্দা আরম্ভ করলো; যদি হযরত উসমান রাযি. ছাড়া অন্য কেউ তা করতো তাহলে তারা সমালোচনা করতো না...এবং এই অপদার্থেরা শুধু নিন্দা সমালোচনাতেই ক্ষান্ত থাকলো না। যদি শুধু এতটুকু হতো তাহলে বিষয়টা সহজ ছিলো। কারণ শয়তান তাদের মধ্যে নিজের আত্মা ফুঁকে দিলো এবং নিজের কুবুদ্ধি ওদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো...ফলে তার বিরুদ্ধে শত্রুতায় হাত মিলালো বিভিন্ন শহরের উচ্ছৃঙ্খল লোকদের এক দল। তারা তাকে তাঁর ঘরে অবরোধ করে রাখলো প্রায় চল্লিশ রাত, এবং তাকে মিষ্টি পানি পর্যন্ত খেতে দিলো না।

কিন্তু এই ইতর গিরগিটিগুলো ভুলে গেলো যে, ইনিই ওদের জন্য ক্রয় করেছিলেন 'বীরে রুমা' বা রুমাকূপ– তার ব্যক্তিগত অর্থ দিয়ে, যেন তা পান করে পরিতৃপ্ত হতে পারে মদীনার বাসিন্দা ও আগন্তুকেরা...।

এর আগ পর্যন্ত তাদের কোন মিষ্টি পানির ব্যবস্থা ছিলো না, যা খেয়ে তারা পরিতৃপ্ত হবে। তারপর এরা অন্তরায় হলো তাঁর ও মসজিদে নববীতে তাঁর নামায আদায়ের মাঝে... এরা মসজিদে নববীতেও তাকে নামায পড়তে বাধা দিলো... কিন্তু এদের যেন মনেই নেই যে, যুননূরাঈন সেই

ব্যক্তি যিনি সম্প্রসারিত করেছেন হারামাইন-এর এই দ্বিতীয় মসজিদ তার ব্যক্তিগত অর্থায়নে, যেন মুসলমানদের সকলে সেখানে নির্বিঘ্নে জায়গা পেতে পারে...অথচ এর আগে মসজিদ ছিলো খুবই অপরিসর। হযরত উসমান রাযি.-এর উপর বিপদ যখন ক্রমেই বৃদ্ধি পেলো এবং সংকট আরো ঘনীভূত হলো তখন তাকে রক্ষার্থে এগিয়ে এলেন সত্তরজন ছাহাবী ও তাদের সন্তানেরা।

এদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব রাযি., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র ইবনুল আওয়াম রাযি., হযরত আলী ইবনে আবী তালেবের দুই পুত্র হাসান-হুসাইন রাযি., হযরত আবু হুরায়রা রাযি. ও অন্যান্য...

* * *

কিন্তু যুননূরাঈন, ছাহিবুল হিজরাতাঈন জনহিতৈষী হযরত উসমান রাযি., তাকে রক্ষা করতে গিয়ে মুসলমানদের রক্ত ঝরবে সেটা মেনে নিতে পারলেন না। তার পরিবর্তে নিজের রক্তাক্ত হওয়া শ্রেয় মনে করলেন। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে মুসলমানরা পরস্পর লড়াইয়ে যুদ্ধে জড়াবে এর চেয়ে নিজের প্রাণ চলে যাওয়া তেমন কিছু বেশি নয়। তাই যারা তাঁকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন তাদেরকে কসম করে বললেন, তাকে আল্লাহর ফায়সালার উপর ছেড়ে দিতে...

তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন, যার উপর আমার সামান্যতম হকও রয়েছে; দোহাই তোমরা তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও। তিনি তার ক্রীতদাসদের বললেন, তোমাদের মধ্যে যে তার তলোয়ায়ার খাপে ভরে ফেলবে সে আযাদ। কোষবদ্ধ করে লড়াই থেকে সরে যাবে সে আযাদ...

* * *

শাহাদাতের অল্প একটু আগে খলীফাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চোখ দু'টো কয়েক মুহূর্তের জন্য লেগে এলো, তখন স্বপ্নে তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলেন...

তাঁর সাথে রয়েছেন সাহাবী আবু বকর সিদ্দীক ও উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.। তিনি শুনতে পেলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলছেন :

"আজ রাতে আমাদের সঙ্গে ইফতার করো উসমান!"

এতে হযরত উসমান রাযি. নিশ্চিত হলেন, তিনি তাঁর রবের সান্নিধ্যে গমন করছেন... এবং নবীর সাক্ষাতে মিলিত হচ্ছেন...

* * *

সেদিন হযরত উসমান রাযি. সকাল যাপন করলেন রোযাদার অবস্থায়... আশে-পাশে যারা ছিলো তাদের থেকে তিনি কিছু লম্বা সালোয়ার চেয়ে নিয়ে পড়লেন– এ আশঙ্কায় যে রক্তপিয়াসী পাপিষ্ঠরা যখন তাকে হত্যা করবে তখন না তার সতর খুলে যায়। যিলহজ্জের আঠারো তারিখ জুমার দিন নিহত হলেন এই ইবাদাতগুজার এই দুনিয়াত্যাগী মানুষটি...

এই রোযাদার এই তাহাজ্জুদগুজার লোকটি...

পবিত্র কুরআনের সংকলক ও রাসূলুল্লাহর জামাতা এই মহান সাহাবী... নিরাপদে তিনি চলে গেলেন তার রবের আশ্রয়ে রোযা মুখে, তৃষ্ণার্ত অবস্থায়, তার সামনে তখন মেলা রয়েছে আল্লাহর পবিত্র কালাম।

* * *

মুসলমানদের সান্ত্বনার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, হযরত উসমান রাযি.-এর হত্যাকাণ্ডে কোন সাহাবী জড়িত ছিলেন না... এবং তাদের কোন সন্তানও না...।

শুধু এক ব্যক্তি বাদে, যে যোগ দিয়েছিলো বিদ্রোহী ও বিপথগামীদের সাথে। তাও প্রথম দিকে। পরে সে লজ্জিত হয় এবং ফিরে আসে।

হযরত আমর ইবনুল আস রাযি.

আমর ইবনুল 'আস ইসলামগ্রহণ করেন দীর্ঘ ভাবনা-চিন্তার পর। আর তাই রাসূলে আ'যাম তার সম্পর্কে বলেছেন : 'মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর ঈমান এনেছে আমর ইবনুল 'আস'।

হযরত আমর ইবনুল আস রাযি.

'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের আদেশ করেছেন, কিন্তু মানতে পারিনি...

নিষেধ করেছেন, কিন্তু শুনিনি... এখন আপনার ক্ষমা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই, হে আরহামার রাহিমীন!

এই বিগলিত প্রার্থনা এই প্রত্যাশা আর আকুলতা নিয়েই ইহজনম ত্যাগ করলেন আমর ইবনুল 'আস রাযি.।

* * *

হযরত আমর ইবনুল 'আসের জীবন কাহিনী বিশাল ও বিচিত্র... যে জীবন ইসলামকে এনে দিয়েছে পৃথিবীর দু'টি বৃহৎ অঞ্চলের কর্তৃত্ব, তথা ফিলিস্তীন ও মিসর। মুসলমানদের জন্য যিনি রেখে গিয়েছেন এমন এক সমৃদ্ধ জীবনার্দশ, যা পৃথিবীর মানুষকে নিয়োজিত করেছে তার চর্চা ও আলোচনায়– যুগের পর যুগ।

* * *

এই কাহিনীর শুরু হিজরতের প্রায় অর্ধশতক কাল পূর্বে, যখন আমর জন্মগ্রহণ করেন... আর সমাপ্তি হিজরতের তেতাল্লিশ বছর পরে, যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তার বাবা হলো 'আস ইবনে ওয়াইল। জাহেলী যুগে আরব শাসকদের অন্যতম এবং তাদের আলোচিত নেতা... আর সেই ব্যক্তিদের একজন, যাদের বংশপরম্পরা গিয়ে মিশেছে কুরায়শের উচ্চশাখায়

তবে তার মায়ের দিকটি তেমন না। তার মা ছিলো যুদ্ধবন্দী দাসী।

এ কারণে তার নিন্দুকেরা তার মায়ের প্রসঙ্গ তুলে তাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে চাইতো, যখন তিনি বক্তৃতার মিম্বারে উপবিষ্ট কিংবা শাসকের আসনে সমাসীন। অবস্থা এতদূর গড়িয়েছিলো যে, একবার ওদের একজন এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলো তার সামনে দাঁড়িয়ে তার মা

সম্পর্কে প্রশ্ন করতে। তখন তিনি মিম্বারে বসা। তারা তাকে বিপুল অর্থ দিয়ে প্রলুব্ধ করেছিলো এই কাজের জন্য। অতএব ষড়যন্ত্র মতো লোকটি দাঁড়ালো এবং প্রশ্ন করলো ঃ আমীরের মায়ের পরিচয়? আমর নিজেকে সামলে নিলেন এবং বুদ্ধির সহায়তায় পরিস্থিতির মোকাবেলা করলেন। বললেন, তিনি হচ্ছেন নাবেগা বিনতে আব্দুল্লাহ...জাহেলী যুগে তিনি আরবের হাতে ধৃত হন তারপর তাকে ওকাযের বাজারে বিক্রি করা হয়...

তখন আব্দুল্লাহ ইবনে জাদ'আন তাকে ক্রয় করে... তারপর সে আ'স ইবনে ওয়ায়েল (তার আব্বা) কে দান করে। এবং তার ঘরেই তিনি একটি ভদ্রসন্তান জন্ম দেন...

সুতরাং হিংসায় জ্বলে মরছে এমন কেউ যদি তোমাকে পয়সা দিয়ে থাকে তবে তুমি নাও।

* * *

নির্যাতিত মুসলমানগণ যখন কুরায়শের দমন-পীড়ন থেকে বাঁচার জন্য হাবশায় হিজরত করতে লাগলো এবং নিজ নিজ গোত্র ত্যাগ করে হাবশার ভূমিতে এসে নিরাপদে আশ্রয় নিলো; কুরায়শরা স্থির করলো তাদেরকে মক্কায় ফিরিয়ে এনে আচ্ছা রকম ধোলাই দিবে।

তারা তখন আমর ইবনে আ'সকে নির্বাচন করলো এ কাজের জন্য। যেহেতু তার ও নাজ্জাশীর মাঝে ছিলো পুরনো সম্প্রীতির সম্পর্ক এবং নাজ্জাশী ও তার সভাসদেরা পছন্দ করে এমনসব উপঢৌকনও তার সঙ্গে দিয়ে দিলো।

তিনি যখন নাজ্জাশীর কাছে এলেন প্রথমে তার মর্যাদা বৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করলেন। তারপর বললেন, আমাদের কওমের কিছু লোক বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে নিজেদের জন্য নতুন এক ধর্ম উদ্ভাবন করেছে...

এখন নেতৃবৃন্দ আমাকে পাঠিয়েছে তাদেরকে স্বজাতির কাছে ফিরিয়ে নেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করতে; যাতে তারা তাদেরকে স্বধর্মে ফিরিয়ে নিতে পারে এবং নিজেদের মতে পূনর্বহাল করতে পারে। নাজ্জাশী তখন কয়েকজন সাহাবীকে ডেকে এনে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তাদের দ্বীন সম্পর্কে, যা তারা পালন করে এবং তাদের ইলাহ সম্পর্কে, যার প্রতি তারা

বিশ্বাস স্থাপন করে আর তাদের নবী সম্পর্কে, যিনি তাদের কাছে এই দ্বীন নিয়ে এসেছেন। তখন সে তাদের পক্ষ থেকে এমন কথাবার্তা শুনলো, যা তার অন্তরকে আস্থা ও বিশ্বাসে ভরে দিলো এবং তাদের আকীদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে তার এমন ধারণা অর্জিত হলো, যার ফলে সে তাদের সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতা অনুভব করলো এবং তাদের ধর্মের প্রতি তার বিশ্বাস প্রগাঢ় হলো। ফলে সে তাদেরকে আমর ইবনে আসের কাছে সোর্পদ করতে অস্বীকার করলো এবং দৃঢ়তার সাথে এই প্রস্তাব নাকচ করে দিলো। সেই সাথে ফেরত দিলো তার জন্য নিয়ে আসা সমস্ত উপঢৌকন।

* * *

হযরত আমর ইবনুল আস রাযি. যখন মক্কা ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করছে নাজ্জাশী তাকে বললো, তোমাকে যেমন বুদ্ধিমান আর বিচক্ষণ বলে আমি জানি তাতে মুহাম্মাদের বিষয়টি কী করে তোমার কাছে দুর্বোধ্য হলো? আল্লাহর কসম! তিনি আল্লাহর রাসূল, বিশেষভাবে তোমাদের জন্য, সাধারণভাবে সমগ্র মানবজাতির জন্য।

আমর তখন নাজ্জাশীকে বললো, বাদশা! আপনি একথা বলছেন?!

নাজ্জাশী বললো, হ্যাঁ, কসম আল্লাহর... সুতরাং আমার কথা শোন আমর! মুহাম্মাদের প্রতি ঈমান আনো এবং গ্রহণ করো যে সত্য তিনি নিয়ে এসেছেন তোমাদের কাছে।

* * *

হযরত আমর ইবনুল আ'স রাযি. হাবশা ত্যাগ করলেন এবং আনমনা হয়ে চলতে লাগলেন। তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না কী করবেন। কারণ নাজ্জাশীর কথাগুলো তখনো তার কানে বেজে চলেছে আর প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে তার হৃদয়কে...

এবং মুহাম্মাদ ও তাঁর আনিত সত্য নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনার আগ্রহ তাকে প্রচণ্ড উৎসাহী করে তুললো।

কিন্তু সেটা তার ভাগ্যে লেখা ছিলো কেবল অষ্টম হিজরীতে গিয়ে। যে সময় আল্লাহ এই নতুন ধর্মের জন্য তার বুককে প্রসন্ন করে দেন। ফলে তিনি দ্রুত পদক্ষেপে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।

সেখানে গিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে সাক্ষাৎ করে তার কাছে নিজের ইসলামকে প্রকাশ করবেন। কিছুটা পথ যাওয়ার পরই তার সাথে দেখা হলো খালিদ ইবনে অলীদ ও উসমান ইবনে তালহার সাথে এবং তারাও চলেছেন একই পথে একই উদ্দেশ্যে...।

ফলে তিনিও তাদের সঙ্গে যুক্ত হলেন এবং তাদের সহযাত্রী হিসেবে চলতে আরম্ভ করলেন.. মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসার পর খালিদ ইবনে অলীদ ও উসমান ইবনে তালহা দু'জনেই নবীজীর কাছে বায়আত হলেন। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরের উদ্দেশ্যে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু আমর হাত গুটিয়ে নিলেন।

এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কী হলো আমর?

আমর উত্তর দিলেন, আমি আপনার হাতে বায়আত হবো এ শর্তে যে আমার আগের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই ইসলাম ও হিজরত তার আগের সবকিছুকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়... সুতরাং এরপর তিনি বায়আত গ্রহণ করলেন। কিন্তু এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া রয়ে যায় তার অন্তরে। তাই আমর ইবনে আস বলতেন, আল্লাহর কসম, আমি কখনো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে চোখ মেলে তাকাইনি এবং তার চেহারাও পুরোপুরি দেখিনি। এ অবস্থায়ই তিনি চলে যান আপন রবের সান্নিধ্যে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনে আসের দিকে তাকিয়েছিলেন নূরে নবুওয়তের দৃষ্টিতে এবং দেখতে পেয়েছিলেন তার বিরল শক্তিমত্তা। তাই তাকে যাতুসসালাসিল যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেন। ঐ বাহিনীতে মুহাজির আনসার ও অগ্রণী মুসলমানদের অনেকে থাকা সত্ত্বেও।

* * *

আল্লাহ যখন তার নবীকে নিয়ে গেলেন এবং খেলাফতের ভার এলো হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর কাছে তখন "রিদ্দত" যুদ্ধে আমর

ইবনুল আস অসাধারণ কৃতিত্ত্ব প্রদর্শন করেন...এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ ফেতনার মোকাবেলা করেন, যা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর দৃঢ়তাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়...

সে সময়ের একটি ঘটনা, তিনি বনূ আমেরের এলাকায় অবতরণ করলেন। তখন দেখেন তাদের সর্দার কুররা ইবনে হুবায়রা মুরতাদ হবার চিন্তা করছে। সে তাকে বলেও ফেললো, আরে আমর! মানুষের উপর তোমরা যে কর ধার্য করেছো আরব তা খুশী মনে মেনে নিতে পারছে না (অর্থাৎ যাকাত)। তো যদি তোমরা তাদের থেকে এটা প্রত্যাহার করে নাও তাহলে তারা তোমাদেরকে মানবে, তোমাদের কথা শুনবে...। আর যদি তা না করো তাহলে আজকের পরে আর তাদেরকে তোমাদের দলে পাবে না...।

তখন আমর বনূ আমেরের ঐ নেতাকে ধমকে উঠে বললেন, ধ্বংস তোমার হে কুররা!! তুমি কাফের হয়ে গেছো?!

তুমি কি আমাদেরকে আরবদের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছো?!

তাহলে শোনো আল্লাহর কসম! আমি তোমার মায়ের তাঁবুর ভিতর তোমার উপর দিয়ে অশ্ব ছুটিয়ে দেবো।

* * *

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. যখন আপন রবের ডাকে সাড়া দিলেন আর নেতৃত্বের ভার দিয়ে গেলেন হযরত উমর ফারুকের হাতে। দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যিনি ছিলেন সর্বাধিক উপযুক্ত– তখন ফারুকও আমর ইবনে আসের যোগ্যতা ও দক্ষতার সদ্ব্যবহার করলেন এবং তাকে ইসলাম ও মুসলমানের সেবায় নিয়োজিত করলেন...আর তখনই আল্লাহ তার হাতে ফিলিস্তীন-এর উপকূলীয় অঞ্চল একের পর এক বিজিত করলেন...

রোমান সৈন্যদের একের পর এক তিনি পরাজিত করলেন। তারপর অগ্রসর হলেন বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধের উদ্দেশ্যে। আমর ইবনুল আস এই প্রথম কেবলা ও তৃতীয় হারাম শরীফের ওপর কঠোর অবরোধ আরোপ করলেন। একপর্যায়ে হতাশায় নিমজ্জিত করলেন রোমান সেনাপতি 'আরতাবুন'কে। এবং তাকে বাধ্য করলেন পবিত্র শহর ছেড়ে

দিয়ে পলায়নের পথ বেছে নিতে। ফলে কুদ্‌স সমর্পিত হলো মুসলমানদের হাতে।

এ পর্যায়ে পরাজয় স্বীকারের আগ মুহূর্তে কুদসের পাদ্রী চাইলেন স্বয়ং খলীফার উপস্থিতিতে হস্তান্তর সম্পন্ন হোক। অতএব হযরত আমর ইবনুল আস রাযি. হযরত ফারুকে আযম রাযি.-কে চিঠি লিখে অনুরোধ করলেন তিনি স্বয়ং এসে যেন "বায়তুল মুকাদ্দাস" বুঝে নেন।

সুতরাং তিনি উপস্থিত হলেন এবং হস্তান্তরপত্রে স্বাক্ষর করলেন। এভাবে পনের হিজরীতে আমর ইবনুল আসের মারফতে কুদস চলে এলো মুসলমানদের কাছে।

হযরত ফারুকে আযম রাযি.-এর কাছে যখন বায়তুল মাকাদ্দাস অবরোধ ও তাতে আমর ইবনুল আস যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তার আলোচনা করা হতো তিনি বলতেন, আমরা রোমের আরতাবুনকে আরবের আরতাবুন দ্বারা ধরাশায়ী করেছি।

তারপর হযরত আমর ইবনুল আস রাযি. তার বিশাল বিজয়গুলোকে মুকুটশোভিত করেন মিসর জয়ের মাধ্যমে এবং এই মহামূল্য মুক্তোটিকে ইসলামের জয়মাল্যে সংযুক্ত করে। এর মধ্য দিয়ে তিনি মুসলিম সৈনিকদের সামনে উন্মুক্ত করে দেন আফ্রিকা ও মরক্কোর দরোজা এবং তারপর স্পেন...

আর এ সকল বিজয় তারা সম্পন্ন করেছিলেন মাত্র অর্ধশতাব্দী কাল সময়ের মধ্যে।

* * *

এগুলোই আমর ইবনে আসের বৈশিষ্ট্যের সবটুকু নয়। এসব কিছুর পাশাপাশি আমর ছিলেন আরবের উল্লেখযোগ্য কৌশলী ব্যক্তি এবং বিরল প্রতিভাধরদের একজন। সম্ভবত তার সবচেয়ে চমকপ্রদ বুদ্ধিচাতুর্যের নযির হলো মিসর জয়ের কাহিনী। কারণ তিনি হযরত ফারুকে আযম রাযি. কে ক্রমাগত প্রণোদনা দিতে থাকেন মিসর অভিযানের জন্য! এক পর্যায়ে ফারুক অনুমতি প্রদান করেন... এবং তার সঙ্গে চার হাজার মুসলিম সৈন্য প্রেরণ করেন।

ফলে আমর কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা তার বাহিনী নিয়ে রেরিয়ে পড়েন। কিন্তু তাদের যাওয়ার অল্প কিছু পরেই হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি. এলেন হযরত উমর রাযি.-এর কাছে। তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আমর তো অত্যন্ত নির্ভীক দুঃসাহসী...আর তার মধ্যে নেতৃত্বপ্রীতিও রয়েছে...তাই আমার আশংকা যে, সে মিসরে রওয়ানা হয়েছে পর্যাপ্ত রসদ ও যথেষ্ট সৈন্য না নিয়ে। পরিণামে মুসলমানরা ধ্বংসের মুখোমুখি হবে...।

এতে ফারুক খুবই অনুতপ্ত হলেন মিসর জয়ে আমরকে অনুমতি দেয়ার কারণে এবং তার পশ্চাতে একজন দূত পাঠালেন এ মর্মে পত্র দিয়ে।

* * *

পত্রবাহক মুসলিম সৈন্যদের গিয়ে পেলো ফিলিস্তীনের রাফা অঞ্চলে। আমর যখন ফারুকের পক্ষ থেকে দূত আগমনের খবর জানতে পারলেন এবং আরো জানলেন যে, তার সঙ্গে খলীফার দেয়া পত্র রয়েছে, তিনি আঁচ করলেন একটা কিছু ব্যাপার ঘটেছে। ফলে তিনি পত্রবাহকের সাক্ষাত বিলম্ব করলেন আর সেইসাথে চলার গতিকে আরো বাড়িয়ে দিলেন। এ পর্যায়ে যখন মিসর সীমান্ত চৌকির একটি গ্রামে পৌঁছলেন তখনই কেবল তার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং তার আনা পত্রটি নিলেন। পত্র খুলতেই দেখেন, তাতে লেখা রয়েছেঃ মিসরের মাটিতে প্রবেশের আগেই যদি আমার এই পত্র তোমার কাছে পৌঁছে তাহলে তুমি ফিরে এসো...

আর যদি মিসর ভূখণ্ডে ঢুকে গিয়ে থাকো তাহলে সামনে বাড়ো।

আমর তখন মুসলিমদের ডেকে তাদেরকে পড়ে শোনালেন ফারুকের পত্র, আর প্রশ্ন করলেনঃ তোমরা কি অবগত নও যে, আমরা এখন মিসরের মাটিতে?

তারা বললো, নিশ্চয়ই। তিনি বললেন, তাহলে আমরা আল্লাহর নামে তাঁর ওপর ভরসা করে সামনে অগ্রসর হই।

আর শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তার হাতে মিসরের বিজয় সম্পন্ন করেন।

* * *

তার আশ্চর্য বুদ্ধিকুশলতার আরেকটি উদাহরণ হলো, যখন তিনি মিসরের একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন; রোমক সেনাপতি মুসলিম সেনাপতির কাছে এই বলে দূত পাঠালো: আপনার তরফ থেকে একজন লোক প্রেরণ করুন, যে আমাদের সঙ্গে আলোচনা ও মতবিনিময় করবে।

তখন কতক মুসলিম সেনা নিজেকে পেশ করলো এ কাজের জন্য। কিন্তু আমর বললেন, আমিই হবো আমার দলের পক্ষ থেকে দূত।

এরপর তিনি দুর্গে প্রবেশ করে সেনাপতির সামনে উপস্থিত হলেন। এমনভাবে যেন তিনিই মুসলিম সেনাপতির পক্ষ থেকে প্রেরিত...

* * *

রোমক সেনাপতি আমরের সঙ্গে সাক্ষাত করলো কিন্তু সে তাকে চিনতে পারলো না...

এরপর তাদের মাঝে আলোচনা শুরু হলো, যাতে আমরের মেধা, দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পেলো দারুণভাবে। রোমান সেনাপতি আলোচনায় সুবিধা করতে পারবে না দেখে প্রতারণার মতলব আটলো। সে আমরকে উপর্যপরি উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করলো। এদিকে দুর্গরক্ষীদের নির্দেশ দিলো পরিখা অতিক্রমের আগেই তাকে হত্যা করে ফেলতে।

কিন্তু প্রহরীদের চোখের দিকে তাকাতেই আমরের মধ্যে সন্দেহ জাগলো। অতএব তিনি না গিয়ে ফিরে এলেন সেনাপতির কাছে। বললেন, আপনি জনাব আমাকে যে উপঢৌকন দিয়েছেন তা সমগ্র বাহিনীর জন্য যথেষ্ট না। তো আপনি অনুমতি দিলে আমি আরো দশজনকে সঙ্গে নিয়ে আসতাম। আপনার যে দানে আমাকে ধন্য করেছেন তারাও তা লাভ করতো...।

এ কথা শুনে সেনাপতি মুহাখুশী হলো। মনে মনে বললো, মাত্র একজনের পরিবর্তে দশজন... ভালোই তো...

অতএব দুর্গরক্ষীদের সে ইশারা করলো তার পথ ছেড়ে দিতে এবং এরই সাথে আমর ইবনে আসের জন্য লেখা হয়ে গেলো মুক্তি। মিসর যখন জয় হলো এবং মুসলমানদের কাছে তার হস্তান্তর সম্পন্ন হলো; রোমান

সেনাপতি মিলিত হলো আমর ইবনে আসের সঙ্গে। তখন সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো, আরে তুমিই কি সেনাপতি? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ... তোমার ঐ বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও।

* * *

এসব কিছুর পাশাপাশি হযরত আমর ইবনে আস রাযি. ছিলেন সুবক্তা ও সুভাষী, অসম্ভব বর্ণনাকুশলী। এমনকি এক্ষেত্রে তার কৃতিত্ব ছিলো এতটাই সমুজ্জ্বল যে, তার এই বাগ্মিতা ও প্রকাশ ক্ষমতাকে হযরত উমর রাযি. মনে করতেন আল্লাহ সুবহানাহুর কুদরতের অনন্য নিদর্শন। যার ফলে যখন তিনি এমন কাউকে দেখতেন, যার মুখে কথা জরিয়ে যায়, তখন বলতেন, বিশ্বাস করি এই ব্যক্তির স্রষ্টা আর আমর ইবনুল আসের স্রষ্টা একজনই। আমর ইবনুল আসের অলঙ্কারপূর্ণ উক্তির একটি হলো–

মানুষ তিন প্রকার :

পূর্ণ মানুষ, অর্ধেক মানুষ এবং কিচ্ছু না (অপদার্থ)

পূর্ণ মানুষ হচ্ছে সে, যার বুদ্ধি ও দ্বীনদারি দুটোই পরিপূর্ণ...তাই যখন সে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চায়, চিন্তাশীলদের সঙ্গে পরামর্শ করে। ফলে সবসময় সে সফল হয়।

আর অর্ধমানুষ হলো সে, যাকে আল্লাহ পরিণত বুদ্ধি ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন দান করেছেন। কিন্তু যখন সে কোন বিষয়ে ফায়সালা করে, কারো সাথে পরামর্শ করে না। সে মনে মনে বলে, কোন মানুষটা এমন আছে, নিজের মত বাদ দিয়ে আমি যার মত গ্রহণ করবো? ফলে সে কখনো ঠিক করে, কখনো ভুল করে। আর অপদার্থ হলো সে, যার বুদ্ধিও নেই, দ্বীনদারিও নেই, ফলে সে সবসময় ভুল করে, ব্যর্থ হয়...

আল্লাহর কসম, আমি সকল বিষয়ে পরামর্শ করি। এমনকি আমার খাদেমদের সঙ্গেও।

* * *

মৃত্যুর আগে শেষ যখন হযরত আমর রাযি. অসুস্থ হলেন এবং মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পারলেন তখন খুব কাঁদলেন আর ছেলেকে বললেন:

আমি তিনটি অবস্থা পার করেছি আমার জীবনে। সর্বপ্রথম আমি ছিলাম কাফের, তখন যদি মৃত্যু হতো তাহলে জাহান্নাম ছিলো অবধারিত।

এরপর যখন রাসূলের কাছে বায়আত হলাম তখন আমি ছিলাম তার প্রতি সবচেয়ে বেশি লাজুক। এমনকি আমি কখনো দু'চোখ ভরে তাকে দেখিনি। তো তখন যদি আমার মৃত্যু হতো মানুষ বলতো, আমর বড় ভাগ্যবান। সৎভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে আর সেইভাবেই মারা গেছে। এরপর আমি অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি, জানি না তার ফলাফল আমার অনুকূলে নাকি তার উল্টো।

তারপর তিনি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরালেন আর বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের আদেশ করেছো, কিন্তু আমরা তা মানতে পারিনি। নিষেধ করেছো, কিন্তু বিরত হইনি...

এখন তোমার দয়া ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই হে আরহামার রাহিমীন!

তারপর তিনি তার হাত বুক বরাবর তুলে আকাশের দিকে চেয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আর তো কোন শক্তিমান নেই আমি যার সাহায্য নেবো... আমি নিষ্পাপও নই, তাই স্বীকার করছি নিজের অপরাধ...

আমি অহংকারীও নই; বরং ক্ষমাপ্রার্থী...সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন হে গাফ্‌ফার!

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, বারবার উচ্চারণ করতে থাকলেন একথাটি এবং তারই সাথে ছেড়ে গেলেন ইহজীবন, উড়ে গেলো তার প্রাণ।

সমাপ্ত